স্বপ্ন

মনঃসমীক্ষণের ভূমিকা

সিগমুন্ড ফ্রয়েড

BanglaBook.org

বাংলাবুক.অর্গ

Introductory Lectures on PSYCHO-ANALYSIS

by

Prof. SIGMUND FREUD

প্রথম বঙ্গানুদিত সংস্করণ ঃ মাঘ ১৪০৪

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

প্রকাশক ॥ রেনুকা সাহা ॥ দীপায়ন ॥ ২০ কেশব সেন স্ট্রীট ॥ ৭০০০০৯
মুদ্রক ॥ দি নিউ মণ্ডল প্রিণ্টার্স ॥ ৪/১ই বিডন রো ॥ ৭০০০০৯
প্রচ্ছদপট ও অলঙ্করণ ॥ সন্দীপন ভট্টাচার্য

ষাট টাকা

মনঃসমীক্ষণের ভূমিকা : স্বপ্ন

সিগমুণ্ড ফ্রয়েড

ভাষান্তর

অরূপরতন বসু

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

দীপায়ন ॥ ২০ কেশব সেন স্ট্রীট ॥ কলিকাতা ৭০০০০৯

অনুবাদকের নিবেদন

বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে ফ্রয়েডের পরিচয় দিতে যাওয়া নির্বুদ্ধিতা। কাজেই সে-চেষ্টা থেকে আমি বিরত থাকছি। অথচ আমাদের দুর্ভাগ্য, যেমন ডারউইন, তেমনই ফ্রয়েডের গ্রন্থেরও বাংলায় তেমন কিছু অনুবাদ হয়নি। আর এই প্রসঙ্গেই বলা যায়, জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেমন ডারউইন, মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও তেমনি ফ্রয়েড, যুগান্তকারী কিছু আবিষ্কারের জন্য চিরস্মরণীয় হ'য়ে থাকবেন। ডারউইন যেমন দেখিয়েছেন, প্রাণীজগতের বিবর্তনের প্রক্রিয়ায় পশু থেকে বিবর্তিত হয়েছে মানুষ, তেমনই ফ্রয়েড আবিষ্কার করেছেন, পাশবিক উত্তরাধিকার থেকে পাওয়া আদিম যৌনকামনা ও জিঘাংসার অবদমন আর উত্তরোত্তর উদবর্তন (Sublimation) ঘটিয়ে মানুষ গ'ড়ে তুলেছে তার সভ্যতা, তার শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতি। কিন্তু এর একটা মূল্য দিতে হয়েছে : তার অবদমিত পাশবিক কামনা স্বপ্নে ফিরে এসেছে স্বপ্নদৃশ্য হ'য়ে, স্বপ্ন উঠে এসেছে স্নায়ুরোগের উপসর্গ হ'য়ে। তাই স্নায়ুরোগ বুঝতে গেলে স্বপ্ন বোঝা দরকার, আর স্বপ্ন বুঝতে গেলে বোঝা দরকার নির্জ্ঞান বা অচেতন মনের চরিত্র। অথচ মন বলতে সাধারণত আমরা বুঝি, সচেতন মন। কিন্তু ফ্রয়েড মনে করেন, মনের অল্প কিছু অংশ হচ্ছে সচেতন, আর তার বাদ বাকি বিশাল অংশ জুড়ে আছে নির্জ্ঞান (unconscious mind), যেখানে মানব-মনের পাশবিক উত্তরাধিকার সঞ্চিত, কিন্তু বিস্মৃত অবস্থায় থাকে। শুধু পাশবিক উত্তরাধিকার নয়, বিবর্তনের প্রক্রিয়ায়, এমনকি তার উদ্ভিদ ও জল-জীবনের স্মৃতি, যাকে phylogenetic memory বা প্রজাতি-জনিত স্মৃতি বলা যায়, তাও সঞ্চিত থাকে তার নির্জ্ঞানে, এমনই ইংগিত দিচ্ছেন ফ্রয়েড।

অনেকে অবশ্য ফ্রয়েডীয় তত্ত্বে যৌনতা বা লিবিডোর (Libido) ভূমিকা সম্পর্কে (সংকীর্ণ বা ব্যাপক অর্থে) প্রশ্ন তুলেছেন, আদিম মানবিকতার উত্তরাধিকার থেকে পাওয়া অজাচার (incest) সংক্রান্ত ইডিপাস গুটেষা বা Oedipus complex সম্পর্কেও আপত্তি উঠেছে, আবার 'নির্জ্ঞান-মন'-এর ব্যাপ্তি ও গভীরতা আরো বাড়ানোর চেষ্টা করেছেন তাঁর শিষ্যদের মধ্যে কেউ কেউ, যেমন ইয়ুঙ। আধুনিক বিশিষ্ট ভাবুকদের মধ্যে আবার কেউ কেউ (যেমন আলথুসার ও দেরিদা) সমাজ ও সাহিত্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে তাঁর স্বপ্ন-বিশ্লেষণের পদ্ধতি প্রয়োগ করেছেন, আবার আধুনিক বিজ্ঞানে কোয়ান্টাম বলবাদের 'অনিশ্চয়তা বিধি'র আবির্ভাবে, ফ্রয়েডীয় নিয়ন্ত্রণবাদের ভিত্তিও বেশ নড়ে গেছে। কিন্তু তাঁর নির্জ্ঞান মনের অস্তিত্ব সংক্রান্ত যুগান্তকারী আবিষ্কারটিকে, যাঁরা মানব মনের অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাঁদের পক্ষে মেনে নেওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই ; শুধু এই একটি আবিষ্কারের জন্য-ই ফ্রয়েড চিরস্মরণীয় হ'য়ে থাকতে পারেন।

আমাদের বর্তমান গ্রন্থটি হচ্ছে ফ্রয়েডের একটি বক্তৃতামালার স্বপ্ন সংক্রান্ত একটি

BanglaBook.org

অংশের বঙ্গানুবাদ। ফ্রয়েড এই বক্তৃতাগুলি দান করেন ভিয়েনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯১৫-১৯১৭ সালের মধ্যে। সম্পূর্ণ বক্তৃতামালার নাম ছিল : মনঃসমীক্ষণের ভূমিকা। এটি তিন অংশে বিভক্ত। প্রথমটি 'ভুল' সংক্রান্ত, দ্বিতীয়টি, 'স্বপ্ন' এবং শেষেরটি, 'স্নায়ু' রোগ। বাংলায়, ফ্রয়েডীয় স্বপ্নতত্ত্বের পথনির্দেশক গ্রন্থ হচ্ছে আচার্য গিরীন্দ্রশেখর বসু প্রণীত 'স্বপ্ন।' পরিভাষার ক্ষেত্রে তাঁর ওপর প্রাথমিকভাবে অবশ্যই নির্ভর করেছি। কিন্তু কোনো-কোনো পরিভাষা সাধারণ পাঠকের পক্ষে দুরূহ হ'তে পারে ভেবে মূল পরিভাষার পাশাপাশি আরেকটু সহজবোধ্য পরিভাষা হাজির করার চেষ্টা করেছি। উদ্দেশ্য : যাতে ফ্রয়েড সম্পর্কে সাধারণের আগ্রহ বাড়ে। অনুবাদের ভাষাও এই কারণেই সহজ রাখার চেষ্টা করেছি, তত্ত্বের গভীরতা ও যুক্তি-কাঠামোকে যথাসাধ্য বজায় রেখে। নির্জ্ঞান স্বপ্ন-ক্রিয়ার সঙ্গে ভাষা ব্যবহারের তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে বিদেশী ভাষার পাশাপাশি তুলনীয় বাংলা শব্দেরও উল্লেখ করেছি, পাঠিকা/পাঠকের বোঝার সুবিধের জন্য-ই। দুয়েকটি স্বপ্নের নমুনা বাদ দিয়েছি, এই বিবেচনায় যে সেখানে স্বপ্নক্রিয়ার সঙ্গে তুলনীয় ভাষা ব্যবহার বোঝাতে স্বপ্নে ব্যবহৃত যে-ইয়োরোপীয় ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে, তা স্বপ্নের সঙ্গে, এবং স্বপ্নটি ঐ বিশেষ ইরোপীয় দেশের আবহের সঙ্গে এতই ওতপ্রোত যে বঙ্গভাষাভাষী জনসাধারণের কাছে তা অবশ্য-প্রয়োজনীয় নয়। এছাড়া সাধারণভাবে যথাসাধ্য ইংরেজি অনুবাদকেই অনুসরণ করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও ভাষান্তরের ক্ষেত্রে কিছুটা পার্থক্য তৈরি হবেই, তারপর যদি ভাষান্তরের ভাষান্তর হয়, সেক্ষেত্রে আরও কিছুটা প্রভেদ তৈরি হওয়া সম্ভব। কিন্তু ভাবনায় যাতে কোনো মৌলিক বিচ্যুতি না-ঘটে, যাতে ভাষান্তর সত্ত্বেও মূলভাবনাকে বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করা যায় সেদিকে যথাসাধ্য তীক্ষ্ণ নজর রেখে সতর্কভাবে অনুবাদ সম্পন্ন করার চেষ্টা করেছি। একাজে কতদূর সফল হওয়া গেল তা পাঠিকা/পাঠকগণই বিবেচনা করবেন।

অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও ছাপার ভুল এড়ানো গেল না। ফরাসী ও জর্মন শব্দের উচ্চারণেও কিছু ভুল হয়তো থেকে গেল,—এর জন্য আমার অজ্ঞতাই দায়ী। Liebault-র উচ্চারণ 'লিব্যো' হবে কিনা তা নিয়ে সংশয় দেখা দিলে এক তরুণ বন্ধুর প্রস্তাব শেষপর্যন্ত শর্তাধীনে রাখা হয়েছে। বানান বিষয়ে একটি ব্যাপক বিতর্ক যখন চলছে তখন মধ্যপন্থা গ্রহণ করাই নিরাপদ ব'লে ভেবেছি, তাসত্ত্বেও কিছু যথার্থ ভুল থেকে যেতে পারে। এই 'ভুল' সম্পর্কেও ফ্রয়েডীয় তত্ত্ব আছে। কিন্তু সে-কথা এখন নয়।

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের 'যদিচ' ব্যবহার, বাঙলা গদ্যে চলেনি, তবুও 'যদিচ'-র ব্যবহার এক জায়গায় মেনে নিতে হ'লো।

পরিশেষে মুদ্রণ ও বাঁধাই বিভাগের সকল কর্মী আর দীপায়নের কর্ণধার সলিলবাবুকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই, ধন্যবাদ জানাই প্রুফ সংশোধন ও মূল্যবান পরামর্শ দানের জন্য সহযোগী সন্দীপন ভট্টাচার্যকে।

BanglaBook.org

সূচি

১. অসুবিধা এবং প্রাথমিক আলোচনার ধারা ১—১৬

স্বপ্ন সম্পর্কে প্রাচীন এবং আধুনিক ধারণা / স্বপ্নের সঙ্গে ঘুমের সম্পর্ক / স্বপ্নে দৃশ্যচিত্র / স্বপ্ন : অসুবিধে ও প্রাথমিক উপাদান / কিছু উদ্দীপনাজাত স্বপ্ন / বিভিন্ন প্রকারের উদ্দীপনা / দুটি সরল স্বপ্ন / দিবাস্বপ্ন।

২. প্রাথমিক প্রকল্প এবং বিশ্লেষণের কৌশল ১৮—২৮

যিনি স্বপ্ন দেখছেন তাঁকেই স্বপ্নের অর্থ জিজ্ঞাসা / যে জানা অজানা থাকে / মন, নিয়ন্ত্রণের অধীন / 'নাম' সম্পর্কিত অবাধ অনুষঙ্গ / অবাধ অনুষঙ্গ স্বাধীন নয়, কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত / আমাদের কৌশলের যুক্তি।

৩. ব্যক্ত বিষয় ও অব্যক্ত চিন্তা ৩১—৩৯

স্বপ্ন ব্যাখ্যার নিয়মাবলী / ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ / একেকটি স্বপ্ন-উপাদানের ব্যাখ্যা / ভগ্নাংশ, পূর্বসূত্র বা চিত্রকল্প / একটি স্বপ্ন বিশ্লেষণের চেষ্টা।

৪. শিশুদের স্বপ্ন ৪৩—৫২

শৈশব স্বপ্নের চরিত্র / ইচ্ছাপূরণ / দৈহিক তাগিদের তৃপ্তি / বিকৃত-স্বপ্ন কি ইচ্ছাপূরণ ?

৫. স্বপ্ন-সেন্সর ব্যবস্থা ৫৪—৬৪

প্রেম-সেবার স্বপ্ন / ঝোঁকের স্থানচ্যুতি (Displacement of Accent) / সেন্সর ব্যবস্থা দ্বারা নিষিদ্ধ স্বপ্ন-ইচ্ছা / নিষিদ্ধ ইচ্ছা অস্বীকার / মানব চরিত্রের অশুভ দিক।

৬. স্বপ্নে প্রতীক ব্যবস্থা ৬৭—৮৫

প্রতীক কী / যৌন প্রতীক / যৌনাঙ্গ প্রতীক : পুরুষ / নারী যৌনাঙ্গের প্রতীক / স্বপ্ন প্রতীক ব্যবস্থার অনুমোদন / স্বপ্ন প্রতীকের সমান্তরাল / প্রতীক ব্যবস্থা থেকে সিদ্ধান্ত / ভাষার বিকাশ।

৭. স্বপ্নক্রিয়া ৮৮—১০০

সংক্ষেপণ এবং স্থানচ্যুতি / শব্দের চিত্রায়ণ ব্যবস্থা / চিন্তা-সম্পর্কের চিত্রায়ণ / আদি শব্দের বিপরীত ব্যবহার / পশ্চাৎভ্রমণ / অনুযোজনা।

৮. স্বপ্নের নমুনা এবং তাদের বিশ্লেষণ ১০৩—১১৭

স্বপ্নের নমুনা / মৃত পিতার স্বপ্ন / স্বপ্ন-প্রতীকের উদাহরণ / স্বপ্নে যৌন প্রতীক / স্বপ্নে নিজের উপস্থিতি / এক মোহাবিষ্ট স্নায়ুরোগীর স্বপ্ন।

৯. স্বপ্নের পৌরাণিক এবং শৈশব উপাদান ১১৯—১৩২

স্বপ্নের পৌরাণিক এবং শৈশব উপাদান / বাছাই স্মৃতি / অতীতের কামনা স্বপ্নে উঠে আসে / মা-বাবার সঙ্গে সম্পর্ক / ইডিপাস কমপ্লেক্স / বিকৃত স্বপ্ন-ইচ্ছার শৈশব উৎস / স্বপ্নে পশ্চাৎভ্রমণ / নির্জ্ঞান।

১০. ইচ্ছাপূরণ ১৩৪—১৪৭

কোথায় ইচ্ছাপূরণ ? / কীভাবে উদ্বেগ-স্বপ্ন উঠে আসে / স্বেচ্ছা-শাসিত ভোগের ঝোঁক / স্বপ্ন কি কেবল ইচ্ছাপূরণ ? / হ্যাঁ, স্বপ্ন হচ্ছে ইচ্ছাপূরণ / একটি শিশুসুলভ স্বপ্নের সাক্ষ্য / স্বপ্ন : ইচ্ছাপূরণ।

১১. কিছু সন্দেহজনক বিষয় এবং সমালোচনামূলক পর্যবেক্ষণ ১৫২—১৫৭

স্বপ্নের অনিবার্য অনিশ্চয়তা / ব্যাখ্যা : গায়ের জোরে কিংবা 'গালগল্প' / স্বপ্ন এবং কৌতুক।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

ভূমিকা

আমি জানিনা মনঃসমীক্ষণ সম্পর্কে আপনাদের কতটা জানা আছে, বই পড়ে অথবা শুনে-শুনে। কিন্তু যেহেতু আমার বক্তৃতামালার নাম : মনঃসমীক্ষণের ভূমিকা, তাই আমি ধ'রে নিচ্ছি, আপনারা এবিষয়ে কিছুই জানেন না এবং জানার জন্য একটা ভূমিকা-ও আপনাদের দরকার, এমনকি প্রাথমিক উপাদান-গুলি সম্পর্কেই।

একটা জিনিশ অবশ্য আমি আগে থেকেই ধ'রে নিচ্ছি, আপনারা অন্তত এটুকু জানেন যে মনঃসমীক্ষণ হচ্ছে স্নায়ুরোগীদের একটি চিকিৎসা পদ্ধতি। প্রথমেই আমি একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে বুঝিয়ে দেয়ার চেষ্টা করছি, অন্যান্য চিকিৎসা পদ্ধতি থেকে মনঃসমীক্ষণিক পদ্ধতি কোথায় আলাদা। সাধারণত, যখন আমরা রোগীদের কাছে নতুন কোনো চিকিৎসা-পদ্ধতি হাজির করি তখন তাঁদের ঐ পদ্ধতির অসুবিধের দিকটা ছোটো ক'রে দেখাই ও সাফল্যের দিকটা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে দেখাই বেশ বড় ক'রে। এটা আমার মতে, সম্পূর্ণ যুক্তিসংগত, কেননা এতে সাফল্যের সম্ভাবনা বাড়ে। কিন্তু যখন আমরা কোনো স্নায়ুরোগীর চিকিৎসা শুরু করি, তখন আমরা উল্টো দিকে যাই। আমরা প্রথমেই রোগীর কাছে, এই চিকিৎসা পদ্ধতির অসুবিধেগুলির বিশদ ব্যাখ্যা রাখি, বলি, এটা সময় সাপেক্ষ, এর জন্য অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও আত্মত্যাগের প্রয়োজন হবে, আর তারপরও আরোগ্যের কোনো সঠিক প্রতিশ্রুতি দেয়া সম্ভব নয়, তাছাড়া আরোগ্য নির্ভর করবে রোগীর নিজের চেষ্টার উপর, তাঁর বোধবুদ্ধির উপর, খাপ খাইয়ে নেয়ার উপর এবং সর্বোপরি তাঁর ধৈর্য এবং অধ্যবসায়ের উপর। এরকম একটি অস্বাভাবিক দৃষ্টিভঙ্গী ও মনোভাব থেকে যে আমাদের কাজ করার পক্ষে যথেষ্ঠ যুক্তি আছে, তা অবশ্য আপনাদের কাছে পরে পরিষ্কার হবে।

এবার আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন, যদি আমি আপনাদের সঙ্গে সেরকমই ব্যবহার করি, যা আমি ক'রে থাকি আমার স্নায়ু-রোগগ্রস্ত রোগীদের সঙ্গে, অর্থাৎ যদি আমি আপনাদের বলি, দয়া ক'রে যেন আমার কাছে দ্বিতীয়বার ঘুরে আসবেন না। অনেকটা এই উদ্দেশ্য থেকেই আমি আপনাদের বলব যে মনঃসমীক্ষণ সম্পর্কে স্বভাবতই একটি অসম্পূর্ণ জ্ঞান আপনারা লাভ করবেন আমার কাছ থেকে, বলব, এ বিষয়ে আপনাদের পক্ষে স্বাধীনভাবে বিচার করার পথে কী কী বাধা আছে, এবং তার জন্য নিজের মনের ভেতরের বাধা-গুলিই বা কতটা কাটিয়ে উঠতে পারবেন, আর স্বভাবতই এইসবের জন্য

BanglaBook.org

অনেকখানি প্রয়োজন হবে বর্তমান তথ্যদাতার ওপর আপনাদের আস্থা ও বিশ্বাস রাখা।

এবার কল্পনা করুন, মনোচিকিৎসাবিদ্যার কোনো বক্তৃতা শুনতে না-গিয়ে আপনি শুনতে গেছেন আলেকজাণ্ডারের জীবন ও দিগ্বিজয় সম্পর্কে কোনো ঐতিহাসিকের বক্তৃতা। সেখানে অবশ্য প্রথম দৃষ্টিতে দেখা যাবে, মনঃসমীক্ষণের চেয়ে ঢের বেশি খারাপ অবস্থা, কেননা ইতিহাসের অধ্যাপক, আলেকজাণ্ডারের অভিযানে আপনাদের মতোই কোনো অংশই নেননি, মনঃসমীক্ষক অন্তত তাঁর রোগীর চিকিৎসায় অংশ নেন। এরপরও আরেকটি প্রশ্ন আছে: ঐতিহাসিক যা বলছেন তার সপক্ষে সাক্ষ্য প্রমাণাদি কী আছে? তিনি অবশ্য পূর্ববর্তী গ্রন্থকারদের বৃত্তান্ত উল্লেখ করবেন, সেইসব গ্রন্থকার যাঁরা ঐতিহাসিক ঘটনার সময় অথবা তার অব্যবহিত পরেই জীবিত ছিলেন, যেমন ধরা যাক ডিওডোরাস, প্লুটার্ক, আরিয়ান (Diodorus, Plutarch, Arian) এবং অন্যান্য। অধ্যাপক মশাই এবার আপনাদের সামনে হাজির করতে পারেন প্রাচীন মুদ্রা, প্রাচীন মূর্তি এবং পম্পেই-এর মোজেইক চিত্রে আঁকা যুদ্ধদৃশ্যের ফোটোগ্রাফ। তবু খুব সঠিকভাবে বলতে গেলে, এইসব সাক্ষ্য প্রমাণাদি থেকে শুধু এইটুকুই প্রমাণিত হচ্ছে যে আলেকজাণ্ডারের অস্তিত্ব ছিল এবং তাঁর কার্যকলাপের সত্যতা সম্পর্কে পূর্ববর্তী লেখকগণ আগে থেকেই বিশ্বাস করতেন, আর ঠিক এখান থেকেই আপনার মনে সন্দেহ উঁকি মারতে থাকবে। আপনি এবার লক্ষ করবেন, আলেকজাণ্ডার সম্পর্কে যা বলা হয়, তার সবটাই বিশ্বাসযোগ্য নয়, এবং তার সবটুকু সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য নথিপত্র নেই। কিন্তু তার জন্য আমার মনে হয়না, আপনারা আলেকজাণ্ডারের অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দিহান হ'য়ে বক্তৃতাগৃহ থেকে বেরিয়ে আসবেন। আপনাদের সিদ্ধান্ত মোটামুটি দুটি বিবেচনা দ্বারা নির্ধারিত হবে: ১. অধ্যাপক মশাই নিশ্চয়ই কোনো দুরভিসন্ধি থেকে আপনাদের এমন কিছু বিশ্বাস করতে বলছেন না, যা তিনি নিজেই বিশ্বাস করেন না। ২. প্রায় সমস্ত ঐতিহাসিক বা বিশেষজ্ঞগণ ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির সত্যতা সম্পর্কে কমবেশি একমত।

পূর্ববর্তী লেখকদের কাজের সত্যতা সম্পর্কে আপনারা এইভাবেই যাচাই ক'রে দেখতে পারেন—তাঁদের সম্ভাব্য অভিসন্ধি কী এবং তাঁদের নিজেদের মধ্যে মতৈক্য কতটা। এইসব যাচাই করার ফলাফল আলেকজাণ্ডার সম্পর্কে নিশ্চিতই বিশ্বাসযোগ্য হবে, তবে মোসেস এবং নিমরদ সম্পর্কে তার চেয়ে একটু কমই হবে। একইভাবে আপনি নিজেই যথেষ্ঠ পরিষ্কারভাবে পরে বুঝতে পারবেন, মনঃসমীক্ষণিক পদ্ধতির বিশ্বাসযোগ্যতার বিরুদ্ধে কী ধরনের আপত্তি ওঠা সম্ভব।

এবার এই প্রশ্ন তোলার অধিকার আপনাদের আছে: যদি মনঃসমীক্ষণের

BanglaBook.org

কোনো বিষয়গত প্রমাণ না-থাকে, যদি ঐ প্রক্রিয়া দর্শনের কোনো সম্ভাবনাই না-থাকে, তাহলে একে কি আদৌ অধ্যয়ন করা সম্ভব কিংবা এর সত্যতা কি নিজের কাছে বিশ্বাসযোগ্য ক'রে তোলা সম্ভব? এর অধ্যয়ন সত্যিই খুব সহজ নয়, আর এই বিদ্যায় খুব বিশদভাবে শিক্ষালাভ করেছেন এমন ব্যক্তির সংখ্যাও খুব বেশি নয়। কিন্তু তবুও এবিষয়ে শিক্ষালাভের কিছু উপায় নিশ্চয়ই আছে। মনঃসমীক্ষণ প্রথমেই শিখতে হয় নিজের সম্পর্কে, অর্থাৎ নিজের ব্যক্তিত্বকে বিশদভাবে অনুশীলন করার মধ্য দিয়ে এই শেখা শুরু হয়। এটাকে ঠিক অন্তর্দর্শন (introspection) বা আত্মপরীক্ষা বলা যায় না, কিন্তু এর চেয়ে আরো ভালোশব্দের অভাবে আপাতত তা-ই বলা যাক। এই পদ্ধতি সম্পর্কে কিছু জ্ঞান লাভের পর, দেখা যাবে প্রচুর সাধারণ এবং সুপরিচিত মানসিক ঘটনা আছে, যাদের আত্মবিশ্লেষণের বিষয় ব'লে গণ্য করা যেতে পারে। এইভাবে এটাও দেখা যাবে যে মনঃসমীক্ষণে বর্ণিত প্রক্রিয়াগুলির বাস্তবতা এবং ব্যবহৃত ধারণাগুলির সত্যতা সম্পর্কে প্রয়োজনীয় বিশ্বাস অর্জন করা সম্ভব। যদিও এই রাস্তায় প্রগতির-ও যে কিছু সীমাবদ্ধতা নেই, এমন নয়। এপথে আরো বেশ কিছুদূর এগিয়ে যাওয়া যায় যদি কেউ নিজেকে কোনো দক্ষ মনঃসমীক্ষকের হাতে ছেড়ে দেন, নিজের ওপরেই মনোবিশ্লেষণের কাজ শুরু করেন এবং বিশ্লেষক যেসব সূক্ষ্ম কৌশল প্রয়োগ করছেন তাদের বিশদ-ভাবে লক্ষ করার সুযোগ ব্যবহার করেন। অবশ্য এসবই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ব্যাপার, একদল ছাত্রের ক্লাসে শেখার মতো কোনো কিছু এ নয়।

দ্বিতীয় অসুবিধেটি মনঃসমীক্ষণের সঙ্গে ওতপ্রোত নয়, কিন্তু তা এমন একটা কিছু, যার জন্য আমি আপনাদেরই দায়ী করি, অন্তত ততদূর পর্যন্ত দায়ী করি যতদূর পর্যন্ত আপনারা, আপনাদের চিকিৎসাবিজ্ঞানের শিক্ষা দ্বারা প্রভাবিত। আপনাদের বিদ্যাশিক্ষা আপনাদের মধ্যে এমন একটি মানসিক দৃষ্টিভঙ্গী তৈরি ক'রে দেয়, যার সঙ্গে মনঃসমীক্ষণের দূরত্ব খুবই বেশি। আপনারা শারীরিক প্রক্রিয়ার অথবা ঐ প্রক্রিয়া বিপর্যস্ত বা বিঘ্নিত হওয়ার জন্য শুধু শারীরস্থানবিদ্যার উপর নির্ভর করেন, তাদের ব্যাখ্যা করেন রসায়নবিদ্যা ও পদার্থবিদ্যার দিক থেকে, তাদের গ্রহণ করেন জীববিজ্ঞানের দিক থেকে, কিন্তু কখনোই আপনাদের আগ্রহ, জীবনের মানসিক দিকগুলির দিকে পরিচালিত করেননা, অথচ ঐ দিকেই বিস্ময়করভাবে জটিল জৈবশরীরগুলির বিকাশ চূড়ান্ত পরিণতি পাওয়ার দিকে এগোয়। এরজন্য মন সম্পর্কে যে একটি মনোবৈজ্ঞানিক ধারণা প্রয়োজন, এটা এখনো আপনাদের ধারণার বাইরে, বরং এটিকে আপনারা সন্দেহের চোখে দেখেন, একে বিজ্ঞানের মর্যাদা দিতে চাননা, বরং একে জনগণ, কবি, মরমীয়া সাধুসন্ত অথবা দার্শনিকদের হাতেই ছেড়ে দিতে চান। আপনাদের এই সীমাবদ্ধতা কিন্তু আপনাদের চিকিৎসাবিদ্যালব্ধ

BanglaBook.org

দক্ষতারই পরিপন্থী। কেননা একজন রোগীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'লে আপনি প্রথমেই তার মানসিক দিকগুলির সংস্পর্শে আসেন, যে-কোনো মানবিক সম্পর্কেই যেমন তা আসা যায়। আমার ভয় হয় শেষপর্যন্ত আপনাদের বেশ ভালোই মূল্য দিতে হবে চিকিৎসাবিদ্যার আরোগ্য-পদ্ধতির একটি মূল্যবান অংশকে হাতুড়ে, সাধুসন্ন্যাসী কিংবা ওঝা ইত্যাদির হাতে ছেড়ে দেয়ার জন্য, যাদের আপনারা বেশ ঘৃণাই করেন।

অবশ্য এটা আমি বুঝি যে আপনাদের শিক্ষার এই ভুলের পেছনে একটা অজুহাতও আছে ; আপনাদের পেশায় সাহায্য করার মতো কোনো দার্শনিক বিজ্ঞান প্রণালী (Philosophical science) আপনাদের হাতে নেই ! না কোনো প্রকল্পনামূলক দর্শন (Speculative Philosophy) না বর্ণনামূলক মনোবিজ্ঞান, না এমনকি তথাকথিত পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞান যা নাকি ইন্দ্রিয়ের শারীরবিদ্যা (Physiology) সংক্রান্ত পাঠক্রমের সঙ্গে আপনাদের অধ্যয়ন করতে হয় ; না, এরা কেউই শরীর ও মনের সম্পর্ক বিষয়ে বিদ্যালয়ে আপনাদের প্রয়োজনীয় কোনো কথা-ই বলেনা, সম্ভাব্য মানসিক বিপর্যয় বোঝার জন্য কোনো সূত্রও দান করেনা। এটা অবশ্য সত্যি যে আরোগ্যবিদ্যায় মনোচিকিৎসা-সংক্রান্ত শাখাটি মানসিক বিপর্যয়ের নানান পরিচিত চেহারার রূপবর্ণনা করে এবং তাদের চিকিৎসা-পর্যবেক্ষণলব্ধ চিত্রগুলিকে শ্রেণীবদ্ধ করে, কিন্তু এমনকি মনোচিকিৎসকগণ তাঁদের নিজেদেরই বিশুদ্ধ বর্ণণাত্মক সূত্রগুলিকে 'বিজ্ঞান' বলা যাবে কিনা সে-বিষয়ে নিজেরাই সন্দেহ প্রকাশ করেন। যে সব উপসর্গ, ঐ রোগ-গবেষণাচিত্রগুলিকে নির্মাণ করে, তাদের উৎস, কর্মপ্রণালী কিংবা পারস্পরিক সম্পর্ক এখনও অনাবিষ্কৃত রয়ে গেছে : হয় তাদের সঙ্গে, মস্তিষ্কে কোনো পরিবর্তনের যোগ প্রত্যক্ষ করা যায়নি, অথবা এমন পরিবর্তন লক্ষ করা গেছে যা ঐ উপসর্গগুলির কোনো ব্যাখ্যাই দেয়না। ঐসব মানসিক বৈকল্য তখনই চিকিৎসার প্রভাবে আসে, যখন তারা কোনো শারীরিক রোগের গৌণ প্রতিক্রিয়া হিশেবে চিহ্নিত হয়।

এই অভাবটিই মনঃসমীক্ষণ মেটানোর চেষ্টা করছে—মনোচিকিৎসাবিদ্যাকে, তার হারানো মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তিটি সরবরাহ করার উদ্যোগ নিয়ে, যাতে দৈহিক এবং মানসিক বিপর্যয়ের পারস্পরিক সম্পর্কের একটি সাধারণ ভিত্তি বোধগম্য ক'রে তোলা যায়। এইজন্যই এটি বহিরাগত কোনো পূর্বধারণাকে অবশ্যই গ্রহণ করতে পারেনা, সে, শারীরস্থানবিদ্যা (anatomy) রসায়নবিদ্যা কিংবা শারীরবিদ্যা (physiology) যেখান থেকেই আসুক না কেন। তার পরিবর্তে এর দরকার একটি বিশুদ্ধ মনোবৈজ্ঞানিক চিন্তা-শৃংখলা যা আমার অবশ্য মনে হয়, আপনাদের কাছে একটু অদ্ভুতই লাগবে।

এর পরের অসুবিধাটির জন্য আমি, আপনাদের শিক্ষা কিংবা মানসিক দৃষ্টি-

BanglaBook.org

ভঙ্গীকে দায়ী করিনা। মনঃসমীক্ষণের দুটি প্রধান সূত্র আছে, যা গোটা পৃথিবীর বৈরীমনোভাব এবং ঘৃণা অর্জন করেছে। একটির সঙ্গে বিরোধ, বুদ্ধিজাত কুসংস্কারের, অপরটির সঙ্গে নৈতিক এবং সৌন্দর্যবোধজাত কুসংস্কারের। এই সমস্ত কুসংস্কারকে ছোট করে দেখা উচিত নয়, এরা খুবই শক্তিশালী, বলা যাক, মানবিক বিবর্তনের মূল্যবান এমনকি প্রয়োজনীয় স্তরের 'অবশেষ' বা অবশিষ্টাংশ। এরা আবেগের শক্তি দ্বারা সুরক্ষিত এবং এদের বিরুদ্ধে লড়া খুবই কঠিন।

মনঃসমীক্ষণের প্রথম অপ্রীতিকর প্রস্তাবটি হচ্ছে : মানসিক প্রক্রিয়াগুলি অবশ্যই 'অচেতন' (নির্জ্ঞান) আর যেসব প্রক্রিয়া 'সচেতন', তারা কিছু বিচ্ছিন্ন কার্যকলাপমাত্র এবং গোটা মানসিক সত্তার নেহাতই একটি অংশ। অথচ মনে করে দেখুন, এটা আমরা ভাবতেই অভ্যস্ত যে 'মানসিক' মানেই 'সচেতন' প্রক্রিয়া অর্থাৎ চেতনা আমাদের কাছে সেই বৈশিষ্ট্য হিশেবে হাজির হয় যা মানসিক জীবনের সংজ্ঞা নির্ধারণ করে অথবা বলা যাক, মানসিক জীবনের সংজ্ঞা নির্দেশ করতে গেলে তার বৈশিষ্ট্য হিশেবে চেতনা হাজির হয়। মনোবিজ্ঞানকে আমরা গ্রহণ করি চেতনার বিষয়বস্তুকে অধ্যয়ন করার জন্য। এটি এতই স্পষ্ট এবং স্বাভাবিক যে এর বিরুদ্ধে কোনো কথা বললেই তা আমাদের কাছে অর্থহীন শোনায়, অথচ মনঃসমীক্ষণের পক্ষে এই বিরোধ এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয় কিংবা এটা মানাও সম্ভব নয় যে মন এবং চেতনা একই। এদের মনঃসমীক্ষণিক সংজ্ঞা দিতে গেলে বলতে হয়, মনের অন্তর্গত হচ্ছে অনুভূতি, চিন্তা এবং ইচ্ছা ইত্যাদির স্বভাবজাত প্রক্রিয়া এবং এতে আরও বলা হয় যে অচেতন (নির্জ্ঞান) চিন্তা এবং অচেতন (নির্জ্ঞান) ইচ্ছা বা কামনার অস্তিত্ব আছে, কিন্তু এটা করতে গিয়ে মনঃসমীক্ষণ প্রথমেই ঠাণ্ডামাথার 'বৈজ্ঞানিক' মনোভাবাপন্ন ব্যক্তিদের সহানুভূতি হারায় এবং সন্দেহের উদ্রেক ঘটায় যে মনঃসমীক্ষণ নিশ্চয়ই কোনো গুপ্ত ধর্মসম্প্রদায়ের অন্ধকারাচ্ছন্ন রহস্যময় পূজাবিধি। আপনাদেরও নিশ্চয়ই বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে যে কেন আমি এরকম একটি বিমূর্ত প্রস্তাবকে ভাবছি কুসংস্কার, যা বলে, 'মানসিক মানেই হচ্ছে সচেতন', অথবা এটাও আপনারা এখনও ধরতে পারছেন না যে কোন্ বিবর্তন প্রক্রিয়া নির্জ্ঞানকে অস্বীকার ক'রে এগোয় যদি 'নির্জ্ঞান'-এর বাস্তবিকই অস্তিত্ব থাকে অথবা এই অস্বীকারের দ্বারা তার কী লাভ-ই বা হ'তে পারে। এটা আপনাদের কাছে মনে হ'তে পারে যে নিছকই শব্দ নিয়ে একটা অন্তঃসারহীন লড়ালড়ির মধ্যে আমরা জড়িয়ে পড়ব যদি আমরা কেবলই ভাবতে থাকি, মানসিক জীবন চেতনার সমান্তরাল, নাকি তা চেতনা পেরিয়ে বহুদূর বিস্তৃত। তা সত্ত্বেও আমি বলব, নির্জ্ঞান বা অচেতন মানসিক প্রক্রিয়াকে স্বীকার করে নিলে, জগত এবং বিজ্ঞানে সম্পূর্ণ নতুন একটি গতিনির্দেশ আমরা লাভ করতে পারি।

BanglaBook.org

মনঃসমীক্ষণের এই প্রথম দুঃসাহসী সূত্রটির সঙ্গে তার দ্বিতীয় সূত্রটির (যার কথায় আমি একটু পরেই আসছি) যোগাযোগ কতটা গভীর তা হয়ত আপনারা এখনো অনুমান করতে পারছেন না। মনঃসমীক্ষণের একটি আবিষ্কার হিশেবে আমাদের দ্বিতীয় সূত্রটি হচ্ছে : স্নায়ুরোগ এবং মানসিক বিপর্যয়ের ক্ষেত্রে—সংকীর্ণ এবং ব্যাপক এই দু-ই অর্থেই—আমাদের যৌন আবেগের বিশাল বিস্ময়কর ভূমিকা আছে যা আগে কখনও যথেষ্ট গুরুত্ব পায়নি। না, শুধু তা-ই নয়, তার চেয়েও ঢের বেশি হবে এই যৌন আবেগের অমূল্য অবদান—শিল্প-সংস্কৃতিতে, মানব-মনের সামাজিক বিপুল অগ্রগমনের পেছনে। আমার মতে, মনঃসমীক্ষণিক অনুসন্ধানের এই সিদ্ধান্ত থেকেই তার বিরুদ্ধে যত ঘৃণা ও আপত্তির সূত্রপাত।

আমরা বিশ্বাস করি, সভ্যতার আবির্ভাব হয়েছে অস্তিত্বরক্ষার সংগ্রামের তীব্র চাপের মধ্য থেকে আদিম প্রবৃত্তিগুলির তৃপ্তিসাধন বিসর্জন দিয়ে এবং এই জিনিশ ব্যাপকভাবে ব্যক্তির জীবনেও পুনরায় অনুষ্ঠিত হয়েছে যখন সে সমাজে অংশগ্রহণ করে ও তার প্রবৃত্তিগত সুখ বিসর্জন দেয় সমষ্টিগত মঙ্গলের স্বার্থে। এইসব প্রবৃত্তিগত শক্তির মধ্যে যৌনশক্তিই প্রধান, যা এইভাবে ব্যবহৃত হয়, কিংবা বলা যাক, যা এইভাবে উত্তরণের পথে এগোয় বা উদ্‌গতি (Sublimation) লাভ করে অর্থাৎ যৌনশক্তি, তার যৌনলক্ষ্য থেকে স'রে গিয়ে অন্য লক্ষের দিকে ধাবিত হয়, যা যৌন নয়, এবং সামাজিক দিক থেকে আরো মূল্যবান কোনো কিছু। কিন্তু এইভাবে যে-গঠন-কাঠামো নির্মিত হয়, তা খুব দৃঢ় নয়, কেননা যৌনআবেগকে নিয়ন্ত্রণে রাখা খুবই কঠিন। প্রতিটি ব্যক্ত, যিনিই সভ্যতা গঠনে অংশগ্রহণ করবেন, তাঁদের প্রত্যেকেরই এই বিপদ আছে যে অবরুদ্ধ যৌনশক্তি, তার লক্ষ্য পরিবর্তনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে বসতে পারে। বাঁধনছাড়া উদ্দাম যৌন আবেগ, তার আদিম লক্ষ্যবস্তুর দিকে এগিয়ে চলেছে সমাজ ও তার সংস্কৃতির বিরুদ্ধে—এর চেয়ে বড় কোনো বাধা বা শত্রুকে সমাজ, তার সংস্কৃতির বিরুদ্ধে কল্পনাও করতে পারে না। কাজেই সমাজ চায়না তার বিকাশের স্তরে এই অত্যন্ত স্পর্শকাতর বিষয়টি কেউ স্পর্শ করুক, চায় না যে যৌনপ্রবৃত্তির শক্তি কতো ভীষণ তা কেউ চিনিয়ে দিক, অথবা ব্যক্তির যৌনজীবনের তাৎপর্য কেউ উদ্‌ঘাটিত ক'রে দিক ; এটাও তার স্বার্থবিরোধী কাজ। সমাজে শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য বরং এই গোটা ক্ষেত্রটি থেকে সে নজর ঘুরিয়ে দেয়ার পক্ষপাতী। এইজন্যই মনঃসমীক্ষণের সত্যোদ্‌ঘাটন তার পক্ষে সহ্য করা সম্ভব নয়, বরং সে চাইবে মনঃসমীক্ষণের বক্তব্যকে সৌন্দর্যবোধের দিক থেকে গণ্য করতে কুরুচিকর, নৈতিক দিক থেকে দূষণীয় এমনকি বিপজ্জনক। কিন্তু যেহেতু এই ধরনের আপত্তি সেই ধরনের সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে খাটে না, যেখানে দাবি করা হচ্ছে যে তা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান

BanglaBook.org

দ্বারা প্রাপ্ত বস্তুনিষ্ঠ ফলাফলের উপর দাঁড়িয়ে; অতএব আপত্তিকে ভাষান্তরিত করা হয় বুদ্ধিজীবির ভাষায়, প্রকাশ্যে কিছু বলার আগেই। মানবচরিত্রের একটি ঝোঁক হচ্ছে যা কিছু অপ্রিয় তাকে অসত্য ব'লে ভাবা এবং সহজেই তার বিরুদ্ধে যুক্তি খাড়া করা। কাজেই সমাজ যাকে গ্রহণ করতে পারেনা, তাকেই অসত্য ব'লে ঘোষণা করে, মনঃসমীক্ষণের ফলাফলকে ব্যবহারিক যুক্তি-তর্কের সাহায্যে নাকচ করতে চায়, যদিও ঐসব যুক্তির মূলে আছে আবেগ। ঐ আবেগকেই প্রাণপণ শক্তিতে কুসংস্কারের মতো আঁকড়ে ধ'রে থেকে সমাজ, তার বিরোধী মতামতকে অগ্রাহ্য করতে চায়।

উল্টোদিকে, আমরা আপত্তিজনক তত্ত্ব তৈরি করার কোনো ঝোঁকের কাছেই নতি স্বীকার করিনি। আমাদের উদ্দেশ্য, কেবল কয়েকটি ঘটনার সত্যতা স্বীকার ক'রে নেয়া, যা আমরা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য গবেষণার পর আবিষ্কার করেছি। এবার আমরা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের ভেতর, তার প্রযুক্তিগত বা ব্যবহারিক দিকের বিবেচনা ঢুকিয়ে দেয়ার কাজটিকে বিনাশর্তে প্রত্যাখ্যান করার অধিকার দাবি করছি এমনকি ঐ ভীত সন্ত্রস্ত 'বিবেচনা' আমাদের ওপর বলপ্রয়োগে ক'রে চাপিয়ে দেয়া আদৌ যুক্তিসংগত কি না সে-বিচার করার আগেই।

এগুলিই হচ্ছে সেইসব প্রারম্ভিক অসুবিধে যা আপনাদের ভোগ করতে হবে যদি আপনারা মনঃসমীক্ষণ সম্পর্কে কোনো আগ্রহ দেখান। তবে শুরু করার পক্ষে এ যথেষ্ট-র চেয়েও বেশি। যদি এসবের হতাশাজনক প্রতিক্রিয়া কাটিয়ে উঠতে পারেন, তাহলেই আমরা আরো এগিয়ে যেতে পারব।

সিগমুণ্ড ফ্রয়েড

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

মনঃসমীক্ষণের ভূমিকা : স্বপ্ন

সিগমুণ্ড ফ্রয়েড

১

অসুবিধা এবং প্রাথমিক আলোচনার ধারা

ভিয়েনা শহরের বিখ্যাত স্নায়ুরোগ চিকিৎসক জোসেফ ব্রয়ার ১৮৮০-৮২ সালেই আবিষ্কার করেন যে কিছু স্নায়ুরোগীর উপসর্গ বিশেষ অর্থপূর্ণ। এই আবিষ্কার থেকেই মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতির সূত্রপাত। স্নায়ুরোগ চিকিৎসার সময় লক্ষ করা গেছিল যে রোগীরা তাঁদের উপসর্গগুলি উল্লেখ করার কালে স্বপ্নেরও উল্লেখ করছেন। ফলে স্বভাবতই সন্দেহ করা হয় যে ঐসব স্বপ্নের বিশেষ অর্থ আছে।

অবশ্য আমরা আর এখন স্বপ্নের ঐতিহাসিক আলোচনার দিকে যাবো না, বরং তার বিপরীত দিকেই যাবো। আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে উদ্বায়ু (neuroses) বা স্নায়ুরোগ অনুধাবনের প্রস্তুতি হিসেবে স্বপ্নের অর্থ উদ্ঘাটন করা। এই উল্টোদিকে হাঁটার যথেষ্ট কারণ আছে, যেহেতু স্বপ্ন কেবল এই অনুধাবনের শ্রেষ্ঠ প্রস্তুতি-ই নয়, স্বপ্ন নিজেই হচ্ছে স্নায়ুরোগের একটি উপসর্গ, আর এছাড়াও এর আরেকটি বড় সুবিধে হচ্ছে সুস্থ-স্বাভাবিক লোকেরাও স্বপ্ন দেখেন। সত্যি কথা বলতে কী যদি সকলেই সুস্থ, স্বাভাবিক হতেন ও কেবলই স্বপ্ন দেখতেন, তাহলে তাঁদের স্বপ্ন থেকেই আমরা সেইসব জ্ঞানের সমস্তটাই আহরণ করতে পারতাম যা আমরা স্নায়ুরোগ অনুধাবন ক'রে পাই।

কাজেই স্বপ্ন হচ্ছে মনঃসমীক্ষণ গবেষণার একটি বিষয়বস্তু, যা 'ভুল'-এর মতোই আরেকটি বাস্তব মূল্যহীন, সাধারণ, আপাত-তুচ্ছ ব্যাপার, যা সুস্থ ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে হামেশাই ঘটতে দেখা যায়। কিন্তু অন্যদিক থেকে দেখতে গেলে 'ভুলে'র তুলনায় 'স্বপ্ন' নিয়ে কাজ করা বেশ অসুবিধেজনক। চিকিৎসাবিজ্ঞান 'ভুল' নিয়ে ততটা মাথা ঘামায়নি, কিছুটা তাচ্ছিল্যই করেছে, কিন্তু 'ভুল' নিয়ে গবেষণা করলে কারও হেনস্থা হওয়ার আশঙ্কা নেই। লোকেরা সাধারণত বলেন, 'ঠিক আছে, 'ভুল'-এর চেয়ে আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার আছে বটে, তবে এ বিষয়ে গবেষণা করলে কিছু পাওয়া গেলেও পাওয়া যেতে পারে।' কিন্তু স্বপ্ন নিয়ে যদি কেউ কাজ করতে যান, তাহলে তা যে শুধু কাণ্ডজ্ঞানহীন বাড়াবাড়ি হবে তা-ই নয়, তা হবে এক ভয়ানক কেলেঙ্কারি: তার গায়ে 'অবৈজ্ঞানিক' কলঙ্কের ছাপ মারা হবে ও সন্দেহ করা হবে লোকটির নিশ্চয়ই

BanglaBook.org

ধর্ম বা মরমীয়াবাদের (মিস্টিসিজম) দিকে কোনো গোপন ঝোঁক আছে। একজন চিকিৎসাবিদ্যার ছাত্র কিনা স্বপ্ন নিয়ে মাথা ঘামাবে, যখন স্নায়ুরোগ-বিদ্যায়, মনোচিকিৎসাবিদ্যায় এত সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে—আছে আপেলের মতো প্রকাণ্ড বড় টিউমারের উৎপাতে পিষ্ট হওয়া মস্তিষ্ককোষ, আছে রক্তক্ষরণ, আছে পুরনো প্রদাহের প্রকোপে পাল্টে যাওয়া স্নায়ুতন্তুর পরিবর্তন, যা অনুবীক্ষণের নিচে দিব্যি পরীক্ষা করে দেখা যায়!—না! না! বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিষয়বস্তু হওয়ার কোনো যোগ্যতা ঐ স্বপ্নের মতো তুচ্ছ কোনো বস্তুর একদম নেই!

এছাড়া স্বপ্নের আরো একটি ব্যাপার আছে যা নিখুঁত পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে এক বিশাল বাধা, কেননা স্বপ্নের অর্থ অনুসন্ধানের জন্য গবেষণা করতে গেলে দেখা যাবে এমনকি গবেষণার বিষয়বস্তু হিশেবেই স্বপ্ন ভয়ানক অনিশ্চিত। অমূল প্রত্যয় বা অমূলক বিশ্বাসের (delusion) কথাই ধরা যাক, যার একটি পরিষ্কার স্পষ্ট ছবি আছে। মনে করুন আপনার রোগী বলছেন, 'আমি চীনের সম্রাট।'—এর মধ্যে কোনো অস্পষ্টতা নেই। কিন্তু স্বপ্ন? প্রথমত অধিকাংশ ক্ষেত্রে এর পুরো বিবরণটাই আপনি পাবেন না। যখন কেউ তার স্বপ্ন বলছে, তখন কোনো গ্যারাণ্টি আছে কি যে সে সত্যি কথা বলছে, নাকি সে বলার সময়ই বেশ কিছুটা পাল্টে দিয়ে বলছে, না কি সে ঠিকঠাক মনে করতে পারছে না বলেই বেশ কিছুটা বানিয়ে বলছে? অধিকাংশ স্বপ্নই ঠিকঠাক মনে থাকে না। তার সামান্য কিছু অংশ ছাড়া বাদবাকি সমস্তটাই লোকে ভুলে যায়। কোনো বৈজ্ঞানিক মনোবিদ্যা অথবা কোনো মনোরোগীর চিকিৎসা-পদ্ধতি কি এরকম কোনো বিষয়বস্তুর উপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে?

এই বিরুদ্ধ সমালোচনার বাড়াবাড়ি অংশগুলি কিন্তু বেশ সন্দেহজনক। বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিষয়বস্তু হিশেবে স্বপ্নের যোগ্যতা সম্পর্কে যে-প্রশ্নগুলি তোলা হয় তার মধ্যে চরমপন্থার ঝোঁক আছে। বিষয়বস্তু হিসেবে 'ভুল' সম্পর্কেও যে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা হয় তা-ও আমরা আগেই দেখেছি এবং লক্ষ করেছি তুচ্ছ, নগণ্য উপসর্গগুলির ভেতর থেকেই বেরিয়ে আসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সব ঘটনা। স্বপ্নের অস্পষ্টতা সম্পর্কে বলা যায় যে তা অন্য যে কোনো বৈশিষ্ট্যের মতোই একটি বৈশিষ্ট্য; আমরা কোনো জিনিশকে তো আর আমাদের পছন্দসই বৈশিষ্ট্য তৈরি করার হুকুম দিতে পারি না। মনোরোগ-বিদ্যার অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে দেখা যাবে অন্য কোনো-কোনো বিষয়বস্তুর বেলাতেও একই ধরনের অনিশ্চয়তা আছে, যেমন কোনো-কোনো রোগীর একই বিষয় নিয়ে অত্যধিক আবিষ্ট থাকার (obsession ঝোঁক, যা নিয়ে অনেক বিশিষ্ট মনোবিজ্ঞানীই কাজ করছেন। আমার মনে আছে, আমার চিকিৎসক-জীবনে এই ধরনের শেষ রোগিণীটির কথা। সেই মহিলা আমার কাছে তাঁর

BanglaBook.org

অসুখের বৃত্তান্ত সম্পর্কে বলেন, 'আমার মনে হচ্ছে যেন আমি কাউকে জখম করেছি কিংবা জখম করতে চেয়েছি কোনো জ্যান্ত কাউকে—বোধহয় একটা বাচ্চাকে—না, না বোধহয় একটা কুকুরকে, আমি ব্রিজের উপর থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছিলাম, অথবা আর কিছু করেছিলাম।' স্বপ্নের ঠিকঠাক মনে পড়ার ক্ষেত্রে অসুবিধে দেখা দিলে তা দূর করার উপায় হচ্ছে ঠিক যা বলা হচ্ছে তাকেই স্বপ্ন বলে ধরা, যা মনে পড়বে না অথবা যা মনে করতে গিয়ে পাল্টানো হচ্ছে সেসব কিছুকে স্বপ্ন ব'লে গণ্য না করা। সবশেষে বলা দরকার, স্বপ্ন একটা নেহাতই গুরুত্বহীন ব্যাপার এরকম কোনো ঢালাও কিছু ধরে নেওয়া উচিত নয়। আমরা আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে জানি, স্বপ্ন দেখার পর যে-মেজাজে আমরা ঘুম থেকে উঠি, সেই মেজাজ এমনকি সারাদিনই বজায় থাকতে পারে। চিকিৎসকরা এমন অনেক ঘটনা লক্ষ করেছেন যেখানে মানসিক রোগের সূত্রপাত স্বপ্ন থেকে, ঐ স্বপ্ন থেকেই অমূল প্রত্যয় (delusion) বা অমূলক বিশ্বাসের শুরু! এছাড়া এ তো বলাই হয় যে বহু খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ব্যক্তি তাঁদের জীবনের যুগান্তকারী সব সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রেরণা পেয়েছেন স্বপ্ন থেকে। অতএব আমরা প্রশ্ন করতে পারি : বিজ্ঞানীমহলে স্বপ্নকে এত হেয় জ্ঞান করার প্রকৃত কারণ কী? আমার মতে, এটা হচ্ছে আগেকার দিনে স্বপ্নকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেয়ার প্রতিক্রিয়া। সকলেই জানেন অতীতের ঘটনা পুনর্গঠিত করা সোজা ব্যাপার নয়, তবে একটা ব্যাপার নিশ্চিতভাবে অনুমান করা যায় (আমার ঠাট্টা মাপ করবেন) যে তিন হাজার বছর কিংবা তারও আগে আমাদের পূর্বপুরুষরা যেভাবে স্বপ্ন দেখতেন, আমরাও সেভাবেই স্বপ্ন দেখি।

স্বপ্ন সম্পর্কে প্রাচীন এবং আধুনিক ধারণা

যতদূর জানা যায় প্রাচীনকালে সকলেই স্বপ্নকে অতিশয় গুরুত্ব দিতেন ও মনে করতেন স্বপ্নের বাস্তব মূল্য আছে। স্বপ্ন থেকে তাঁরা ভবিষ্যতের ইঙ্গিত পেতেন ও স্বপ্নের মধ্যে তার লক্ষণ তাঁরা খুঁজে দেখতেন। আজকের দিনে যেমন গুপ্তচর বিমানের সাহায্যে গুপ্তসংবাদ সংগ্রহ করা হয়, তেমনই গ্রীস ও প্রাচ্যের অধিবাসীরা সেইসময় কোনো স্বপ্ন-ব্যাখ্যাকার ছাড়া যুদ্ধাভিযানে যাওয়া অকল্পনীয় ব'লে ভাবতেন। যখন আলেকজাণ্ডার তাঁর দিগ্বিজয় অভিযানে বেরোন, তখন তাঁর বাহিনীতে ছিলেন সেই সময়ের খ্যাতনামা সব স্বপ্ন-ব্যাখ্যাকার। টায়ার নগরী সে সময়ে অবস্থিত ছিল একটি দ্বীপের উপর; দ্বীপের অধিবাসীরা আলেকজাণ্ডারের আক্রমণের বিরুদ্ধে এমন ভীষণ প্রতিরোধ গ'ড়ে তোলে যে আলেকজাণ্ডার অবরোধ তুলে নেয়ার কথা ভাবেন। কিন্তু এক রাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখেন যে অর্ধছাগমানব দেবতা স্যাটার বা satyr বিজয়-

BanglaBook.org

নৃত্য করছেন। সেই স্বপ্ন তিনি তাঁর স্বপ্নভাষ্যকারদের জানানোর পর তাঁরা বললেন, এই স্বপ্নের অর্থ হচ্ছে তাঁর বিজয়। এবার আলেকজান্ডার ফের আক্রমণের আদেশ দিয়ে তুমুল যুদ্ধের পর টায়ার অধিকার করলেন। এট্রুসকান ও রোমানদের মধ্যে অবশ্য ভবিষ্যদ্বাণীর অন্য পদ্ধতি চালু ছিল, কিন্তু গোটা গ্রীক ও রোমক যুগ জুড়ে স্বপ্নের ব্যাখ্যা-পদ্ধতিকে অতি উচ্চে স্থান দেয়া হতো! এ-বিষয়ে তৎকালীন যেসব লেখা পাওয়া গেছে তার মধ্যে ডালডিস (Daldis)-এর আর্টেমিডোরাস (Artemidorus)-এর গ্রন্থই প্রধান। তিনি ছিলেন সম্রাট হাড্রিয়ানের (Hadrian) সময়কার লোক। কীভাবে স্বপ্নবিশ্লেষণ বিদ্যার পরবর্তীকালে অবনতি ও বদনাম ঘটলো তা অবশ্য আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। জ্ঞানের বিকাশ বা প্রগতিকে, ঠিক এর জন্য দায়ী করা যাবে না, কেননা মধ্যযুগের অন্ধকারে প্রাচীন যুগের স্বপ্নবিশ্লেষণের চেয়ে আরো ঢের বেশি উদ্ভট জিনিসের নিবিড় অনুশীলন হয়েছে। ঘটনা হচ্ছে এই যে স্বপ্ন সম্পর্কে আগ্রহ শেষপর্যন্ত কুসংস্কারে নেমে এসে দাঁড়ালো আর তার প্রভাব রইলো কেবলমাত্র অশিক্ষিতদের মধ্যে। আমাদের দিনে এখন তার চূড়ান্ত অধঃপতন হয়েছে জুয়াখেলায় বাজি ধরার একটি পদ্ধতি হিশেবে। অন্যদিকে আমাদের সময়ের বিজ্ঞান কেবল শারীরবিদ্যার কোনো তত্ত্বের দৃষ্টান্ত হিশেবে স্বপ্ন সম্পর্কে মাথা ঘামিয়েছে। চিকিৎসকরা স্বভাবতই মানসিক প্রক্রিয়া হিশেবে স্বপ্নকে দেখতে রাজি নন, তাঁরা স্বপ্নকে দেখেন দৈহিক উদ্দীপনার বহিঃপ্রকাশ হিশেবে। ১৮৭৬ সালে বিন্‌ৎস (Binz) বলেন স্বপ্ন হচ্ছে 'একটি দৈহিক প্রক্রিয়া, যা কোনো সময়ই কাজে লাগে না, যা অনেক সময়ই বিশুদ্ধ বিকার। এ এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাথার ওপর পরমাত্মা আর অমরতা ঠিক সেইভাবে দাঁড়িয়ে আছে যেভাবে বুনো আগাছা ভরা বালি আর খানাখন্দের উপর দাঁড়িয়ে থাকে নীলাকাশ'। ম্যারি (Maury) লম্ফঝম্পের সঙ্গে স্বপ্নকে মিলিয়ে তার বিপরীতে দাঁড় করিয়েছেন সুস্থ মানবদেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের স্বাভাবিক সুষম ছন্দোবদ্ধ আন্দোলনকে।

আরেকটি প্রচলিত তুলনা আছে : স্বপ্নের বিষয়বস্তু হচ্ছে সেইরকমই যেরকম আনাড়ি লোকেদের বাজনা।

আমরা সাধারণত জানি ব্যাখ্যার অর্থ হচ্ছে লুকোনো গূঢ় অর্থের মর্মোদ্ধার, কিন্তু স্বপ্ন সম্পর্কে যদি ওপরের মনোভাব থাকে তাহলে এই মর্মোদ্ধারের চেষ্টা করার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। উন্‌ড (Und), জোড্‌ল (Jodl) এবং অন্যান্য সাম্প্রতিক দার্শনিকদের কথাই ধরা যাক, এঁদের লেখায় দেখা যাবে এঁরা স্বপ্ন এবং জাগ্রত চিন্তাপ্রক্রিয়ার ভিতর প্রভেদ দেখিয়েছেন কেবল স্বপ্নকে তুলনায় হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য। তাঁরা অনুষঙ্গগুলিকে (associations) বলেছেন খাপছাড়া, বলেছেন স্বপ্নদর্শনের সময় ধীশক্তি অকেজো হ'য়ে থাকে, জ্ঞানের কোনো ভূমিকাই

BanglaBook.org

সেখানে নেই, চিৎশক্তির সক্রিয়তাও ক্ষীয়মাণ। স্বপ্ন সম্পর্কে আমাদের যে মূল্যবান জ্ঞানটি আমরা বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের কাছ থেকে পেয়েছি তা হলো ঘুমের মধ্যে শারীরিক উদ্দীপনা স্বপ্নের উপর কীরকম প্রভাব ফেলে। আমরা সদ্য-প্রয়াত নরওয়েজীয় লেখক জে. মোর্লি ভোল্ড (J. Mourly Vold) প্রণীত স্বপ্নের গবেষণামূলক অনুসন্ধান সংক্রান্ত দুটি বিপুল আয়তনের গ্রন্থ পেয়েছি যার প্রায় সমস্তটাই হচ্ছে ঘুমের সময় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অবস্থান পাল্টে দিলে কী হয় তার বৃত্তান্ত। এই অনুসন্ধানকে বলা হয়েছে স্বপ্ন সম্পর্কে বিশুদ্ধ গবেষণার একটি আদর্শ বিশেষ। এবার কল্পনা করুন বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের পক্ষ থেকে আমাদের সম্পর্কে কী মন্তব্য করা হ'তে পারে যদি আমরা বলি স্বপ্নের মর্মোদ্ধার করা আমাদের উদ্দেশ্য। অথবা ভাবুন ইতিমধ্যেই কী মন্তব্য করা হয়েছে। আমরা অবশ্য এসব চিন্তায় খুব একটা ভয় পাচ্ছি না। যদি 'ভুল'-এর একটি অন্তর্নিহিত অর্থ থাকতে পারে, তাহলে স্বপ্নেরও তা থাকা সম্ভব।

স্বপ্নের সঙ্গে ঘুমের সম্পর্ক

ভুলের ক্ষেত্রেও দেখা গেছে অনেক ক্ষেত্রেই তাদের অন্তর্নিহিত অর্থ বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের গবেষকদের নজর এড়িয়ে গেছে। তাহলে আসুন, আমরা বরং প্রাচীনদের মতো কিংবা সাধারণ সরল ব্যক্তিদের মতোই প্রাচীন স্বপ্ন-ব্যাখ্যাকারদের রাস্তায় হাঁটি।

প্রথমে আসুন আমরা খোদ স্বপ্নের এলাকাটি-ই পরিদর্শন করি। ঠিক কাকে স্বপ্ন বলে? এককথায় তা বলা শক্ত। তা সত্ত্বেও আমাদের একটি সংজ্ঞা খুঁজে বের করার দরকার নেই। যা আমাদের প্রয়োজন তা হলো এমন একটি বিষয়ের উল্লেখ করা যা সকলেরই চেনা। তবু স্বপ্নের মূল বৈশিষ্ট্যগুলি আমাদের বেছে নিতে হবে। কীভাবে আমরা এদের আবিষ্কার করব? আমরা যে-এলাকায় যাবো তার সীমান্তগুলিতেই রয়েছে পার্থক্যের বিপুল সমারোহ। যেদিকে তাকান দেখবেন কারও সঙ্গে কারও মিল নেই। সমস্ত স্বপ্নের ভেতরই আমরা যাকে সাধারণভাবে সর্বত্র খুঁজে পাবো, সেটিই তাহলে হবে স্বপ্নের মূল ব্যাপার।

এবার আমরা দেখব সমস্ত স্বপ্নের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, স্বপ্ন দেখার সময় আমরা ঘুমিয়ে থাকি! এটা তাহলে দেখাই যাচ্ছে যে ঘুমের অভ্যন্তরীণ মানসিক জীবন হচ্ছে স্বপ্ন, যার জাগ্রত জীবনের সঙ্গে যেমন কিছু মিল আছে, তেমনই পার্থক্য আছে প্রচুর। এটাই হচ্ছে অ্যারিস্টটল-প্রদত্ত স্বপ্নের সংজ্ঞা। হয়তো স্বপ্ন আর ঘুমের সম্পর্ক আরেকটু বেশি কাছাকাছি। স্বপ্ন আমাদের ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলতে পারে; স্বপ্ন দেখে আমরা স্বাভাবিকভাবে

BanglaBook.org

জেগে উঠতে পারি আবার স্বপ্ন আমাদের জোর করে জাগিয়ে দিতে পারে। স্বপ্ন, তাহলে মনে হয়, ঘুম আর জাগরণের এক অন্তর্বর্তী অবস্থা! কাজেই আমাদের এবার নজর ফেরাতে হবে ঘুমের দিকে! ঘুম কাকে বলে?

এটা এমন একটা শারীরবিদ্যাগত বা জীববিজ্ঞানগত সমস্যা যার অধিকাংশ বিষয় সম্পর্কে মতবিরোধ আছে। আমরা আমাদের প্রশ্নের কোনো নিশ্চিত উত্তর দিতে পারবো না, কিন্তু আমার মনে হয় আমরা ঘুমের একটি মনোবৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্যের সংজ্ঞা দেয়ার চেষ্টা করতে পারি। ঘুম হচ্ছে এমন একটি অবস্থা যখন বহির্জগতের সঙ্গে আমি কোনো যোগ রাখতে চাই না, যখন বহির্জগৎ সম্পর্কে আমার সমস্ত আগ্রহ প্রত্যাহার করেছি। আমি বহির্জগৎ থেকে সরে এসে ঘুমোতে যাই ও বহির্জগতের সমস্ত উদ্দীপনাকেই দূরে সরিয়ে রাখি। আবার আমি যখন বহির্জগতের নানান ঝামেলায় ক্লান্ত, তখন ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুমোতে যাওয়ার আগে আমি জগৎকে বলি, 'দয়া ক'রে আমায় শান্তিতে ঘুমোতে দাও।' বাচ্চারা ঠিক এর উল্টোটা বলে: 'না, না এখন আমি ঘুমোবো না, মোটেই ক্লান্ত লাগছে না, এখনো অনেক কিছু ঘটা বাকি।'

কাজেই দেখা যাচ্ছে ঘুমের দৈহিক লক্ষ্য বা জীববিজ্ঞানগত তাৎপর্য হচ্ছে দৈহিক ক্ষয় বা শ্রান্তির অপনোদন, মনোবৈজ্ঞানিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বহির্জগৎ সম্পর্কে আগ্রহ স্থগিত রাখা। বাইরের জগতের সঙ্গে যে-সম্পর্কের মধ্যে আমরা অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রবেশ করেছিলাম, তা কিছুটা সহনীয় হতে পারে যদি তার মধ্যে বিরতি বা বিশ্রামের অবকাশ থাকে, তাই ভূমিষ্ঠ হওয়ার পূর্ববর্তী অবস্থায় যেন আমরা কিছু সময় অন্তর-অন্তর ফিরে যেতে চাই, অর্থাৎ মাতৃগর্ভে ফিরে যেতে চাই,—অনেকটা সেই একই অবস্থার ভিতর, সেই একই উষ্ণতায়, অন্ধকারে, উদ্দীপনাহীন অবস্থায়, যা কিনা ভ্রূণাবস্থার বৈশিষ্ট্য। কেউ কেউ ঠিক গর্ভস্থ ভ্রূণের মতোই দু'হাত-পা মুড়ে বলের মতো শরীর গুটিয়ে বসে থাকেন। মনে হয় যেন আমরা প্রাপ্তবয়স্করা বহির্জগৎকে পুরোপুরি মেনে নিতে পারিনি, যেন আমাদের অস্তিত্বের এক তৃতীয়াংশ এখনো পৃথিবীতে জন্মগ্রহণই করেনি। প্রত্যেকদিন ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে যেন আমাদের মনে হয়, এখনই জন্মালাম। অনেকসময় আমরা ঘুম থেকে ওঠার অনুভূতি বর্ণনা করার জন্য বলেই ফেলি 'আ! ঠিক মনে হচ্ছে যেন নবজন্ম হলো'—আর সত্যিই ঠিক এখানেই আমরা একটা ভুল করি, আমাদের মনে রাখা ভালো, নবজাত শিশু জন্মের পরই ভয়ানক অস্বস্তি বোধ করে। আবার 'জন্ম' সম্পর্কেও অনেক সময়ই আমরা বলি, 'দিনের আলো দেখা।'

এই যদি ঘুমের স্বভাব হয়, তাহলে তার স্বাভাবিক কর্মসূচির মধ্যে স্বপ্নের কোনো ভূমিকাই নেই, বরং তাকে এক সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিত সংযোজন বলা যেতে পারে, আর সত্যি কথা বলতে কী আমরা এটা বিশ্বাসই করি যে স্বপ্নহীন ঘুম

BanglaBook.org

সবচেয়ে ভালো, বলা যাক, এটা-ই প্রকৃত ঘুম। ঘুমের মধ্যে যেন মনের কোনো ক্রিয়াকলাপ থাকা উচিত নয়; যদি তখন মন সক্রিয় হ'য়ে ওঠে, তাহলে যেন আমরা ভূমিষ্ঠ হওয়ার আগেকার মাতৃগর্ভের শান্তি থেকে বঞ্চিত হই। অথচ মানসিক প্রক্রিয়ার কিছু অবশিষ্ট ক্রিয়া আমরা পুরোপুরি এড়িয়ে যেতে পারিনি, আর স্বপ্ন সেইসব অবশিষ্টাংশেরই যেন উপস্থাপনা। আর সেক্ষেত্রে সত্যই মনে হয় যেন ঘুমের কোনো অর্থ থাকার দরকার নেই।

'ভুল'-এর ব্যাপারটা আলাদা, কেননা 'ভুল' অন্তত সেইসব ধরনের কার্যকলাপ যা জাগ্রত অবস্থাতেই ঘটে। কিন্তু যদি আমি ঘুমের মধ্যে সমস্ত মানসিক প্রক্রিয়া স্থগিত রেখে দিই, যদি ঐ মানসিক কার্যকলাপের কিছু অবশিষ্ট অংশ হয় তার ব্যতিক্রম, তাহলে তাদের 'অর্থ' থাকার কোনো দরকারই নেই। সত্যি কথা বলতে কী আমার মনের বাকি অধিকাংশই যদি ঘুমিয়ে থাকে তাহলে ঐ 'অর্থ' আমার কোনো কাজেই লাগবে না। সেক্ষেত্রে তা হবে কেবল তড়কার মতো এক আকস্মিক মানসিক প্রতিক্রিয়া যার মূলে আছে কোনো দৈহিক উদ্দীপনা। কাজেই সেক্ষেত্রে স্বপ্ন নিশ্চিত-ই হবে জাগ্রত জীবনে ঘটা মানসিক কার্যকলাপের কোনো অবশিষ্ট ক্রিয়া যা আমাদের ঘুমে বিঘ্ন ঘটায়; আর তাই যদি হয়, তাহলে মনঃসমীক্ষণের পক্ষে সম্পূর্ণ অযোগ্য এমন একটি বিষয় অবিলম্বে খারিজ করাই ভালো।

স্বপ্ন যদি এরকমই কোনো বাড়তি জিনিশ হয়, তাহলেও দেখা যাবে তার অস্তিত্ব আছে, আর যদি তার অস্তিত্বই থাকে তাহলে তার কারণও খুঁজে বের করা প্রয়োজন। কেন মানসিক জীবন একেবারে ঘুমিয়ে পড়ে না? কারণ, বোধহয়, এমন কিছু আছে যা মনকে শান্তিতে থাকতে দেয় না, কিছু উদ্দীপনার প্রভাব তখন তার উপর পড়ছে, যাতে তারও প্রতিক্রিয়া ঘটাতে বাধ্য। অতএব ঘুমন্ত অবস্থায় উদ্দীপনার প্রভাবে মনের প্রতিক্রিয়ার ধারণাই হচ্ছে স্বপ্ন। এখানে আমরা স্বপ্নের মর্মোদ্ধার করার দিকে যাওয়ার একটা সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি। এবার আমরা খুঁজে দেখতে পারি বিভিন্ন স্বপ্নে কোন্ উদ্দীপনা আমাদের ঘুমে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে যার প্রতিক্রিয়া স্বপ্নের চেহারা নেয়। এইভাবে সমস্ত স্বপ্নের একটি প্রাথমিক সাধারণ বৈশিষ্ট্য আমাদের খুঁজে পাওয়া উচিত।

স্বপ্নে দৃশ্যচিত্র

স্বপ্নের আর কি কোনো সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে? হ্যাঁ, আরেকটি বৈশিষ্ট্যও নির্ভুলভাবে আছে, কিন্তু তাকে ধরা এবং বর্ণনা করা আগের চেয়েও কঠিন। ঘুমের সময় মনের কার্যকলাপ জাগ্রত অবস্থায় চেয়ে ঢের আলাদা। স্বপ্নের সময় আমাদের বহু অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়, যা আমরা সম্পূর্ণ বিশ্বাস

BanglaBook.org

করি, অথচ বাস্তবে হয়তো আমরা কেবলমাত্র একটি অস্বস্তিকর উদ্দীপনার অভিজ্ঞতাই লাভ করছি। আমাদের অভিজ্ঞতার অধিকাংশ অংশ স্বপ্নে দৃশ্য হিশেবে আবির্ভূত হয়; দৃশ্যের সঙ্গে অবশ্য আমাদের অনুভূতি এবং ভাবনাও মিলেমিশে থাকতে পারে, এছাড়াও নানান ইন্দ্রিয়জ চেতনাও থাকতে পারে, কিন্তু স্বপ্নে প্রধানত থাকে দৃশ্যচিত্র। পরে স্বপ্নের বিবরণ দেয়ার অসুবিধের মধ্যে একটি হচ্ছে এই দৃশ্যচিত্রকে ভাষায় বা কথায় রূপান্তরিত করার অসুবিধে। 'আমি ছবি এঁকে দিতে পারি', স্বপ্ন দেখার পর অনেকে ব'লে থাকেন, 'কিন্তু কীভাবে মুখে বলব, তা ঠিক বুঝতে পারছি না।' এটা কিন্তু প্রতিভাবান ব্যক্তি ও দুর্বলচিত্ত ব্যক্তির মানসিক শক্তির তারতম্যের জন্য ঘটছে না। পার্থক্যটি বরং গুণগত, কিন্তু ঠিক কোথায় এই পার্থক্যটি রয়েছে তা বলা মুশকিল। জি. টি. ফেকনার (Fechner একদা সুপারিশ করেন যে মনের ভিতর স্বপ্নের নাটক যে-মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়, তার সঙ্গে জাগ্রত ধারণার কোনো সম্পর্ক নেই। এ-কথার অর্থ অবশ্য ঠিকঠাক বোঝা মুশকিল, কী যে এর দ্বারা বোঝাতে চাওয়া হচ্ছে তা অপরিষ্কার, তবে অধিকাংশ স্বপ্ন আমাদের মনে যে অচেনা অদ্ভুত অভিজ্ঞতার স্বাদ এনে দেয়, তার একটা সঠিক উপস্থাপনা এখানে রয়েছে।

আবার স্বপ্ন আর আনাড়ির পিয়ানো বাজনার তুলনাও এখানে এসে ভেঙে পড়বে, কেননা আনাড়ির হাতেও পিয়ানোর প্রত্যেকটি চাবির নিজস্ব সুরধ্বনি একই থাকবে যদিও তাদের সমন্বয়ে গাঁথা কোনো সংগীত সেখানে বাজবে না। স্বপ্নের এই দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্যটি আমাদের সাবধানে মনে রাখতে হবে, যদিও এর অর্থ আমরা না-ও বুঝতে পারি।

সমস্ত স্বপ্নের আর কোনো সাধারণ গুণ লক্ষ্য করা যাবে কি? আমার তো আর কিছুই মনে পড়ছে না, তবে যেদিকে তাকাই দেখা যাবে অঢেল পার্থক্য চারদিকে ছড়ানো রয়েছে, প্রত্যেকটি বিষয়ের নিজস্ব পার্থক্য, যেমন স্বপ্নের আপাত মেয়াদ, নিশ্চয়তা, আবেগের ভূমিকা, মনের ভেতর স্বপ্নের রেশ ইত্যাদি। এরকম ঘটনা কোনো উদ্দীপনার প্রকোপ থেকে মুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে দেখা যাবে না, যেখানে সাধারণত প্রতিক্রিয়াগুলি বাধ্যতামূলক চাপের হাত থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টার জন্য একই সঙ্গে ক্ষণজীবী আর তড়কার মতো ছটফটানিতে ভরা। স্বপ্নের দৈর্ঘ্যের ক্ষেত্রে দেখা যাবে, কেউ খুব ছোট, কেবল একটি দৃশ্য বা প্রতিচ্ছবি সেখানে আছে, অথবা রয়েছে খুবই মুষ্টিমেয় কিংবা একটি ধারণা, হয়ত কেবল একটিমাত্র শব্দ; আবার অন্য কিছু স্বপ্ন দেখা যাবে জমকালো বিষয়বস্তুতে ভরা পুরো রোমাঞ্চকর নাটক আছে সেখানে, যার ঘটনাকাল খুবই দীর্ঘ। কিছু স্বপ্ন আছে খুবই স্পষ্ট প্রায় বাস্তব অভিজ্ঞতার মতো, যেগুলো জেগে ওঠার কিছুক্ষণ পরেও বোঝা যায় না স্বপ্ন কিনা, আবার আরো

BanglaBook.org

কিছু স্বপ্ন আছে, যারা মনে মুছে না-গেলেও অস্পষ্ট ছায়াচ্ছন্ন, ঝাপসা।

স্বপ্ন : অস্তনিধে ও প্রাথমিক উপাদান

আবার একই স্বপ্নের কিছু অংশ অসম্ভব স্পষ্ট, আবার কিছু অংশ এত অস্পষ্ট যে কিছুতেই ঠিকঠাক ধরা যায় না। আবার স্বপ্ন হতে পারে বেশ পারম্পর্যময়, যথেষ্ট বোধগম্য, খুব বুদ্ধিদীপ্ত কৌতূকপূর্ণ, অথবা অকল্পনীয়ভাবে সুন্দর ; আবার কোনো কোনো স্বপ্ন হতে পারে বিভ্রান্তিকর, আপাত উদ্ভট, আজগুবি, এমনকি ঘোর পাগলামিতে ভরা। কিছু স্বপ্ন আছে, যা আমাদের নিরুত্তেজ করে, আবার কিছু স্বপ্ন আছে যার প্রতিটি আবেগই অনুভব করা যায়, চোখে জল আসে এমন বেদনা, এমন তীব্র আতঙ্ক যা আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে দেয়, এরকমই অপার বিস্ময়, আনন্দ ইত্যাদি। অধিকাংশ স্বপ্নই ঘুম ভাঙার পর মনে থাকে না, অথবা তাদের হয়তো সারাদিনই মনে থাকে কিন্তু দিন যত এগোয় ততই তাদের স্মৃতি ফিকে কিংবা ত্রুটিপূর্ণ হতে থাকে। আবার কিছু স্বপ্ন এত স্পষ্ট মনে থাকে (যেমন বাল্যের স্বপ্ন) যে তিরিশ বছর পরেও মনে হয় যেন এই সেদিনের অভিজ্ঞতা। স্বপ্ন কোনো কোনো মানুষের মতোই একবার দেখা দিয়ে আর ফিরে না-ও আসতে পারে, অথবা একই ব্যক্তি একই স্বপ্ন বারবার একই চেহারায় কিংবা সামান্য পরিবর্তিত চেহারায় দেখতে পারেন। সংক্ষেপে বলতে গেলে রাতের মানসিক কর্মকাণ্ডের এই ছিন্নবিচ্ছিন্ন বাতিল অংশগুলির এক্তিয়ারে আছে এক বিপুল নাট্যানুষ্ঠানের আয়োজন ; এরা স্বচ্ছন্দে দিবালোকে সক্রিয় মন যে সব জিনিশ তৈরি করতে পারে, সে সবই তৈরি করতে সক্ষম, কেবল হুবহু একই জিনিশ নয়।

স্বপ্নের ভিতরকার এই পার্থক্যের কারণ নির্দেশ করতে গিয়ে অনেকে ভাবেন, এইসব পার্থক্য হচ্ছে ঘুম ও স্বপ্নের মধ্যবর্তী বিভিন্ন অবস্থার অর্থাৎ ঘুমের বিভিন্ন ত্রুটিপূর্ণ বা অসম্পূর্ণ অবস্থার প্রতিরূপ। বেশ, তাই যদি হবে, তাহলে মন যত জাগ্রত অবস্থার দিকে এগোবে, ততই স্বপ্ন-অনুষ্ঠানগুলির মূল্য, বিষয়বস্তু এবং স্পষ্টতা কেবল বাড়তে থাকবে তাই নয়, তাদের পাশাপাশি এরকম ধারণাও স্পষ্ট হতে থাকবে যে এসবই নেহাৎ স্বপ্ন ; এরকম তাহলে হবে না যে স্বপ্নের পরিষ্কার বোধগম্য উপাদানগুলির পাশাপাশি হাজির হবে উদ্ভট অস্পষ্ট সব উপাদান। আবার তারপরই হাজির হবে বেশ ভালো বোধগম্য কিছু ঘটনা। এটা নিশ্চিত যে মন, তার ঘুমের গভীরতা এত তাড়াতাড়ি পাল্টাতে পারে না। কাজেই এ ব্যাখ্যা তেমন সন্তোষজনক নয় ; সত্যি কথা বলতে কী উত্তরটা এত সংক্ষেপে সরলভাবে দেওয়া যাবে না।

আপাতত আমরা স্বপ্নের 'অর্থ' নিয়ে কোনো প্রশ্ন না-তুলে বরং বিভিন্ন স্বপ্নের

BanglaBook.org

সাধারণ কিছু উপাদান নিয়ে ভাবি, যাতে প্রশ্ন বোঝার দিকে একটি পরিষ্কার রাস্তা বানানো যায়। স্বপ্ন এবং ঘুমের সম্পর্ক থেকে আমরা আগে এরকম একটি সিদ্ধান্তে এসেছিলাম যে স্বপ্ন হচ্ছে ঘুমে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী কোনো উদ্দীপনার প্রতিক্রিয়া। আমরা আগেই দেখেছি এই একটি ব্যাপারে বিশুদ্ধ পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞান আমাদের সাহায্য করতে পারে, এতে প্রমাণ পাওয়া গেছে যে ঘুমের মধ্যে কোনো উদ্দীপনা প্রয়োগ করলে, স্বপ্নে তার বহিঃপ্রকাশ ঘটবে।

কিছু উদ্দীপনাজাত স্বপ্ন

এই দিক থেকে বেশ কিছু পরীক্ষা চালানো হয়েছে যার চূড়ান্ত ফল হচ্ছে মোর্লি ভল্ড-এর (Mourly Vold) গবেষণা, যার কথা আগেই বলা হয়েছে ; আমাদের নিজেদের কিছু পর্যবেক্ষণ দিয়েও আমরা এই গবেষণার ফল পরখ ক'রে দেখতে পারি। ম্যরি (Maury) স্বয়ং নিজের উপরই এই ধরনের কিছু পরীক্ষা চালিয়েছেন। ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্ন দেখার কালে তাঁকে ওডিকোলনের গন্ধ শোঁকানো হয়, তখন তিনি স্বপ্ন দেখেন কায়রো শহরে যোহন মারিয়া ফারিনার (Johann Maria Farina) দোকানে তিনি গেছেন এবং যাওয়ার পর বেশ কিছু উদ্ভট কাণ্ডকারখানায় জড়িয়ে পড়েছেন। আবার কেউ তাঁর ঘাড়ে একটু খোঁচা দেয়, আর অমি তিনি স্বপ্ন দেখেন তাঁর গায়ে ফোসকা পড়েছে ও বাল্যের গৃহচিকিৎসক তাঁর চিকিৎসা করছেন, আবার কেউ তাঁর কপালে এক ফোঁটা জল ফেলে আর অমি তিনি স্বপ্ন দেখেন, ইটালিতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, গরমে ঘামছেন, আর অরভিতোর (Orvieto) শাদা ওয়াইন পান করছেন।

পরীক্ষামূলক গবেষণার অবস্থায় ঘটা এইসব স্বপ্নের অত্যাশ্চর্য বৈশিষ্ট্য আরো পরিষ্কার হবে যদি আরো কিছু উদ্দীপনাজাত স্বপ্নের সঙ্গে এদের মিলিয়ে নেওয়া যায়। নিচের তিনটি স্বপ্নের বিবরণ জানিয়েছেন একজন অতীব বুদ্ধিমান পর্যবেক্ষক হিল্ডেব্রান্ড (Hildebrandt), আর এই তিনটি স্বপ্নই হচ্ছে একটি অ্যালার্ম ঘড়ি বাজার প্রতিক্রিয়া :

'বসন্তকালের এক সকালবেলায় আমি বেড়াতে বেরিয়েছি, সদ্য সবুজ হ'য়ে ওঠা মাঠের মধ্য দিয়ে হেঁটে আমি পেঁছিলাম পাশের গ্রামে, যেখানে দেখি গাঁয়ের লোকেরা ছুটির দিনের পোশাক পরে চার্চের দিকে যাচ্ছে, তাদের হাতে ভক্তিমূলক গানের বই। স্বভাবতই এটি রবিবার, সকালের প্রার্থনাসভা এখনি শুরু হবে। আমি ঠিক করলাম সভায় যোগ দেব, কিন্তু তার আগে খুব গরম বোধ করায় একটু ঠাণ্ডা হওয়ার জন্য চার্চের চারপাশের প্রাঙ্গণের কোথাও জিরিয়ে নেব ঠিক করলাম। ওখানে বসে সমাধির স্মৃতিফলকগুলো পড়ছি,

BanglaBook.org

এমন সময় কানে এল ঘণ্টাবাদক গীর্জের চুড়োয় উঠছে, যেখানে এবার আমার চোখে পড়ল, গীর্জার ঘণ্টাটি রয়েছে, যা বাজিয়ে এক্ষুনি প্রার্থনাসভা শুরু হওয়ার খবর চারদিকে পাঠানো হবে। কিছুক্ষণের জন্য ঘণ্টাটা অনড় রয়েছে দেখলাম, তার পরই তা প্রবলভাবে পরিষ্কার কানফাটা আওয়াজে বাজতে থাকল, এত স্পষ্ট আর জোরে বাজতে থাকল যে তার শব্দেই ঘুম ভেঙে গেল। কিন্তু ঘণ্টার ধ্বনিটা আসলে আসছিল অ্যালার্ম ঘড়ি থেকে।'

এবার আরেকটি দৃশ্যানুষ্ঠান হাজির করছি: 'শীতের একটি উজ্জ্বল দিন, বরফে ঢাকা। স্লেজগাড়ি ছুটিয়ে কোথাও বাইরে বেড়াতে যাওয়ার কথা, কিন্তু অনেকক্ষণ অপেক্ষা ক'রে থাকার পর অবশেষে শোনা গেল গাড়ি বাইরের দরজায় এসে লেগেছে। এবার গাড়ির ভেতরে ঢোকার প্রস্তুতি শুরু হলো, ফারের কম্বল বিছানো হলো গাড়ির ভেতর, পা ভালো ক'রে ঢেকেঢুকে আমি জায়গা মতো গিয়ে বসলাম, ওদিকে ঘোড়ারা অপেক্ষা করছে কখন ছুটতে বলা হবে। হঠাৎ লাগামগুলো ভয়ানক কেঁপে উঠল, আর ছোট-ছোট ঘণ্টাগুলো ভীষণ কেঁপে উঠে এমন জোরে বাজতে থাকল যে তার শব্দেই স্বপ্নের দফারফা শেষ। আবার দেখা গেল ঐ ভীষণ শব্দটা আসছিল অ্যালার্ম ঘড়ি থেকে।'

এবার তৃতীয় দৃষ্টান্তটি দেখা যাক: 'আমি দেখলাম বাড়ির পরিচারিকা রান্নাঘর থেকে গাদাখানেক প্লেট হাতে ক'রে খাবার ঘরে যাওয়ার রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। আমার মনে হলো ঐ গাদাখানেক চীনামাটির বাসন এক্ষুনি হাত থেকে পড়ে যাবে, আমি হুঁশিয়ারি দিয়ে উঠি, কিন্তু পরিচারিকা স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে নির্বিকারভাবে বলে, কিছু হবে না, এভাবেই বাসন নিয়ে যেতে তারা অভ্যস্ত, ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি বেশ উদ্বিগ্ন চোখেই তাকে অনুসরণ করি,—আর ঠিক যা ভেবেছিলাম, চৌকাঠে হোঁচট খেল পরিচারিকা আর ঝনঝন শব্দে বাসন ভেঙে হাজার টুকরো হওয়ার আওয়াজ। কিন্তু আমি শিগগিরই বুঝতে পারলাম ঐ একটানা ঝনঝন আওয়াজ বাস্তবিকই কোনো বাসন ভাঙার আওয়াজ নয়, বরং একটানা ঘণ্টার আওয়াজ যা ঐ অ্যালার্ম ঘড়ি থেকে আসছে,—ঘুম ভাঙার পর এবার আমি বুঝতে পারলাম।'

এই স্বপ্নগুলি বাস্তবিকই বেশ ছিমছাম, বেশ বোধগম্য, আর সাধারণত স্বপ্ন যেরকম খাপছাড়া হয় সেরকম মোটেই নয়। কাজেই বোঝার ব্যাপারে এইসব স্বপ্ন সম্পর্কে কোনো গণ্ডগোল নেই। এই তিনটি স্বপ্নের প্রত্যেকটিরই সাধারণ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একটি জোর আওয়াজ যা স্বপ্ন ভাঙার পর ঘুম থেকে উঠে বোঝা যাচ্ছে অ্যালার্ম ঘড়ির ঘণ্টাধ্বনি ব'লে। কাজেই এক্ষেত্রে আমরা বুঝতে পারছি স্বপ্ন কীভাবে তৈরি হচ্ছে, কিন্তু মনে হয় তার চেয়ে একটু কিছু বেশি-ই আমাদের চোখে পড়ছে। স্বপ্নে কোনো ঘড়ির শব্দ চেনা যাচ্ছে না, কোনো ঘড়িকেও দেখা যাচ্ছে না, কেবল ঘড়ির শব্দের পরিবর্তে অন্য আরেকটি শব্দ শোনা যাচ্ছে,

BanglaBook.org

যে-উদ্দীপনা ঘুমে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে, তার একটা ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু প্রতিটি ব্যাখ্যার চেহারাই ভিন্ন। কেন এটা ঘটছে? এর কোনো উত্তর নেই, মনে হয় এটা যেন একটা খামখেয়াল। কিন্তু স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে গেলে আমাদের বলতে হবে কেন একেকটি স্বপ্নে একেকটি আলাদা শব্দ, যদিও তাদের পেছনে আছে একটিমাত্র অ্যালার্ম ঘড়ির ঘণ্টাধ্বনি। একই ভাবে ম্যরি-র (Maury) পরীক্ষাগুলিতেও দেখা যাবে, যদিও ঘুমন্ত ব্যক্তির উপর প্রযুক্ত উদ্দীপনা স্বপ্নে একটি চেহারা পাচ্ছে, কিন্তু কেন এই বিশেষ চেহারা তার ব্যাখ্যা তাঁর পরীক্ষা থেকে পাওয়া যাচ্ছে না, অর্থাৎ স্বপ্নে দেখা উদ্দীপনার বিশেষ চেহারার ব্যাখ্যা বহিরাগত উদ্দীপনা থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। এছাড়াও দেখা যাবে উদ্দীপনার ফল হিশেবে আরো অনেক ঘটনা ঘটছে, যেমন ওডিকোলন সংক্রান্ত স্বপ্নের উদ্ভট কাণ্ডকারখানা, যার কোনো যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা আমরা পাচ্ছি না।

বিভিন্ন প্রকারের উদ্দীপনা

এবার আপনারা ভাবতে পারেন, যে সমস্ত স্বপ্ন আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে দেয়, তাদের মধ্যে বহিরাগত উদ্দীপনার প্রভাব প্রমাণ করার মতো যথেষ্ট সুযোগ আছে। কিন্তু অন্য স্বপ্নগুলোর ক্ষেত্রে তাহলে ব্যাখ্যা দেয়া মুশকিল হবে, কেননা সব স্বপ্ন তো আর আমাদের ঘুম ভাঙায় না, আর যদি ভোরবেলায় উঠে গতরাত্রে দেখা একটি স্বপ্ন আমাদের মনে থাকে, তাহলে রাতের কোন্ উদ্দীপনার উপর আমরা দায়িত্ব চাপাবো? একবার অবশ্য আমি ঘুমের পর এরকম একটি উদ্দীপক-শব্দের ভূমিকার খোঁজ পেয়েছিলাম, কিন্তু সেটি একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে। একবার Tyrolese পাহাড়ি এলাকায় ঘুম ভাঙার পর আমার মনে পড়েছিল আমি স্বপ্নে দেখেছি পোপের মৃত্যু হয়েছে। আমি এর সঠিক কোনো ব্যাখ্যা নিজের কাছে দিতে পারছিলাম না, কিন্তু পরে আমার স্ত্রী বললেন, 'আচ্ছা, ভোরবেলায় তুমি চারপাশের গীর্জাগুলোর ভয়ংকর ঘণ্টা বাজার শব্দ শুনতে পেয়েছিলে?' না, আমি কিছুই শুনিনি, কেননা আমার ঘুম ভয়ানক গভীর। তবে আমার স্ত্রীকে ধন্যবাদ, তাঁর জন্যই আমার স্বপ্নের অর্থ আমার কাছে পরিষ্কার হ'য়ে গেছিল। কতবার এই ধরনের উদ্দীপনা ঘুমন্ত ব্যক্তিকে স্বপ্নে প্রণোদিত করবে, যে-উদ্দীপনার শব্দ ঐ ব্যক্তি পরে আর শোনেননি কখনো? হয়ত খুব ঘনঘন, অথবা হয়তো তা নয়। যদি কোনো উদ্দীপনা সম্পর্কে কোনো সঠিক তথ্য না-পাওয়া যায়, তাহলে এ বিষয়ে সঠিকভাবে বিশ্বাস করা কঠিন। তাছাড়া ঘুমে বিঘ্ন সৃষ্টিকারী বহিরাগত

BanglaBook.org

উদ্দীপনার ভূমিকা সম্পর্কে সঠিক কোনো সিদ্ধান্তে আসা আরো এইজন্য মুশকিল যে ঐসব উদ্দীপনা, স্বপ্নের একটি ভগ্নাংশের ব্যাখ্যা দিতে পারে, কিন্তু পুরো স্বপ্ন-প্রতিক্রিয়ার নয়।

তবে শুধু এইজন্যই এই তত্ত্বকে বাতিল করার দরকার নেই। এই তত্ত্বকে অনুসরণ করার আরো একটি রাস্তা আছে। মনে হয় এটা যেন ধরেই নেওয়া হয়েছে যে, ঘুমে ঠিক কী বিঘ্ন ঘটায় অথবা ঠিক কোন্ বস্তু মনকে স্বপ্ন দেখায়, এসব নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই। যদি দেখা যায় কোনো একটি ইন্দ্রিয়ের উপর বহিরাগত উদ্দীপনা সব সময় কাজ করছে না, তাহলে এমনও হতে পারে যে শরীরের ভেতরের কোনো প্রত্যঙ্গ থেকে ঐ উদ্দীপনা কাজ করছে, একটি তথাকথিত দৈহিক উদ্দীপনা। এই ধারণা মোটামুটি একটি বহুলপ্রচলিত জনপ্রিয় ধারণার কাছাকাছি যায় যে স্বপ্নের সূত্রপাত পাকস্থলী থেকে। দুর্ভাগ্যবশত এখানেও আমরা লক্ষ করব যে বহুক্ষেত্রেই রাত্রে কর্মরত কোনো দৈহিক উদ্দীপনার অস্তিত্ব ঘুম ভাঙার পর প্রমাণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু আমরা এটাও আবার উপেক্ষা করতে পারি না যে বহু বিশ্বাসযোগ্য অভিজ্ঞতা এই মতকে সমর্থন করে যে স্বপ্নের সম্ভাব্য কারণ হতে পারে দৈহিক উদ্দীপনা অতএব সাধারণভাবে বলা যেতে পারে, দেহের অভ্যন্তরীণ প্রত্যঙ্গগুলির অবস্থা যে স্বপ্নের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে, তা সন্দেহাতীত। অনেক স্বপ্নের বিষয়বস্তুর সঙ্গে যে মূত্রাশয়ের স্ফীতি কিংবা যৌনাঙ্গের উত্তেজনার একটি সম্পর্ক আছে তা এতই পরিষ্কার যে এ-বিষয়ে ভুলের কোনো সম্ভাবনাই নেই। এইসব সরল ঘটনা থেকে যদি আমরা অন্য কিছু ঘটনার দিকে যাই, যেখানে স্বপ্নের বিষয়বস্তুগুলি বিচার ক'রে এমনটা সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক যে ঐসব ক্ষেত্রে দৈহিক উপাদানগুলিই কাজ করছে, যেহেতু ওখানে এমন কিছু আছে যাদের এসব উদ্দীপনার বিস্তার, উপস্থাপনা কিংবা ব্যাখ্যা হিশেবে গণ্য করা যেতে পারে।

শেরনার (Scherner), স্বপ্নের অনুসন্ধানী হিশেবে (১৮৬১) বেশ জোরের সঙ্গে এরকম মতকে সমর্থন করেছেন যা স্বপ্নের মূলে শারীরিক উদ্দীপনার কথাই বলে, এ-বিষয়ে তিনি কিছু চমৎকার দৃষ্টান্তও হাজির করেছেন। যেমন ধরা যাক, তিনি একটি স্বপ্নে দেখেন, 'দু-সারি সুদর্শন বালক, যাদের মাথায় চমৎকার চুল ও গায়ের রঙ শোভনীয়, পরস্পরের সামনে দাঁড়িয়ে কলহ করতে উদ্যত হয়েছে ও মারামারি শুরু করেছে, একবার পরস্পরকে চেপে ধরছে, আবার সরে আসছে আবার পরস্পরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে, ও এইভাবে ফের একই জিনিশ বারবার ক'রে চলেছে।' এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি যখন বলেন যে ঐ দু-সারি বালক হচ্ছে বস্তুতপক্ষে দু-পাটি দাঁত, তখন তা বেশ সম্ভব ব'লেই মনে হয়। এমনকি পুরোপুরি ঠিক ব'লেই মনে হয়, যখন এই দৃশ্যের পরই ঘুমন্ত ব্যক্তি স্বপ্নে

BanglaBook.org

দেখেন যে তিনি চোয়াল থেকে একটি লম্বা দাঁত উপড়ে ফেলছেন। আবার দীর্ঘ, সংকীর্ণ, আঁকাবাঁকা কোনো রাস্তার পেছনে যকৃৎ থেকে আসা কোনো উদ্দীপনাও থাকতে পারে, যা কিনা শেরনার-এর এই মতকেই সমর্থন করে যে স্বপ্নে দেখা বস্তুগুলি সাধারণত দেহের যে অভ্যন্তরীণ প্রত্যঙ্গ থেকে উদ্দীপনা এসেছে তার দিকেই নির্দেশ করে, তাকেই চিত্রিত করে।

অতএব এটা নিশ্চয়ই আমাদের স্বীকার করতে হবে যে অভ্যন্তরীণ উদ্দীপনাগুলি বহিরাগত উদ্দীপনার মতো একই ভূমিকা নেয় স্বপ্নের ক্ষেত্রে। দুর্ভাগ্যবশত এর বিরুদ্ধেও সেই একই আপত্তি আছে। বহুক্ষেত্রেই দেখা যাবে স্বপ্নের মূলে যে দৈহিক উদ্দীপনা আছে এটা খুব নিশ্চিত নয়, এটা প্রমাণ করাও যাবে না। সব স্বপ্ন নয়, কিন্তু বিশেষ কিছু স্বপ্নের ক্ষেত্রে এমন সন্দেহ দেখা দিতেই পারে যে স্বপ্নের মূলে দৈহিক উদ্দীপনার ভূমিকা আছে। শেষকালে অবশ্য বলতে হয় যে বহিরাগত কিংবা ইন্দ্রিয়জ উদ্দীপনার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক আছে স্বপ্নের এমন সব অংশ ছাড়া বাদবাকি অংশের ব্যাখ্যা যথেষ্ট সন্তোষজনক নয়। স্বপ্নের অন্য সব অংশের উৎস কী তা অবশ্য শেষপর্যন্ত দুর্বোধ্য-ই থেকে যায়।

এই সমস্ত উদ্দীপনার কার্যকলাপ সম্পর্কে অনুসন্ধান চালাতে গেলে স্বপ্ন-জীবনের যে সব বৈশিষ্ট্য আমাদের চোখে পড়ে, সেদিকেই এবার নজর দেওয়া যাক। স্বপ্ন যে কেবলমাত্র উদ্দীপনার পুনর্নির্মাণ বা পুনর্মুদ্রণ ঘটায় তা-ই নয়, তার বিস্তারও ঘটায়, তাকে নিয়ে খেলা বা রঙ্গনাটক করে, তাকে একটি প্রসঙ্গের সঙ্গে মানানসইভাবে জুড়ে দেয়, অথবা তার জায়গায় অন্য কিছুকে এনে বসায়। স্বপ্নের কার্যকলাপের এই দিকটি সম্পর্কে আমাদের অবশ্যই আগ্রহ আছে, কেননা এটি স্বপ্নের প্রকৃত চরিত্রের কাছে আমাদের নিয়ে যায়। কোনো ব্যক্তির কাজ বা সৃষ্টিকর্মের পরিসর বা ব্যাপ্তি সেই কাজটির নিকটতম বা তাৎক্ষণিক পরিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না। শেকস্পিয়রের ম্যাকবেথ রচিত হয়েছিল এমন একজন রাজার অভিষেক উপলক্ষে যিনি তিনটি রাজ্যের মিলন সংঘটিত করেন। কিন্তু এই ঐতিহাসিক ঘটনা দিয়ে কি নাটকটির যাবতীয় বিষয়, যাবতীয় শিল্পসমারোহ ও রহস্যের ব্যাখ্যা দেওয়া যায়? এইভাবেই বলা যেতে পারে, বাইরের ও ভেতরের যে সব উদ্দীপনা ঘুমন্ত ব্যক্তির ওপর কাজ করে সেগুলো স্বপ্নের নিছক উপলক্ষ মাত্র, কিন্তু সেগুলো, স্বপ্নের প্রকৃত চরিত্র বোঝার ক্ষেত্রে আমাদের কোনো অন্তর্দৃষ্টি দান করতে পারে না।

স্বপ্নের আরেকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে যা একদিকে খুবই দুর্বোধ্য এবং অপরদিকে তার সম্পর্কে কোনো তদন্ত চালানোর ক্ষেত্রে-ও কোনো সূত্র দিতে পারে না। আমাদের স্বপ্ন সম্পর্কে অভিজ্ঞতার অধিকাংশই দৃশ্যচিত্রের চেহারা নিয়ে এসে হাজির হয়। উদ্দীপনা দিয়ে এর কোনো ব্যাখ্যা দেয়া যায় কি? এই দৃশ্যচিত্র কি সত্য-ই কোনো উদ্দীপনা যার অভিজ্ঞতা আমরা স্বপ্নে পাই?

BanglaBook.org

তা যদি হয় তাহলে এই অভিজ্ঞতা দৃশ্যের চেহারা নেয় কেন, বিশেষত যখন দেখা যায় খুব কম ক্ষেত্রেই কোনো উদ্দীপনা আমাদের চোখ বা দৃষ্টিশক্তির উপর কাজ করে? অথবা এটা কি দেখানো যায় যে যখন আমরা কোনো বাক্যালাপের স্বপ্ন দেখি, তখন কোনো কথোপকথন কিংবা তার মতোই কোনো শব্দ ঘুমন্ত অবস্থায় আমাদের কানে পেঁাছেছে? আমি অবশ্য এই ধরনের কোনো সম্ভাবনাকে নিঃসন্দেহে বাতিল করার জন্য প্রস্তুত।

যদি এইভাবে বিভিন্ন স্বপ্নের কোনো সাধারণ মিল বা বৈশিষ্ট্য নিয়ে আমাদের অনুসন্ধান শুরু না-করা যায়, তাহলে তাদের পার্থক্য নিয়ে আমরা আলোচনা শুরু করতে পারি। অধিকাংশ স্বপ্নই হচ্ছে অর্থহীন, জটপাকানো এবং উদ্ভট, অথচ কিছু স্বপ্ন আছে, যা বোধগম্য, সরল এবং যুক্তিসঙ্গত। এবার দেখা যাক ঐ যুক্তিসঙ্গত, বোধগম্য স্বপ্নগুলির সাহায্যে অর্থহীন উদ্ভট স্বপ্নগুলির কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায় কিনা।

দুটি সরল স্বপ্ন

আমি আপনাদের এবার একেবারে সম্প্রতিকালে দেখা একটি তরুণের যুক্তিসঙ্গত একটি স্বপ্নের কথা বলব: কার্নটনারস্ট্রাসে (Karntnerstrasse) বেড়াতে বেরিয়েছি, এমন সময় সেখানে মি. একস-এর সঙ্গে দেখা। তাঁর সঙ্গে কিছুক্ষণ ঘুরে আমি একটা রেস্তরাঁয় গিয়ে বসলাম। সেখানে আমার টেবিলে দুজন ভদ্রমহিলা ও এক ভদ্রলোক এসে বসলেন। প্রথমে আমি ভীষণ বিরক্ত হয়ে তাঁদের দিকে তাকাইনি। একটু পরে কিন্তু তাঁদের লক্ষ ক'রে বুঝতে পারলাম তাঁরা বেশ চমৎকার লোক।

তরুণটির বক্তব্য যে ঠিক আগের দিন সন্ধ্যায় সে ঐ কার্নটনারস্ট্রাসে (Karntnerstrasse) কিছুক্ষণ হাঁটে, যেহেতু এটিই তার যাতায়াতের রাস্তা, আর ওখানেই তার সঙ্গে মি. একসের দেখা হয়েছিল ঐ আগের দিন সন্ধ্যায়। স্বপ্নের বাকি অংশটির সঙ্গে স্মৃতিচারণের কোনো সরাসরি যোগ নেই, কেবল কিছুদিন আগের একটি ঘটনার সঙ্গে ছাড়া।

এবার আরেকটি নেহাতই শাদামাটা স্বপ্নের কথা ভাবা যাক। স্বপ্নটি এক মহিলা দেখেন। স্বপ্ন: ভদ্রমহিলার স্বামী তাঁকে বলেন, 'আমাদের পিয়ানোটা মেরামত করলে হতো না?' উত্তরে ভদ্রমহিলা বলেন, 'খরচায় পোষাবে না।'

এই স্বপ্নে দেখা যাবে প্রায় হুবহু একই কথা ঐ স্বামী-স্ত্রী আগের দিনই তাঁদের নিজেদের মধ্যে বলেছিলেন। তাহলে এই সরল স্বপ্ন দুটি থেকে আমরা কী শিখলাম? কেবল এটুকুই যে সংসারে দৈনন্দিন যা ঘটে, স্বপ্নে কেবল তারই পুনরাবৃত্তি ঘটেছে। যদি সমস্ত স্বপ্নেই এরকম ঘটত, তাহলেও না হয় কিছু

BanglaBook.org

একটা পাওয়া যেত। কিন্তু তা একেবারেই অসম্ভব, ওপরের ঐ দুটি স্বপ্ন, স্বপ্ন হিসেবে মুষ্টিমেয়। অধিকাংশ স্বপ্নের সঙ্গেই তার আগের দিনের ঘটনার কোনো সম্পর্ক থাকে না, কাজেই সেখান থেকেও উদ্ভট এবং অর্থহীন স্বপ্নের কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে না। বরং এবার এটুকু আমাদের কাছে পরিষ্কার হলো যে আমরা একটা নতুন সমস্যায় পড়েছি। আমরা কেবলমাত্র এটাই জানতে চাই না যে স্বপ্নে কী বলতে চাওয়া হচ্ছে, বরং স্বপ্ন যদি সত্যি-ই সরল হয়, তাহলে এটাও আমরা জানতে চাইব যে, কেন এবং কী উদ্দেশ্যে আগের ঘটনা যা আমাদের জানা, তার পুনরাবৃত্তি ঘটছে স্বপ্নে।

আমার মনে হয় এতক্ষণ পর্যন্ত আমি যা চেষ্টা করলাম, তা আরো চালাতে গেলে আমার মতোই আপনারা সমান ক্লান্ত হ'য়ে পড়বেন। এতে এটাই বোঝা গেল যে শুধু আগ্রহ থাকলেই হবে না, সমস্যা সমাধানের একটা রাস্তা বের করার ধারণা-ও আমাদের থাকা দরকার। এখনো পর্যন্ত সেই রাস্তা আমরা খুঁজে পাইনি। পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞান স্বপ্নসৃষ্টির ক্ষেত্রে উদ্দীপনার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে কিছু তথ্য (যা নিশ্চয়ই খুব মূল্যবান) ছাড়া আর আমাদের কিছু দেয়নি। আর দর্শনের কাছ থেকে তো কেবল সুগভীর ভর্ৎসনাই আমাদের প্রাপ্য, যেহেতু স্বপ্ন তাঁদের কাছে বুদ্ধিচর্চার কোনো যোগ্য বিষয়ই নয়, অন্যদিকে অতীন্দ্রিয়বাদ বা গুহ্যশাস্ত্রের (Occult sciences) কাছ থেকে আমরা কিছুই নিতে পারি না। ইতিহাস এবং জনমত অবশ্য বলে যে স্বপ্নের যথেষ্ট অর্থ এবং গুরুত্ব আছে, আছে ভবিষ্যৎ দর্শনের মহিমা, কিন্তু এসব মেনে নেওয়া কঠিন, এদের সপক্ষে কোনো প্রমাণও নেই। কাজেই দেখা যাচ্ছে আমাদের প্রথম প্রচেষ্টা বেশ ঝামেলার মধ্যেই পড়েছে।

দিবাস্বপ্ন

কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে এমন একটি জায়গায় কিছু আশার ইঙ্গিত দেখা যাচ্ছে যার দিকে আমরা এখনো দৃষ্টি-ই দিইনি। কথ্যভাষা, যা কিনা কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়, বরং বলা যাক যা প্রাচীন জ্ঞানের একটি ভাণ্ডার, যা নিয়ে অবশ্য বাড়াবাড়ি করাও ঠিক হবে না, তবু ঐ কথ্যভাষা, যা আমাদেরই দৈনন্দিন ভাষা, তা দেখা যাবে একটি অদ্ভুত ব্যাপারের অস্তিত্ব স্বীকার করে, যাকে অত্যাশ্চর্যভাবে ডাকা হয় 'দিবাস্বপ্ন' বলে। দিবাস্বপ্ন হচ্ছে এক ধরনের অলীক কল্পনা (কিংবা অলীক কল্পনার ফল) যাদের আকছারই ঘটতে দেখা যায় সুস্থ এবং অসুস্থ উভয় প্রকারের ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেই, যাদের অনুধাবন যে-কোনো ব্যক্তি নিজেই করতে পারেন। তবে যেটা অতীব অদ্ভুত ব্যাপার সেটা হলো অলীক কল্পনাকে 'দিবাস্বপ্ন' ব'লে ডাকা, কেননা লক্ষ করলে দেখা যাবে

BanglaBook.org

স্বপ্নের দুটি সর্বজনীন বৈশিষ্ট্যের কোনোটির সঙ্গেই এর মিল নেই। 'দিবাস্বপ্ন'—এই নাম থেকেই বোঝা যাচ্ছে, এর সঙ্গে ঘুমের কোনো সম্পর্ক নেই, কোনো চিত্ত বা কল্পবিভ্রমের (hallucination) অভিজ্ঞতাও এখানে থাকে না। আমরা নিছকই কিছু জিনিশ এখানে কল্পনা করি। আমরা বুঝতে পারি যে এগুলি কল্পনা-বিলাস, আমরা তখন কিছুই দেখি না, বরং চিন্তা করি বা ভাবি। এই দিবাস্বপ্ন-গুলির আবির্ভাব সাধারণত বয়ঃসন্ধির আগেই ঘটে থাকে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে শৈশবের শেষ দিকে এবং পরিণতমনস্ক হওয়ার আগে পর্যন্ত এগুলি ঘটে যেতে থাকে, পরিণত হওয়ার পর এগুলি সাধারণত পরিত্যক্ত হয়, আবার সমস্ত জীবন ধরেই এদের আবির্ভাব ঘটতে পারে। এই সমস্ত অলীক কল্পনার পেছনে যে-প্রণোদনা থাকে সেগুলি বেশ স্বচ্ছ। এগুলিতে সাধারণত থাকে সেইসব দৃশ্য বা ঘটনা যা আমাদের ব্যক্তিকেন্দ্রিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা, কামনা, ক্ষমতাস্পৃহা অথবা রিরংসা বা কাম মেটায়। তরুণবয়স্ক পুরুষদের ক্ষেত্রে উচ্চাকাঙ্ক্ষার অলীক কল্পনা প্রাধান্য পায়, তরুণীদের ক্ষেত্রে প্রেমের সাফল্য বা যৌন কল্পনা, কিন্তু পুরুষদের ক্ষেত্রেও যৌন প্রয়োজন পশ্চাদ্‌ভূমিতে বজায় থাকতে পারে, তাদের যাবতীয় শৌর্য, বীর্য সাফল্য হচ্ছে বাস্তবিকপক্ষে নারীদের প্রশংসা ও আনুকূল্য লাভের চেষ্টা। অন্যান্য বিষয়ে অবশ্য দেখা যাবে, এইসব দিবাস্বপ্নের মধ্যে বিপুল পার্থক্য আছে, আর তাদের পরিণামও বিভিন্ন। কিছুদিন পরে এইসব দিবাস্বপ্ন পরিত্যক্ত হতে পারে, তার জায়গায় আসতে পারে নতুন দিবাস্বপ্ন, যাদের নিয়ে মনে-মনে লম্বা গল্প ফাঁদা হবে জীবনের নানান পরিবর্তনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে, সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে তারাও যেন এগিয়ে চলে, যেন নতুন অবস্থার তারিখ-ছাপ তাদের উপর মেরে দেয়া হয়। কাব্যসৃষ্টির এরাই হচ্ছে মালমশলা, লেখকরা এদেরই পাল্টে, ছদ্মবেশ পরিয়ে, কেটে-ছেঁটে এইসব দিবাস্বপ্ন থেকে তৈরি করেন এমন সব অবস্থা যা তাঁরা গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে ব্যবহার করেন। দিবাস্বপ্নের নায়ক অবশ্য দ্রষ্টা নিজেই; হয় সরাসরি অংশত নিজেকে নায়ক হিসেবে কল্পনা করেন তিনি, অথবা অন্য কারো সঙ্গে নিজেকে স্পষ্টতই একাত্ম করে তোলেন।

হয়তো দিবাস্বপ্নকে দিবাস্বপ্ন নামে ডাকা হয় এইজন্যই যে বাস্তবের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক স্বপ্নের মতোই, অর্থাৎ তাদের বিষয়বস্তু স্বপ্নের মতোই বাস্তব নয়। কিন্তু এটা খুবই সম্ভব যে তাদের 'স্বপ্ন' ব'লে ডাকা হয় এইজন্যই যে স্বপ্নের সঙ্গে তাদের কিছু মানসিক বৈশিষ্ট্য ভাগ ক'রে নেয়ার ব্যাপার আছে, যা সঠিক কী তা আমরা না-জানলেও জানতে চাই বা খুঁজে দেখতে চাই।

অন্যদিকে এটা হতে পারে যে উভয় নামের মধ্যে 'স্বপ্ন' শব্দটির ক্ষেত্রে মিলের তেমন কোনো গুরুত্বই নেই। এই প্রশ্নের উত্তর আমরা পরে দেয়ার চেষ্টা করছি।

BanglaBook.org

২

প্রাথমিক প্রকল্প এবং বিশ্লেষণের কৌশল

স্বপ্ন সম্পর্কে যদি আমাদের গবেষণা চালাতে হয়, তাহলে নতুন কোনো পথ, নতুন কোনো পদ্ধতির কথা আমাদের ভাবতে হবে। আমি এবার খুব সহজ একটি প্রস্তাব দেবো। আসুন আরো অনুসন্ধান চালানোর ভিত্তি হিশেবে নতুন একটি প্রকল্পের কথা আমরা ভাবি, যা হচ্ছে : স্বপ্ন কোনো শারীরিক ঘটনা নয়, বরং মানসিক ঘটনা। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন এর অর্থ কী, কিন্তু এমন অনুমানের পেছনে কী যুক্তি আমাদের হাতে আছে? কিছুই নেই; কিন্তু অন্যদিকে এরকম একটা অনুমান করার ব্যাপারে আমাদের কেউ বাধাও দিতে পারে না। অবস্থাটা তাহলে দাঁড়াচ্ছে এই : স্বপ্ন যদি হয় নিছকই কোনো দৈহিক ঘটনা, তাহলে সে-সম্পর্কে আমাদের উৎসাহ নেই, আমাদের আগ্রহ তখনই হবে যদি আমরা দেখি এটি একটি মানসিক ঘটনা। কাজেই আপাতত আমরা ধরে নিচ্ছি আমাদের প্রকল্প তথা অনুমানটিই সত্য। সত্য হ'লে কী হতে পারে এটা দেখার জন্যই এই ধ'রে নেয়া। আমাদের কাজের ফলাফলই বলে দেবে আমাদের অনুমান আমরা অনুসরণ করব কিনা অথবা ভাবব কিনা এই অনুমান এক যথার্থ সিদ্ধান্ত। এবার ভাবা যাক আমাদের এই অনুসন্ধানের বিষয় কী, অথবা ঠিক কোন্‌দিকে আমরা চেষ্টা চালাবো। যে কোনো বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের বিষয়ের মতোই আমাদের লক্ষ্য হলো, ঘটনার চরিত্র বোঝা, ঘটনাগুলির মধ্যে একটি সংযোগ গ'ড়ে তোলা এবং শেষকালে আমাদের নিয়ন্ত্রণে তাদের আনা।

BanglaBook.org

যিনি স্বপ্ন দেখছেন তাঁকেই স্বপ্নের অর্থ জিজ্ঞাসা

কাজেই আমরা এবার কাজ শুরু করছি এই অনুমানের ভিত্তিতে যে স্বপ্ন হচ্ছে একটি মানসিক ঘটনা। সেক্ষেত্রে স্বপ্ন হচ্ছে একটি অনুষ্ঠানবিশেষ, স্বপ্ন যিনি দেখছেন, বলা যাক এটি তাঁরই উচ্চারণ (utterance), এটি তাঁরই কথা বলছে, এমন কথা যা আমাদের বোঝার বাইরে, যার বিন্দুবিসর্গ আমরা বুঝতে পারছি না। এবার মনে করুন আমি এমন একটা কথা বলছি যা আপনি বুঝতে পারছেন

না, তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি কী করবেন? আপনি আমাকে কথাটা খুলে বোঝাতে বলবেন, তাই না? তাহলে আমরা তা-ই করি না কেন, স্বপ্ন যিনি দেখছেন, তাঁকেই স্বপ্নের অর্থ জিজ্ঞেস করি।

মনে করে দেখুন, এর আগেই আমরা একবার এরকম অবস্থায় পড়েছি। তখন আমরা 'ভুল'-এর ব্যাখ্যা খুঁজছিলাম, খুঁজতে গিয়ে মুখ ফসকে কিছু (slip of the tongue) কথা বলার দৃষ্টান্ত লক্ষ করেছিলাম। তখনই আমরা বলেছিলাম যাঁর মানসিক সমস্যা তাঁকেই বলতে দেয়া ভালো। সেই একই পদ্ধতি এখানে প্রয়োগ ক'রে বলা যায়, যিনি স্বপ্ন দেখছেন, তিনিই তাঁর স্বপ্নের ব্যাখ্যা আমাদের দিন।

আমরা অবশ্য জানি ব্যাপারটা এত সোজা নয়। 'ভুল'-এর প্রসঙ্গে দেখা যাবে এই পদ্ধতি প্রয়োগ ক'রে অনেক ক্ষেত্রেই ফল পাওয়া যায়। কিন্তু আবার অনেক ক্ষেত্রে দেখা যাবে অনেকেই, প্রশ্নের কোনো উত্তর দিতে রাজি নন, এমনকী যে উত্তরটি তাঁর কাছে হাজির করা হচ্ছে সেটিও তিনি যথেষ্ট বিরক্তির সঙ্গে বাতিল করছেন। স্বপ্নের ক্ষেত্রে দেখা যাবে প্রথমোক্ত দৃষ্টান্ত সম্পূর্ণ বিরল, স্বপ্নের ব্যাপারে কিছু জিজ্ঞেস করা হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সবসময়েই বলেন যে তিনি এ-ব্যাপারে কিছুই জানেন না। তিনি অবশ্য আমাদের ব্যাখ্যা সবসময়ই বাতিল করতে পারেন, কেননা তাঁকে দেয়ার মতো কোনো ব্যাখ্যাই আমাদের হাতে নেই।

যে-জানা অজানা থাকে

তাহলে কি আমাদের সব চেষ্টা ছেড়ে দিতে হবে? কেননা, স্বপ্নদর্শনকারী নিজে কিছুই জানেন না, আমরাও কিছু জানি না, এবং তৃতীয় কোনো ব্যক্তির পক্ষেও এ-বিষয়ে কিছু জানা সম্ভব নয়;—ফলে সমস্যার উত্তর পাওয়ার কোনো আশা আর দেখা যাচ্ছে না। অতএব ইচ্ছে করলে চেষ্টা ছেড়ে দিতে পারেন। তবে যদি তা না-ছাড়তে চান, তাহলে অবশ্য আমার সঙ্গে থাকতে পারেন। কেননা একটি কথা আমি নিশ্চিতভাবে আপনাদের বলতে পারি যে এটা কেবল প্রায়-সম্ভব নয়, যথেষ্ট পরিমাণেই সম্ভব যে স্বপ্নদর্শী নিজের স্বপ্নের প্রকৃত অর্থ কী তা জানেন, কেবল তিনি জানেন না যে তিনি তা জানেন; অতএব তিনি ভাবছেন যে তিনি তা জানেন না।

এইবার আপনারা অবশ্য আমাকে বলতে পারেন আবার আমি একটি 'অনুমান' হাজির করছি ও এত অল্প সময়ের মধ্যে দু-দুটি অনুমান হাজির ক'রে আমার পদ্ধতির বিশ্বাসযোগ্যতার দিক থেকে বেশ দূরে স'রে যাচ্ছি। প্রথমে আমি 'অনুমান' করলাম স্বপ্ন হচ্ছে একটি মানসিক ঘটনা, তারপর আবার 'অনুমান' করছি যে মানুষের মনের মধ্যে এমন কিছু ব্যাপার আছে যা তারা জানলেও এটা

BanglaBook.org

জানে না যে তারা তা জানে। ব্যাস, এই অনুমানের অন্তর্নিহিত অসম্ভাব্যতা যদি একবার আপনি বুঝে ফেলেন, তাহলে এই দুটি 'অনুমান' থেকে যে-সিদ্ধান্তে আসা যাবে, সে সম্পর্কেও আপনার সমস্ত উৎসাহ উবে যাওয়াই স্বাভাবিক।

কিন্তু আমি আপনাদের কোনোভাবে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করছি না বা কোনো কিছু আপনাদের কাছ থেকে গোপন করার চেষ্টাও করছি না। একথা সত্যি যে আমি আপনাদের কাছে 'মনঃসমীক্ষণের ভূমিকা' শীর্ষক একটি বক্তৃতামালা উপস্থিত করছি, কিন্তু আমার উদ্দেশ্য নয় কোনো দৈববাণী করা, সরল ঘটনা-পরম্পরা হাজির করা, কিংবা সমস্ত অসুবিধাগুলি চেপে গিয়ে বিভিন্ন ফাঁক কিংবা সন্দেহজনক প্রসঙ্গগুলি দিব্যি চমকপ্রদ কথায় ভরাট করা যাতে আপনারা মহানন্দে ভাবতে পারেন যে বেশ নতুন একটি জিনিশ আপনাদের জানা হলো। না, তা নয়। বরং, যেহেতু আপনারা এবিষয়ে সবে জানতে শুরু করেছেন, ঠিক সেই কারণেই আমি অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সঙ্গে প্রথমেই আমাদের বিজ্ঞান আসলে কী, তার স্থূল আতিশয্যের দিকগুলি কী, তার দাবি এবং বিরুদ্ধ সমালোচনার দিকগুলিই বা কী, তা হুবহু জানানোর চেষ্টা করবো। আমি অবশ্য জানি যে সমস্ত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই ব্যাপারটা এরকম, বিশেষত তাদের শুরুর সময়ে, কিংবা বলা যাক, এরকম ছাড়া অন্যরকম হওয়ার নজির-ই বরং নেই। আমি এটাও জানি অন্যান্য বিজ্ঞানে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ত্রুটি এবং অসম্পূর্ণতাগুলি সাধারণত গোপন করা হয়। কিন্তু মনঃসমীক্ষণের ক্ষেত্রে তা একেবারেই করা যাবে না। কাজেই আমি গোড়াতেই দুটি অনুমান বা প্রকল্প হাজির করছি, যেখানে আছে একটি অনুমানের মধ্যে আরেকটি অনুমান। যাঁরা মনে করবেন এ খুবই কষ্টসাধ্য, অথবা খুবই অনিশ্চিত অথবা যাঁরা আরো অধিক নিশ্চিতির মধ্যে কাজ করায় অভ্যস্ত, অথবা আরো মার্জিত পরিষ্কার সিদ্ধান্ত নিয়ে কাজ করতে চান, তাঁদের আমার সঙ্গে আর না-এগোনোই ভালো। কেবল আমি তাঁদের মনে করিয়ে দেবো যে মনোবৈজ্ঞানিক সমস্যাগুলি নিয়ে তাঁদের আর মাথা ঘামানোর দরকার নেই, কেননা এটি হচ্ছে এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে কোনো পরিষ্কার, বাঁধা রাস্তা নেই। আর এছাড়া যে কোনো বিজ্ঞানই যদি জ্ঞানের রাজ্যে কোনো বাস্তবিক সংযোজন ঘটাতে চায়, তাহলে তার আত্মপ্রচারের চেষ্টা হবে বাহুল্যমাত্র। তার গ্রহণ-যোগ্যতা নির্ভর করবে তার গবেষণালব্ধ ফলাফলের উপর ; ফলে যতক্ষণ পর্যন্ত না তার প্রতি বহির্জগতের দৃষ্টি আকৃষ্ট হতে বাধ্য হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত তার পক্ষে অপেক্ষা করাই ভালো।

কিন্তু এবার আমি তাঁদের একটু সতর্ক ক'রে দেবো যাঁরা এতদসত্ত্বেও আমার সঙ্গ ছাড়ছেন না ; আমি তাঁদের বলবো যে আমার দুটি অনুমানের গুরুত্ব কিন্তু একই

BanglaBook.org

রকম নয়। প্রথম অনুমান : স্বপ্ন একটি মানসিক ঘটনা ;—এটি আমাদের গবেষণালব্ধ ফলাফল দ্বারা প্রকাশের অপেক্ষা রাখে। দ্বিতীয়টি ইতিমধ্যেই অন্যত্র প্রমাণিত হয়েছে, কেবল তার ফলাফল আমাদের অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে আমি সরিয়ে আনার সুযোগ নিচ্ছি মাত্র।

কোথায় এবং কোন্ প্রসঙ্গে প্রমাণ করা গেছে যে মানুষ এমন কিছু বিষয় জানে যা সে নিজেই জানে না যে সে জানে ? কেননা এরকম একটি ব্যাপারই স্বপ্নদর্শীদের ক্ষেত্রে ঘটছে বলে আমরা মনে করছি। এটি নিশ্চয়ই একটি চমকপ্রদ এবং বিস্ময়কর ব্যাপারই হবে, যা মানসিক জীবন সম্পর্কে আমাদের ধারণাই পাল্টে দেবে, যার পক্ষে আর কোনো কিছুই লুকিয়ে রাখার দরকার হবে না। এবার দেখা যাচ্ছে এখানেই গণ্ডগোলের সম্ভাবনা আছে যদি না আমরা সরাসরি প্রমাণ বা দৃষ্টান্ত হাজির করতে পারি।

অতএব প্রমাণ হিশেবে সম্মোহন বিদ্যার একটি দৃষ্টান্ত আমি হাজির করছি। ১৮৮৯ সালে আমি ন্যান্সিতে (Nancy) লাইবোল্ট (Liebault) এবং বার্নহাইম (Bernheim)-এর চমকপ্রদ প্রদর্শনীর সময় হাজির ছিলাম আর তখনই বর্তমান পরীক্ষামূলক ঘটনাটি আমি প্রত্যক্ষ করি :

এক ব্যক্তিকে স্বপ্নচারণ অর্থাৎ ঘুমঘোরে ভ্রমণরত অবস্থায় সম্মোহিত করা হলো। তারপর তাকে বিভিন্ন কল্পবিভ্রমকারী (hallucinatory) অভিজ্ঞতার মধ্যে চালিত করা হলো। জাগিয়ে তোলার পর দেখা গেল তার সম্মোহিত নিদ্রার সময় সে কী করেছে তা সে কিছুই জানে না। এবার বার্নহাইম তাকে বারবার জিজ্ঞেস করলেন সম্মোহিত অবস্থায় কী ঘটেছিল। লোকটি বলল, তার কিছুই মনে নেই। বার্নহাইম তখন তাকে বারবার আশ্বস্ত ক'রে জোর দিয়ে বলতে থাকলেন যে সে নিশ্চয়ই জানে, কেবল তাকে মনে করতে হবে। আর কী আশ্চর্য, লোকটি হঠাৎ বেশ দ্বিধাগ্রস্ত হ'য়ে পড়ল, এবং ভাবতে শুরু করল, এবং ঝাপসাভাবে মনে করতে পারল প্রথমে ঠিক সেই ঘটনাটি যেটি তাকে সম্মোহিত অবস্থায় প্রথমে করতে বলা হয়েছিল, তারপর আরো কিছু তার মনে পড়ল, এইভাবে ধীরে ধীরে তার সব কিছুই পরিষ্কার ও স্পষ্টভাবে মনে পড়ল। শেষকালে একদম কোনো কিছু বাদ না-দিয়েই সে অবিকল সবকিছু ব'লে যেতে পারল। তাহলে এবার দেখা যাচ্ছে, সে যখন বাইরের কারও সাহায্য ছাড়াই নিজেই নিজের ঘুমন্ত অবস্থায় ঘটা সমস্ত ঘটনাগুলি জানত, তখন আমাদের এমন সিদ্ধান্তে আসতে কোনো বাধা নেই যে লোকটির নিজের মনেই গোড়া থেকে এইসব স্মৃতি সঞ্চিত ছিল, শুধু এই স্মৃতিগুলি ছিল তার ধরাছোঁয়ার বাইরে, অর্থাৎ সে জানত না যে সে জানে ঐ স্মৃতিগুলি তার আছে, সে ভেবেছিল যে সে ওসব কিছুই জানে না। বস্তুতপক্ষে লোকটির অবস্থা আমাদের ধারণামতো একজন স্বপ্নদর্শীর মতোই।

BanglaBook.org

আমি আশা করছি এবার আপনারা একটু অবাক হয়েই ভাববেন যে কী আশ্চর্য, ঘটনাটা যখন আগেই প্রমাণিত হয়ে গেছিল, তখন আমি আপনাদের আগেই তা বলিনি কেন, অতএব আপনারা অবশ্যই প্রশ্ন করতে পারেন : এই প্রমাণটি আপনি আগেই হাজির করলেন না কেন, যখন 'ভুল' নিয়ে কথা হচ্ছিল এবং দেখা যাচ্ছিল যে মুখ ফস্কে কথা বলার পেছনে এমন একটি গূঢ় অভিসন্ধি কাজ করে, যার অস্তিত্ব সম্পর্কে বক্তা মোটেই অবহিত নন, বরং যা তিনি উল্টে অস্বীকারই করেন ? যদি এটা সম্ভব হয় কারোর পক্ষে ভাবা যে একটি ঘটনার স্মৃতি তার মনে জমা আছে, অথচ সেই ঘটনাটি সম্পর্কে সে কিছুই জানে না তাহলে এটা খুব অসম্ভব নয় যে তার মনে অনুরূপ আরো মানসিক প্রক্রিয়া ঘটছে যাদের সম্পর্কেও সে কিছুই জানে না। এই ধরনের যুক্তি পাওয়া গেলে 'ভুল'-এর ব্যাখ্যা সম্পর্কেও আমরা আরো ভালো জায়গায় আসতে পারতাম।

নিশ্চয়ই, এরকম যুক্তি আগেই আপনাদের কাছে দেয়া যেত, কিন্তু এটা আমি পরে আরো ভালোভাবে কাজে লাগানোর জন্য সরিয়ে রেখেছিলাম। কিছু কিছু 'ভুল' অবশ্য বেশ স্বচ্ছ, তারা নিজেরাই নিজেদের ব্যাখ্যা দিতে পারে, কিন্তু অনেক 'ভুল' আছে, যাদের ক্ষেত্রে এমন কিছু মানসিক প্রক্রিয়া কাজ করে, যার অস্তিত্ব সম্পর্কে বক্তা নিজেই কিছু জানেন না। স্বপ্নের ক্ষেত্রে আমাদের ব্যাখা অন্য জায়গা থেকে সংগ্রহ করতে হবে, আর সে জন্যই সম্মোহনের দৃষ্টান্ত দেয়া হলো যাতে এর পরীক্ষিত প্রমাণ আপনাদের বিশ্বাস করতে সুবিধে হয়। যে-অবস্থায় 'ভুল' ঘটে, তা মোটামুটি স্বাভাবিক, আর সে জন্যই তার সঙ্গে সম্মোহিত অবস্থার কোনো মিল নেই। অন্য দিকে দেখা যাবে সম্মোহন এবং ঘুমের মধ্যে একটি পরিষ্কার যোগ আছে, যা স্বপ্নের একটি প্রয়োজনীয় শর্ত। সম্মোহনকে সাধারণত বলা-ই হয় কৃত্রিম ঘুম। সম্মোহিত করার সময় আমরা সাধারণত বলে থাকি, 'ঘুমোন'। আর তখন যে-প্রস্তাবগুলি তাদের দেয়া হয়, তার সঙ্গে স্বাভাবিক ঘুমের স্বপ্নদৃশ্যের মিল আছে। এই দুই ক্ষেত্রেই মানসিক অবস্থা বাস্তবিকপক্ষে একই। স্বাভাবিক ঘুমের ক্ষেত্রে বহির্জগৎ সম্পর্কে আমরা সমস্ত আগ্রহ প্রত্যাহার করে নিই, সম্মোহিত ঘুমের ক্ষেত্রেও তাই, ব্যতিক্রম শুধু সম্মোহনকারীর সঙ্গে সম্মোহিতের সম্পর্কের ক্ষেত্রে, যেখানে উভয়ের মধ্যে একটি আন্তরিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকে। আবার তথাকথিত শুশ্রূষা-কারিণীর ঘুমের (Nurse's Sleep) ক্ষেত্রে দেখা যাবে ধাত্রীর সঙ্গে শিশুর সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ব'লেই তার নির্দেশে শিশু ঘুমোয় ও ঘুম থেকে ওঠে। এটিও সম্মোহিত ঘুমের এক অবিকল প্রতিরূপ। কাজেই স্বাভাবিক ঘুমের ক্ষেত্রে সেই অবস্থাকে লক্ষ করলে এমন কিছু অদ্ভুত ব্যাপার হবে না, যা সম্মোহনেরও একটি শর্তবিশেষ। এরকম ধারণা যদি করা যায় যে স্বপ্ন-সংক্রান্ত জ্ঞানের অস্তিত্ব

BanglaBook.org

স্বপ্নদর্শীর ভেতরেই আছে, শুধু তা তার বোধগম্য নয়, যার ফলে তিনি ভাবেন যে এই জ্ঞানের অস্তিত্ব তাঁর মধ্যে নেই, তাহলে তা খুব উদ্ভট হবে না। অতএব দেখা যাচ্ছে স্বপ্ন অনুধাবনের তৃতীয় আরেকটি রাস্তা আমাদের সামনে খুলে গেল। প্রথম রাস্তাটি উদ্দীপনার দিকে আমাদের নিয়ে যেতে পারে, দ্বিতীয় রাস্তাটি দিবাস্বপ্নের দিকে, তৃতীয়টি সম্মোহিত অবস্থায় প্রস্তাবিত স্বপ্নের দিকে।

এবার আমরা আমাদের কাজের দিকে আগের চেয়ে আরেকটু বেশি আত্মবিশ্বাস নিয়ে ফিরে আসতে পারি। আমরা দেখছি এটা খুবই সম্ভব যে স্বপ্নদর্শী ব্যক্তিটি তাঁর স্বপ্ন সম্পর্কে অনেক কিছুই জানেন, কেবল সমস্যা হচ্ছে কীভাবে তাঁর নিজের ঐ জানার দিকে তাঁকে নিয়ে যাওয়া যায়, যাতে তিনি আমাদের তা জানাতে পারেন। আমরা এটা আশা করি না যে তিনি অবিলম্বে তা আমাদের জানাতে পারবেন, কিন্তু আমরা নিশ্চয়ই মনে করি তিনি তাঁর স্বপ্নের উৎস আবিষ্কার করতে পারবেন, কোন্ ইচ্ছা বা কামনার ঘূর্ণি থেকে এর উদ্ভব হয়েছে তা ধরতে পারবেন।

'ভুলে'র ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ করেছি, প্রশ্ন করার পর বক্তার প্রথম প্রতিক্রিয়ার অন্তর্গত অনুষঙ্গগুলির মধ্যেই আমাদের ব্যাখ্যা লুকিয়ে আছে। ঠিক সেরকমই সরল একটি কৌশল আমরা স্বপ্ন-ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করব; এখানেও আমরা একই ভাবে স্বপ্নদর্শী ব্যক্তিকে প্রশ্ন করব, কীভাবে এই স্বপ্ন তাঁর পক্ষে দেখা সম্ভব হলো এবং প্রত্যুত্তরে তিনি যা বলবেন সেগুলিকেই তাঁর স্বপ্নের ব্যাখ্যা হিশাবে ধরতে হবে। কাজেই তিনি তাঁর স্বপ্ন সম্পর্কে কিছু জানেন কি জানেন না তাতে কিছু যায় আসে না। আমাদের পক্ষে দুটি ব্যাপারই সমান।

এই কৌশল নিশ্চয়ই খুবই সহজ, কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে আপনারা এর তীব্র বিরোধিতা করবেন। "আবার একটা আন্দাজ, এই নিয়ে তিনবার!" আপনারা বলবেন, "যেটা আবার সবচেয়ে কম সম্ভব! আপনি কি বলতে চান কাউকে নিজের স্বপ্ন সম্পর্কে তার ধারণা জানতে চাইলে একেবারে তার প্রথম অনুষঙ্গের ভিতরই থাকবে ঐ স্বপ্নের ব্যাখ্যা? তার তো কোনো অনুষঙ্গ না-ই থাকতে পারে, কিংবা থাকলে তা যে কী হবে তা ঈশ্বরই জানেন। আমরা তো ভাবতেই পারছি না কীসের ভিত্তিতে আমরা এই ব্যাখ্যা আশা করব? না, এখানে দৈবানুগ্রহের উপরই তাহলে বেশি নির্ভর করতে হয়, অথচ ঠিক এখানেই আমাদের দরকার যুক্তিনির্ভর সুচারু বিশ্লেষণ। তাছাড়া মুখ ফসকে বলা একটা আলটপকা কথার মতো স্বপ্ন নয়, তাতে একাধিক জটিল বিষয় আছে। আর তাই যদি হয় তাহলে কোন্ অনুষঙ্গের উপর আমরা নির্ভর করব?"

আপনাদের ধারণা ঠিক, তবে তা এসব ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যক নয়। এ কথা সত্য যে

BanglaBook.org

স্বপ্ন আর মুখ ফসকে কথা বলার মধ্যে পার্থক্য আছে,—স্বপ্নের বহুবিধ উপাদানের ক্ষেত্রে, এবং আরো অন্যান্য বিষয়ের ক্ষেত্রে। আমাদের কৌশল প্রয়োগ করার সময় একথা আমরা নিশ্চয়ই মনে রাখবো। সেইজন্যই আমি প্রস্তাব দিচ্ছি আমরা একটি স্বপ্নকে তার বিভিন্ন উপাদানে ভাগ করবো, এবং প্রত্যেকটি উপাদান স্বতন্ত্রভাবে পরীক্ষা করবো। তারপর আমরা মুখ ফসকে কথা বলার সঙ্গে এর একটা মিল আবার দেখাতে পারবো। আবার দেখা যাচ্ছে আপনারা ঠিকই ভেবেছেন যে একেকটি উপাদান সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে স্বপ্নদর্শী ব্যক্তিটি বলতে পারেন যে ঐসব সম্পর্কে তাঁর কোনো ধারণাই নেই। কতকগুলি ক্ষেত্রে আমরা এই উত্তর গ্রাহ্য করি, পরে আমি বলবো সেটা ঠিক কোথায়, কিন্তু মজার কথা হচ্ছে সাধারণত সেইসব ক্ষেত্রেই আমরা গ্রাহ্য করি, যেখানে আমাদের কতকগুলি সুনির্দিষ্ট ধারণা আছে। কিন্তু সাধারণত যখনই কেউ বলেন তিনি তাঁর স্বপ্ন সম্পর্কে কিছুই জানেন না, তখনই আমরা তাঁর কথার বিরোধিতা করি, তাঁকে কিছু বলার জন্য চাপ দিতে থাকি, তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বলি যে তাঁর এ-বিষয়ে নিশ্চিত কিছু জানা আছে, আর শেষ পর্যন্ত দেখা যায় যে আমাদের কথাই ঠিক। তিনি শেষপর্যন্ত আমাদের কাছে কিছু অনুষঙ্গ হাজির করেন, যে কোনো একটা অনুষঙ্গ হলেই চলে, কী অনুষঙ্গ তা নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই না। দেখা যাবে শেষ পর্যন্ত উনি আমাদের এমন একটি তথ্য দিচ্ছেন যা অতীতে ঘটেছিল। উনি বলতে পারেন, 'ওটা কালই ঘটেছিল' (যেমন আগের দুটি সাদামাটা স্বপ্নের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি)। অথবা উনি বলতে পারেন, 'স্বপ্নটা দেখে আমার কিছুদিন আগেকার একটা ঘটনা মনে পড়ল।' আর এইভাবে আমরা ক্রমশই লক্ষ করতে থাকবো যে বেশির ভাগ স্বপ্নের সঙ্গে তার আগের দিনের ঘটনার স্মৃতির সম্পর্ক রয়েছে। শেষকালে দেখা যাবে উনি স্বপ্নের সঙ্গে বেশ কিছুদিন আগেকার একটি ঘটনার স্মৃতির সম্পর্ক খুঁজে পাচ্ছেন, আর একদম শেষে দেখা যাবে উনি সেইসব ঘটনার স্মৃতির কথা বলছেন, যা বহুদিন আগে ঘটেছিল।

মন, নিয়ন্ত্রণের অধীন

এইবার বলা যাক প্রধান বা অত্যাবশ্যক ব্যাপারটায় আপনারা ভুল করেছেন। বিশেষত যখন আপনারা ভাবছেন যে এটা একটু খামখেয়ালিপনা হয়ে যাবে যদি আমরা ভাবি যে স্বপ্নদর্শীর প্রথম অনুষঙ্গটি থেকেই আমরা যা খুঁজছি তা পেয়ে যাবো, অথবা তা আমাদের সঠিক গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেবে, কিংবা এছাড়াও অনুষঙ্গটি হতে পারে খুবই খাপছাড়া, আমরা যা খুঁজছি তার সঙ্গে হয়তো তার কোনো যোগই নেই, বরং আমি দৈবানুগ্রহের দিকেই অন্ধের মতো

BanglaBook.org

এগিয়ে চলেছি ইত্যাদি। তাহলে অবশ্য সেক্ষেত্রে বলতে হবে আপনারা সর্বৈব ভুল। আমি আগেই বলেছি, আপনারা যে গভীরভাবে চিত্তের স্বাধীনতায় ও স্বাধীন নির্বাচনে বিশ্বাসী তা সম্পূর্ণ অবৈজ্ঞানিক, বরং এমনকী মানসিক জীবনও যে একটি নিয়ন্ত্রক শক্তি বা নিয়ন্ত্রণ প্রক্রিয়ার (determinism) অধীন তা মেনে নেয়া যুক্তিসঙ্গত। আমি আপনাদের বলব যে প্রশ্ন করার পর স্বপ্ন সম্পর্কে যে-অনুষঙ্গটি স্বপ্নদর্শী বলবেন, সেটিই একমাত্র অনুষঙ্গ যা প্রশ্ন করার সঙ্গে-সঙ্গে স্বপ্নদর্শীর মনে আসে। আমি কারও বিশ্বাসে হাত দিতে চাই না, আমি কেবল বলছি উক্ত অনুষঙ্গ সম্পর্কে নির্বাচন করার কোনো সুযোগই নেই। এখানে কোনো অনিশ্চয়তা নেই, এবং আমরা যা খুঁজছি তার সঙ্গে এর যোগ আছেই। বাস্তবিকই, আমি কিছুদিন আগেই জানতে পেরেছি, পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞানও এই ধরনের কিছু প্রমাণ হাজির করেছে।

ব্যাপারটির গুরুত্বের জন্যই এবার আমি আপনাদের এবিষয়ে একটু বিশেষ নজর দিতে বলবো। যখন আমি কাউকে বলি যে স্বপ্নের একটি বিশেষ উপাদান সম্পর্কে তাঁর যা মনে আসছে তা-ই তিনি বলুন, তখন আমি চাইছি যে তিনি অবাধ অনুষঙ্গ প্রক্রিয়ার কাছে নিজেকে ছেড়ে দিন, যা তাঁর মনের মূল বা আদি ধারণাটিকে অনুসরণ ক'রে চলতে থাকবে। এ ব্যাপারে একটু বিশেষ ধরনের মনঃসংযোগ দরকার হয় যা চিন্তা করার চেয়ে আলাদা, কিংবা বলা যাক যার সঙ্গে চিন্তার কোনো সম্পর্ক নেই। এতে মনঃসংযোগের একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন, যা চিন্তার চেয়ে একদম আলাদা, সত্যি কথা বলতে কী যা বরং চিন্তাকে আটকে দেয়। অনেকেই সহজে এই দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে পারেন, কিন্তু আবার অনেকেই এটা করতে গিয়ে অবিশ্বাস্যভাবে ব্যর্থ হন।

'নাম' সম্পর্কিত অবাধ অনুষঙ্গ

অনুষঙ্গের ক্ষেত্রে দেখা যাবে যথেষ্ট স্বাধীনতা আছে, বিশেষত যখন আমি বিশেষ কোনো একটি উদ্দীপনার ধারণা নিয়ে মাথা ঘামাই না, বরং যে ধরনের অনুষঙ্গ আমি চাই কেবল তারই বর্ণনা দিই, যেমন ধরুন যখন আমি কাউকে কোনো নাম বা সংখ্যা যা মনে আসছে তা-ই বলতে বলি। এই ধরনের অনুষঙ্গে অবশ্য আমরা বলতে পারি অনেক বেশি নির্বাচনের সুযোগ এবং অনিশ্চয়তা আছে বিশেষত আমরা যে-ধরনের কৌশল ব্যবহার করি, তার তুলনায়। তা সত্ত্বেও দেখানো যাবে যে প্রতিটি ক্ষেত্রেই মনের গুরুত্বপূর্ণ অভ্যন্তরীণ দৃষ্টিভঙ্গির হাতেই নিয়ন্ত্রণক্ষমতা রয়েছে, যাদের সক্রিয় অবস্থা আমাদের কাছে ততটাই অজ্ঞাত যতটা অজ্ঞাত থাকে সেইসব ঝোঁক যা 'ভুল'-এর কারণ হিশেবে কাজ করে অথবা যা আমাদের 'হঠাৎ' কোনো কাজের দিকে ঠেলে দেয়।

আমি (এবং আরো অনেকেই) নাম এবং সংখ্যা-সংক্রান্ত পরীক্ষা কোনো পূর্বধারণা

BanglaBook.org

ছাড়াই বারবার চালিয়ে দেখেছি, এর কোনো কোনোটি প্রকাশিতও হয়েছে। এর পদ্ধতি হচ্ছে এইরকম : একটি নাম বলার সঙ্গে-সঙ্গেই যেন তা পর পর অনুষঙ্গের ভিড়কে বিক্ষুব্ধ ক'রে তোলে, আর এই অনুষঙ্গগুলি, দেখতেই পাচ্ছেন, মোটেই স্বাধীন নয়, বরং স্বপ্নের একাধিক বিভিন্ন উপাদানের অনুষঙ্গের সঙ্গে একসূত্রে বাঁধা। এই অনুষঙ্গের পরম্পরা ততক্ষণ পর্যন্ত বজায় রাখা হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না মূল আবেগ থেকে ওঠা ভাবনাটি একেবারে ফুরিয়ে যায়। ততক্ষণে অবশ্য আপনি অবাধ অনুষঙ্গ প্রক্রিয়াটির চালিকাশক্তি ও গুরুত্বকে চিহ্নিত করতে পেরেছেন।

এই ধরনের পরীক্ষাগুলি থেকে বারবার একই ফল পাওয়া গেছে ; আর তাদের ভিতর থেকে যে-তথ্য পাওয়া গেছে তাতে এমন প্রচুর প্রয়োজনীয় উপাদান আছে যা আমাদের, এর বহুধাবিভক্ত ধারাগুলিতে অনুসন্ধান চালাতে বলে। সংখ্যা প্রসঙ্গে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ওঠা অনুষঙ্গগুলিতে এর নজির মিলবে। তারা পর পর এত দ্রুত উঠে আসে আর এমনভাবে একটি লুকোনো গূঢ় লক্ষ্যের দিকে নিশ্চিতভাবে এগিয়ে যেতে থাকে যে ভীষণ বিস্মিত হয়ে যেতে হয়। আমি আপনাদের কাছে এই ধরনের নাম-বিশ্লেষণ সংক্রান্ত একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করছি, যেহেতু এটিতে তেমন কোনো বিপুল জটিল তথ্যসম্ভার নেই।

একবার আমি এক তরুণের চিকিৎসা করার সময় তাকে অনুষঙ্গ বিষয়ে বলি যে আপাতদৃষ্টিতে আমাদের চিন্তার স্বাধীনতা থাকলেও বাস্তবে দেখা যাবে যে রোগী এমন কোনো নামই ভাবতে পারে না যা তার নিকট-পরিবেশ বা চিন্তার উদ্ভুটেপনা বা তার বর্তমান অবস্থার সঙ্গে জড়িত নয়। যুবকটি আমার কথায় সন্দেহ প্রকাশ করায় আমি তাকে তৎক্ষণাৎ সেখানেই আমার কথা যাচাই ক'রে নিতে বলি। আমি জানতাম তার সঙ্গে প্রচুর মহিলা এবং তরুণীর নানান সম্পর্ক আছে। তাই আমি তাকে বলি, তাকে হয়তো অনেক মহিলার নামের ভেতর থেকে শেষপর্যন্ত একটি নামকেই বেছে নিতে হবে। সে রাজি হয়। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার একগাদা নাম না-বলে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর সে বলে তার মনে কেবল একটি নাম-ই আসছে : অ্যালবাইন (albine)। 'কী আশ্চর্য ! এর সঙ্গে কীসের যোগাযোগ আছে ? ক'জন অ্যালবাইনকে আপনি চেনেন ?'— আমি বলি। ভারি আশ্চর্য ! অ্যালবাইন নামে সে একটি মেয়েকেও চেনে না ; এই নামের সঙ্গে সে কোনোকিছুর যোগও খুঁজে পাচ্ছে না। এবার মনে হতে পারে আমার বিশ্লেষণ এখানে এসে আর কোনো কাজেই লাগছে না। কিন্তু না, এটি ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়ে গেছে বলেই এর আর কোনো নতুন অনুষঙ্গ দরকার হচ্ছে না। যুবকটির গায়ের রঙ অস্বাভাবিক ফর্সা (শ্বেত) হওয়ায় আমি তাকে মাঝেমধ্যে ঠাট্টা করে বলেছি 'শ্বেতী' বা অ্যালবিনো (albino)। এছাড়াও সেই মুহূর্তে আমি তার প্রকৃতির মধ্যে কোনো নারীস্বভাব আছে কীনা এটাও

BanglaBook.org

অনুসন্ধান করছিলাম। কাজেই পরীক্ষা থেকেই বোঝা গেল সে নিজেই নিজেকে ভাবছে এক 'শ্বেতী মহিলা' অর্থাৎ সে নিজেই যেন এক মহিলা যে তাকে এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি আকৃষ্ট করছে।

ঠিক এইভাবে যদি হঠাৎ কোনো বাজনার সুর মাথায় আসে, তাহলে দেখা যাবে লম্বা একটি চিন্তাপ্রবাহের সঙ্গে তার যোগ আছে, যার দ্বারা তা নিয়ন্ত্রিত কিন্তু ঐ চিন্তা তাকে কোনো কারণে সেই মুহূর্তে অধিকার করলেও তার অস্তিত্ব সম্পর্কে সে সচেতন নয়। এটা সহজেই দেখানো যেতে পারে যে ঐ সুরের যোগসূত্রটি খুঁজতে হবে ঐ সুরের কথার মধ্যে অথবা তার উৎসে, যেখান থেকে তা আসছে। অবশ্য এক্ষেত্রে আমি বলবো যে আমার এই বিশ্লেষণ যাঁরা বাস্তবিকই গায়ক, তাঁদের ক্ষেত্রে খাটবে না, কেননা তাঁদের সম্পর্কে আমার কোনো অভিজ্ঞতাই নেই। তাঁদের ক্ষেত্রে হয়তো সুরের সাংগীতিক মূল্যই হবে তাঁদের মনে হঠাৎ ঐ সুরের আবির্ভাবের কারণ। তবে প্রথম দৃষ্টান্তটিই সাধারণত চোখে পড়ে। আমি এক যুবককে চিনি, যার মনে কিছুদিনের জন্য, বারে-বারে ফিরে আসত হেলেন অফ ট্রয়ের রাজকুমার প্যারিসের গাওয়া একটি চমৎকার গানের সুর। আমি তখন তার দৃষ্টি আকর্ষণ করি এইদিকে যে সেই সময় তার যে-দুজন প্রেমিকার মধ্যে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছিল তার একজনের নাম হেলেন।

অবাধ অনুষঙ্গ স্বাধীন নয়, কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত

এইভাবে যদি দেখা যায়, যে-অনুষঙ্গগুলি স্বাধীনভাবে উঠে আসছে, তারা আসলে মোটেই স্বাধীন নয়, বরং নিয়ন্ত্রিত, তাহলে আমাদের পক্ষে এই সিদ্ধান্তে আসা নিশ্চয়ই যুক্তিসঙ্গত হবে যে এই সমস্ত অনুষঙ্গ একটি উদ্দীপনা-ভাবনার সঙ্গে যুক্ত থাকায় নিশ্চিতভাবেই স্বল্পপরিসরে নিয়ন্ত্রিত। পরীক্ষা করে দেখা গেছে ঐসব অনুষঙ্গ শুধু যে আমাদের দেয়া উদ্দীপনা-ভাবনার সঙ্গে জড়িত তা-ই নয়, তারা শক্তিশালী আবেগমথিত চিন্তার গুচ্ছ এবং কামনার (যাদের আমরা গুঢ়ৈষা বা complex বলি) উপরও নির্ভরশীল, যাদের প্রভাব সেইসময় জানা সম্ভব নয়, অর্থাৎ যাদের আমরা নির্জ্ঞান কর্মকলাপ বলি।

এইভাবে সংশ্লিষ্ট অনুষঙ্গগুলি সম্পর্কে বহু শিক্ষাপ্রদ পরীক্ষা চালানো হয়েছে, যা মনঃসমীক্ষণের ইতিহাসের ক্ষেত্রে বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। উন্‌ড্‌ (Undt)-এর গোষ্ঠী তথাকথিত 'অনুষঙ্গ-পরীক্ষার' উদ্ভাবক, যেখানে পরীক্ষণীয় ব্যক্তিকে একটি উদ্দীপনা-শব্দ দিয়ে বলা হয় যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাঁর যা 'প্রতিক্রিয়া-শব্দ' মনে আসছে তিনি তা-ই বলুন। এতে নিচের বিষয়গুলি লক্ষ করা হয়: 'উদ্দীপনা-শব্দ' বলার পর 'প্রতিক্রিয়া-শব্দ' বলতে কতক্ষণ সময় লাগছে, প্রতিক্রিয়া শব্দের প্রকৃতি, এবং পরে ঐ একই পরীক্ষার

BanglaBook.org

পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে দেখা হয় কোনো ভুল হচ্ছে কিনা।

জুরিখ গোষ্ঠী, ইয়ুঙ (Jung) এবং ব্লুলারের (Bleuler) নেতৃত্বে অনুষঙ্গ পরীক্ষার ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াগুলির ব্যাখ্যা দেয়ার জন্য পরীক্ষিত ব্যক্তিদের প্রথমে প্রশ্ন করেছেন কোন্ অনুষঙ্গ তাঁদের কাছে উল্লেখযোগ্য ব'লে মনে হয়, তারপর তার সম্পর্কে আবার আরো অনুষঙ্গ আমন্ত্রণ করার পর তাদের সাহায্যে প্রথম অনুষঙ্গের উপর আলোকপাত করেছেন। এই উপায়ে এটা আরো পরিষ্কার হয়েছে যে এই সব অস্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির গুটেষাগুলির (complexes) দ্বারা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। এই আবিষ্কারের দ্বারা ব্লুলার এবং ইয়ুঙ মনঃসমীক্ষণ এবং পরীক্ষামূলক মনোবিজ্ঞানের মধ্যে প্রথম সেতুটি নির্মাণ করতে সক্ষম হয়েছেন।

আমাদের কৌশলের যুক্তি

এবার আপনারা বলতে পারেন : 'ঠিক আছে, আমরা না-হয় মানছি যে অবাধ অনুষঙ্গগুলি স্বাধীন নয়, বরং কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত। স্বপ্নের উপাদানগুলির অনুষঙ্গের ক্ষেত্রেও না-হয় এ কথা মেনে নেওয়া গেল। কিন্তু এটা নিয়ে আমরা ঠিক মাথা ঘামাচ্ছি না। আপনি বলছেন, স্বপ্নের প্রতিটি উপাদানের সংশ্লিষ্ট অনুষঙ্গ, ঐ বিশেষ উপাদানটির মানসিক পশ্চাদ্‌ভূমি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, যার সম্পর্কে আমরা মোটেই অবহিত থাকি না। আমরা অবশ্য এর কোনো প্রমাণ পাচ্ছি না। স্বভাবতই আমরা আশা করবো যে স্বপ্ন-উপাদানের সংশ্লিষ্ট অনুষঙ্গটি স্বপ্নদ্রষ্টার গুটেষাগুলির (complexes) একটির দ্বারা শর্তাধীন বা নিয়ন্ত্রিত থাকছে, কিন্তু এতে আমাদের কী লাভ? স্বপ্ন বোঝার ব্যাপারে এতে আমাদের কোনো লাভই হচ্ছে না। এতে শুধু গুটেষা (complex) সম্পর্কে কিছু জানা গেল, যেমন অনুষঙ্গ-পরীক্ষায় আমরা জেনেছিলাম। কিন্তু স্বপ্নের সঙ্গে এসবের সম্পর্ক কী?'

হ্যাঁ, আপনারা ঠিকই বলেছেন। কিন্তু আপনারা একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার খেয়াল করছেন না, যে-জন্য আমি এই আলোচনার শুরুতেই অনুষঙ্গ-পরীক্ষার প্রসঙ্গ আনতে চাইনি। এই পরীক্ষায় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির প্রতিক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করছে একটিমাত্র জিনিশ : একটি উদ্দীপনা-শব্দ যা আমরা ইচ্ছেমতো বাছাই করেছি, আর এর প্রতিক্রিয়া উঠে আসছে উদ্দীপনা-শব্দ এবং পরীক্ষিত ব্যক্তির উজ্জীবিত গুটেষার মধ্যবর্তী অবস্থা থেকে। স্বপ্নে, ঐ উদ্দীপনা-শব্দের জায়গা নিচ্ছে স্বপ্নদ্রষ্টার মানসিক জীবন থেকে উৎপন্ন কোনো কিছু যার উৎস কী তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে অজ্ঞাত, এবং সেই কারণেই খুব সম্ভবত এটি কোনো গুটেষা থেকে উৎপন্ন গৌণ কিছু। কাজেই এটা খুব অবিশ্বাস্য হবে না যদি বলি স্বপ্নের উপাদানগুলি থেকে প্রাপ্ত পরবর্তী আরো অনুষঙ্গ সেই

BanglaBook.org

গুটেষার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত যা ঐ বিশেষ উপাদানটিকেই উৎপন্ন করেছে এবং এইভাবে ঐ অনুষঙ্গগুলি শেষপর্যন্ত ঐ মূল গুটেষাটিকেই আবিষ্কার করার দিকে এগিয়ে যাবে।

আরেকটি উদাহরণ দেওয়া যাক, যা আপনাদের বুঝতে সাহায্য করবে যে স্বপ্নের ক্ষেত্রে, আমাদের ব্যাখ্যা বাস্তব ঘটনা দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে। নামবাচক শব্দগুলি ভুলে যাওয়ার ক্ষেত্রে দেখা যাবে যে এটি স্বপ্ন-বিশ্লেষণে যা ঘটে তারই আদি নমুনাবিশেষ। শুধু ভুলে যাওয়ার ক্ষেত্রে জড়িত থাকছেন একজন ব্যক্তি, আর স্বপ্ন-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে দুজন। আমি যখন সাময়িক কালের জন্য নাম ভুলে যাই, আমি তখনো নিশ্চিত থাকি যে আমি ঐ নাম জানি। আর এইভাবে বার্নহাইম (Bernheim)-এর পরীক্ষিত ঘুরপথটি ব্যবহার ক'রে স্বপ্নদ্রষ্টার ক্ষেত্রেও আমরা একই নিশ্চিতি পেতে পারি। যে-নাম আমি ভুলে গেছি, অথচ যা আমি জানি, তা যেন আমাকে সবসময়ই এড়িয়ে যাচ্ছে। অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছি, এমতাবস্থায় প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে ভাবলেও ঐ নাম মনে পড়বে না। সেক্ষেত্রে, ঐ ভুলে-যাওয়া নামের পরিবর্তে আমি আরো পাঁচটা নাম ভাবি। যখন এইভাবে 'পরিবর্ত' কোনো নাম স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমার মনে আসে তখন তার সঙ্গে স্বপ্ন-বিশ্লেষণের সম্পর্ক স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। স্বপ্নের উপাদানগুলিকে আমরা কিন্তু প্রকৃতপক্ষে খুঁজি না, এগুলি বরং অন্য কিছুর পরিবর্ত বা 'বদলি' হিশেবে কাজ করে, কেননা আসল জিনিশটি কী তা আমি জানি না, অথচ তাকেই আমি স্বপ্ন-বিশ্লেষণ মারফৎ খুঁজছি। আবার ভুলে যাওয়ার সঙ্গে তফাৎ হচ্ছে এই যে পরিবর্ত বা বদলি নামগুলি যে যথার্থ নাম নয়, তা আমরা জানি, কিন্তু স্বপ্নের ক্ষেত্রে এটি জানতে হয় অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে। এবার আমরা লক্ষ করবো কোনো নাম ভুলে গেলে বদলি নামগুলো দিয়ে শুরু ক'রে শেষকালে আমরা আসল নামে গিয়ে পেঁছিই, যা আমরা ভুলে গেছিলাম। অবশ্য পেঁছিনোর আগে বদলি নামগুলোর সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য আরো অনুষঙ্গকেও মনে আসতে দিতে হবে। এর পরই কিছুটা বা অনেকটা ঘুরে আমরা ভুলে-যাওয়া নামটির কাছে পেঁছিতে পারব, এবং এভাবে আবিষ্কার করব যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আমি যেসব বদলি নাম ভেবেছিলাম তাদের সঙ্গে বিশেষ যোগ আছে ঐ বিস্মৃত নামের, বা বলা যাক, বিস্মৃত নামটিই তাদের নিয়ন্ত্রিত করে।

আমি এর একটি দৃষ্টান্ত আপনাদের সামনে হাজির করছি। একদিন আমি লক্ষ করলাম ফ্রান্সের রিভিয়েরার ছোট্ট একটি দেশ, যার রাজধানী হচ্ছে মণ্টিকার্লো, তার নাম মনে পড়ছে না। ভয়ানক বিরক্তিকর ব্যাপার, কিন্তু কী আর করা যায়। দেশটি সম্পর্কে যা-যা জানতাম সেসবই মনে করার চেষ্টা করলাম। ভাবলাম প্রিন্স আলব্যেরের কথা যাঁর গভীর সমুদ্রে অভিযানের দারুন শখ ছিল। সত্যি কথা বলতে কী যা-যা এ সম্পর্কে ভাবার সেসবই ভাবতে থাকলাম,

BanglaBook.org

কিন্তু না ! কোনো ফল হলো না। শেষকালে ভাবনা ছেড়ে কিছু বদলি নাম ভাবার চেষ্টা করলাম, যা অতিদ্রুত মনে ভেসে উঠল : প্রথমে মণ্টিকার্লো, তারপর পিয়েডমণ্ট, আলবানিয়া, মণ্টিভিডিও, কোলিকো। প্রথমেই আলবানিয়ার দিকে নজর গেল, তার পরেই মণ্টিনগ্রো, হয়তো শাদাকালোর বৈপরীত্যের জন্য, তারপর আমি লক্ষ করলাম চারটি বদলি নামের মধ্যেই 'মন' শব্দটি আছে, আর তারপরই কী আশ্চর্য আমার ভুলে যাওয়া নামটি মনে পড়ল : মোনাকো। তাহলে বুঝতেই পারছেন বদলি চারটি নামের সূত্রপাত ঘটেছে বিস্মৃত নামের ভিতর থেকে। প্রথম চারটির প্রথম শব্দাংশ এসেছে বিস্মৃত নামের প্রথম শব্দাংশ থেকে, আর শেষ বদলি নামটি এসেছে বিস্মৃত নামের শেষাংশ থেকে। তারপর আমি সহজেই বুঝতে পারলাম, কেন আমি নামটি কিছুক্ষণের জন্য ভুলে গেছিলাম। আসলে মোনাকো হচ্ছে জর্মানির ম্যুনিখ শহরের ইতালীয় নাম। আর এই ম্যুনিখ সম্পর্কে আমার এমন কিছু ভাবনা ছিল যা আমার স্মৃতির বাধা হ'য়ে দাঁড়ায়।

তবে এই উদাহরণটি চমৎকার হলেও খুবই সরল। অন্যান্য ক্ষেত্রে হয়ত এর চেয়ে দীর্ঘ সময় ধরে বদলি নামগুলির আবির্ভাব ঘটতে থাকবে। আর তখনই স্বপ্ন-বিশ্লেষণের সঙ্গে এর মিল খুঁজে পাওয়া সহজ হবে। আমার এই ধরনের কিছু অভিজ্ঞতাও আছে। একদা এক আগন্তুক ভদ্রলোক আমাকে কিছু ইতালীয় সুরা পানের নিমন্ত্রণ করেন। কিন্তু পানাগারে পৌঁছে দেখা গেল প্রিয় ঐ পানীয়ের নাম তিনি ভুলে গেছেন। বেশ কিছু ভিন্ন গোত্রের বদলি নাম তিনি মনে করতে পারলেন, যার থেকে আমার মনে হলো হেডভিগ নামে কারও স্মৃতি তাঁকে এই পানীয়ের নাম ভুলিয়ে দিয়েছে। আর সত্যি-ই কী আশ্চর্য, তিনি তৎক্ষণাৎ স্বীকার করলেন যে ঐ পানীয়টি প্রথম পান করার দিন তাঁর সঙ্গে ছিল ঐ হেডভিগ। আর এটা মনে পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে তাঁর ঐ পানীয়ের নাম মনে পড়ল। আসলে হয়েছিল কী, তিনি এখন সুখী বিবাহিত জীবনযাপন করছেন, আর ঐ হেডভিগ ছিল তাঁর বিবাহপূর্ব জীবনের বান্ধবী, যার নাম এখন আর তিনি মনে রাখতে চান না।

যা বিস্মৃত নামের ক্ষেত্রে সম্ভব, তা অতি অবশ্যই স্বপ্ন-ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেও সম্ভব : বদলি নাম থেকে শুরু ক'রে অনুষঙ্গের দীর্ঘ পরম্পরার সাহায্যে আমরা পৌঁছে যেতে পারি আমাদের লক্ষ্যবস্তুতে। এক্ষেত্রে আরো বলা যায় যে বিস্মৃত নামের বেলায় যা ঘটে, স্বপ্নের ক্ষেত্রেও তেমনই অর্থাৎ স্বপ্ন-উপাদানটির অনুষঙ্গগুলি শুধু ঐ উপাদান দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত নয়, তারা বাস্তবিক সেই ভাবনাটির দ্বারাও নিয়ন্ত্রিত, যা এখন চেতনায় উপস্থিত নেই। যদি আমরা এইভাবে কাজ করতে পারি, তাহলে আমাদের কৌশলটির সার্থকতাকে আমরা যুক্তিগ্রাহ্য করে তুলতে পারবো।

BanglaBook.org

৩

ব্যক্ত বিষয় ও অব্যক্ত চিন্তা

দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের 'ভুল' সংক্রান্ত অনুসন্ধান একেবারে নিষ্ফল হয়নি। দেখা যাচ্ছে ঐ অনুসন্ধানের ফলে আমরা দুটি সিদ্ধান্তে আসতে পেরেছি : ১. স্বপ্ন-উপাদনের প্রকৃতি সংক্রান্ত ধারণা ও ২. স্বপ্ন-বিশ্লেষণের কৌশল। স্বপ্ন-উপাদানের ধারণা হচ্ছে এইরকম : এটি প্রাথমিক বা অবশ্য প্রয়োজনীয় কোনো জিনিশ নয় যাকে 'আসল চিন্তা' বলা যাবে, বরং এটি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে সম্পূর্ণ অজ্ঞাত কোনো কিছুর পরিবর্ত বা বদলি। ঠিক যেরকম 'ভুল'-এর তলদেশে প্রচ্ছন্ন থাকে একটি গূঢ় ইচ্ছা, তেমনই যে-জ্ঞান স্বপ্নদ্রষ্টার আছে কিন্তু যার অস্তিত্ব সম্পর্কে তিনি অচেতন, সেই জ্ঞানের বদলি বা পরিবর্ত হচ্ছে এই স্বপ্ন-উপাদান। আমরা আশা করি, এই ধারণাটিকে স্বপ্ন সম্পর্কে সামগ্রিকভাবেই কাজে লাগাতে পারবো, যার একাধিক বা বহু এইধরনের উপাদান আছে। আমাদের পদ্ধতি হচ্ছে অন্যান্য পরিবর্ত বা বদলি ধারণাকে স্বাগত জানানো, যাদের সাহায্যে আমরা বুঝে নিতে পারবো তাদের নিচে কী লুকিয়ে আছে, যা শেষ পর্যন্ত স্বপ্ন-উপাদানগুলির সংশ্লিষ্ট অবাধ অনুষঙ্গ প্রক্রিয়ার সাহায্যে চেতনায় উঠে আসবে।

স্বপ্ন-ব্যাখ্যার নিয়মাবলী

এবার আমি আমাদের শব্দ-ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন ঘটাবো যাতে তাদের মধ্যে ব্যাপ্তি আসে। 'লুকিয়ে থাকা', 'অগম্য' বা 'আসল'-এর পরিবর্তে আমরা আরেকটু পরিষ্কারভাবে বলছি : 'স্বপ্নদর্শকের সচেতন মনের কাছে 'অগম্য' অথবা 'নির্জ্ঞান'। এর দ্বারা বিস্মৃত শব্দ বা ভুলের নিচে শায়িত গোপন ইচ্ছার উল্লেখ ক'রে আমরা যা বোঝাতে চাইছি, তা হ'লো এই নির্জ্ঞান, আসলে 'এই মুহূর্তের জন্য নির্জ্ঞান', (অর্থাৎ এই মুহূর্তের জন্য যা আমার চেতনা বা জানার বাইরে)। এরই বিপরীতে আমরা স্বপ্ন-উপাদানগুলিকে কিংবা অনুষঙ্গ প্রক্রিয়ার সাহায্যে প্রাপ্ত পরিবর্ত বা বদলি

BanglaBook.org

ধারণাগুলিকে বলতে পারি 'সচেতন'। এই সমস্ত শব্দের অবশ্য কোনো তাত্ত্বিক গূঢ়ার্থ নেই, আর 'নির্জ্ঞান' শব্দটি ব্যবহার করা হচ্ছে বর্ণনা ও বোঝার সুবিধের জন্য।

এবার স্বপ্নের কেবলমাত্র একটি উপাদান থেকে যদি গোটা স্বপ্নের দিকেই আমাদের ধারণাকে সরিয়ে নিয়ে যাই, তাহলে দেখা যাবে স্বপ্ন হচ্ছে নির্জ্ঞান কোনো কিছুর বিকৃত পরিবর্ত বা বদলি, আর স্বপ্ন-ব্যাখ্যা হচ্ছে ঐ নিশ্চেতন বা চেতনা-বহির্ভূত নির্জ্ঞান চিন্তাকে আবিষ্কার করা। কাজেই স্বপ্ন-ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আমরা তিনটি নিয়মের বা সূত্রের খোঁজ পাচ্ছি।

১. আমরা স্বপ্নের উপরিভাগের বা ব্যক্ত স্তরের অর্থ নিয়ে মাথা ঘামাবো না, তা সেটি যতই যুক্তিসঙ্গত বা উদ্ভট হোক, স্পষ্ট কিংবা জট-পাকানো হোক। কোনো ক্ষেত্রেই এটির মধ্যে সেই সব নির্জ্ঞান চিন্তা নেই, যাদের আমরা খুঁজছি। (অবশ্য এই নিয়মের কিছু স্বাভাবিক সীমাবদ্ধতা আমাদের, পরে, চোখে পড়বে)।

২. স্বপ্নের প্রতিটি উপাদানের জন্য বদলি ধারণাগুলিকে আহ্বান করার মধ্যেই আমাদের কাজ সীমাবদ্ধ রাখতে হবে। তাদের নিয়ে আলাদাভাবে কিছু ভাবার দরকার নেই, তাদের মধ্যে এমন কিছু আছে যা মানানসই হতে পারে কীনা অথবা তারা আমাদের স্বপ্ন-উপাদান থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে কীনা, এসব নিয়েও ভাবার দরকার নেই।

৩ আমাদের অবশ্যই অপেক্ষা ক'রে থাকতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা যাদের খুঁজছি সেইসব লুকনো চিন্তা আপনা থেকেই আমাদের সামনে আবির্ভূত হয়, যেমন আগের পরীক্ষায় বিস্মৃত শব্দ 'মোনাকো' আবির্ভূত হয়েছিল। এবার আমরা বুঝতে পারছি, স্বপ্নের পুরোপুরি বা কিছুটা আমাদের মনে পড়ছে কীনা, কিংবা তাদের ঠিকঠাক মনে পড়ছে কীনা, এসব কিছুই এখানে অবান্তর।

BanglaBook.org

ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে 'প্রতিরোধ'

আমাদের যে-স্বপ্ন মনে থাকছে, তা আসল জিনিশ-ই নয়, বরং তা এক বিকৃত পরিবর্ত বা বদলি কিছু, যা অন্যান্য বদলি ধারণাকে ডেকে নিয়ে আসার পর প্রকৃত চিন্তার দিকে আমাদের যেতে সাহায্য করছে মাত্র যাতে স্বপ্নের নিচে নিহিত নির্জ্ঞান চিন্তাগুলি চেতনায় উঠে আসতে পারে। যদি আমাদের মনে পড়ায় কিছু ভুল থাকে, তাহলে বুঝতে হবে পরিবর্ত বা বদলি ধারণার আরো কিছু বিকৃতি ঘটেছে, যার পেছনে আবার কোনো অভিসন্ধি লুকিয়ে আছে।

আমরা যেমন নিজেদের তেমনই অন্যের স্বপ্নও বিশ্লেষণ করতে পারি। সত্যি কথা বলতে কী নিজেদের স্বপ্ন বিশ্লেষণ ক'রে আমরা আরো অনেক কিছু শিখতে পারি, আর এই উপায়ে আমাদের আত্মবিশ্বাসও কিছুটা বাড়তে পারে। এখন, এইদিকেই যদি আমরা আমাদের পরীক্ষা চালাই, তাহলে লক্ষ করব যেন কোনো কিছু আমাদের বিরুদ্ধে কাজ করছে। অনুষঙ্গগুলি আসছে, কিন্তু তাদের সকলকেই আমরা ঢুকতে দিচ্ছি না, আমরা যেন তাদের সমালোচনা করছি এবং বাছাই করছি। কোন অনুষঙ্গ সম্পর্কে আমরা যেন বলছি, 'না এটি মানানসই হবে না, এটি অপ্রাসঙ্গিক,' আবার আরেকটি সম্পর্কে যেন বলছি, 'না, এ খুবই উদ্ভট'। আবার তৃতীয় আরেকটি সম্পর্কে বলছি, 'না, এটি অবান্তর'। এইভাবে আমরা আরো লক্ষ করব যে একের পর এক আপত্তি তুলে অনুষঙ্গগুলিকে প্রথমে আমরা অবরুদ্ধ করছি, তারপর তাদের অর্থ পরিষ্কার হওয়ার আগেই নিষিদ্ধ করছি। কাজেই আমরা দেখব যে প্রাথমিক ধারণা বা স্বপ্ন-উপাদানটিকে একদিকে আমরা আঁকড়ে ধরে আছি, অন্যদিকে আমরা নিজেরাই বাছাই করতে শুরু ক'রে অবাধ অনুষঙ্গের প্রক্রিয়াটিকেই দূষিত করে তুলছি।

আবার যদি আমরা নিজেরা ব্যাখ্যা না-ক'রে অন্য কাউকে ব্যাখ্যা করতে দিই, তাহলেও দেখবো অন্য কোনো অভিসন্ধি আমাদের ঐ বাছাইয়ের দিকেই নিয়ে যাচ্ছে, যা করা উচিত নয় বলেই আমরা জানি। আমরা দেখবো যে আমরা তখন মনে-মনে ভাবছি, 'না এই অনুষঙ্গটি ভীষণ অপ্রিয়, আমি এটা কারও কাছেই বলতে পারবো না বা বলবো না।'

বোঝাই যাচ্ছে এইসব আপত্তি আমাদের কাজের সাফল্যকে বানচাল করে দিচ্ছে। নিজেদের স্বপ্ন বিশ্লেষণ করার সময় নিশ্চয়ই আমরা এর বিরুদ্ধে সাবধান থাকবো, আর অন্যদের বেলায় একটি নিয়ম তাঁদের কঠোরভাবে মানতে বলবো যে, তাঁরা যেন কোনো অনুষঙ্গকেই চেপে না-রাখেন, যদি তা খুবই তুচ্ছ, খুবই উদ্ভট, খুবই অপ্রাসঙ্গিক বা এমনকী অপ্রিয়ও হয়। ধরা যাক, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করলেন যে তিনি এই নিয়ম মেনে চলবেন, কিন্তু তারপরই আমরা ভীষণ বিরক্ত হ'য়ে লক্ষ করলাম যে তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞার কিছুই আর মানছেন না। প্রথমে আমরা ভাবতে পারি, এই ভদ্রলোক বোধহয় আমাদের কথায় বিশ্বাস করছেন না, ভাবছেন ঐসব অবাধ অনুষঙ্গ প্রক্রিয়ায় কোনো কাজই হবে না। কাজেই এবার আমরা তাঁকে বইপত্র পড়তে দিয়ে কিংবা এ বিষয়ে বক্তৃতা শুনতে পাঠিয়ে আমাদের ধ্যানধারণায় বিশ্বাসী ক'রে তোলার চেষ্টা করবো। কিন্তু এইসব ভুল কাজের হাত থেকে নিজেদের আমরা বাঁচাতে পারি, যদি খেয়াল ক'রে দেখি যে আমাদের নিজেদের ক্ষেত্রেও কিছু অনুষঙ্গের বিরুদ্ধে আমরা নিজেরাই আপত্তি তুলেছি, এবং পরে

BanglaBook.org

দ্বিতীয়বার ভাবার পর ঐসব আপত্তি বাতিল করতে পেরেছি।

স্বপ্নদ্রষ্টার অবাধ্যতা সম্পর্কে বিরক্ত না-হ'য়ে এই অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বরং ভাবা যাক এখান থেকে আমরা এমন কিছু শিখলাম, যার জন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম না বলেই বোঝা যাচ্ছে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমরা বুঝতে পারছি স্বপ্ন-ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে এবার একটি 'প্রতিরোধ' (resistance) এসে হাজির হয়েছে সমালোচনামূলক আপত্তির চেহারা নিয়ে। এই প্রতিরোধ, স্বপ্নদ্রষ্টার ব্যক্তিগত তাত্ত্বিক বিশ্বাস বা অবিশ্বাসের উপর নির্ভরশীল নয়। অবশ্য এর চেয়ে আরো বেশি কিছুও আমরা জানতে পারছি। অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জেনেছি ঐসব সমালোচনামূলক আপত্তির পেছনে কোনো যুক্তি নেই। বরং উল্টোদিকে আমরা দেখবো, লোকেরা যেসব অনুষঙ্গ দমন করার চেষ্টা করে সেসবই অনিবার্যভাবে বা ব্যতিক্রমহীনভাবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, যেহেতু তা-ই নির্জ্ঞান চিন্তাকে আবিষ্কার করার পক্ষে চূড়ান্ত। ফলে যখনই কোনো অনুষঙ্গ সম্পর্কে এই ধরনের আপত্তি উঠবে তখনই নিশ্চিতভাবে তার দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে।

এই 'প্রতিরোধ' ব্যাপারটি সম্পূর্ণ নতুন, এটিকে আমরা আমাদের প্রকল্প বা অনুমান অনুসরণ করতে গিয়ে খুঁজে পেয়েছি, যদিও ঐ প্রকল্পের মধ্যে এটি আগে ছিল না। এই নতুন উপাদানটিকে পেয়ে আমরা কোনো প্রীতিপ্রদ বিস্ময় অনুভব করিনি, কেননা আমরা ঠিকই সন্দেহ করেছি যে বরং আমাদের কাজ আগের চেয়ে বেশ কিছু কঠিন হলো, বরং এ আমাদের স্বপ্ন সম্পর্কে সম্পূর্ণ হাল ছেড়ে দেয়ার লোভ-ই দেখাতে পারে। স্বপ্নের মতো এরকম একটা সামান্য ব্যাপার নিয়ে এত ঝামেলা? আমরা তো ভেবেছিলাম আমাদের কৌশল ব্যবহার ক'রে আমরা সব কিছু বেশ মসৃণভাবেই সম্পন্ন করবো। আবার অন্যদিকে এইসব ঝামেলাই আমাদের কাছে আকর্ষণীয় লাগতে পারে, সন্দেহ হতে পারে এই ঝামেলার জন্যই ব্যাপারটার নিশ্চয়ই কোনো গুরুত্ব আছে। স্বপ্ন-উপাদান থেকে আসা 'পরিবর্ত' বা 'বদলি' ভাবনার মধ্য দিয়ে যখনই আমরা লুকোনো নির্জ্ঞান চিন্তা ভেদ ক'রে ভেতরে ঢুকতে চাইবো তখনই নিশ্চিতভাবে 'প্রতিরোধ' আসবে; অতএব আমরা ভাবতে পারি নিশ্চয়ই অর্থপূর্ণ কোনো কিছু ঐ বদলি ভাবনার পেছনে লুকিয়ে আছে। কেননা তা যদি না-ই হবে তাহলে এত ঝামেলা কেন, যার উদ্দেশ্যই হচ্ছে কোনো কিছু লুকিয়ে রাখা? যখন কোনো বাচ্চা তার মুঠো খুলে কিছুতেই দেখাতে চাইবে না, তখন আমরা নিশ্চিত হতে পারি, তার মুঠোর মধ্যে এমন কিছু আছে, যা সেখানে রাখা তার বারণ।

যখনই আমরা 'প্রতিরোধ'-এর বেগবান এই ধারণাটিকে আমাদের আলোচনার অন্তর্গত করবো, তখনই আমাদের মনে রাখতে হবে যে এই উপাদানটি পরিমাণ-

BanglaBook.org

গতভাবে পরিবর্তনশীল। প্রতিরোধ কম কিংবা বেশি, উভয় পরিমাণেই আসতে পারে, এবং আমাদের কাজের মধ্যেও এই পার্থক্য আমরা লক্ষ করবো। স্বপ্ন-ব্যাখ্যার সময়ে এর সঙ্গে বোধহয় আরেকটি অভিজ্ঞতার যোগসূত্রও আমাদের নজরে পড়বে। আমি বলতে চাই, কোনো-কোনো সময় মুষ্টিমেয় কিছু অনুষঙ্গ, হয়তো একটি-ই অনুষঙ্গ, স্বপ্ন-উপাদান থেকে তার পশ্চাদ্‌বর্তী নির্জ্ঞান চিন্তার কাছে আমাদের পেঁাছে দেয়ার পক্ষে যথেষ্ট, আবার অন্য কোনো সময় দেখা যাবে অনুষঙ্গের দীর্ঘ একটি শেকল আমাদের দরকার হচ্ছে, যেখানে নানান সমালোচনামূলক আপত্তিকে আমাদের নাকচ ক'রে দিতে হচ্ছে। আমরা ভাবতে পারি প্রতিরোধের বিভিন্ন তীব্রতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে অনুষঙ্গের সংখ্যাও বাড়বে কিংবা কমবে, এবং খুব সম্ভবত আমাদের এই ধারণাও দেখবো, ঠিক। যদি সামান্য কিছু প্রতিরোধ আসে, তাহলে বুঝতে হবে বদলি ধারণাটি নির্জ্ঞান চিন্তার থেকে খুব দূরে নয়, কিন্তু খুব শক্তিশালী ও তীব্র প্রতিরোধ এলে বুঝতে হবে নির্জ্ঞান চিন্তার বিকৃতি বেশ ভালোভাবেই ঘটেছে, সেক্ষেত্রে বদলি ভাবনা থেকে নির্জ্ঞান চিন্তায় ফিরে আসার রাস্তা ঢের দীর্ঘ হয়ে যাবে।

বোধহয় ঠিক এখানেই একটি স্বপ্ন বেছে নিয়ে তার ওপর আমাদের কৌশল প্রয়োগ ক'রে আমরা দেখতে পারি আমাদের প্রত্যাশা ঠিক মিলছে কিনা। খুব ভালো কথা, কিন্তু কোন্ স্বপ্ন আমরা বাছবো? আপনারা জানেন না এই স্বপ্ন বাছাইয়ের ব্যাপারটা আমার কাছে কতটা কঠিন, কেন কঠিন তা-ও আমি আপনাদের বুঝিয়ে বলার মতো জায়গায় এখনো এসে পেঁাছতে পারিনি। ধরুন স্বাভাবিকভাবেই কিছু স্বপ্ন থাকতে পারে যাতে সব মিলিয়ে বিকৃতি খুব কমই ঘটেছে, যাদের নিয়ে শুরু করা, কেউ-কেউ ভাবতে পারেন, সবচেয়ে ভালো। কিন্তু কোন্ স্বপ্নগুলিতে সবচেয়ে কম বিকৃতি ঘটেছে? সেইসব স্বপ্ন, যাদের বেশ বোঝা যাচ্ছে? যারা জট-পাকানো নয়? যেমন আগে যে-দুটি স্বপ্নের কথা আমি আপনাদের বলেছি? এরকম ভাবলে কিন্তু বেশ বড় রকমের ভুল হবে, কেননা পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে, এই ধরনের স্বপ্নেই সাংঘাতিক রকমের বিকৃতি ঘটে।

একেকটি স্বপ্ন-উপাদানের ব্যাখ্যা

তাহলে ধরুন আমি যদি বলি, যে-কোনো একটা স্বপ্ন দিয়েই শুরু করা যাক, সেক্ষেত্রে নিশ্চয়ই আপনারা হতাশ হবেন। আমরা যদি প্রতিটি স্বপ্ন-উপাদানের বিপুল সংখ্যক অনুষঙ্গকে পর্যবেক্ষণ ক'রে তাদের নথিভুক্ত করতে থাকি, তাহলে শেষপর্যন্ত গোটা কাজের চেহারাটা আর পরিষ্কার দেখতে পাবো না। যদি আমরা স্বপ্নটি লিখে ফেলে তার থেকে বেরিয়ে আসা অনুষঙ্গগুলির

BanglaBook.org

সঙ্গে তার তুলনা করি, তাহলে দেখবো যে তারা স্বপ্নের পাঠ্যবস্তুর চেয়ে ঢের বেশি লম্বা হয়ে গেছে। কাজেই মনে হয় বাস্তব পদ্ধতি হবে যদি আমরা ছোট-ছোট কয়েকটি স্বপ্ন বেছে নিই, যাতে তাদের প্রত্যেকেই কোনো না কোনো-ভাবে আমাদের অনুমানকে সমর্থন করে, অথবা কমপক্ষে এ বিষয়ে আমাদের কিছুটা আলোকপাত করে। আমরা এই রাস্তা ধরেই এখন এগোবো, যদি না আমাদের অভিজ্ঞতা ইঙ্গিত দেয় যে কোথাও একটি সামান্য বিকৃত স্বপ্ন যথার্থই লুকিয়ে আছে।

কিন্তু আমি আপনাদের আরেকটি সরল উপায় বাতলাতে পারি, যেটি আমাদের একদম সামনেই আছে। পুরো স্বপ্নের বিশ্লেষণে না-গিয়ে আমরা বরং একেকটি স্বপ্ন-উপাদান নিয়ে বেশ কয়েক সারি দৃষ্টান্ত ব্যবহার ক'রে দেখি যে সেখানে আমাদের কৌশল প্রয়োগ ক'রে কেমন ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। (ক) এক ভদ্রমহিলা বলেন, ছোটবেলায় প্রায়ই তিনি স্বপ্ন দেখতেন যে ঈশ্বরের মাথায় একটি কোণাচে কাগজের টুপি পরানো আছে। স্বপ্নদ্রষ্টার সাহায্য ছাড়া এর ব্যাখ্যা আমরা কীভাবে দেবো? শুনেই তো আমাদের মনে হচ্ছে এই স্বপ্নের কোনো মাথামুণ্ডু নেই। কিন্তু ততটা উদ্ভট আর মনে হবে না যদি আমরা ভদ্রমহিলার কাছ থেকে জানতে পারি যে ছোটবেলায় তাঁকে খাওয়ার টেবিলে ওরকমই কোণাচে টুপি পরিয়ে দেয়া হতো, যেহেতু তাঁর অন্যান্য ভাইবোনেরা তাঁর চেয়ে বেশি খাবার পেয়েছে কিনা এটা লুকিয়ে দেখার বদভ্যাস তাঁর ছিল। বলা যেতে পারে তাঁর ঐ টুপি, ঘোড়ার চোখের ঠুলির কাজ করত। অতীতের এই তথ্যটি বিশেষ কোনো ঝামেলা ছাড়াই আমরা পেয়েছিলাম। স্বপ্নের এই উপাদানটির সঙ্গে পুরো স্বপ্নটির ব্যাখ্যা অবশ্য আরো সহজ হয়ে যায় যখন ভদ্রমহিলা আরো অনুষঙ্গ উপস্থিত ক'রে বলেন: "যেহেতু আমাকে বাড়িতে বলা হতো ঈশ্বর সব জানেন এবং সব কিছু দেখতে পান, তাই স্বপ্নের মানে কেবল এইটেই হতে পারে যে ঈশ্বরের মতো আমিও সব জানতাম আর দেখতে পেতাম, এমনকী যখন ওরা আমাকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করত, তখনও।"

(খ) একজন রোগী একটি দীর্ঘ স্বপ্ন দেখেন, যার একটি অংশ হচ্ছে এরকম: তাঁর পরিবারের কয়েকজন একটি বিশেষ আকৃতির টেবিলের পাশে বসে আছে। এই টেবিলটি ভদ্রলোককে অন্য আরেকটি টেবিলের কথা মনে করিয়ে দেয়, যে-টেবিলটি তিনি অন্য এক পরিবারে, তাদের বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে দেখেছিলেন। এর পর ভদ্রলোকের আরো মনে পড়ে, উক্ত পরিবারে বাবা ও ছেলের সম্পর্ক একটু অদ্ভুত আর এ ব্যাপারে, তাঁর নিজের বাবার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কেরও বেশ মিল আছে। কাজেই টেবিলটা মনে হয় এই মিলটাকে বোঝানোর জন্যই স্বপ্নে এসেছে।

এখানে বলা দরকার এই রোগী স্বপ্ন-ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয় দাবিগুলির সঙ্গে

BanglaBook.org

যথেষ্ট পরিচিত, নইলে ঐ টেবিলের বিশেষ আকৃতির মতো তুচ্ছ একটা বিষয় নিয়ে অনুসন্ধান চালানোর ব্যাপারে তিনি বাধা দিতেন। আমরা অবশ্য বলেছি স্বপ্নের কোনো ব্যাপারই আকস্মিক নয়, কিংবা মনোযোগের অযোগ্য নয়। আর ঠিক এইসব তুচ্ছ এবং আপাত অভিসন্ধিহীন অনুপুঙ্খগুলি তদন্ত করেই আমরা আমাদের সিদ্ধান্তে পেঁছানোর আশা রাখি। হয়তো আপনারা তবুও অবাক হচ্ছেন এই ভেবে যে স্বপ্ন-প্রক্রিয়া শেষপর্যন্ত একটা তুচ্ছ টেবিলকে বেছে নিল এটা বোঝানোর জন্য যে 'আমাদের বাপ-ছেলের সম্পর্ক ওদের মতোই'! কিন্তু এমনকী এরও ব্যাখ্যা আছে যখন আপনারা জানতে পারবেন উক্ত পরিবারের পদবি হচ্ছে জর্মন ভাষায় 'টিশলার' (Tischler) যার প্রথমাংশ Tisch-এর অর্থ হচ্ছে টেবিল (Table) এবং গোটাটার হুবহু ইংরেজি অনুবাদ করলে দাঁড়ায় Tabler বা বাংলায় বলা যাক (কর্মকারের মতো) 'টেবিলকার'। এবার স্বপ্নদ্রষ্টা ভদ্রলোক তাঁর পরিবারের কিছু লোককে ঐ একই টেবিলের পাশে উপবিষ্ট দেখায় ব্যাপারটার অর্থ দাঁড়াচ্ছে এই যে তাঁর পরিবারও ঐ 'টিশলার' পরিবারের মতো।

আমার মনে হয়, ঠিক এখানেই আমরা আরো দুটি নতুন শব্দকে উপস্থিত করতে পারি, যাদের উল্লেখ আমি আগেই করেছি। যে-স্বপ্নের বিবরণ দেয়া হচ্ছে, তাকে এবার বলা যাক ব্যক্ত স্বপ্নবস্তু; এবং লুকোনো অর্থ—যার কাছে আমরা অনুষঙ্গগুলিকে অনুসরণ ক'রে পেঁছিবো—তার নাম দেয়া যাক অব্যক্ত বা প্রচ্ছন্ন স্বপ্নচিন্তা। এর পর আমরা ব্যক্ত স্বপ্নবস্তুর সঙ্গে অব্যক্ত স্বপ্নচিন্তার সম্পর্ক কী হতে পারে তা ওপরের দৃষ্টান্তগুলির সাহায্যে আলোচনার চেষ্টা করবো। এই সম্পর্কের অবশ্য নানান বৈচিত্র্য আছে। (ক)-উদাহারণে দেখা যাবে ব্যক্ত স্বপ্নবস্তু অব্যক্ত স্বপ্নচিন্তার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ, তবে পুরোটা নয়। নির্জ্ঞান স্বপ্নচিন্তার একটি বিশাল মিশ্র কাঠামোর ছোট্ট একটি টুকরো ব্যক্ত স্বপ্নে উঠে আসতে পেরেছে—একটি ভগ্নাংশ অথবা অন্যান্য ক্ষেত্রে একটি ইঙ্গিত, যেমন কোনো ধরতাই শব্দ বা মুখ্য শব্দ অথবা হায়েরোগ্লিফিক সংকেতের মতো কোনো সংক্ষিপ্ত শব্দকূট। স্বপ্নের ব্যাখ্যা, এই ভগ্নাংশ থেকে সম্পূর্ণতার দিকে এগোবে, যার মধ্যে ঐ ভগ্নাংশটি আছে।

ভগ্নাংশ, পূর্বসূত্র বা চিত্রকল্প

স্বপ্নে বিকৃতিকরণের একটি পদ্ধতি হচ্ছে অন্য কিছুর পরিবর্ত বা বদলি হিশেবে ঐ ভগ্নাংশ বা ইঙ্গিত ব্যবহার করা।

(খ)-দৃষ্টান্তে আমরা আরো দেখি ব্যক্ত স্বপ্নবস্তুর সঙ্গে অব্যক্ত স্বপ্নচিন্তার আরেকটি সম্ভাব্য সম্পর্ক যা নিচের দৃষ্টান্তে আরো পরিষ্কার হয়েছে।

BanglaBook.org

(গ) স্বপ্নদ্রষ্টা দেখেন যে তিনি খাত বা নর্দমা (ditch) থেকে একটি চেনা মহিলাকে তুলে আনছেন। ভদ্রলোক নিজেই এর মর্মোদ্ধার করেন প্রথম অনুষঙ্গের সাহায্যে। এর অর্থ : তিনি মহিলাকে তুলে আনছেন, অর্থাৎ পছন্দ করছেন।

(ঘ) আরেক ব্যক্তি দেখেন যে তাঁর ভাই বাগানের মাটি আবার খুঁড়ছেন। এর প্রথম অনুষঙ্গ হচ্ছে সব্জির জন্য দ্বিতীয়বার মাটি খোঁড়া, এর পরের অনুষঙ্গটির (retrenching) সাহায্যে অবশ্য প্রকৃত অর্থ খুঁজে পাওয়া গেল : তাঁর ভাই খরচ ছাঁটাই (retrench) করছেন।

(ঙ) এক ব্যক্তি স্বপ্ন দেখেন যে তিনি পাহাড়ে উঠছেন, যেখান থেকে তিনি চারপাশের বিশাল দৃশ্য দেখতে পান।

এটার ব্যাখ্যা অবশ্য খুবই সরল ব'লে আপাতদৃষ্টিতে মনে হয়। মনে হয় যেন এর কোনো ব্যাখ্যারই দরকার হবে না, কেবল এটুকু দেখলেই যেন চলবে, স্বপ্নে কোন্ স্মৃতির কথা বলা হচ্ছে আর তা থেকে কী উদ্দীপিত হচ্ছে। না, এরকম ভাবা ভুল। বরং দেখা যাচ্ছে অন্য যে-কোনো স্বপ্নের মতো এরও ব্যাখ্যা দরকার, এবং এটি বিশেষভাবে আরো জট পাকিয়ে আছে কেননা স্বপ্নদর্শী ব্যক্তিটির পাহাড়ে চড়া সম্পর্কে কোনো স্মৃতিই নেই। তার পরিবর্তে তাঁর মনে পড়ল তাঁরই এক পরিচিত ব্যক্তি একটি পর্যালোচনা বা রিভিউ (Rundschau বা Review) প্রকাশ করছেন পৃথিবীর সুদূর ভূখণ্ডগুলির সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের ব্যাপারে। অতএব ভদ্রলোকের প্রচ্ছন্ন বা অব্যক্ত বা নিহিত চিন্তায় তিনি নিজের সঙ্গে ঐ পর্যালোচনাকারী বা reviewer-কে (আক্ষরিক অর্থে যিনি জমি জরিপ করেন) মিলিয়ে ফেলেছেন।

এখানে স্বপ্নের ব্যক্ত এবং অব্যক্ত উপাদানের মধ্যে একটি নতুন সম্পর্ক আমরা লক্ষ করছি। আমরা দেখছি ব্যক্ত উপাদানটি অব্যক্তের কোনো বিকৃত চেহারা নয়, বরং তা একটি স্পষ্ট চিত্রকল্পে দ্বিতীয়টির পুনরুপস্থাপনা, যার উৎস হচ্ছে একটি শব্দের ধ্বনি। এ কথা অবশ্য সত্যি যে এটাও একদিক থেকে দেখতে গেলে বিকৃতিকরণ, কেননা আমরা বহু আগেই ভুলে গেছি যে কোন্ বাস্তব দৃশ্যচিত্র বোঝাতে ঐ ধ্বনিটি প্রথম ব্যবহার করা হয়েছিল; ফলে সেই বাস্তব দৃশ্য-চিত্রটি আমাদের সামনে ঐ ধ্বনির পরিবর্ত বা বদলি হিশেবে যখন হাজির হচ্ছে, তখন তাকে আমরা চিনতে পারছি না। ফলে আমরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যদি দেখি যে ব্যক্তস্বপ্ন, দৃশ্যচিত্র হিশেবে হাজির হয়েছে এবং খুব কম ক্ষেত্রেই চিন্তা বা সংলাপ হিশেবে, তাহলে আমরা সহজেই বুঝে নিতে পারবো যে স্বপ্নের নির্মাণকাঠামোর ব্যাপারে ব্যক্ত এবং অব্যক্তের মধ্যে এই ধরনের সম্পর্ক বিশেষ অর্থবহ। আপনারা এটাও লক্ষ করবেন যে লম্বা কোনো বিমূর্ত চিন্তার পক্ষে এইভাবে ব্যক্ত স্বপ্নে পরিবর্ত বা বদলি দৃশ্যচিত্র নির্মাণ করা সম্ভব,

BanglaBook.org

যা ঐ চিন্তাকে লুকিয়ে রাখতে সাহায্য করে। এইভাবে আমাদের ছবির ধাঁধা-ও তৈরি করা হয়। এই ধরনের পুনর্নির্মাণে যে সরস বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন হয়, তার উৎস সম্পর্কে এখন আমরা কোনো আলোচনায় যাবো না।

চতুর্থ আরেক ধরনের সম্পর্ক আছে ব্যক্ত ও অব্যক্ত উপাদানগুলির মধ্যে, যার সম্পর্কে আলোচনা করবো তখনই, যখন আমাদের পদ্ধতির কৌশল সম্পর্কে আলোচনা আসবে। এমনকী তখনো ঐসব সম্ভাব্য সম্পর্কের পুরো ফর্দ দেয়া সম্ভব হবে না, কিন্তু যেটুকু দেবো, তা আমাদের আলোচনার পক্ষে যথেষ্ট।

একটি স্বপ্ন বিশ্লেষণের চেষ্টা

এবার ভেবে দেখুন পুরো একটি স্বপ্ন-বিশ্লেষণের মতো সাহস সঞ্চয় করতে পেরেছেন কি? আসুন, দেখা যাক ঐ কাজের জন্য আমাদের প্রস্তুতি যথেষ্ট হয়েছে কিনা। আমি অবশ্য সবচেয়ে দুর্বোধ্য কোনো স্বপ্ন বাছাই করবো না, ভয় নেই, কিন্তু তাহলেও স্বপ্ন বলতে যা বোঝায় তার সব লক্ষণ-ই এতে আছে। একজন তরুণী, যিনি বেশ কয়েকবছর আগেই বিবাহ করেছেন, স্বপ্ন দেখেন: তিনি, তাঁর স্বামীর সঙ্গে থিয়েটার হলে গেছেন। গিয়ে দেখেন, তাঁদের পাশের স্টলটি ফাঁকা। তাঁর স্বামী তখন তাঁকে বলেন যে, এলিসে এল এবং তাঁর ভাবী স্বামীর আসার কথা ছিল, কিন্তু দেড় বা ১·৫০ ফ্লোরিনের বিনিময়ে তাঁদের ভাগ্যে জোটে তিনটি খারাপ সিট, কাজেই তাঁরা আসেননি। তখন ভদ্রমহিলা বলেন, তাঁরা না-আসায় তাঁদের খুব কিছু লোকসান হয়নি।

প্রথমেই তাঁর স্বপ্ন সম্পর্কে ভদ্রমহিলা যা বলেন তা হলো এই যে স্বপ্নের প্রসঙ্গটি স্বপ্নের ব্যক্ত চেহারায় সঠিক ইঙ্গিত হিশেবেই এসেছে, কেননা সত্যিই তাঁর স্বামী তাঁকে বলেন যে এলিসে এলের সঙ্গে তাঁর সমবয়সী একজন পুরুষ বন্ধুর বিবাহ ঠিক হয়েছে। আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি বহু স্বপ্নের ভেতর সেইসব প্রসঙ্গ আসে যা আগের দিনই ঘটেছে, আর তা মোটামুটি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ঠিকঠাকই মনে রাখতে পারেন। বর্তমান মহিলাটি স্বপ্নের অন্যান্য উপাদান সম্পর্কেও আমাদের কিছু সঠিক তথ্য দেন, যেমন থিয়েটার হলে পাশের স্টলটি ফাঁকা থাকার সঙ্গে কীসের যোগ আছে ব'লে তাঁর মনে হয়, জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন যে আগের সপ্তাহে এরকমই একটি ঘটনা ঘটেছিল। সেদিন তিনি একটি নাটক দেখার জন্য বেশ আগেই টিকিট কাটতে যান, কিন্তু 'অত আগে' টিকিট কাটার জন্য তাঁকে বেশি মূল্য দিতে হয়। অথচ হলে ঢুকে তিনি বোঝেন যে 'অত আগে' টিকিট কেনার কোনো দরকারই ছিল না, কেননা পাশের সিটগুলো ছিল ফাঁকা। নাটকের দিন টিকিট কাটলেও দেরি

BanglaBook.org

হতো না, আর তাহলে তাঁর স্বামীও তাঁকে অত 'তাড়াহুড়ো' করার জন্য ঠাট্টা করার সুযোগ পেতেন না। এবার ঐ দেড় বা ১·৫০ ফ্লোরিন মূল্যের ব্যাপারটা কী, দেখা যাক। এর প্রসঙ্গ অবশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন, কিন্তু এর সঙ্গে জড়িত ছিল এমন একটি খবর যা ঠিক আগের দিনই পাওয়া যায়। তাঁর ননদ, স্বামীর কাছে থেকে ১৫০ ফ্লোরিন পান উপহার হিশেবে, আর তৎক্ষণাৎ 'নির্বোধের মতো তাড়াহুড়ো' করে গয়নার দোকানে গিয়ে ঐ সমস্ত টাকাটা দিয়ে গয়না খরিদ করে ফেলেন। এবার '৩' সংখ্যাটির অর্থ কী হ'তে পারে? এ সম্পর্কে প্রথমে তাঁর মাথায় কিছুই আসেনি কিন্তু পরে অনুষঙ্গ হিশেবে এসেছে যে এলিসে এল, তাঁর চেয়ে মাত্র '৩' মাসের ছোট হলেও তাঁর নিজের বিয়ে হয়েছে এলিসের চেয়ে দশ বছর আগে। এবার দু'জনের জন্য তিনটি টিকিট পাওয়ার উদ্ভট ব্যাপারটা? এ ব্যাপারে মহিলাটি কিছুই বলতে পারলেন না, বা কোনো অনুষঙ্গ বা তথ্য দিতে অস্বীকার করলেন।

এতদসত্ত্বেও আমরা দেখবো, ঐ মহিলা আমাদের যে-কয়েকটি অনুষঙ্গ উপহার দিয়েছেন তার সাহায্যেই আমরা স্বপ্নের নিহিত চিন্তাগুলিকে আবিষ্কার করতে পারছি। আমরা লক্ষ করেছি, বেশ কয়েকটি জায়গায় উক্ত মহিলা 'সময়ের' উল্লেখ করেছেন, যা তাঁর স্বপ্নের কয়েকটি জায়গায় সাধারণ উপাদান হিশেবে কাজ করেছে। যেমন তিনি নাটকের টিকিট পেয়েছেন 'খুব আগে', তাদের কিনেছেন 'ভীষণ তাড়াহুড়ো' করে যার জন্য তাঁকে বাড়তি দাম দিতে হয়েছে; ঐ একই ভাবে দেখা যাবে তাঁর ননদ 'ভীষণ তাড়াহুড়ো' করে গয়নার দোকানে ছুটেছেন গয়না কেনার জন্য, যেন তাড়া না-করলে তিনি 'কিছু একটা হারাবেন'।

যদি স্বপ্নের এই বিশেষ জায়গাগুলো লক্ষ করা যায়, যেখানে স্বপ্ন-প্রসঙ্গে 'খুব আগে', 'ভীষণ তাড়াহুড়ো' ইত্যাদি রয়েছে (যেমন তাঁর বান্ধবী, তাঁর চেয়ে মাত্র তিনমাসের 'ছোট' হলেও চমৎকার একজন স্বামী বর্তমানে পেয়েছেন) এবং তাঁর ননদের সমালোচনা প্রসঙ্গে (যেমন তাঁর ননদের গয়নার দোকানে 'তাড়াহুড়ো' করে গয়না কিনতে যাওয়া একটা 'নির্বুদ্ধিতা'), তাহলে আমরা দেখবো অব্যক্ত বা নিহিত স্বপ্নচিন্তার একটা কাঠামো সহজেই নির্মাণ করা যাচ্ছে, যার ব্যক্ত চেহারা খুবই বিকৃত কোনো একটি পরিবর্ত বা বদলি মাত্র।

'এত তাড়াহুড়ো' করে বিয়ে করাটাই আমার পক্ষে বোকামি হয়েছে, এই তো এলিসের বেলায় যেমন দেখছি, আমারও তেমনি অনেক দেরিতেও দিব্যি একটি স্বামী জুটত। (অতিরিক্ত তাড়াহুড়ো করাটা পুনর্নির্মিত হয়েছে মহিলার তাড়াহুড়ো করে নাটকের টিকিট কেনায় ও ননদের ব্যস্তসমস্ত হয়ে গয়না কেনায়। থিয়েটারে যাওয়া হচ্ছে বিবাহের পরিবর্ত বা বদলি।) মনে হয় এটাই প্রধান অব্যক্ত বা নিহিত চিন্তা যদিও ততটা নিশ্চিত আমরা হতে

BanglaBook.org

পারছি না, যদি না আরেকটি বক্তব্য আমরা লক্ষ করি যেখানে মহিলা বলছেন : 'যে-টাকা খরচ করলাম তাতে এর চেয়ে শতগুণে ভালো কিছু পেতে পারতাম।' (এখানে খেয়াল করুন দেড় ফ্লোরিন বা ১·৫০ ফ্লোরিনের শতগুণ হচ্ছে ১৫০ ফ্লোরিন)। যদি এই টাকার ব্যাপারটা বরপণের পরিবর্ত হিশেবে ধরি তাহলে টাকা দিয়ে বর কেনার কথাই বলা হচ্ছে ধরতে হবে। সেক্ষেত্রে গয়না এবং বাজে সিট স্বামীকেই বোঝাবে। আরো পরিষ্কার হয় যদি আমরা 'তিনটি টিকিট' ও স্বামীর মধ্যে কোনো যোগসূত্র খুঁজে বের করতে পারি। কিন্তু ততদূরে যাওয়ার মতো তথ্য আমাদের হাতে নেই। আমরা শুধু দেখলাম যে ভদ্রমহিলার কাছে তাঁর স্বামীর মূল্য বেশ কমে গেছে ও তিনি অল্প বয়সে বিয়ে করার জন্য এখন পস্তাচ্ছেন।

আমার মতে অবশ্য স্বপ্ন-বিশ্লেষণের এই প্রথম প্রচেষ্টায় সন্তুষ্ট হওয়ার চেয়ে বরং আমরা একটু বেশি অবাক এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় বোধ করছি। এমন অনেক নতুন ধারণা আমরা এখান থেকে পাচ্ছি যা এখন আমাদের পক্ষে সামলানো একটু শক্ত। আমরা আগেই বুঝতে পেরেছি যে এই স্বপ্নের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা এখন আমাদের পক্ষে দেয়া সম্ভব নয়। বরং দেখা যাক এখান থেকে আমরা কী-কী নতুন জিনিশ শিখলাম।

প্রথমে দেখছি : অব্যক্ত বা নিহিত স্বপ্নচিন্তায় প্রধান জোর পড়েছে 'তাড়াহুড়ো' করার ওপর। ব্যক্ত স্বপ্নে এর কোনো চিহ্ন দেখা যাচ্ছে না। বিশ্লেষণ না-করলে আমাদের সন্দেহই হতো না যে এই ভাবনাটি স্বপ্নে ঢুকেছে। কাজেই একথা এখন মনে হওয়া সম্ভব যে প্রধান বিষয়টির চারপাশে নির্জ্ঞান চিন্তা গড়ে ওঠে। তাকে ব্যক্ত চিন্তায় আবির্ভূত হতে দেখা যায় না। এই ঘটনাটি স্বপ্ন সম্পর্কে আমাদের ধারণা মৌলিকভাবে পাল্টে দেয়। দ্বিতীয় ঘটনা : স্বপ্নে একটি আজগুবি ধারণা রয়েছে (যেমন দেড় ফ্লোরিনের বিনিময়ে তিনটে টিকিট), স্বপ্নের নিহিত চিন্তায় এই মন্তব্য আছে 'এটা খুবই নির্বুদ্ধিতা হয়েছে' এত তাড়াতাড়ি বিয়ে করা)। এই 'নির্বুদ্ধিতা' বোঝানোর জন্যই ব্যক্ত স্বপ্নে একটা আজগুবি ঘটনা ঢোকানো হয়েছে, এরকম একটা সিদ্ধান্ত কি আমরা অস্বীকার করতে পারি? তৃতীয় ব্যাপার হচ্ছে : ব্যক্ত এবং অব্যক্ত উপাদানের মধ্যে তুলনা করলে দেখা যায় যে তাদের সম্পর্ক খুব সহজ নয়, অন্তত এতটা সহজ নয় যে সবক্ষেত্রেই বলা যাবে ব্যক্ত উপাদান অব্যক্ত উপাদানের বদলি হিশেবে উঠে এসেছে। এদের সম্পর্ক অনেকটা ভিন্ন দুটি গোষ্ঠীর অন্তর্বর্তী সম্পর্কের মতো, যার ফলে একটি ব্যক্ত উপাদান বেশ কয়েকটি অব্যক্ত চিন্তার অথবা একটি অব্যক্ত চিন্তা বেশ কয়েকটি ব্যক্ত উপাদানের জায়গা নিতে পারে।

স্বপ্নের তাৎপর্য বা অর্থ এবং তার প্রতি স্বপ্নদ্রষ্টার নিজের দৃষ্টিভঙ্গির ব্যাপারেও বেশ কয়েকটি বিস্ময়কর জিনিশ লক্ষ করা যেতে পারে। ওপরের

BanglaBook.org

ঐ ভদ্রমহিলা অবশ্য আমাদের ব্যাখ্যা গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু কিছুটা বিস্মিতও হয়েছিলেন, তিনি নিজেই জানতেন না যে স্বামীর প্রতি তাঁর এতটা অশ্রদ্ধা আছে। তিনি এ-ও জানতেন না যে কেন তাঁর এই অশ্রদ্ধা। কাজেই দেখা যাচ্ছে এখনো এ বিষয়ে সমস্ত ব্যাখ্যা পাওয়া যাচ্ছে না। আমারও বাস্তবিকই মনে হয় যে এখনো স্বপ্ন-ব্যাখার জন্য আমরা পুরোপুরি প্রস্তুত নই, আমাদের এখনো এ ব্যাপারে আরো অনেক জিনিশ শিখতে হবে, আরো ঢের বেশি প্রস্তুতি নিতে হবে।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

৪

শিশুদের স্বপ্ন

আমার মনে হয় আমরা একটু বেশি এগিয়ে এসেছি, কাজেই আসুন একটু পেছিয়ে যাওয়া যাক। আমাদের শেষ পরীক্ষায়, স্বপ্ন বিকৃতিকরণের অসুবিধে, আমরা আমাদের কৌশলের সাহায্যে দূর করার কথা বলার আগে বলেছিলাম যে এই অসুবিধে এড়িয়ে যাওয়া যায় যদি আমরা সেইসব স্বপ্নের দিকে নজর দিই যাদের বিকৃতি নেই অথবা থাকলেও খুব অল্প, অবশ্য যদি এই ধরনের স্বপ্ন আদৌ থেকে থাকে।

এই কাজ করতে গেলে আবার আমাদের মূল কাজ থেকে একটু সরে আসতে হবে, কেননা আমাদের মূল কাজ অর্থাৎ স্বপ্ন-ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে আমাদের পদ্ধতি প্রয়োগ ক'রে, বিশেষত যেসব স্বপ্নে বিকৃতিকরণ ঘটেছে তাদের চূড়ান্তভাবে বিশ্লেষণ করতে গিয়েই আমরা খোঁজ পেয়েছিলাম সেইসব স্বপ্নের, যেখানে আদৌ কোন বিকৃতি ঘটেনি।

এইসব অবিকৃত স্বপ্নই হচ্ছে শিশুদের স্বপ্ন বা শৈশব স্বপ্ন। এরা সংক্ষিপ্ত, পরিষ্কার, বোধগম্য, সহজবোধ্য, দ্ব্যর্থহীন ও নিশ্চিত, অথচ নির্ভুলভাবে স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নয়। তা বলে অবশ্য ভাববেন না, সমস্ত শৈশব স্বপ্নই এরকম। শৈশবের প্রায় শুরু থেকেই স্বপ্নে বিকৃতিকরণের আভাস পাওয়া যায়। ৫ থেকে ৮ বছর বয়সী শিশুদের স্বপ্নেও পরিণত বয়সের সমস্ত স্বপ্ন-লক্ষণগুলি দেখা গেছে। কিন্তু যদি শিশুর জ্ঞান উন্মেষের পর থেকে ৪।৫ বছর বয়স পর্যন্ত স্বপ্নগুলি লক্ষ করেন তাহলে দেখবেন সেখানে এক শ্রেণীর স্বপ্ন আছে যাদের শিশুসুলভ বলা যায়। শৈশবের শেষের দিকে এই ধরনের কিছু স্বপ্ন দেখা যায়, এমনকী বয়স্ক ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও কিছু বিশেষ অবস্থায় এই ধরনের স্বপ্ন লক্ষ করা যায় যা ঐ শিশুসুলভ স্বপ্নের চেয়ে কোনোদিক থেকেই আলাদা নয়।

শৈশব স্বপ্নের চরিত্র

এইসব শিশুদের স্বপ্ন থেকে আমরা এবার দেখবো স্বপ্নের অন্তর্চরিত্র সম্পর্কে

BanglaBook.org

এমন কিছু বিশ্বাসযোগ্য তথ্য সহজেই পাওয়া যাচ্ছে, যা চূড়ান্ত এবং সর্বজনীন।

১. এইসব স্বপ্ন বোঝার জন্য কোনো বিশ্লেষণ কিংবা কোনো কৌশল প্রয়োগ করার দরকার নেই। সংশ্লিষ্ট শিশুকে তার স্বপ্ন সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন করারও দরকার নেই। কিন্তু তার জীবন সম্পর্কে আমাদের কিছু জানতে হবে। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেখা যাবে আগের দিনের অভিজ্ঞতার সাহায্যে স্বপ্নের ব্যাখ্যা মিলছে। স্বপ্ন হচ্ছে আগের দিনের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে ঘুমের ভিতর মনের প্রতিক্রিয়া।

এবার কিছু দৃষ্টান্ত হাজির ক'রে দেখা যাক এ বিষয়ে আমরা আরো কিছু সিদ্ধান্তে আসতে পারি কিনা :

(ক) এক বছর দশ মাস বয়সী একটি শিশু জন্মদিনের উপহার হিশেবে কাউকে এক বাক্স চেরি উপহার দেয়। খুব অনিচ্ছাসত্ত্বেও সে এই উপহার দেয়। যদিচ তাকেও ঐ চেরি থেকে কয়েকটা দেয়ার কথা বলা হয়েছিল। পরের দিন সকালে সে তার স্বপ্ন বর্ণনা করে : "হেরমান সব চেরি খেয়ে ফেলেছে।"

(খ) তিন বছর তিন মাস বয়সী একটি ছোট মেয়ে তার জীবনে প্রথম নৌকা-ভ্রমণে বেরিয়েছিল একটি হ্রদে। যখন নৌকা তীরে আসে সে কিছুতেই নামতে চায় না এবং ভীষণ কান্না জুড়ে দেয়। জলের উপর নৌকায় তার সময় খুব তাড়াতাড়ি কেটে গেছিল। পরের দিন সকালে সে তার স্বপ্ন জানায় : "আমি কাল রাত্রে হ্রদে নৌকা চেপে ঘুরেছি।"

আমরা সম্ভবত বুঝে নিতে পারি স্বপ্নে তার নৌকাভ্রমণ বাস্তবের চেয়ে দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল।

(গ) পাঁচ বছর তিন মাস বয়সী একটি ছেলেকে একবার বেড়াতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল হলস্টাটের (Hallstatt) কাছে এশার্নটালে (Escherntal)। ছেলেটি শুনেছিল ডাখস্টাইন (Dachstein) পাহাড়ের নিচে রয়েছে হলস্টাট। পাহাড়টি সম্পর্কেও ছেলেটির খুবই আগ্রহ ছিল। অ্যাসি-র (Aussee) পর্যটন নিবাসগুলি থেকে ডাখস্টাইন পাহাড়ের চমৎকার দৃশ্য দেখা যায়, সঙ্গে দূরবীন থাকলে পাহাড়ের ওপরে সিমোনি কুটিরও (Simony Hut) দেখা যায়। ছেলেটি বারবার দূরবীন দিয়ে সিমোনি হাট দেখার চেষ্টা করলেও এটা জানা যায়নি, সে সত্যিই তা দেখতে পেয়েছিল কিনা। যাই হোক ভ্রমণ শুরু হলো বেশ ভালো মেজাজেই। একেকটা নতুন পাহাড় দেখা যায় আর ছেলেটি চেঁচিয়ে ওঠে, 'এটা কি ডাখস্টাইন ?' কিন্তু যে-ই তাকে 'না' বলা হয়, অমনি সে ভারি মুষড়ে পড়ে। এইভাবে যখন এমনকী এক জলপ্রপাতের ধারে তার সঙ্গীরা তাকে নিয়ে যেতে চাইল, তখন সে রাজি হলো না। তার সঙ্গীরা তখন ধ'রে নিল সে নিশ্চয়ই খুব ক্লান্ত। কিন্তু পরের দিন সকালবেলায় সে সকলকে বেশ

BanglaBook.org

খুশির সঙ্গে জানাল : "কাল রাতে আমি স্বপ্ন দেখেছি, আমরা সিমোনি হাটে গেছি।"

তাহলে বোঝাই যাচ্ছে ওখানে ওঠার ইচ্ছে নিয়েই সে বেড়াতে বেরিয়েছিল। ওখানে যাওয়ার ব্যাপারে অবশ্য সে তা-ই বলে, যা সে অন্যদের কাছে আগেই শুনেছিল, যেমন : "৬ ঘণ্টা ধরে ওপরে হাঁটলে তবেই ওখানে যাওয়া যায়।"

এই তিনটি স্বপ্ন থেকে, ঠিক এই জায়গায় আমাদের যে-তথ্য দরকার, তা-ই আমরা পাচ্ছি।

২. আমরা দেখতে পাচ্ছি শৈশব স্বপ্নগুলি অর্থহীন নয়। তারা সম্পূর্ণ এবং বোধগম্য মানসিক কর্মকাণ্ড। স্বপ্ন সম্পর্কে চিকিৎসাবিজ্ঞানের কী মত তা আপনাদের আগেই বলেছি, সেই আনাড়ি লোকের পিয়ানো বাজনার কথা নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে। এবার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন শৈশব স্বপ্ন কিন্তু ঐ তুলনাকে ভুল প্রতিপন্ন করছে। ফলে এখন একথা ভাবলে খুবই আশ্চর্য মনে হবে যে বাচ্চারা ঘুমের মধ্যে মানসিক কাজকর্ম চমৎকারভাবে সম্পন্ন করে আর বড়রা একই অবস্থায় মানসিক তড়কার মধ্যে থাকে। তাছাড়া শিশুদের ঘুম যে অনেক ভালো এবং গভীর হয়, তা-ও আমরা জানি।

৩. এইসব স্বপ্নে কোনো বিকৃতি নেই, অতএব এদের কোনো ব্যাখ্যারও দরকার নেই : এক্ষেত্রে ব্যক্ত আর অব্যক্তের মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই। এখান থেকে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে স্বপ্নের স্বভাবে বিকৃতি থাকবেই এমন কোনো কথা নেই। আশা করছি এবার আপনারা একটু নিশ্চিন্ত হবেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটু খুঁটিয়ে লক্ষ করলে দেখা যাবে, এখানেও বিকৃতি ঘটছে, যদিও খুবই সামান্য পরিমাণে, যার ফলে স্বপ্নের ব্যক্ত চেহারা ও অব্যক্ত চিন্তার মধ্যে কিছুটা পার্থক্য থেকেই যাচ্ছে।

৪. বাচ্চাদের স্বপ্ন হচ্ছে আগের দিনের কোনো অভিজ্ঞতার প্রতিক্রিয়া, যে-অভিজ্ঞতা মনে কোনো ক্ষোভ, আকাঙ্ক্ষা কিংবা অতৃপ্ত ইচ্ছা রেখে গেছে। স্বপ্নে সরাসরি কোনো ছদ্মবেশ ছাড়াই সেই ঘুম-বিঘ্নকারী ও স্বপ্ন-সৃষ্টিকারী ইচ্ছাপূরণ ঘটছে। এবার বাইরের ও ভেতরের যে-দৈহিক উদ্দীপনার কথা আগেই আলোচনা করেছি, সে সম্পর্কে কিছু ভাবা যাক। আমরা এ ব্যাপারে কিছু সুনিশ্চিত তথ্য পেয়েছি কিন্তু সেগুলিকে সামান্য সংখ্যক স্বপ্নের ক্ষেত্রেই বৈধ বলে মনে করা যায়। বাচ্চাদের এইসব স্বপ্নে দৈহিক উদ্দীপনার কোনো প্রভাব লক্ষ করার মতো কিছুই পাওয়া যাচ্ছে না। এ ব্যাপারে ভুল হওয়ার কোনো সুযোগই নেই, কেননা এইসব স্বপ্ন পুরোপুরি বোধগম্য এবং এদের প্রত্যেকেই স্বয়ংসম্পূর্ণ। কিন্তু, আবার সেইজন্যই স্বপ্নের পেছনে সক্রিয় দৈহিক উদ্দীপনার ধারণাটি আমরা পরিত্যাগ করবো, এমনও কোনো কথা নেই। আমরা কেবল প্রশ্ন করতে পারি, কেন আমরা শুরু থেকেই, ঘুমে ব্যাঘাতসৃষ্টিকারী

BanglaBook.org

মানসিক ও দৈহিক উদ্দীপনার ভূমিকার কথা ভুলে গেছিলাম। আমরা তো একথা ভালো করেই জানি যে বয়স্কদের ঘুমে ব্যাঘাত ঘটানোর ক্ষেত্রে এসবের বেশ বড় ভূমিকাই আছে, যেহেতু ঘুম আসার মতো মানসিক অবস্থা তৈরি করার ব্যাপারে এসব বাধা দেয়। এখানে ঘুম আসার মানসিক অবস্থা বলতে বোঝানো হচ্ছে বহির্জগৎ সম্পর্কে সমস্ত আগ্রহ প্রত্যাহার।

কিন্তু শিশু তার জীবনে কোনো ছেদ পছন্দ করে না। সে সবসময় কিছু না কিছু নিয়ে ব্যস্ত থাকতে চায়। আর এইজন্যই সে ঘুমোয় না। এইজন্যই শিশুর ঘুমে ব্যাঘাতসৃষ্টিকারী মানসিক উদ্দীপনা হচ্ছে তার অতৃপ্ত ইচ্ছা, আর তারই প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তার স্বপ্ন।

৫. এখান থেকেই স্বপ্নের কাজ সম্পর্কে একটা সিদ্ধান্তে আমরা দ্রুত পৌঁছতে পারি। যদি স্বপ্ন হয় কোনো মানসিক উদ্দীপনার প্রতিক্রিয়া, তাহলে তার মূল্য নিশ্চিতভাবে এই যে তা উত্তেজনার মুক্তি ঘটাতে পারে, যাতে উদ্দীপনা বিলুপ্ত হয় ও ঘুম নির্বিঘ্নে চলতে থাকে। আমরা অবশ্য এখনো জানি না কোন্ সক্রিয় পন্থায় স্বপ্নের মধ্য দিয়ে এই মুক্তি ঘটতে পারে, কিন্তু আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি স্বপ্ন, ঘুমের ব্যাঘাত ঘটায় না, (সাধারণত এরকম অভিযোগই স্বপ্নের বিরুদ্ধে আনা হয়); বরং স্বপ্ন, ঘুমকে প্রহরা দেয়, বাঁচায় বিঘ্নসৃষ্টিকারী প্রভাব থেকে। অবশ্য আমরা এটা ভাবতেই পারি যে স্বপ্ন না-দেখলে আমরা হয়তো আরো ভালো ঘুমোতে পারতাম, কিন্তু ঠিক এখানেই আমাদের ভুল। সত্য হচ্ছে, স্বপ্নের সাহায্য ছাড়া আমরা ঘুমোতেই পারতাম না। আমরা যেটুকু ভালোভাবে ঘুমোই, সেটুকু স্বপ্নের জন্যই সম্ভব, আমাদের ভালো ঘুমের জন্য আমরা স্বপ্নের কাছেই ঋণী। স্বপ্ন আমাদের ঘুমে হয়তো কিছুটা বিঘ্ন ঘটায়, যেমন রাতের পাহারাদার রাস্তায় সশব্দে পাহারা দেয়ার সময় তা ঘটায়।

৬. স্বপ্ন যে কোন ইচ্ছা থেকে তৈরি হয়, আর স্বপ্নের বিষয়বস্তু যে ঐ ইচ্ছাটিকেই প্রকাশ করে এটাই হচ্ছে স্বপ্নের এক প্রধান বৈশিষ্ট্য। স্বপ্নের দ্বিতীয় আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তা ঐ ইচ্ছাকে শুধু প্রকাশ করে তা-ই নয়, ঐ ইচ্ছাপূরণ সম্পন্ন করে একটি কল্পবিভ্রমকারী অভিজ্ঞতায় (hallucinatory experience)। "আমার হ্রদে নৌকো চড়ে বেড়াতে খুব ভালো লাগে"—এই ইচ্ছা থেকে তৈরি হয় এমন এক স্বপ্ন, যার বিষয়বস্তু হচ্ছে, "আমি হ্রদে নৌকো চড়ে বেড়াচ্ছি"। ফলে শৈশবের এরকম সহজ স্বপ্নেও দেখা যাবে ব্যক্ত এবং অব্যক্ত স্বপ্নের মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে; অব্যক্ত বা প্রচ্ছন্ন স্বপ্ন-ইচ্ছারও কিছুটা বিকৃতি ঘটছে যখন ইচ্ছা পাল্টে যাচ্ছে অভিজ্ঞতায়। এইজন্য স্বপ্ন-বিশ্লেষণের সময়, আমাদের প্রথমেই ওই পাল্টে যাওয়ার প্রক্রিয়াকে ঘুরিয়ে দিতে হবে। যদি এটিকেই সমস্ত স্বপ্নের একটি বিশেষ সর্বজনীন বৈশিষ্ট্য হিশেবে ধরতে হয়, তাহলে অবশ্য স্বপ্নের ভগ্নাংশকে কীভাবে ব্যাখ্যা বা সোজা ভাষায় অনুবাদ করতে হবে তা

BanglaBook.org

আমরা জানি।

'আমি দেখলাম আমার ভাই মাটি খুঁড়ছে'—এর অর্থ এই নয় যে 'আমার ভাই মাটি খুঁড়ছে', বরং এই যে, 'আমার ইচ্ছে আমার ভাই খরচ কমাক (retrench), তাকে খরচ কমাতে হবে।' এখানে স্বপ্নের যে-দুটি সর্বজনীন বৈশিষ্ট্যের কথা বললাম, তার দ্বিতীয়টি অবশ্য প্রথমটির চেয়ে বেশি সহজগ্রাহ্য হতে পারে। ব্যাপক অনুসন্ধান চালানোর পরই কেবল আমরা নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারবো, স্বপ্ন-সৃষ্টির পেছনে যা আছে তা কোনো বিশেষ ইচ্ছা। কখনো কোনো আবেশ, কখনো উদ্দেশ্য বা তিরস্কার নয়। কিন্তু অন্য বৈশিষ্ট্যটি একই থাকে এইজন্য যে স্বপ্ন কেবলমাত্র উদ্দীপনাটিকে পুনরুৎপন্ন করে তা-ই নয়, তার অভিজ্ঞতার মধ্যে চলে গিয়ে যেন তাকে সরিয়ে দেয়, বাতিল করে বা তার হাত থেকে রেহাই দেয়।

ইচ্ছাপূরণ

৭. স্বপ্নের এইসব বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করার সময়, আমরা আবার স্বপ্ন এবং 'ভুল'-এর তুলনামূলক আলোচনায় ফিরে যেতে পারি। আগের ঐ আলোচনায় আমরা দেখেছি বিপর্যয়ী ঝোঁক এবং বিপর্যস্ত ঝোঁকের মধ্যে একটি আপোস হিশেবে 'ভুল'-এর আবির্ভাব ঘটে। স্বপ্নকেও ঐ একই শ্রেণীতে ফেলা যায়। এক্ষেত্রে বিপর্যস্ত বা বিঘ্নিত ঝোঁক হতে পারে, স্বাভাবিকভাবেই, ঘুমিয়ে পড়ার ঝোঁক ; অন্যদিকে বিপর্যয়ী বা বিঘ্ন-সৃষ্টিকারী ঝোঁক নিজেকে পরিণত করতে পারে মানসিক উদ্দীপনায় যা ডেকে আনবে ইচ্ছাকে (ইচ্ছা-পূরণের জন্য), যেহেতু আমরা এখনো পর্যন্ত অন্য কোনো মানসিক উদ্দীপনার কথা জানি না, যা ঘুমে ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। এখানেও স্বপ্ন হচ্ছে এই দুয়ের মধ্যে আপোসের ফল। আমরা ঘুমোই অথচ ঘুমের মধ্যেই আমাদের ইচ্ছা-পূরণের অভিজ্ঞতা হয়, আমরা ঘুমের মধ্যেই তার সাধ মেটাই। দুটি ঝোঁকের প্রতিটিই কিছুটা সফল, কিছুটা ব্যর্থ।

৮. আপনাদের বোধহয় মনে আছে, এর আগে একবার আমি স্বপ্নের সমস্যা-সংক্রান্ত আলোচনার সময় বলেছিলাম, ঐ সমস্যা বোঝার একটা উপায় হচ্ছে এটা লক্ষ করা যে কিছু অত্যন্ত স্বচ্ছ কল্পনাবিলাস আছে যাদের আমরা বলি 'দিবাস্বপ্ন'। এখন এই দিবাস্বপ্নগুলি হচ্ছে আক্ষরিক অর্থেই ইচ্ছাপূরণ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা যৌনকামনার পরিতৃপ্তি, যাদের আমরা নিছক ইচ্ছাপূরণ হিশেবেই জানি। এরা কিন্তু শুধুমাত্র ভাবনাতেই ঘটে। যত স্পষ্ট কল্পনা হোক না কেন, এরা কখনোই কল্পবিভ্রমকারী অভিজ্ঞতার (hallucinatory experiences) চেহারা নেয় না। এখানে, তাহলে দেখা যাচ্ছে স্বপ্নের দ্বিতীয়

BanglaBook.org

বৈশিষ্ট্যটি বজায় আছে, কিন্তু প্রথম বৈশিষ্ট্য, যার জন্য ঘুম হচ্ছে একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় অবস্থা, তার কোনো জায়গা নেই। কাজেই ভাষাতেও দেখা যাচ্ছে, ইচ্ছাপূরণ যে স্বপ্নের প্রধান বৈশিষ্ট্য, তার ইঙ্গিত আছে। এছাড়াও যদি স্বপ্নের অভিজ্ঞতা হয় কেবলমাত্র আরেক ধরনের চিত্রকল্প নির্মাণ, এমন এক ধরনের উপস্থাপনা যা কেবল ঘুমন্ত অবস্থার বিশেষ আবহতেই সম্ভব, যাকে বলা যাক 'নৈশ-দিবাস্বপ্ন', তাহলে আমরা তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারি স্বপ্ন-নির্মাণের প্রক্রিয়া কীভাবে রাত্রে সক্রিয় উদ্দীপনাকে বাতিল ক'রে দিয়ে মনে একটি তৃপ্তিবোধ আনতে পারে। কেননা দিবাস্বপ্নও এমন একটি কর্মকাণ্ড যার সঙ্গে পরিতৃপ্তির নিকট সম্পর্ক আছে, যার জন্যই বলা যাক, অধিকাংশ ব্যক্তিই দিবাস্বপ্নের আশ্রয় নেন।

ভাষার দিক থেকে আরও কিছু এই ধরনের দৃষ্টান্ত দেখানো যেতে পারে যেমন এই সব প্রবাদ: 'শুয়োররা ওক গাছের ফলের স্বপ্ন দেখে, আর রাজহাঁসরা ভুট্টার।' অথবা 'মুরগির ছানারা কীসের স্বপ্ন দেখে? জনারের।' এগুলো লক্ষ করলে বুঝতে পারবেন এসব দৃষ্টান্ত বাচ্চাদের ছাড়িয়ে আরো নিচে নেমে গেছে, একেবারে পশুপাখিদের স্তরে, আর এদের বক্তব্যও পরিষ্কার: স্বপ্ন হচ্ছে অভাব মেটানোর তৃপ্তি। আরো এই ধরনের উক্তি আছে, যেমন ধরুন আমরা বলি 'স্বপ্নের মতো সুন্দর', কিংবা ধরুন, 'আমার এরকম স্বপ্ন দেখাই উচিত হয়নি', কিংবা, 'আমার সবচেয়ে উন্মাদ স্বপ্নেও এরকম কল্পনা করিনি।' এখানে অবশ্য দেখা যাবে কথ্যভাষা যেন একটু পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছে। কেননা উৎকণ্ঠায় ভরা স্বপ্নও আছে, আছে এমন সব স্বপ্ন যার বিষয়বস্তু অত্যন্ত পীড়াদায়ক, অথবা ভালো-লাগা মন্দ-লাগা সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন, কিন্তু কথ্যভাষার নানান বাগ্‌ভঙ্গিতে এসবের কোনো উল্লেখ নেই। আমরা অবশ্য 'খারাপ' স্বপ্নের কথা অনেক সময়ই বলে থাকি, কিন্তু স্বপ্ন বলতে আমরা সাধারণত বুঝি কোনো চমৎকার ইচ্ছাপূরণ। এরকম কোনো প্রবাদও পাওয়া যাবে না যেখানে শুয়োর ও রাজহাঁসরা জবাই হওয়ার স্বপ্ন দেখে।

এটা অবশ্য ভাবাই যায় না যে এ বিষয়ে লিখতে গিয়ে অন্য কেউ স্বপ্নের এই ইচ্ছাপূরণের ভূমিকার দিকটিতে একেবারে নজরই দেননি। বরং ব্যাপারটা ঠিক এর উল্টো। তাঁরা প্রায়ই এ বিষয়ে মন্তব্য করেছেন। কিন্তু তাঁদের কারোরই স্বপ্নের এই বৈশিষ্ট্যটিকে সর্বজনীন ব'লে মনে হয়নি, অথবা তাঁরা কেউই ভাবেননি যে স্বপ্ন-ব্যাখ্যার চাবি এখানেই আছে। আমরা অবশ্য সহজেই কল্পনা করতে পারি কোন্‌দিক থেকে তা করার রাস্তায় বাধা এসেছে, কিন্তু পরে আমরা এ প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব।

এখন দেখা যাক শৈশব-স্বপ্ন থেকে আমরা প্রায় বিনাকষ্টেই কী-কী নতুন তথ্য পেলাম।

BanglaBook.org

আমরা শিখলাম স্বপ্নের কাজ হচ্ছে ঘুমকে প্রহরা দেয়া বা রক্ষা করা। আমরা জানলাম স্বপ্ন উঠে আসে দুটি পরস্পরবিরোধী ঝোঁকের দ্বন্দ্ব থেকে, যার একটি হচ্ছে ঘুমের ঝোঁক যা অবিরাম চালু থাকে, আর আরেকটি হলো তা-ই যা মানসিক উদ্দীপনাকে তৃপ্ত করার চেষ্টা করে। আমরা জানলাম, স্বপ্ন একটি প্রমাণিত মানসিক কর্মকাণ্ড যা গভীর তাৎপর্যে ভরা; আমরা জানলাম স্বপ্নের দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য আছে: ১. ইচ্ছাপূরণ ও ২. কল্পবিভ্রমকারী বা অমূল প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা (hallucinatory experiences)।

এইবার একটি কথা ভাবতে হবে, এইসব আলোচনা করতে গিয়ে আমরা প্রায় ভুলতে বসেছি যে আমরা মনঃসমীক্ষণকে অনুধাবন করার চেষ্টা করছি। স্বপ্ন আর 'ভুল'-এর মধ্যে একটি যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা ছাড়া আর এ বিষয়ের তেমন কোনো ছাপ আমাদের আলোচনায় এখনো পর্যন্ত নেই। যে কোনো মনোবিজ্ঞানী, মনঃসমীক্ষণের অনুমানগুলি সম্পর্কে বিন্দুমাত্র না-জেনেই শৈশব-স্বপ্নের এইসব ব্যাখ্যা দিতে পারতেন। অথচ তাঁরা তা দেননি। কেন?

যদি সব স্বপ্নই হতো ছেলেমানুষি ধাঁচের তাহলে সব সমস্যার সমাধান হয়ে যেত সহজেই, আমাদের কাজও কিছু বাকি থাকত না, স্বপ্নদর্শী ব্যক্তিকে কোনো প্রশ্ন না-ক'রে, নির্জ্ঞান সম্পর্কে কোনো উল্লেখ না-ক'রে, অবাধ অনুষঙ্গ প্রক্রিয়ার কোনো সাহায্য ছাড়াই আমরা আমাদের কাজ সম্পন্ন করতে পারতাম। এইবার পরিষ্কার হচ্ছে, আমাদের কাজ যদি আমরা নিশ্চিতভাবে করতে চাই, তাহলে এদিকেই আমাদের এগোতে হবে। আমরা এর আগেও বারবার দেখেছি, যে-সব বৈশিষ্ট্যকে মনে করা হয়েছে সর্ববাদীসম্মত, পরে দেখা গেছে তারা বিশেষ ধরনের কিছুসংখ্যক স্বপ্নের ক্ষেত্রেই সত্য। কাজেই আমাদের এখন ঠিক করতে হবে, শৈশব-স্বপ্নের ক্ষেত্রে যেসব সাধারণ বৈশিষ্ট্য আমরা লক্ষ করলাম, সেগুলি কি সর্বজনগ্রাহ্য, তারা কি সেইসব স্বপ্নের ক্ষেত্রেও সমান-ভাবেই সত্য যাদের তাৎপর্য সহজে চোখে পড়ে না, যাদের ব্যক্ত চেহারায় আগের দিনের অব্যক্ত চিন্তার কোনো ছাপ নজরে আসে না? আমাদের ধারণা এইসব স্বপ্নে প্রচুর বিকৃতি ঘটে গেছে, এবং সেই কারণেই এ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্তে আসা এখনই মুশকিল। আমরা এমনিও সন্দেহ করি যে এইসব বিকৃতির জট ছাড়াতে গেলে মনঃসমীক্ষণের কৌশল প্রয়োগ করতে হবে, যা আমরা শৈশব-স্বপ্নের মর্মোদ্ধারের ক্ষেত্রে কাজে লাগাইনি।

দৈহিক তাগিদের তৃপ্তি

শৈশব-স্বপ্ন ছাড়াও আরো কিছু স্বপ্ন আছে যেখানে কোনো বিকৃতি নেই; অনেকটা শৈশব-স্বপ্নের মতোই, যেগুলি আমরা চিনতে পারি ইচ্ছাপূরণের

BanglaBook.org

স্বপ্ন হিশেবে। এইসব স্বপ্ন সারাজীবন ধ'রেই দেখা যায়, যেসব স্বপ্নের কারণ হচ্ছে অতি প্রয়োজনীয় দৈহিক তাগিদ, যেমন ক্ষুধা, তৃষ্ণা, যৌনকামনা। এদের ইচ্ছাপূরণের স্বপ্ন এইদিক থেকে বলা যায় যে এরা অভ্যন্তরীণ শারীরিক উদ্দীপনার প্রতিক্রিয়া। যেমন ধরা যাক একটি ছোট মেয়ে যার বয়স ১ বছর ৭ মাস, তার স্বপ্ন আমি লিখে রাখি। তার স্বপ্নে একটি খাদ্যতালিকা আছে, তার নাম-সহ আনা এফ···স্ট্রবেরি, বিলবেরি, ডিম, মা'র দুদুর বোঁটা। এই স্বপ্নটি ছিল তার আগের দিন পেটখারাপের জন্য উপবাসের প্রতিক্রিয়া। তার পেটখারাপ হয়েছিল যে-ফল খাওয়ার জন্য, তার নাম খাদ্যতালিকায় দু'বার দেখা যাবে। আর ঠিক সেইদিনই তার ঠাকুমা (যাঁর বয়স তাঁর নাতনির সঙ্গে যোগ করলে দাঁড়ায় ৭০) মূত্রাশয়ের গণ্ডগোলের জন্য সারাদিন কিছু না-খেয়ে থাকেন। তিনিও সে রাত্রে স্বপ্ন দেখেন বাইরে এক ভোজসভায় নিমন্ত্রিত হ'য়ে গিয়ে অতীব লোভজনক খাদ্য খাচ্ছেন। বন্দীশালার ক্ষুধার্ত বন্দী, অথবা ভ্রাম্যমান পর্যটক কিংবা অভিযাত্রী যাঁরাই খাদ্যাভাবে ভোগেন, তাঁদের পর্যবেক্ষণ ক'রে জানা গেছে যে তাঁরা নিয়মিতই তাঁদের অভাব মোচনের স্বপ্ন দেখেন। এইভাবেই অটো নর্ডেনস্কোলড্ (Otto Nordenskjold) তাঁর আণ্টার্কটিক সংক্রান্ত (১৯০৪) বইয়ে, তাঁর সহযাত্রীদের সঙ্গে সেখানে শীতকাল কাটানোর বৃত্তান্তে লেখেন: 'আমাদের স্বপ্ন দেখেই পরিষ্কার বোঝা যায় আমাদের ভাবনা তখন কোন্‌দিকে ছিল। তখনকার মতো আমরা আর কখনোই এত ঘন-ঘন আর পরিষ্কার স্বপ্ন দেখিনি। আমাদের সহযাত্রীদের মধ্যে যাঁরা আগে নিয়মিত স্বপ্ন দেখতেন (কিন্তু তেমন বলার মতো কিছু নয়), এখন তাঁরা সকালে ঘুম থেকে উঠেই স্বপ্নের লম্বা গল্প বলতে থাকেন, যখন আমরা সকলে জড়ো হ'য়ে কে কী স্বপ্ন দেখেছি তা-ই নিয়ে আলোচনা করি। সমস্ত স্বপ্ন-ই প্রায় অনেক দূরে ফেলে আসা নিজেদের দেশ কিংবা বাইরের জগৎ সম্পর্কে তবে সেখানেও আমরা এখন কী অবস্থায় আছি তার একটা উল্লেখ থাকত। প্রায় সমস্ত স্বপ্নই ছিল খাওয়া-দাওয়া আর মদ্যপানকে ঘিরে। আমাদের মধ্যে একজন ছিল ভোজনরসিক। সে রাত্রে তিনকোর্স-সম্পন্ন ডিনারের স্বপ্ন দেখলেই সকালে আমাদের চিৎকার করে তা জানাত। আরেকজন দেখত তামাকের স্বপ্ন, পাহাড়ের মতো উঁচু তামাকের স্তূপের স্বপ্ন; আরেকজন দেখত চারপাশের বরফ গলে গিয়ে পরিষ্কার জলে জাহাজ এসে ভিড়েছে। আরেকজনের স্বপ্ন উল্লেখযোগ্য: ডাকপিওন এসে চিঠি দিয়ে গেল আর তার সঙ্গে লম্বা কৈফিয়ৎ কেন চিঠি বিলি করতে দেরি হলো। দেরি হলো কেননা সে ভুল ঠিকানায় আমাদের চিঠি বিলি করে ফের সেখান থেকে চিঠি ফেরৎ আনতে গিয়ে বিস্তর ঝামেলায় পড়েছিল। অবশ্য এর চেয়েও ঢের অসম্ভব সব জিনিশ নিয়ে আমরা স্বপ্ন দেখেছি, কিন্তু একটা আশ্চর্য ব্যাপার হচ্ছে

BanglaBook.org

আমাদের প্রায় সব স্বপ্নেই কল্পনার নিদারুণ অভাব। তবে এইসব স্বপ্নের একটা লিখিত বিবরণ থাকলে তার একটা মনোবৈজ্ঞানিক মূল্য যে থাকত, একথা ঠিক। বুঝতেই পারছেন, আমরা ঘুমোনোর জন্য কী ভয়ানক ব্যস্ত হয়ে পড়তাম, কেননা ঘুমের মধ্যেই আমাদের প্রত্যেকের ইচ্ছাপূরণ ঘটত।"

আরেকটি উদ্ধৃতি দেয়া যাক দ্যু প্রে (Du Prel) থেকে : "মাঙ্গো পার্ক (Mungo Park) যখন আফ্রিকার অভিযানে জলতৃষ্ণার জন্য মৃতপ্রায়, তখন অবিরাম তাঁর দেশের জলভরা উপত্যকা ও পাহাড়ের স্বপ্ন দেখতেন। জর্জ বাক, যিনি ফ্রাঙ্কলিনের অভিযানে অংশগ্রহণ করেন, তিনিও প্রচণ্ড খাদ্যাভাবে মৃতপ্রায় অবস্থায় নিয়মিত প্রচুর ভোজ খাওয়ার স্বপ্ন দেখতেন।"

যিনি সান্ধ্যভোজে প্রচুর ঝাল মশলাদার খাবার খেয়েছেন তিনিই রাত্রে তৃষ্ণার্ত অবস্থায় স্বপ্ন দেখতে পারেন প্রচুর মদ্যপানের। অবশ্য এর মানে এ-ও নয় যে তীব্র ক্ষুধাতৃষ্ণার হাত থেকে আমরা কেবল স্বপ্ন দেখেই রেহাই পাই। সেরকম হলে খুব তৃষ্ণার্ত অবস্থায় আমাদের ঘুম ভাঙবে ও জেগে উঠে বাস্তবিকই আমাদের জল খেতে হবে। এখানে স্বপ্ন, বাস্তব দরকারে কোনো কাজেই লাগে না, তবু অস্বীকার করার উপায় নেই যে স্বপ্ন, ঘুমকে পাহারা দেয়ার জন্য উঠে আসে, যাতে দৈহিক উদ্দীপনা দৈহিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য আমাদের ঘুম ভাঙিয়ে না-দিতে পারে। যেখানে ক্ষুধাতৃষ্ণা ইত্যাদির তীব্রতা কম, সেখানে 'পরিতৃপ্তির স্বপ্ন' সমস্যার সমাধান ঘটায়।

এইভাবেই আমরা দেখব উদ্দীপনাটি যখন যৌন কামনার, তখন স্বপ্ন, তার পরিতৃপ্তি সাধন করতে পারে। তবে তার একটি বৈশিষ্ট্য আছে। যেহেতু যৌন কামনার তৃপ্তিসাধন তৃষ্ণা বা ক্ষুধার মতো অতটা নির্দিষ্ট বিষয়-নির্ভর নয়, তাই তথাকথিত নোংরা স্বপ্নে যৌনতৃপ্তি সহজেই ঘটতে পারে। আর কাম্য বিষয়বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক কিছুটা অসুবিধাজনক হওয়ার ফলে (আরো আলোচনা পরে) প্রকৃত তৃপ্তিসাধনের সঙ্গে অস্পষ্ট বা বিকৃত স্বপ্নবস্তুর যোগ আছে। দূষণ বা নোংরা স্বপ্নের (pollution-dreams) এই বৈশিষ্ট্যকে, স্বপ্নবিকৃতি অনুধাবনের পক্ষে একটি যোগ্য বিষয় বলে বিবেচনা করেন অটো র‍্যাঙ্ক। এছাড়াও বয়স্কদের ক্ষেত্রে কামনা-সংক্রান্ত স্বপ্নগুলির মধ্যে পরিতৃপ্তি ছাড়াও আরো কিছু আছে, যেহেতু তা বিশুদ্ধ মানসিক উৎস থেকে উঠে আসে। ফলে এদের বোঝার জন্য ব্যাখ্যার দরকার হয়।

আমরা অবশ্য বলছি না যে, ছেলেমানুষি ধাঁচের ইচ্ছাপূরণের স্বপ্ন বয়স্কদের ক্ষেত্রে ঘটে ঐসব মুখ্য দৈহিক তাড়নার প্রতিক্রিয়া হিশেবে। আমরা ঐ ধরনের কিছু ছোট, পরিষ্কার স্বপ্নের সঙ্গে পরিচিত, যা কোনো দমনমূলক কঠিন পরিবেশের চাপ থেকে উঠে এসেছে এবং প্রশ্নাতীতভাবে যাদের তৈরি করেছে মানসিক উদ্দীপনা। যেমন ধরুন কিছু 'অধৈর্য স্বপ্ন'

BanglaBook.org

আছে যেখানে কেউ কোনো ভ্রমণের কিংবা কোনো প্রিয় নাটক মঞ্চস্থ করার কিংবা কোনো বক্তৃতা দেওয়ার কিংবা কারও সঙ্গে সাক্ষাৎকারের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তার প্রত্যাশা, দেখা গেল সময়ের আগেই পূর্ণ হয়েছে একটি স্বপ্নে এবং সে তার ভ্রমণ শেষ হওয়ার আগেই, ভ্রমণ-শেষের অভিজ্ঞতা লাভ করছে, নাটক মঞ্চস্থ করার আগেই তা মঞ্চায়নের অনুভূতি লাভ করছে কিংবা বন্ধুর সঙ্গে দেখা হওয়ার আগেই কথা বলছে আগের দিন রাত্রে। আবার ধরা যাক 'আরামপ্রদ স্বপ্ন', যেখানে দেখা যাবে কেউ ঘুমিয়ে থাকতে চায় বলেই স্বপ্ন দেখছে : সে ঘুম থেকে উঠেছে, চোখমুখ ধুচ্ছে, ইস্কুলে পেঁাছে গেছে, অথচ প্রকৃতপক্ষে এই সারা সময়টাই সে ঘুমিয়ে ছিল। এর মানে হচ্ছে, সে ঘুমিয়ে-ঘুমিয়ে জেগে ওঠার স্বপ্ন দেখতে চায়, সত্যি-সত্যি জেগে উঠতে চায় না। এইসব স্বপ্নে ঘুমের ইচ্ছা যা আমরা লক্ষ করেছি তা স্বপ্ননির্মাণের ক্ষেত্রে নিয়মিত অংশগ্রহণ করে, খুব সরলভাবে স্পষ্টতই আত্মপ্রকাশ করে স্বপ্নের যথার্থ উৎস বা উদ্ভাবক হিশেবে। ঘুমের তাগিদ আরো অন্যান্য মুখ্য দৈহিক তাগিদের মধ্যে গণ্য হওয়ার যোগ্য।

বিকৃত স্বপ্ন কি ইচ্ছাপূরণ ?

এবার আমি মুনিখের শাক (Schack) গ্যালারিতে রক্ষিত শ্যাইন্ড (Schwind)-এর আঁকা একটি ছবির দিকে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, যেখানে শিল্পী দেখিয়েছেন কীভাবে এক কঠিন দমনমূলক পরিবেশের চাপের ভিতর থেকে স্বপ্ন উঠে আসছে। ছবির নাম 'কয়েদীর স্বপ্ন', ছবির বিষয়বস্তু নিঃসন্দেহে কয়েদীর জেল ভেঙে পলায়ন। কয়েদীর কাছে জানালা ভেঙে পালানোর চিন্তাটা সুখের, কেননা জানালা দিয়েই রোদ্দুর এসে প'ড়ে তার ঘুম ভাঙিয়েছে। ছোট-ছোট বামন পরীরা যেভাবে একের ঘাড়ে আরেকজন চেপে দেয়াল বেয়ে জানালার দিকে উঠছে, ঠিক সেভাবেই ধাপে-ধাপে তাকেও উঠতে হবে, যদি সে পালাতে চায়। আর হয়তো বাড়াবাড়ি হবে না যদি বলি সবচেয়ে ওপরের বামন-পরীটি যে উখো দিয়ে জানালার গরাদ কাটছে তার চেহারা কয়েদীটির মতো, যেহেতু তার মতোই কয়েদীটি নিজে গরাদ কেটে পালাতে চায়)।

আমি আগেই বলেছি শৈশব-স্বপ্ন বা ঐ ধাঁচের স্বপ্নগুলি ছাড়া আর সব স্বপ্নেই বিকৃতিকরণের বাধার সামনে আমাদের পড়তে হবে। আমরা এই মুহূর্তে বলতে পারবো না যে তারাও ইচ্ছাপূরণের স্বপ্ন কি না, (যা বলার দিকে কিছুটা ঝোঁক আমাদের আছে)। আমরা তাদের ব্যক্ত বিষয়বস্তু থেকে এ-ও অনুমান

BanglaBook.org

করতে পারি না যে কোন্ মানসিক উদ্দীপনা থেকে তাদের সূত্রপাত হয়েছে, অথবা এ-ও প্রমাণ করতে পারি না যে অন্যান্যদের মতো তারাও উদ্দীপনাকে সরিয়ে দিতে বা তার হাত থেকে রেহাই পেতে চায়। তাদের অবশ্যই ব্যাখ্যা অর্থাৎ অনুবাদ বা ভাষান্তরিত করতে হবে, বিকৃতিকরণের প্রক্রিয়াকে উল্টে দিয়ে ব্যক্ত বিষয়বস্তুর জায়গায় আনতে হবে অব্যক্ত চিন্তাকে, যদি আমরা শৈশব-স্বপ্ন নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে যা আবিষ্কার বা লক্ষ করলাম, তাকে সমস্ত স্বপ্নের ক্ষেত্রেই সমানভাবে সত্য বলে দাবি করতে চাই।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

৫

স্বপ্ন-বিকৃতির ব্যবস্থা

শৈশব-স্বপ্ন অনুধাবন করতে গিয়ে আমরা শিখলাম, কীভাবে স্বপ্নের সূত্রপাত ঘটে, কী তাদের আবশ্যিক চরিত্র এবং তাদের ক্রিয়াকলাপই বা কী। স্বপ্ন হচ্ছে কল্পবিভ্রমকারী (বা অমূল প্রত্যক্ষ— hallucinatory) পরিতৃপ্তির সাহায্যে, ঘুমে ব্যাঘাতসৃষ্টিকারী মানসিক উদ্দীপনা দূর করার উপায়। একথা সত্যি যে বয়স্কদের স্বপ্নের সাহায্যে আমরা একশ্রেণীর স্বপ্ন—যাদের আমরা বলছি ছেলেমানুষি ধাঁচের বা শৈশব-স্বপ্ন—তাদের ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়েছি। কিন্তু আমরা এখনো জানি না অন্যান্য স্বপ্নের বেলায় কী হবে, তাদের আমরা এখনো ঠিকঠাক বুঝেই উঠতে পারিনি। তবে এতক্ষণে যেটুকু ফলাফল পাওয়া গেছে তার গুরুত্বকে আবার ছোট করে দেখাও ঠিক হবে না। যখনই আমরা কোনো স্বপ্নকে পুরোপুরি বুঝতে পারছি, তখনই তাতে ইচ্ছাপূরণের প্রমাণ পাচ্ছি। আর এই সমাপতন নেহাতই আকস্মিক বা গুরুত্বহীন, তা-ও বলা যাবে না।

আরেক শ্রেণীর স্বপ্নের ক্ষেত্রে আমরা ধরে নিয়েছি যে তারা কোনো অজ্ঞাত বিষয়বস্তুর বদলি, যাদের সর্বাগ্রে খুঁজে বের করার দরকার আছে। এটা ভাবার অবশ্য বহু কারণ আছে, তার মধ্যে একটি হচ্ছে স্বপ্নের সঙ্গে 'ভুল'-এর মিল। আমাদের পরের কাজ হবে স্বপ্ন-বিকৃতির ব্যাপারটা তদন্ত করা ও বোঝা।

স্বপ্ন-বিকৃতির জন্যই সাধারণত স্বপ্নকে অদ্ভুত দুর্বোধ্য বলে মনে হয়। আমরা এ সম্পর্কে কয়েকটি জিনিশ জানতে চাই : যেমন প্রথমত এই বিকৃতিকরণ কোথা থেকে আসে (অর্থাৎ তার গতিবিজ্ঞান বা dynamics)। দ্বিতীয়ত, এ কী করে বা এর কাজ কী। তৃতীয়ত, এ কীভাবে কাজ করে। এছাড়াও আমরা বলতে পারি, বিকৃতিকরণ হচ্ছে স্বপ্নক্রিয়ার (dream-work) উৎপাদন। এবার তাহলে স্বপ্ন-ক্রিয়ার বিবরণ দেওয়া যাক, আর খুঁজে বের করা যাক এর মধ্যে কোন্ বলগুলি (forces) কাজ করে।

BanglaBook.org

প্রেম-সেবার স্বপ্ন

আমি এক ভদ্রমহিলার সংগৃহীত স্বপ্নের বিবরণ দিচ্ছি, যিনি মনঃসমীক্ষক

মহলে যথেষ্ট পরিচিত। তাঁর সংগৃহীত স্বপ্নটি হচ্ছে এমন এক মহিলার যিনি উচ্চশিক্ষিতা, প্রবীণা এবং সমাজে যথেষ্ট সমাদৃতা। স্বপ্নটি বিশ্লেষণ করা হয়নি; সংগ্রাহিকা মহিলার মতে মনঃসমীক্ষকদের কাছে এর আলাদা বিশ্লেষণের কোনো প্রয়োজন নেই। স্বপ্নদর্শিনীও তাঁর স্বপ্ন বিশ্লেষণ করেননি, বরং তিনি স্বপ্নটিকে এমনভাবে সমালোচনা ও নিন্দা করেছেন যাতে মনে হয় তিনি যেন এর অর্থ জানেন। "ভাবুন একবার" তিনি বলেন, "এমন ঘৃণ্য অর্থহীন একটা স্বপ্ন ৫০ বছর বয়সী এক মহিলা দেখলেন, যখন তাঁর দিনরাত্রির চিন্তা হচ্ছে তাঁর সন্তানের কীসে ভালো হয়।"

আমি এবার আপনাদের স্বপ্নটি বলবো, যার বিষয়বস্তু হচ্ছে 'যুদ্ধের সময় প্রেম-সেবা'। মহিলাটি স্বপ্ন দেখেন তিনি সামরিক বাহিনীর প্রথম হাসপাতালে গিয়ে গেটের প্রহরীকে বলছেন, প্রধান চিকিৎসকের (একটি অচেনা নাম তিনি এখানে বলেন) সঙ্গে দেখা করতে চান, যেহেতু তিনি হাসপাতালে সেবার কাজে আত্মনিয়োগ করতে ইচ্ছুক। এটা বলার সময় 'সেবা' শব্দটির উপর তিনি এমনভাবে জোর দেন যে গেটের সার্জেন্ট তৎক্ষণাৎ বুঝতে পারে যে তিনি 'প্রেম-সেবার' কথাই বলছেন। তিনি যেহেতু বৃদ্ধা, তাই সার্জেন্টটি একটু ইতস্তত করে শেষপর্যন্ত তাঁকে ভেতরে ঢুকতে দেয়। কিন্তু প্রধান চিকিৎসককে দেখার পরিবর্তে তিনি দেখেন বেশ বড় একটি বিষণ্ন ঘরে লম্বা একটি টেবিলের চারপাশে বেশ কয়েকজন মিলিটারি অফিসার ও ডাক্তার দাঁড়িয়ে এবং বসে আছেন। বৃদ্ধা মহিলাটি এবার সেনাবাহিনীর একজন ডাক্তারকে তাঁর প্রস্তাব দেন, ভদ্রলোকটি অবিলম্বে বুঝতে পারেন তিনি কী বলছেন। স্বপ্নে মহিলাটি যা বলেন, তা তাঁর নিজের ভাষায় শোনা যাক: "আমি এবং ভিয়েনার আরো অসংখ্য নারী, আমরা সকলেই প্রস্তুত সৈন্যদের জন্য, অফিসারদের জন্য এবং সেনাবাহিনীর আরো অন্যান্য লোকেদের জন্য করতে···।" কথা শেষ হয় না, কথার শেষে একটি অস্পষ্ট গুঞ্জনধ্বনি শোনা যায়। মহিলাটি অবশ্য, সেনাবাহিনীর অফিসার ও ডাক্তারদের কিছুটা অপ্রস্তুত, কিছুটা কুটিল হাবভাব দেখে বুঝতে পারেন যে তাঁরা তাঁর প্রস্তাবের অর্থ বেশ ভালোই হৃদয়ঙ্গম করেছেন। মহিলাটি অবশ্য বলে চলেন, "আমি জানি আমাদের সিদ্ধান্ত খুবই অদ্ভুত শোনাচ্ছে। কিন্তু আমরা সত্যিই আন্তরিক। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদের কেউ জিজ্ঞেস করে না যে তারা বাঁচতে চায়, না মরতে চায়।" তাঁর কথার পর মিনিটখানেক পীড়াদায়ক নীরবতা; তারপর সেনাবাহিনীর ডাক্তার ভদ্রলোকটি মহিলার কোমর জড়িয়ে ধরে বলেন, "আচ্ছা ম্যাডাম, ধরুন তাই যদি হয়···।" (আবার কথা শেষ হয় না, শুধু গুঞ্জন) মহিলাটি এবার ডাক্তারের হাত থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে ভাবেন, 'এরা সব একইরকম', তারপর উত্তর দেন, "হা ভগবান, আমি একজন বৃদ্ধা মহিলা, বোধহয় আমার বেলায় ওসব ঘটবে না।

BanglaBook.org

একটা শর্ত আপনাদের মানতে হবে : বয়সের বাছবিচার করতে হবে, যাতে কোনো বৃদ্ধা মহিলা কিংবা কোনো অল্পবয়সী ছেলে…(এখানে গুঞ্জনধ্বনি)… কেননা তা নাহলে বীভৎস ব্যাপার হবে।" স্টাফ-ডাক্তার এবার বলেন, "ঠিক আছে, বুঝতে পেরেছি।" কিন্তু অফিসারদের মধ্যে কয়েকজন, যার মধ্যে একজন তাঁর যৌবনে মহিলাটির সঙ্গে প্রেম করেছেন, উচ্চৈঃস্বরে হেসে ওঠেন। এবার মহিলাটি বলেন, তাহলে তাঁকে প্রধান ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়া হোক, তাঁর কাছেই সব ঠিক করা যাবে। স্টাফ-ডাক্তারটি এবার তাঁকে প্রচুর সম্মান ও সৌজন্য দেখিয়ে তিনতলায় ওঠার রাস্তা দেখিয়ে দেন, যা ঘর থেকে সরাসরি সরু একটি লোহার ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে গেছে। মহিলা যখন, এর পর ওপরে উঠছেন, তখন তাঁর কানে এল একজন অফিসার বলছেন, "এটা একটা সাংঘাতিক সিদ্ধান্ত, ভদ্রমহিলা বৃদ্ধা হোন, আর তরুণীই হোন, এঁকে সম্মান করতে হবে।" শুধু নিজের কর্তব্য করছেন, এরকম একটা অনুভূতি নিয়ে ঐ ভদ্রমহিলা ঐ অন্তহীন সিঁড়ি দিয়ে কেবলই উঠে যেতে থাকলেন।

কয়েক সপ্তাহের মধ্যে দু'বার এই স্বপ্নের পুনরাবৃত্তি ঘটে, এখানে-ওখানে সামান্য কিছু পরিবর্তনসহ, যা ঐ ভদ্রমহিলার মতে নগণ্য এবং সম্পূর্ণ অর্থহীন। যেভাবে এই স্বপ্নটি এগিয়েছে তাতে এর সঙ্গে দিবাস্বপ্নের মিল আছে। খুব কম জায়গায় বিঘ্ন ঘটেছে, এবং এর বিষয়বস্তু কোনো কোনো জায়গায় প্রশ্ন করে পরিষ্কার করে নেওয়া যেত, কিন্তু আগেই বলেছি তা করা হয়নি। তবে এই স্বপ্নের যেটি সবচেয়ে চোখে পড়ার মতো, সবচেয়ে চমকপ্রদ ব্যাপার তা হচ্ছে এর বেশ কয়েকটি ফাঁকা জায়গা, যা স্বপ্নের স্মৃতিচারণে নয়, বরং খোদ স্বপ্নের বিষয়বস্তুর গ্রহনার মধ্যেই আছে। তিনটি জায়গায় যেন বিষয়বস্তুকে মুছে দেওয়া হয়েছে। ঐ ফাঁকা জায়গাগুলো সেখানেই আছে যেখানে ভদ্রমহিলার সংলাপকে বাধা দিচ্ছে 'গুঞ্জন'ধ্বনি। যেহেতু এই স্বপ্ন আমরা বিশ্লেষণ করিনি, তাই ঠিকভাবে বলতে গেলে বলতে হয় যে এই স্বপ্নের অর্থ সম্পর্কে আমাদের কোনো কিছুই বলার অধিকার নেই। কিন্তু এর মধ্যে কিছু ইঙ্গিত আছে যার থেকে আমরা কিছু সিদ্ধান্তে আসতে পারি যেমন ধরা যাক 'প্রেম-সেবা বা love service', অথবা সর্বোপরি 'গুঞ্জনের' ঠিক আগে অর্ধ-সমাপ্ত সংলাপ, যাদের সম্পূর্ণ করলে দেখা যাবে তখন কেবল একটি দিকেই সংলাপ এগোতে পারে, এবং তা যদি করা যায় তাহলে এমন স্বপ্নবিলাস বা কল্পনাবিলাস (phantasy) তার থেকে উঠে আসবে, যার বিষয়বস্তু হবে এই যে ঐ মহিলা কর্তব্যের তাগিদে সেনাবাহিনীর যে-কোনো সৈন্যের যৌন প্রয়োজন মেটাতে রাজি। এ নিশ্চয়ই খুব বীভৎস ব্যাপার। নির্লজ্জ কামেচ্ছায় ভরা এক স্বপ্নবিলাস, কিন্তু স্বপ্নে এর কিছুই বলা হচ্ছে না। যেখানে স্বপ্নের বিষয়বস্তুর মধ্যে এই স্বীকারোক্তি আসতে পারে ঠিক সেখানেই সংলাপ থামিয়ে

BanglaBook.org

দিয়ে উঠে আসছে এক অস্পষ্ট গুঞ্জন : যেন কোনো কিছু হারিয়ে গেল বা দমন করা হলো।

আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন, কত সহজেই এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে সংলাপ এখানে খুবই নির্লজ্জ ছিল বলেই তাকে দমন করা হয়েছে। এবার ভাবুন এরকম ঘটনা ঠিক কোথায় আপনারা দেখেছেন! (আজকের দিনে এটা আর তেমন কিছু আশ্চর্য নয়, জরুরি অবস্থার কথা ভাবুন, দেখবেন মনে পড়বে সংবাদপত্রের নানান জায়গা তখন ফাঁকা থাকত। এটা হওয়া মানেই প্রেস সেন্সরশিপ। যেখানে ফাঁকা জায়গা আছে সেখানেই সেন্সর-কর্তৃপক্ষের কাঁচি চলেছে। আপনারা অবশ্যই ভাবতে পারেন, ঐসব জায়গাতেই সবচেয়ে জরুরি খবরগুলি ছিল, যাদের বলা যেতে পারে খবরের মধ্যে সেরা।

আবার অন্য কোনো জায়গায় হয়তো দেখবেন, সেন্সর কর্তৃপক্ষ কাঁচি চালাননি, বরং লেখক আগে থেকে সেন্সরের কাঁচির কথা ভেবেই লেখাকে একটু ঘুরিয়ে, নিচু গলায় আভাস-ইঙ্গিত দিয়ে কাজ সেরেছেন। এক্ষেত্রে লেখার মধ্যে কোনো ফাঁকা জায়গা নেই বটে, কিন্তু লেখায় ঘুরিয়ে বলা, আভাসে বা ইঙ্গিতে বলা লক্ষ করে আপনি বুঝবেন, লেখার সময় লেখকের সেন্সরবোর্ডের কথাই মনে ছিল)।

ঠিক এইভাবেই পাশাপাশি রেখে আমরা বলতে পারি, স্বপ্নে যে সমস্ত সংলাপ-গুলিকে বাদ দেওয়া হয়েছে বা লুকিয়ে রাখা হয়েছে 'গুঞ্জন'ধ্বনির সাহায্যে সে-সবের ওপর সেন্সরের কাঁচি চলেছে। আমরা, প্রকৃতপক্ষে 'স্বপ্ন-সেন্সর ব্যবস্থা' এই শব্দটিকেই ব্যবহার করছি। আর তা করে বোঝাতে চাইছি যে এই সেন্সর ব্যবস্থার দৌলতেই স্বপ্নে বিকৃতিকরণের কাজটি ঘটে। যেখানেই ব্যক্ত স্বপ্নের জায়গায়-জায়গায় ফাঁকা থাকবে, সেখানেই তার জন্য দায়ী ঐ সেন্সর ব্যবস্থা। শুধু তাই নয়, আমরা এর চেয়ে আরেকটু এগিয়েও বলতে পারি যে স্বপ্নের স্মৃতিচারণায় পরিষ্কার স্পষ্ট জায়গার মাঝখানে যদি কোথাও অস্পষ্ট, অনিশ্চিত বা সন্দেহজনক জায়গা থাকে তাহলে তাকে ঐ সেন্সর ব্যবস্থার প্রমাণ হিশেবে ধরতে হবে। অবশ্য প্রেম-সেবা (love-service) বিষয়ক স্বপ্নে যতটা খোলাখুলি ও সরলভাবে এটা ঘটেছে, ততটা খুব কমই দেখা যায়। বরং বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় সেন্সরব্যবস্থা স্বপ্নের যথার্থ অর্থকে পাল্টে দিয়ে আভাসে-ইঙ্গিতে বা সূক্ষ্ম পরিবর্তনে কাজ সারে।

ঝোঁকের স্থানচ্যুতি (Displacement of accent)

এছাড়াও তৃতীয় আরেকভাবে স্বপ্ন-সেন্সর ব্যবস্থা কাজ করে। যার সঙ্গে প্রেস সেন্সর ব্যবস্থার কোনো মিল নেই। আমি অবশ্য এর একটি দৃষ্টান্ত আপনাদের

BanglaBook.org

দেখাতে পারি, সেই স্বপ্নটি থেকে, যেটি আমরা কিছুক্ষণ আগেই বিশ্লেষণ করেছি। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে সেই 'দেড় ফ্লোরিন দাম দিয়ে থিয়েটারের ৩টি বাজে টিকিট' স্বপ্নের কথা। এই স্বপ্নের নিহিত বা অব্যক্ত চিন্তায় প্রচ্ছন্ন উপাদানটির সম্মুখভাগে ছিল 'বড্ড তাড়াহুড়ো, ভীষণ আগে' যার অর্থ ছিল : 'অত আগে বিয়ে করা খুব বোকামি হয়েছে, অত আগে থিয়েটারের টিকিট কাটাও খুব বোকামি হয়েছে, অত তাড়াহুড়ো করে একটা গয়নার পেছনে সব টাকা খরচ করাটাও ননদের পক্ষে ভারি বোকামি হয়েছে।' স্বপ্নের ব্যক্ত চেহারায় কিন্তু স্বপ্নের অব্যক্ত চিন্তার এই কেন্দ্রীয় উপাদানটির কোনো কিছুই দেখা যাচ্ছে না, বরং সেখানে সবচেয়ে বেশি দেখা যাচ্ছে থিয়েটারে যাওয়া এবং টিকিট কেনা। এইভাবে এক জায়গার ঝোঁক অন্য জায়গায় সরিয়ে দিয়ে, স্বপ্ন-উপাদানগুলির পুনর্বিন্যাস বা পুনর্গঠন ঘটিয়ে স্বপ্নের ব্যক্ত উপাদানটিকে তার নিহিত বা অব্যক্ত চিন্তার থেকে এত আলাদাভাবে হাজির করা হয়েছে যে কেউ সন্দেহই করবে না; তার পেছনে অব্যক্ত চিন্তাটি ঐরকম। ঝোঁকের এই স্থানচ্যুতি বা জায়গা-বদল বিকৃতিকরণের একটি মুখ্য উপায়, আর এর জন্যই স্বপ্নের চরিত্র এতই অদ্ভুত হয় যে স্বপ্নদর্শী ব্যক্তি নিজেও চিনতে চান না যে এটি তাঁর নিজেরই মানস-সন্তান।

বাদ দেয়া, রূপান্তর করা, উপাদানের পুনর্বিন্যাস—এগুলিই হচ্ছে স্বপ্ন-সেন্সর ব্যবস্থার কাজ করার রীতি এবং বিকৃতিকরণের উপায়। সেন্সর ব্যবস্থা, বিকৃতিকরণ প্রক্রিয়ার হয় নিজেই উদ্ভাবক, নাহয় একাধিক উদ্ভাবকের মধ্যে একজন। রূপান্তর এবং পরিবর্তন, সাধারণত স্থানচ্যুতির অন্তর্ভুক্ত হয়েই কাজ করে।

স্বপ্ন-সেন্সর ব্যবস্থার কার্যকলাপ সংক্রান্ত আলোচনা থেকে স'রে এসে এবার নজর দেয়া যাক এর গতিবিজ্ঞানের (dynamics) দিকে। আমি আশা করছি আপনারা নিশ্চয়ই 'সেন্সর ব্যবস্থা' এই শব্দটিকে মানবসমাজের সেন্সর ব্যবস্থার হুবহু অনুরূপ কিছু ভাবছেন না, যাতে মনে হতে পারে, মস্তিষ্কের মধ্যে কোনো একটি প্রকোষ্ঠে এক কঠোর বামনবীর কিংবা কোনো প্রেতাত্মা ব'সে তার কর্তব্য সম্পাদন করছে। অথবা নিশ্চয়ই এ-ও ভাবছেন না যে মাথার মধ্যে কোথাও একটা 'মস্তিষ্ককেন্দ্র' আছে যেখান থেকে সেন্সর ব্যবস্থা পরিচালনা করা হচ্ছে, যার ফলে ঐ 'মস্তিষ্ককেন্দ্র' কোনোভাবে জখম হলে বা লোপাট হয়ে গেলে সেন্সর ব্যবস্থাও বিলুপ্ত হবে। আমরা, আপাতত শুধু একটি গতিশীল সম্পর্ক বোঝানোর জন্য এই শব্দটি ব্যবহার করছি, এর মানে অবশ্য এ-ও নয় যে আমরা এ প্রশ্ন করতে পারবো না যে এই ব্যবস্থার উপর কোন্ ধরনের ঝোঁক প্রভাব বিস্তার করতে পারে অথবা তারা নিজেরাই বা কীভাবে প্রভাবিত হয়। এছাড়াও, আমরা অবাক হবো না যদি দেখি যে ইতিমধ্যেই বেশ

BanglaBook.org

কিছু আগে স্বপ্ন-সেন্সর ব্যবস্থা আমাদের আলোচনার রাস্তায় পড়লেও তাকে আমরা ঠিকঠাক চিনতে না-পারার জন্য পেছনে ফেলে এসেছি। বাস্তবিক এই ঘটনাটাই ঘটেছে। আপনাদের মনে আছে অবাধ অনুষঙ্গ প্রক্রিয়া যখন আমরা প্রয়োগ করছিলাম তখন আমাদের অদ্ভুত এক অভিজ্ঞতা হয়েছিল? আমরা আবিষ্কার করেছিলাম যে নির্জ্ঞান চিন্তার বদলি স্বপ্ন-উপাদানগুলিকে ভেদ ক'রে মূল নির্জ্ঞান চিন্তায় পেঁছিনোর রাস্তায় আমরা একধরনের বাধা বা প্রতিরোধের মুখোমুখি হচ্ছি। এই প্রতিরোধের শক্তি আমরা বলেছিলাম, কোনো সময় খুব সাংঘাতিক, আবার কোনো সময় খুবই দুর্বল। প্রতিরোধ সামান্য হ'লে আমাদের সামান্য কিছু যোগসূত্র পেলেই চলবে, কিন্তু প্রতিরোধ যেখানে প্রচণ্ড শক্তিশালী সেখানে দরকার হবে অনুষঙ্গের লম্বা শেকল, যা কিনা মূল বা প্রথম অব্যক্ত চিন্তা থেকে ঢের দূরে, যেখানে পেঁছিতে গেলে অনুষঙ্গ থেকে ওঠা নানান আপত্তির বাধা আমাদের কাটিয়ে উঠতে হবে। স্বপ্ন-ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে যাদের আমরা 'বাধা' বা 'প্রতিরোধ' হিশেবে দেখেছি, তাদেরই, স্বপ্নের কর্ম-প্রণালীর ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেন্সর-ব্যবস্থা হিশেবে। এই প্রতিরোধ হচ্ছে স্বপ্ন-সেন্সর ব্যবস্থার বিষয়ীভূত বা প্রতীয়মান চেহারা। এর ফলে আমরা প্রমাণ পাচ্ছি যে এই সেন্সর ব্যবস্থার ক্ষমতা শুধু স্বপ্ন বিকৃতিকরণের কাজ করেই ফুরিয়ে যায়নি বা বিলুপ্ত হয়নি, বরং এ এক স্থায়ী ব্যবস্থা, যার কাজ হচ্ছে বিকৃতিকরণ একবার সম্পন্ন হ'লে তাকে বজায় রাখা। এর পরেও দেখা যাবে, ব্যাখ্যার সময় যেমন একেকটি উপাদানের ক্ষেত্রে প্রতিরোধ একেকরকম, সেরকমই সেন্সর ব্যবস্থার বিকৃতিকরণের মাত্রা, গোটা স্বপ্নের একেকটি উপাদানের ক্ষেত্রে একেকরকম। অব্যক্ত এবং ব্যক্ত স্বপ্নের তুলনা করলে দেখা যাবে কোনো কোনো অব্যক্ত উপাদান একেবারেই বাদ গেছে, কেউ কেউ কম-বেশি রূপান্তরিত হয়েছে, আবার কেউ কেউ ব্যক্ত স্বপ্নে অপরিবর্তিত অবস্থায় উঠে এসেছে, হয়তো উঠে এসেছে আরো তীব্র চেহারা নিয়ে।

আমাদের উদ্দেশ্য অবশ্য হচ্ছে এটা খুঁজে বের করা যে কোন্ ধরনের ঝোঁক এই সেন্সর-ব্যবস্থা প্রয়োগ করছে, এবং কোন্ ধরনের ঝোঁকের উপর তা প্রযুক্ত হচ্ছে। এখন, একেই বলা যেতে পারে স্বপ্ন বোঝার ক্ষেত্রে একটি মৌলিক প্রশ্ন, এমনকী মানবজীবনকে বোঝার ক্ষেত্রেও এটি তা-ই। এর উত্তর অবশ্য সহজেই পাওয়া যাবে যদি আমরা এ পর্যন্ত যে-স্বপ্নগুলির ব্যাখ্যা দান করতে সক্ষম হয়েছি, তাদের সতর্কভাবে নিরীক্ষণ করি। সেইসব ঝোঁকগুলিই সেন্সর ব্যবস্থা প্রয়োগ করে যারা স্বপ্নদর্শীর জাগ্রত বিচারবুদ্ধির সঙ্গে একমত এবং যাদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট স্বপ্নদ্রষ্টা একাত্ম বোধ করেন। যদি দেখা যায় যে আপনার কোনো স্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যাকে আপনি খারিজ করছেন, তাহলে আপনি নিশ্চিত হতে পারেন যে আপনার খারিজ করার পেছনে সেই একই অভিসন্ধি আছে যা সেন্সর

BanglaBook.org

ব্যবস্থা প্রয়োগ করেছে এবং বিকৃতিকরণ প্রক্রিয়া চালু করেছে, যার জন্য স্বপ্নের ব্যাখ্যা পরে দিতে হচ্ছে। আমাদের সেই ৫০ বছর বয়সী প্রৌঢ়া মহিলার কথা ভাবুন, যাঁর স্বপ্ন বিশ্লেষণ করা না-হলেও যিনি নিজের স্বপ্নে নিজেই আঁৎকে উঠেছেন ; আরো বেশি আঁৎকে উঠতেন ও অপমানিত বোধ করতেন যদি ডা ফন হিউগ হেলমুট (Von Hug-Hellmuth) তাঁকে স্বপ্নের নির্ভুল অর্থটি বুঝিয়ে দিতেন ; ঠিক এই ধরনের নিষেধের বা নিন্দার দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই স্বপ্নের আপত্তিজনক অংশগুলির বদলে উঠে এসেছিল 'গুঞ্জন'।

সেন্সর ব্যবস্থা দ্বারা নিষিদ্ধ স্বপ্ন-ইচ্ছা

যেসব ঝোঁকের বিরুদ্ধে স্বপ্নের সেন্সর ব্যবস্থা প্রয়োগ করা হয়েছে তাদের বিবরণ, এবার ভাবতে হবে, মনের ভেতরের বিচারবুদ্ধির মানদণ্ডের দিক থেকে। আর তা যখন আমরা ভাবি, তখন আমরা এটুকুই বলতে পারি যে ঐসব ঝোঁক নিশ্চয়ই খুব আপত্তিজনক ছিল, আপত্তিজনক ছিল নৈতিকতা, সৌন্দর্য-বোধ ও সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির দিক থেকে। এবং সেগুলি ছিল এমন কিছু বিষয় সম্পর্কে যাদের এমনকী আমরা মনেও আনতে পারি না, অথবা আনলেও ঘৃণার সঙ্গে আনি। সর্বোপরি, সেন্সর ব্যবস্থায় নিষিদ্ধ এইসব ইচ্ছা যা কীনা স্বপ্নে বিকৃত অবস্থায় উঠে এসেছে তারা এক সীমাহীন ক্রুর অহং-এর অভিব্যক্তি, কেননা প্রতিটি স্বপ্নেই স্বপ্নদর্শীর অহং এসে হাজির হয়, প্রধান ভূমিকায় সে-ই থাকে, যদিও সে জানে ব্যক্ত অবস্থায় কীভাবে পুরো ছদ্মবেশ ধারণ করতে হয়। এই পুণ্য অহংবাদ (Sacro egoismo) ঘুমের সময় যে-মনোবৃত্তি দরকার তার সঙ্গে নিশ্চিতই যোগাযোগহীন নয় কেননা তা হলো : বহির্জগৎ সম্পর্কে সমস্ত আগ্রহ প্রত্যাহার।

যে-অহং সমস্ত নৈতিক বাঁধন বা দায়দায়িত্ব ছিন্ন করেছে সে নিশ্চয়ই যৌন তাড়নার সমস্ত দাবির সঙ্গেই একাত্ম বোধ করবে, সেইসব যৌন তাড়না যা আমাদের সৌন্দর্যশিক্ষা বা রুচিবোধ দীর্ঘদিন ধরে দূষণীয় বলে ভেবেছে, যা আমাদের সমস্ত নীতিবোধ প্রবর্তিত সংযমের সম্পূর্ণ বিরোধী। সুখের তাড়না বা কামেচ্ছা বা রিরংসা বা লিবিডো তার ভোগ্যবস্তু পছন্দ করার ব্যাপারে কোনো লজ্জাশরমের তোয়াক্কা করে না, বরং তাকেই বেশি পছন্দ করে যা নিষিদ্ধ : শুধুমাত্র পরস্ত্রী নয়, বরং অজাচারের অন্তর্ভুক্ত কেউ, যেমন পুরুষের মা কিংবা বোন, নারীর বাবা কিংবা ভাই—অর্থাৎ যেসব সম্পর্ক মানবসমাজে সর্বসম্মতিক্রমে পবিত্র বলে গৃহীত তাদেরই কলঙ্কিত করতে চায়। এমনকী আমাদের ৫০ বছর বয়সী প্রৌঢ়া মহিলার স্বপ্ন, অজাচার (incest) দোষে দুষ্ট, যেখানে রিরংসা (libido) নির্ভুলভাবে নির্দেশ বা ইঙ্গিত করছে

BanglaBook.org

নিজের ছেলের দিকে। যেসব কামেচ্ছা আমরা মানবস্বভাবের বিরোধী বলে মনে করি, তারা দেখা যাবে স্বপ্নে উঠে আসার যথেষ্ট ক্ষমতা রাখে। দেখা যাবে তুমুল ঘৃণার ঝড় বয়ে চলেছে : যারা সবচেয়ে কাছের ও প্রিয়, সেই বাপ-মা, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী, নিজের সন্তান—এদের খুন করার কিংবা এদের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার ইচ্ছাও এখানে কিছু বিরল ব্যাপার নয়। সেন্সর ব্যবস্থায় নিষিদ্ধ এই ইচ্ছাগুলি যেন বাস্তবিকই নরক থেকে উঠে আসে। যখন আমরা এদের মর্মোদ্ধার করতে পারি তখন জেগে উঠে মনে হয় যেন পৃথিবীর কোনো সেন্সর ব্যবস্থাই যথেষ্ট কঠোর নয়। কিন্তু স্বপ্নগুলিকে এইসব শয়তানিতে ভরা নারকীয় বিষয়বস্তুর জন্য দায়ী করা ঠিক হবে না, কেননা নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে, স্বপ্ন বস্তুতপক্ষে শুধু যে নির্দোষ তা-ই নয়, এমনকী রীতিমতো উপকারী যেহেতু তা আমাদের ঘুমে কোনো ব্যাঘাত ঘটতে দেয় না। লাম্পট্য, স্বপ্নের চরিত্রের মধ্যে নেই। সত্যি কথা বলতে কী, এমন অনেক স্বপ্ন আছে যা বৈধ ইচ্ছার তৃপ্তিসাধন করে, জরুরি দৈহিক প্রয়োজন মেটায়। এটা অবশ্য ঠিক যে এইসব স্বপ্নে কোনো বিকৃতি থাকে না, থাকার দরকারও নেই, কেননা তারা অহং-এর নীতিবোধ ও সৌন্দর্যবোধকে আঘাত না-করেই নিজেদের কাজ সারতে পারে। মনে রাখবেন, বিকৃতিকরণের মাত্রা নির্ভর করে দুটি বিষয়ের উপর : একদিকে নিষিদ্ধ করার মতো ইচ্ছা যত বীভৎস হবে, ততই বিকৃতির মাত্রা বাড়বে, আবার অন্যদিকে সেন্সর করার বা নিষিদ্ধ করার দাবি যত তীব্র হবে, বিকৃতির মাত্রাও তত বাড়বে। কাজেই দেখা যাবে গোঁড়া রক্ষণশীল পরিবারে বড় হয়ে ওঠা কোনো কুমারী মেয়ের স্বপ্নে কঠোর সেন্সর ব্যবস্থা স্বপ্নে বিকৃতির মাত্রা অতিরিক্ত পরিমাণে প্রয়োগ করেছে, যা আমরা চিকিৎসাবিজ্ঞানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি হিশেবে মনে করতে পারি বাড়াবাড়ি, যেহেতু মেয়েটির যৌন কামনা স্বাভাবিক এবং নির্দোষ সীমার মধ্যেই আছে। এবং মেয়েটিও হয়তো দশ বছর পর নিজেই তা বুঝতে পারবে।

এছাড়া, এ প্রসঙ্গে এটাও মনে রাখা ভালো যে আমাদের প্রগতি এতটা হয়নি যে আমাদের ব্যাখ্যার ফলাফল দেখে নিদারুণ রুষ্ট হতে হবে। এটা অবশ্য ঠিক যে আমরা এখনো সঠিকভাবে সব কিছু বুঝতে পারিনি, কিন্তু এ-ও ঠিক যে আমাদের ব্যাখ্যাকে সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে মজবুত করতেই হবে। আমাদের কাজের দুর্বল দিকগুলিকে খুঁজে বের করা এমন কিছু শক্ত ব্যাপার নয়। আমাদের ব্যাখ্যার ভিত্তি হচ্ছে কিছু অনুমান, যার সাহায্যে আমরা আগেই দেখেছি যে স্বপ্নের কিছু তাৎপর্য বা অর্থ আছে। একটা সময় মানসিক প্রক্রিয়া নির্জ্ঞান হতে পারে, যা প্রথমে সম্মোহন নিদ্রার ক্ষেত্রে দেখা গেছে, আবার এটা স্বাভাবিক ঘুমের ক্ষেত্রেও প্রযুক্ত হতে পারে। আবার এ-ও আমরা দেখেছি,

BanglaBook.org

সমস্ত অনুষঙ্গগুলিই নিয়ন্ত্রণসাপেক্ষ। এখন এইসব অনুমানের ভিত্তিতে আমরা যদি যুক্তি-পরম্পরায় আমাদের স্বপ্ন-ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে কোন সম্ভাব্য সঠিক ফলাফলের কাছে পেঁছিতে পারি, তাহলে আমরা যুক্তিসঙ্গতভাবে এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে আমাদের অনুমানগুলি নির্ভুল, কিন্তু যদি আমাদের আবিষ্কারগুলি, একটু আগে যাদের বর্ণনা দিলাম তাদেরই মতো হয়, তাহলে কী হবে? সেক্ষেত্রে অবশ্যই এটা খুব স্বাভাবিক হবে যদি কেউ বলেন: এইসব ফলাফল অবিশ্বাস্য, উদ্ভট; খুব কম করে বলতে গেলে বলতে হয় একেবারেই অসম্ভব, কাজেই ঐ অনুমানের মধ্যেই কিছু ভুল আছে। হয় স্বপ্ন কোনো মানসিক ঘটনা নয়, নাহয় আমাদেব স্বাভাবিক অবস্থায় 'নির্জ্ঞান' বলে কিছু নেই, অথবা আমাদের কৌশলেই কোথাও ভুল আছে। আমাদের অনুমাননির্ভর ঐসব জঘন্য সিদ্ধান্তের চেয়ে এটাই কি সরল এবং সন্তোষজনক ধারণা নয়?

হ্যাঁ। দুটিই ঠিক। তবে সরল আর সন্তোষজনক বলেই তা সঠিক এমন কথা বলা যায় না। নাহয়, নিজেদের আমরা আরেকটু বেশি সময় দিই, সমস্ত বিষয়টা সম্পর্কে এখনই কোনো রায় দেয়া যাবে না।

নিষিদ্ধ ইচ্ছা অস্বীকার

প্রথমে দেখুন, আমাদের ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে কোনো যুক্তি খাড়া করা খুব কঠিন নয়। আমাদের ফলাফল যে অতীব অপ্রিয় এবং ঘৃণ্য হতে পারে এ ব্যাপার নিয়ে আমরা ততটা মাথা ঘামাচ্ছি না। এর চেয়ে জোরালো বিরোধী যুক্তি হচ্ছে স্বপ্ন দেখার পর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা যখন আমাদের ব্যাখ্যা-প্রদত্ত নিষিদ্ধ ইচ্ছা / ঝোঁকগুলি তাঁদের উপর চাপিয়ে দেয়ার বিরুদ্ধে জোরালো যুক্তিসঙ্গত আপত্তি জানান। "কী বল্লেন?' একজন প্রশ্ন করেন, "আপনি আমার স্বপ্ন থেকে প্রমাণ করতে চান, আমি বোনের বিয়েতে মায়ের ভাইয়ের লেখাপড়ার পেছনে যে-টাকাপয়সা খরচ করেছি তা নিয়ে আমার মনে রাগ পুষে রেখেছি? এটা হতেই পারে না! আমার পুরো সময়টা আমি ভাই-বোনেদের জন্য খরচ করি, আমার জীবনের একমাত্র আগ্রহ হচ্ছে তাদের প্রতি আমার কর্তব্য করার, কেননা বাড়ির বড় ছেলে ব'লে আমি আমার মায়ের মৃত্যুশয্যায় কথা দিয়েছিলাম যে আমি তা-ই করব।" অথবা একজন মহিলা বলেন: "এ্যাঁ? আমি চাই আমার স্বামীর মৃত্যু হোক? এ একেবারে জঘন্য মিথ্যে কথা! আমাদের বিবাহিত জীবন যে শুধু সুখের তা-ই নয়, আপনি হয়তো বিশ্বাস করবেন না যে ওর মৃত্যু হলে আমি সবকিছুই হারাবো।" অথবা আরেকজন উত্তর দেন: "আপনি বলতে চান আমার বোনের সম্পর্কে আমার যৌন কামনা আছে? এটা একদম হাস্যকর। ওকে নিয়ে আমি মাথাই

BanglaBook.org

ঘামাই না, ওর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই, বহুবছর ধরে আমাদের মধ্যে একটিও কথা হয়েছে কিনা সন্দেহ।" এইসব ব্যক্তিরা যদি তাঁদের গোপন মনোবাসনাকে স্বীকার কিংবা অস্বীকার করেন, তাহলেও আমরা খুব কিছু প্রভাবিত হবো না, বরং আমরা বলতে পারি এইসব বিষয় সম্পর্কে তাঁরা সম্পূর্ণ 'অচেতন'। কিন্তু যখন তাঁরা আমাদের ব্যাখ্যার ঠিক বিপরীত ইচ্ছাটিকে তাঁদের মনে চিহ্নিত করেন এবং তাঁদের সারা জীবনের কাজ ও আচরণ দিয়ে প্রমাণ করেন যে আমরা যা বলছি, তার উল্টো ইচ্ছা বা ঝোঁকই তাঁদের জীবনে বরাবর প্রাধান্য পেয়েছে, তখনই মুশকিল হয়, আমরা অপ্রস্তুত হয়ে পাড়ি। তাহলে কি আমাদের এই স্বপ্ন-ব্যাখ্যার কাজটিকে অবিলম্বে বাতিল করা উচিত নয়, কেননা এ তো কেবলই এক উদ্ভট সিদ্ধান্ত থেকে অপর উদ্ভট সিদ্ধান্তের দিকে অন্তহীনভাবে এগিয়ে চলেছে? না, এখনো বাতিল করা ঠিক হবে না। এমনকী এই শক্তিশালী বিরোধী যুক্তিকেও শেষ পর্যন্ত টিকিয়ে রাখা মুশকিল। যদি আমরা ধরে নিই যে মানসিক জীবনে নির্জ্ঞান ঝোঁকগুলি আছে, তাহলে তার বিপরীত ঝোঁকগুলি সচেতন জীবনে প্রাধান্য বিস্তার করলেও কিছুই এসে যায় না, তাতে কিছুই প্রমাণ হয় না। বোধহয়, মনে পরস্পরবিরোধী ঝোঁক ও দ্বন্দ্বের একটি জায়গা আছে। ঠিক সেইজন্যই হয়তো একটি ঝোঁকের প্রাধান্য থাকলে তার বিপরীত ঝোঁকটির চরিত্র, নির্জ্ঞানে তার দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়। কাজেই প্রথম আপত্তিগুলি বিবেচনা করলে দেখা যাবে তার থেকে শুধু এটুকুই বোঝা যাচ্ছে যে স্বপ্ন-ব্যাখ্যার ফলাফলগুলি সরল নয় এবং খুবই অপ্রীতিকর। প্রথম আপত্তির উত্তর হিশেবে আমরা বলতে পারি, আপনি যতই সরলতার অনুরাগী হোন, তার দ্বারা স্বপ্নের সমস্যার কোনো সমাধান হচ্ছে না। প্রথমেই আপনার মনকে প্রস্তুত করতে হবে জটিল সম্পর্কগুলিকে গ্রহণ করার জন্য।

এবার দ্বিতীয় আপত্তির ক্ষেত্রে বলা যাক, আপনি স্পষ্টতই ভুল করছেন, এটা ভেবে যে বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্তের উদ্দেশ্য হচ্ছে কাউকে খুশি করা কিংবা অস্বস্তিতে ফেলা। কী এসে যায় যদি আপনি দেখেন যে স্বপ্ন-ব্যাখ্যার ফলাফলগুলি অপ্রিয়, দুর্গন্ধযুক্ত এবং জঘন্য। আমাদের অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে নিজেদের ভালো-লাগা মন্দ-লাগাগুলিকে সসম্মানে পেছনে সরিয়ে রাখতে হবে, যদি আমরা এ পৃথিবীর বাস্তব সত্য সম্পর্কে কিছু শিখতে চাই। যদি কোনো পদার্থবিজ্ঞানী আপনাকে প্রমাণ ক'রে দেখান যে ভূপৃষ্ঠে নিশ্চিতভাবে প্রাণ বিলুপ্ত হওয়ার বিশেষ দেরি নেই, তাহলে কি আপনি তাঁকে সাহস করে বলতে পারবেন, 'না না, এ হতে পারে না, কেননা এটা আমার ঠিক পছন্দ নয়'? আমার মনে হয় আপনি চুপ করেই থাকবেন যতক্ষণ পর্যন্ত না অন্য আরেক পদার্থবিজ্ঞানী এসে দেখান যে প্রথমজনের প্রাথমিক ধারণায় এবং গণনায় ভুল ছিল। আপনার যা ভালো লাগে না তাকেই যদি খারিজ করতে চান তাহলে স্বপ্ন-

BanglaBook.org

কাঠামোর কাণ্ডকারখানারই আপনি পুনরাবৃত্তি ঘটাচ্ছেন। তাকে বুঝতে বা আয়ত্তে আনার চেষ্টা করছেন না।

সেক্ষেত্রে হয়তো আপনি সেন্সর দ্বারা নিষিদ্ধ স্বপ্ন-ইচ্ছাগুলির অপ্রীতিকর চরিত্রকে দেখেও দেখবেন না, এবং এই ধরনের যুক্তি ব্যবহার করবেন যে মানব-চরিত্রের অত বিশাল জায়গা জুড়ে শুধু খারাপের প্রতিপত্তি আছে এটা ঠিক না-ও হতে পারে। কিন্তু আপনার নিজের অভিজ্ঞতা কি আপনার এই বক্তব্যকে সমর্থন করে? আমি অবশ্য আপনার নিজের কাছে আপনার নিজেরই চেহারা কীরকম, সে বিষয়ে কিছুই বলবো না, কিন্তু আপনি কি আপনার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কিংবা প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে এতই শুভেচ্ছার স্পর্শ পেয়েছেন, আপনার শত্রুদের মধ্যে এতই সৌজন্যবোধ ও আপনার পরিচিতদের মধ্যে এতই কম ঈর্ষা লক্ষ করেছেন যে মানবিক চরিত্রে আত্মকেন্দ্রিক শঠতার ভূমিকার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর দায়িত্ব নিজের কাঁধে টেনে নিয়েছেন? আপনারা কি জানেন না যৌনজীবন-সংক্রান্ত সমস্ত ব্যাপারে গড়পড়তা লোকজন কী ভয়ানক উদ্দাম, অসংযমী আর একেবারেই নির্ভরযোগ্য নয়? অথবা আপনি কি জানেন না রাতের স্বপ্নে যেসব ভয়ঙ্কর বিকৃত কিংবা উচ্ছৃঙ্খল কাজকর্মের স্বপ্ন দেখেন, সেসব অপরাধমূলক কাজকর্ম বস্তুতপক্ষে লোকেরা দিনের বেলায় সম্পূর্ণ জাগ্রত অবস্থায় করে থাকে? এক্ষেত্রে মনঃসমীক্ষণ, প্লেটোর এই বাক্যটি অনুমোদন না-ক'রে আর কী করবে: ভালো তারাই যারা খারাপ জিনিশের স্বপ্ন দেখে, খারাপ তারাই যারা ঐসব কাজ করে।

মানবচরিত্রের অশুভ দিক

এবার ব্যক্তির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে তাকান মহাযুদ্ধের দিকে যা ইয়োরোপকে ধ্বংস ক'রে দিচ্ছে; একবার ভাবুন কী দানবিক পৈশাচিকতা, নৃশংসতা এবং নির্বিকার মিথ্যা বলার অভ্যাসকে প্রশ্রয় দেয়া হচ্ছে সভ্যতার উপর হামলা চালানোর জন্য। আপনারা কি সত্যিই বিশ্বাস করেন কিছু মুষ্টিমেয় ভাগ্যান্বেষী নষ্ট চরিত্রের লোক জনগণকে বিপথগামী ক'রে প্রচ্ছন্ন অশুভ শক্তিকে চারদিকে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হতে পারে, যদি-না তাদের লক্ষ লক্ষ অনুগামীরা একই অপরাধে জড়িত থাকে? আপনারা কি এখনো বলবেন মানবচিত্তের কাঠামো বা গঠনের মধ্যে অশুভ শক্তির কোনো জায়গা নেই? আপনারা অবশ্য অভিযোগ করতে পারেন যে যুদ্ধ সম্পর্কে আমি একটু একপেশে দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিচ্ছি, কেননা এই যুদ্ধেই কি আমরা দেখিনি মানবচরিত্রের যা কিছু মহান এবং সুন্দর—বীরত্ব, আত্মত্যাগ আর দেশপ্রেম? হ্যাঁ, দেখেছি। কিন্তু দয়া করে মনঃসমীক্ষণের উপর অবিচার করবেন না, যে-

BanglaBook.org

অবিচার বারবারই তার উপর করা হয়, যখন অভিযোগ করা হয় যে মনঃসমীক্ষণ একটি জিনিশকে অস্বীকার করে, কারণ সে অপরটিকে অনুমোদন করে। আমাদের উদ্দেশ্য নয় মানবচরিত্রের মহৎ দিকগুলিকে অস্বীকার করা, এদের মূল্য আমরা বিন্দুমাত্র কমিয়ে দেখছি না। বরং উল্টোদিকে দেখুন, আমি আপনাদের মানবচিত্তের খারাপ ইচ্ছাসমূহ যা সেন্সর ব্যবস্থায় নিষিদ্ধ বা অবদমিত হয়, তার কথাই শুধু বলিনি, আমি এও দেখিয়েছি যে সেন্সর-ব্যবস্থা তাদের এমনভাবে দমন করে যাতে তাদের চেনার-ই উপায় থাকে না। আমরা মানবচরিত্রের অশুভ দিকটির ওপর বেশি জোর দিয়েছি, কেননা অন্যরা তাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন অথচ তাতে মানবচিত্তের কোনো উন্নতি ঘটে না। বরং তা বোঝার বাইরে থেকে যায়। অতএব যদি আমরা একপেশে নৈতিক মূল্যায়ন ছাড়তে পারি, তাহলেই নিশ্চিতভাবে মানব চরিত্রের মধ্যে শুভ এবং অশুভের যথার্থ সম্পর্ক নির্ধারণে সক্ষম হব।

এখানেই শেষপর্যন্ত ব্যাপারটা এসে দাঁড়িয়েছে। স্বপ্ন-ব্যাখ্যার কাজ করতে গিয়ে আমরা যেসব ফলাফল পেয়েছি, তাদের খুব অদ্ভুত ঠেকলেও নাকচ করার কোনো প্রয়োজন নেই। হয়ত পরে অন্য কোনো রাস্তায় এগিয়ে তাদের বোঝার আরো কাছাকাছি আমরা পৌঁছতে পারব। আপাতত এটুকু ভালোভাবে মনে রাখলেই চলবে: স্বপ্নে বিকৃতি ঘটে সেন্সরব্যবস্থার জন্য যা অহং-এর কিছু পরিচিত ঝোঁক প্রয়োগ করে, কিছু খারাপ ইচ্ছাকে দমন করার উদ্দেশে, যারা কীনা রাত্রে ঘুমের মধ্যে আমাদের ভেতর অস্থির হয়ে ওঠে। স্বভাবতই যদি আমরা নিজেদের প্রশ্ন করি, কেন রাতের বেলায় এরা এসে হাজির হয় এবং এইসব দূষণীয় ইচ্ছার উৎসই বা কী, তাহলে আমরা দেখব, এখনো আমাদের অনুসন্ধান করা অনেক বাকি, অনেক প্রশ্নের উত্তর এখনো আমাদের খুঁজতে হবে। তবে এটাও ভুল হবে যদি এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা অনুসন্ধান চালিয়ে অপর যে-ফলাফলটুকু পেয়েছি তাকে যথাযথ গুরুত্ব না দিই। স্বপ্ন-ইচ্ছাগুলি ঘুমে ব্যাঘাত সৃষ্টি করলেও আমাদের কাছে সাধারণত অজ্ঞাত থাকে, আমরা তাদের সম্পর্কে জানতে পারি স্বপ্ন-ব্যাখ্যা করতে গিয়ে। অতএব তাদের বলা যাক 'এই মুহূর্তে অচেতন (বা নির্জ্ঞান)' ঠিক সেই অর্থে যে-অর্থে আমরা আগেই তা ব্যবহার করেছি। কিন্তু আবার এটাও মানতে হবে যে তারা 'এই মুহূর্তে অচেতন' হওয়ার চেয়েও আরো বেশি কিছু, কেননা স্বপ্নদর্শী তাদের অস্তিত্ব অস্বীকার করে, যা আমরা এর আগেও বারবার দেখেছি, এমনকি যখন সে তার স্বপ্ন-ব্যাখ্যার সাহায্যে ঐসব নিষিদ্ধ ইচ্ছার অস্তিত্ব জানতে পারছে তখনও।

এই একই অবস্থায় আমরা প্রত্যেকবার পড়ব যখনই আমাদের এমন কোনো স্বপ্ন ব্যাখ্যা করতে হবে যেখানে বিকৃতিকরণের মাত্রা খুব বেশি, আর এটাই আমাদের ধারণার আরো একটি অতিরিক্ত গুরুত্ব তৈরি করে। আমরা এখন এটা ধরে

BanglaBook.org

নেওয়ার জন্য প্রস্তুত যে আমাদের মানসিক জীবনে এমন অনেক প্রক্রিয়া এবং ঝোঁক আছে যাদের সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না, এর আগেও জানতাম না, হয়তো কখনোই এ-সম্পর্কে আমরা কিছুই জানিনি। এর ফলে 'নির্জ্ঞান' শব্দটির একটি নতুন অর্থ তৈরি হয় : 'এই মুহূর্তে' কিংবা 'সাময়িক' এই শব্দটিকেও 'নির্জ্ঞানের' একটি অবশ্য প্রয়োজনীয় গুণ আর বলা যাবে না, 'নির্জ্ঞান' বলতে 'চিরস্থায়ী নির্জ্ঞানও' বোঝাতে পারে, শুধুমাত্র 'এইমুহূর্তে অব্যক্ত বা প্রচ্ছন্ন' নয়।

পরে আমরা এ বিষয়ে আরো আলোচনা করছি।

BanglaBook.org

৬

স্বপ্নে শতীক ব্যবস্থা

আমরা দেখতে পেয়েছি স্বপ্নে যে-বিকৃতিগুলি আমাদের স্বপ্ন বোঝার ক্ষেত্রে বাধা হ'য়ে দাঁড়ায় সেসবই স্বপ্ন-সেন্সর ব্যবস্থার ফল, যা কিনা দূষণীয় নির্জ্ঞান ইচ্ছা-আবেগের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু আমরা আবার একথাও বলিনি যে শুধুমাত্র সেন্সর ব্যবস্থাই বিকৃতিকরণের জন্য দায়ী। সত্যি কথা বলতে কী স্বপ্ন সম্পর্কে আরো অনুসন্ধান চালালে দেখা যাবে এই বিকৃতিকরণের মূলে আরো একাধিক কারণ আছে, দেখা যাবে যদি সেন্সর-ব্যবস্থা কোনোভাবে বিলুপ্ত করে দেয়া যায়, তবুও স্বপ্নের অর্থ আমরা বুঝতে পারব না, স্বপ্নের-ব্যক্ত চেহারা ও অব্যক্ত স্বপ্নচিন্তার মধ্যে ফারাক থেকেই যাবে। স্বপ্নের দুর্বোধ্যতার এই অন্য কারণটি, বিকৃতিকরণের এই অতিরিক্ত ভাগীদার-টির চেহারা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন আমাদের কৌশলের ফাঁক সম্পর্কে আমরা সচেতন হই। আমি ইতিমধ্যেই আপনাদের বলেছি, এমন অনেকেই আছেন, স্বপ্ন বিশ্লেষণ করার সময় যাঁদের মনে কখনো-কখনো স্বপ্নের একক কোনো উপাদানের অনুষঙ্গ থাকে না। অবশ্য এ-কথা ঠিক যে তাঁরা এটা যত ঘনঘন ঘটছে বলেন, ততটা ঘনঘন এটা ঘটে না। অবশ্য বহুক্ষেত্রে ধৈর্য ধরে চেষ্টা করলে অনুষঙ্গ পাওয়া যায়। তা সত্ত্বেও এমন কিছু ক্ষেত্র থাকছে যেখানে কোনো অনুষঙ্গই পাওয়া যাচ্ছে না বা পেলেও যা চাইছি তা পাচ্ছি না। যদি মনঃসমীক্ষণিক চিকিৎসার সময় এমন ঘটনা ঘটে, তাহলে তার একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে, যা এই মুহূর্তে আমার আলোচ্য বিষয় নয়। কিন্তু এটা অনেক সময় স্বাভাবিক ব্যক্তিদের অথবা এমনকি আমাদের নিজেদের স্বপ্ন বিশ্লেষণের সময়ও ঘটে। এইসব ক্ষেত্রে আমরা বুঝি যে কোনো চাপ দিয়েই কিছু হবে না, এবং শেষপর্যন্ত আবিষ্কার করি যে এই অবাঞ্ছিত, অপ্রত্যাশিত ঘটনাটির নিয়মিত আবির্ভাব ঘটছে, যখনই বিশেষ কিছু স্বপ্ন উপাদান সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। এবারে আমরা চিনতে পারি কোনো নতুন মূলনীতি সক্রিয় হ'য়ে উঠেছে অথচ আমরা আগে ভেবেছিলাম, আমরা এমন কোনো ব্যতিক্রমী ঘটনার সাক্ষাৎ পেয়েছি যেখানে আমাদের কৌশল কাজ করছে না।

BanglaBook.org

এইভাবে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই সব 'নীরব' উপাদানগুলির 'ভাষান্তর' আমাদের দিতে হবে, দিতে হবে আমাদের নিজস্ব যেটুকু সঙ্গীত আছে তারই সাহায্যে। এটাও আমাদের চোখে না-পড়ে কোনো উপায় নেই যে প্রতিটি ক্ষেত্রেই আমরা সন্তোষজনক অর্থ পাচ্ছি, যখন আমরা 'পরিবর্ত'গুলিকে ব্যবহার করছি। কিন্তু যখনই এই পদ্ধতি ব্যবহার করছি না তখনই স্বপ্ন হয়ে দাঁড়াচ্ছে অর্থহীন ও ছেঁড়াখোঁড়া। এই একই ধরনের বহু দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করার পর আমরা আমাদের প্রয়োজনীয় নিশ্চিতি খুঁজে পাচ্ছি, যদিও আগে আমরা বেশ সঙ্কোচের সঙ্গেই আমাদের পরীক্ষা শুরু করেছিলাম।

আমি এই সমস্ত কিছুর একটা খশড়া আপনাদের সামনে রাখছি, সহজে বোঝানোর জন্য ; তাতে আমাদের বক্তব্য বাতিল হয়ে গেল এমন নয়, শুধু ব্যাপারটা একটু সহজ করে দেয়া গেল।

আমরা এইভাবে স্বপ্ন-উপাদানগুলির ক্রমাগত ভাষান্তর করে যেতে পারি, যেমন স্বপ্ন-সংক্রান্ত জনপ্রিয় বইগুলিতে স্বপ্নের প্রতিটি ঘটনার ক্ষেত্রে তা করা হয়। আপনারা নিশ্চয়ই ভুলে যাননি যে আমরা যখন অবাধ-অনুষঙ্গ প্রক্রিয়া ব্যবহার করি তখন স্বপ্ন-উপাদানগুলির বদলি এইভাবে অবিরাম হাজির হয় না। এবার অবশ্য আপনারা বলতে পারেন, আগেকার অবাধ অনুষঙ্গ প্রক্রিয়ার তুলনায় এখনকার এই নতুন পদ্ধতিটি ঢের বেশি অনিশ্চিত এবং ঢের বেশি সমালোচনার মুখে পড়বে। কিন্তু আমার আরো কিছু বলার আছে : যখন আমরা বাস্তব অভিজ্ঞতার ভেতর থেকে এই ধরনের যথেষ্ট সংখ্যক অবিরাম 'ভাষান্তর' সংগ্রহ করে শেষপর্যন্ত বুঝতে পারি যে স্বপ্ন-ব্যাখ্যার ফাঁকা জায়গা-গুলি আমাদের নিজেদের সঞ্চিত জ্ঞান দিয়েই ভরাট করতে হবে, তখন মনে হয় স্বপ্নগুলিকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অনুষঙ্গ ছাড়াই বোঝা সম্ভব। কীভাবে আমরা তাদের অর্থ অবশ্যই বুঝতে পারব, তা আমি আলোচনার শেষার্ধে আপনাদের বলব।

প্রতীক কী

স্বপ্ন-উপাদান এবং তাদের ভাষান্তরের মধ্যবর্তী নিরবচ্ছিন্ন সম্পর্ককে আমরা বলি 'প্রতীকী' এবং স্বপ্ন-উপাদান স্বয়ং হচ্ছে নির্জ্ঞান (অচেতন) স্বপ্ন-ইচ্ছার প্রতীক।

আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, কিছু আগে, যখন আমরা স্বপ্ন-উপাদান এবং তাদের অব্যক্ত চিন্তার মধ্যে বিভিন্ন সম্ভাব্য সম্পর্কগুলিকে পরীক্ষা করছিলাম, তখন আমি তিনটি পৃথক সম্পর্কের কথা বলি :

BanglaBook.org

১. সমগ্রের বদলি হিশেবে অংশ, ২. পূর্বসূত্রের ইঙ্গিত (allusion), ৩. দৃশ্যচিত্র বা চিত্রকল্প।

এছাড়াও আমি আপনাদের চতুর্থ আরেকটি সম্ভাব্য সম্পর্কের কথা বলি, কিন্তু বলিনি যে সেটি ঠিক কী। এই চতুর্থ সম্পর্কটি হচ্ছে 'প্রতীকী', যা আমি এখন আপনাদের কাছে উপস্থিত করছি। এর সঙ্গে বেশ কিছু কৌতূহলোদ্দীপক আলোচনার বিষয় জড়িত আছে, যা আমরা পরে দেখব। 'প্রতীক' হচ্ছে আমাদের স্বপ্নসংক্রান্ত তত্ত্বের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশ।

প্রথমত, যেহেতু প্রতীক এবং প্রতীকের অন্তর্নিহিত ধারণার সম্পর্ক অপরিবর্তনীয়, সেইহেতু ধারণাটিকে উক্ত প্রতীকের 'ভাষান্তর' হিশেবে ধরা যেতে পারে, এবং সেইদিক থেকেই প্রতীকী ব্যবস্থা—প্রাচীন এবং জনপ্রিয় স্বপ্ন-ব্যাখ্যা—এই উভয় পদ্ধতির ভাবাদর্শকেই কিছুটা বাস্তবে রূপ দিতে পারে, কিন্তু আমরা আমাদের কৌশল ব্যবহার ক'রে এর থেকে অনেক দূরেই সরে এসেছি। কোনো-কোনো অবস্থায় প্রতীকের সাহায্যে, আমরা স্বপ্নদর্শী ব্যক্তিকে কোনো প্রশ্ন ব্যতিরেকেই তাঁর স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে পারি, তবে এ-ও ঠিক যে, দেখা যাবে হয়তো সেই ব্যক্তি ঐ প্রতীক সম্পর্কে কিছুই জানেন না। যদি স্বপ্নে আবির্ভূত প্রতীকগুলিকে আমরা চিনি, যদি স্বপ্নদর্শী ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব, পারিপার্শ্বিক অবস্থা, এবং তাঁর স্বপ্নের পশ্চাৎবর্তী বিভিন্ন স্মৃতি—এসব কিছুই আমাদের জানা থাকে, তাহলে প্রায়শই সরাসরি ঐ স্বপ্নের ব্যাখ্যা আমরা দিতে পারব, যেন দেখামাত্র আমরা এর ভাষান্তর ঘটাচ্ছি, ব্যাপারটা এমনই হবে। এই ধরনের কৃতিত্ব স্বপ্ন-ব্যাখ্যাকারের আত্মশ্লাঘার পক্ষে যথেষ্ট, আবার এতে স্বপ্নদর্শী ব্যক্তিটি-ও যথেষ্ট অভিভূত হন। স্বপ্নদর্শীকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করার চেয়ে এ কতই না চমৎকার অভিজ্ঞতা! কিন্তু দয়া করে এর টানে ভেসে যাবেন না, কোনো কলাকৌশল দেখানো আমাদের উদ্দেশ্য নয়। প্রতীকী ব্যবস্থার উপর গড়ে ওঠা ব্যাখ্যার পদ্ধতিটি কখনোই অবাধ অনুষঙ্গের জায়গা নিতে পারে না, এমনকি তার সঙ্গে এর কোনো তুলনাও চলে না। বরং এটি অবাধ অনুষঙ্গ প্রক্রিয়ার একটি পরিপূরক ব্যবস্থা, এবং এই প্রতীকী পদ্ধতি তখনই ফলপ্রসূ হবে যখন একে অবাধ অনুষঙ্গ প্রক্রিয়ার সহযোগে ব্যবহার করা হবে। স্বপ্নদর্শী ব্যক্তিটির মানসিক অবস্থা-সংক্রান্ত জ্ঞান সম্পর্কে বলতে গেলে বলতে হয় স্বপ্ন-ব্যাখ্যার জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিটি আপনার ভালোভাবে চেনা হলেও তার আগের দিন কোন্ ঘটনা তাঁকে ঐ স্বপ্ন দেখতে উদ্দীপিত করেছিল সেটা আপনার জানা নেই, এছাড়াও উক্ত ব্যক্তিটির অনুষঙ্গগুলিই হচ্ছে তাঁর মানসিক অবস্থা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞানের উৎস।

এর পর আরো একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে স্বপ্ন এবং নির্জ্ঞানের প্রতীকী সম্পর্কের অস্তিত্ব-প্রসঙ্গে বেশ জোরালো আপত্তি শোনা গেছে। এমনকি যথেষ্ট

BanglaBook.org

মর্যাদা ও বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গ এই বিষয়টি মানতে পারেননি। তাঁদের এই আচরণ আরো উল্লেখযোগ্য মনে হবে যখন আমরা এ বিষয়ে দুটি জিনিশ মনে রাখব :

১. প্রতীকী ব্যবস্থা স্বপ্নের কোনো অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য নয়, অথবা কেবলমাত্র স্বপ্নেরই কোনো বৈশিষ্ট্য নয়।

২. স্বপ্নে প্রতীকী ব্যবস্থার ব্যবহার মনঃসমীক্ষণ বিদ্যার কোনো আবিষ্কার নয়, যদিও এই বিদ্যার বিস্ময়কর আবিষ্কার কিছু কম নেই। যদি এ বিষয়ে কারও আবিষ্কারকে পূর্বসূরীর মর্যাদা দিতে হয়, তাহলে তিনি হচ্ছেন কে. এ. শেরনার (K. A. Scherner—১৮৬১)। মনঃসমীক্ষণ বিদ্যা তাঁর আবিষ্কারের যাথার্থ্য অনুমোদন করেছে মাত্র, যদিও কোনো কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে কিছু রূপান্তরও ঘটিয়েছে।

এখন আপনারা স্বভাবতই স্বপ্ন-প্রতীকী ব্যবস্থার প্রকৃতি কী তা জানতে চাইবেন, বা তার কিছু দৃষ্টান্ত পেশ করার দাবিও জানাতে পারেন। আমিও, এ বিষয়ে যতটুকু জানি, তা আপনাদের সানন্দে জানাব, তবে এটাও আমাকে স্বীকার করতে হবে যে এ বিষয়ে আমাদের জ্ঞান, আমাদের ইচ্ছার তুলনায় এখনো যথেষ্ট নয়।

প্রতীকী সম্পর্ক, অন্তশ্চরিত্রের দিক থেকে অত্যাবশ্যকভাবে তুলনামূলক, কিন্তু যে-কোনো ধরনের তুলনা এ নয়। আমাদের অতি অবশ্যই সন্দেহ হতে পারে যে এই তুলনা কিছু বিশেষ শর্তসাপেক্ষ। যদিও এই শর্তগুলি কী তা আমরা বলতে পারি না। স্বপ্নে কোনো বস্তু বা ঘটনার সঙ্গে তুলনীয় যে-কোনো কিছুকেই আমরা তার প্রতীক বলে ধরে নেব না, আবার অন্যদিকে সব ক্ষেত্রেই স্বপ্ন, প্রতীক ব্যবহার করছে না, করছে অব্যক্ত স্বপ্নচিন্তার কয়েকটি বিশেষ উপাদানের ক্ষেত্রে। কাজেই দেখা যাচ্ছে, দুদিক থেকেই প্রতীক ব্যবহারের সীমাবদ্ধতা আছে। আমাদের অতি অবশ্য স্বীকার করতে হবে যে, এখনো পর্যন্ত আমরা প্রতীক বলতে ঠিক কী বুঝি তার কোনো সঠিক সীমা নির্দিষ্ট ক'রে দিতে পারি না, কেননা এ 'পরিবর্ত বা বদলি' কিংবা পুনরুপস্থাপনার (representation) সঙ্গে যেমন মিলে যেতে চায়, তেমনি পূর্বসূত্রের ইঙ্গিতেরও খুব কাছাকাছি চলে আসে। একশ্রেণীর প্রতীকের ক্ষেত্রে 'তুলনা' খুব সহজেই চোখে পড়ে, কিন্তু আরেক শ্রেণীর প্রতীক আছে যাদের সাধারণ উপাদানটিকে খুঁজে বের করতে হবে ; যেন দুটি বিপরীত জিনিশের কোনো মধ্যবর্তী তৃতীয় তুলনা (tertium comparationis) প্রচ্ছন্ন রয়েছে আমাদের আনুমানিক তুলনায়। এ বিষয়ে আরো ভেবে দেখলে ঐ তৃতীয় তুলনাটি আমাদের কাছে উন্মোচিত হ'তে পারে আবার তা নিশ্চিতভাবে আমাদের কাছে অজ্ঞাতও থাকতে পারে। আবার যদি দেখা যায় যে প্রতীকটি যথার্থই ঐ 'তুলনা' তাহলে এটা

BanglaBook.org

খুবই অদ্ভুত ব্যাপার হবে যদি অবাধ অনুষঙ্গ প্রক্রিয়ার সাহায্যেও তা আত্মপ্রকাশ করতে না পারে, যদি স্বপ্নদর্শী, এর অস্তিত্ব সম্পর্কে কিছু না জেনেই অচেতনভাবে একে ব্যবহার করেন, শুধু তাই নয়, তাঁর নজরের সামনে একে হাজির করলেও তিনি যদি একে চিনতে না চান। কাজেই দেখতে পাচ্ছেন প্রতীকী সম্পর্ক একটি অদ্ভুত ধরনের তুলনা-ব্যবস্থা, যার প্রকৃতি এখনো আমাদের কাছে পুরো পরিষ্কার নয়। হয়তো পরে এ ব্যাপারে কিছু ইঙ্গিত বা চিহ্ন লক্ষ করা যাবে, যা এই অজ্ঞাত বস্তুটির উপর আলোকপাত করতে পারবে।

স্বপ্নে প্রতীক যেসব জিনিশকে পুনরুপস্থাপিত (represent) করতে পারে তাদের সংখ্যা প্রচুর নয়, পুরো মানবশরীর, বাপ-মা, সন্তান-সন্ততি, ভাই, বোন, জন্ম, মৃত্যু, নগ্নতা এবং আরেকটি জিনিশ বাড়ি—যে প্রতীকটিকে নিয়মিতভাবে মানব-আকৃতির চেহারা নিতে দেখা যায়, যার স্বীকৃতি শেরনার (Scherner) দান করেছেন। তবে এই প্রতীকটির ওপর তিনি আরো যেসব বৈশিষ্ট্য চাপাতে চান, তা বোধহয় এর প্রাপ্য নয়। অনেক সময় অনেকে দেখেন যে তাঁরা একটি বাড়ির সামনে দিয়ে নেমে আসছেন, কোনো কোনো সময় সুখানুভূতি, আবার কোনো কোনো সময় ভীষণ আতঙ্কের সঙ্গে। যদি বাড়ির দেয়ালগুলি হয় মসৃণ, তাহলে 'বাড়ি'র অর্থ পুরুষ, যদি এর জানালা কিংবা বারান্দা থাকে যা হাত দিয়ে ধরা যায় তাহলে তা নারী। বাপ-মা স্বপ্নে হাজির হতে পারেন সম্রাট এবং সম্রাজ্ঞী হিশেবে, রাজা-রানি হিশেবে অথবা এই ধরনের কোনো উচ্চপদমর্যাদা-সম্পন্ন ব্যক্তি হিশেবে। এই ব্যাপারে স্বপ্নের দৃষ্টিভঙ্গি খুবই সম্ভ্রমপূর্ণ। শিশু (সন্তান) বা ভাই-বোনেদের অবশ্য একটু কম সদয়ভাবেই ব্যবহার করা হয় কেননা তাদের প্রতীক হয় পশুশাবক কিংবা উকুন। 'জন্ম' প্রসঙ্গে প্রায় নিশ্চিতভাবে থাকবে জলের উল্লেখ : হয় আমরা জলে পড়ে যাচ্ছি না-হয় ভেসে উঠছি, হয় কারও সাহায্যে না-হয় কাউকে সাহায্য করতে গিয়ে, অর্থাৎ জননী ও সন্তানের সম্পর্ক এইভাবেই চিহ্নিত করা হচ্ছে। মৃত্যুর ব্যাপারে দেখা যাবে আমরা কোথাও ভ্রমণে বেড়িয়েছি, অথবা ট্রেনে ভ্রমণ করছি। মৃত্যুর অবস্থাটির নির্দেশ থাকতে পারে বহু দুর্বোধ্য কিংবা দুর্বল ইঙ্গিতে। জামাকাপড় বা উর্দি বোঝাতে পারে নগ্নতা। দেখতেই পাচ্ছেন এখানে প্রতীক আর ইঙ্গিতের মধ্যে ব্যবধান ক্রমশ বিলুপ্ত হওয়ার দিকে।

যৌন প্রতীক

এইসব প্রতীকের অপ্রতুলতার তুলনায় আবার লক্ষ করা যাবে আরেকটি

BanglaBook.org

ক্ষেত্রে প্রতীকের বৈচিত্র্য এবং সংখ্যা ঢের বেশি। আমি বোঝাতে চাইছি যৌন জীবন সংক্রান্ত ব্যাপারগুলি, যেমন যৌনাঙ্গ, যৌন প্রক্রিয়া এবং মৈথুন। স্বপ্নের অধিকাংশ প্রতীক বহুলপরিমাণে যৌন। এবার একটি অদ্ভুত পরিমাণগত বৈষম্য লক্ষ করা যাবে। দেখা যাবে বিষয়ের সংখ্যা কম, কিন্তু তাদের প্রতীকের সংখ্যা, তুলনায় ঢের বেশি, যে কারণে একেকটি বিষয়ের জন্য বহু প্রতীক পাওয়া যাবে, যারা সকলেই একই জিনিশ নির্দেশ করছে। কাজেই তাদের ব্যাখ্যা যখন দেয়া যায়, তখন তাদের এই অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য সকলেরই বিরাগভাজন হয়, কেননা পুনরুপস্থাপনার (representation) অঢেল বৈচিত্র্যের তুলনায় প্রতীকের ব্যাখ্যায় বৈচিত্র্য নেই, তা একঘেয়ে। এ ঘটনা জানতে পারার পর অনেকেই এটা অপছন্দ করেন, কিন্তু আমাদের কী করার থাকতে পারে?

যেহেতু এই প্রথম আমি আমার আলোচনায় যৌনজীবন সম্পর্কে কিছু বলতে যাচ্ছি, সেই হেতু এ বিষয়টি আমি কীভাবে ব্যাখ্যা করব তার সম্পর্কে কিছুটা বলার দরকার আছে। এমন একটি জরুরী বিষয় সম্পর্কে মনোবিশ্লেষণ কোনো কিছুই লুকোতে চায় না, আভাসে ইঙ্গিতে ঢেকেঢুকে বলতে চায় না বা কোনো কিছু বলতে লজ্জা বোধ করে না। এই বিজ্ঞান মনে করে, বিরক্তিকর কিছু ইঙ্গিত দেয়ার চেয়ে সবকিছু সোজাসুজি অকপটে বলে দেয়াই ভালো। আমি যে নারীপুরুষমিশ্রিত এই জনসমাবেশে এ বিষয়ে কিছু বলতে এসেছি, তাতেও কিছু এসে যায় না। কোনো বিজ্ঞানে কোথাও শুশুকের মতো ডুবে-ডুবে জল খাওয়ার আচরণ নেই কিংবা স্কুলের ছোট খুকির মতো আচরণ করারও কিছু নেই। এখানে মহিলাদের উপস্থিতিই বুঝিয়ে দিচ্ছে যে তাঁরা পুরুষের মতোই সমান ব্যবহার পেতে ইচ্ছুক।

যৌনাঙ্গ প্রতীক : পুরুষ

পুরুষের যৌনাঙ্গ, স্বপ্নে, বিভিন্ন প্রতীক হিশেবে আসে, যদিও তাদের নিহিত ধারণাগুলি তুলনামূলকভাবে এক ও পরিষ্কার। প্রথমে দেখা যাক পুণ্য '৩' বা তিন সংখ্যাটি পুরুষের সম্পূর্ণ যৌনাঙ্গের প্রতীক। এটা বেশ স্পষ্ট এবং কৌতূহলোদ্দীপক যে পুরুষাঙ্গের প্রতীক প্রাথমিকভাবে হচ্ছে সেইসব জিনিশ যা লম্বা এবং খাড়া, যেমন লাঠি, ছাতা, খুঁটি, গাছ ইত্যাদি। এছাড়াও আরো কিছু জিনিশ, যাদের শরীরের ভেতরে ঢোকার এবং শরীরকে জখম করার ক্ষমতা আছে, যেমন ছুঁচলো অস্ত্র, ছুরি, বর্শা, তরোয়াল। আগ্নেয়াস্ত্রও কিছু আছে, যেমন: বন্দুক, পিস্তল, রিভলভার—এদের বিশেষ আকৃতির জন্যই এরা পুরুষাঙ্গের প্রতীক হওয়ার আরো উপযুক্ত।

BanglaBook.org

তরুণীদের উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার স্বপ্নে প্রায়ই দেখা যায়, একজন পুরুষ, ছুরি বা রাইফেল হাতে তাদের তাড়া করছে। বলা যেতে পারে স্বপ্নে এইসব প্রতীক বেশ ঘনঘনই দেখা যায়। এবার এই স্বপ্নের ভাষান্তর আপনারা নিজেরাই সহজে করতে পারবেন। আবার পুরুষ-যৌনাঙ্গের বদলি হিশেবে যে-সব জিনিশের ভেতর থেকে জল পড়ছে দেখা যায়, যাদের অর্থ সহজেই বোঝা সম্ভব, যেমন জলের কল, জলের টিন বা প্রস্রবণ। আবার এমন কিছু জিনিশ যা কোনো ঢাকনা বা খাপে ঢোকানো যায় এবং তার থেকে বের করা যায়, পেন্সিল, পেন-হোল্ডার, নখ-কাটার উখো, হাতুড়ি এবং এই ধরনের জিনিশ-পত্তর যার সঙ্গে পুরুষাঙ্গের সহজেই মিল পাওয়া যায়।

এমন কিছু জিনিশ যাদের আবার মহাকর্ষ অগ্রাহ্য ক'রে খাড়া হয়ে ওঠার ক্ষমতা আছে, তারাও পুরুষাঙ্গের প্রতীক, যেমন বেলুন, এরোপ্লেন, জেপলিন। কিন্তু খাড়া হয়ে ওঠার প্রতীকী কাজটি আরো ভালোভাবে সম্পন্ন করার উপায়ও আছে যেখানে যৌনাঙ্গটি শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন না-হয়ে দেহের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে থেকে যেন গোটা দেহটিকে উঠিয়ে দেয়, যেমন দেখা যাবে স্বপ্নদর্শী ব্যক্তি নিজেই উড়ে চলেছেন। দয়া করে মর্মাহত হবেন না এটা শুনে যে আকাশে ওড়ার যেসব চমৎকার সুন্দর স্বপ্নের সঙ্গে আমরা সকলেই পরিচিত, তাদের অবশ্যই ব্যাখ্যা করতে হবে সাধারণ যৌন উত্তেজনার স্বপ্ন হিশেবে, বা বলা যাক লিঙ্গোত্থানের স্বপ্ন হিশেবে। একজন মনঃসমীক্ষণিক অনুসন্ধানী পি. ফেডার্ন (P. Federn) সন্দেহাতীতভাবে এই ব্যাখ্যার সত্যতা প্রমাণ করেছেন। কিন্তু এছাড়াও মোর্লি ভোল্ড (Mourly Vold) যাঁর ঠাণ্ডামাথার বিচারবুদ্ধি উচ্চপ্রশংসিত, যিনি হাত ও পায়ের কৃত্রিম ভঙ্গি সম্পর্কে পরীক্ষা চালিয়েছেন এবং যাঁর তত্ত্বগুলি মনঃসমীক্ষণ থেকে বহুদূরে (সত্যি কথা বলতে কী তিনি মনঃসমীক্ষণ সম্পর্কে বিন্দুমাত্র না-ও জানতে পারেন) তিনি নিজেও কিছু পরীক্ষা চালিয়ে একই সিদ্ধান্তে এসেছেন। অবশ্য আপনারা আবার এর ভিত্তিতে ভাববেন না যেন যে মহিলারা ওড়ার স্বপ্ন দেখতে সক্ষম নন। বরং এ প্রসঙ্গে নিজেদের আরেকবার স্মরণ করিয়ে দিন যে স্বপ্নের উদ্দেশ্য হচ্ছে ইচ্ছাপূরণ এবং বহু নারীর ক্ষেত্রেই দেখা যাবে যে তাঁরা পুরুষ হতে ইচ্ছুক, যদিও তাঁরা এ বিষয়ে সচেতন না-ও থাকতে পারেন। এরপর অবশ্য বলা উচিত যে যাঁরা শারীরবিদ্যার সঙ্গে পরিচিত তাঁরা কেউই ভুল করে ভাববেন না যে পুরুষের মতো অনুভূতি নারীর হওয়া সম্ভব নয়। নারীর যৌনাঙ্গের একটি ছোট অংশ পুরুষাঙ্গের মতোই এবং এই ক্ষুদ্র প্রত্যঙ্গটিকে বলা হয় ভগাঙ্কুর বা clitoris (ক্লিটোরিস), যেটি নারীর বাল্যে এবং যৌন-মিলনের পূর্বে পুরুষের বৃহৎ যৌনাঙ্গের মতোই কাজ করে। পুরুষাঙ্গের প্রতীক হিশেবে কিছু সরীসৃপ এবং মাছের ভূমিকা বোঝা একটু শক্ত, বিশেষত বিখ্যাত প্রতীক :

BanglaBook.org

সাপ। কেনই বা টুপি (hat), ঢিলে জামা (cloak) এগুলোকেও একইভাবে ব্যবহার করা হয় তা বোঝা মুশকিল, তবে তাদের প্রতীকী অর্থ নিশ্চয়ই প্রশ্নাতীত। সবশেষে এমন প্রশ্ন অবশ্য করা যেতে পারে যে পুরুষাঙ্গের প্রতিভূ হিশেবে শরীরের অন্য অঙ্গ যেমন হাত বা পা-কে প্রতীক বলে গণ্য করা যাবে কিনা। আমার মনে হয় এসব ব্যবহারের 'প্রসঙ্গ' এবং স্ত্রী-চিহ্ন গুলিই আমাদের সিদ্ধান্ত কী হবে তা ঠিক করে দেবে।

নারী-যৌনাঙ্গের প্রতীক

নারীর যৌনাঙ্গের প্রতীক হ'তে পারে কোনো ঘেরা জায়গা অথবা কোনো আধার, যার গ্রহণ করা বা বহন করার ক্ষমতা আছে যেমন গর্ত, ফাঁপা জায়গা, গুহা, বয়ম, শিশি, বোতল এবং যেকোনো আকারের বাক্স, দেরাজ, কোষাগার, পকেট ইত্যাদি। জাহাজও এই শ্রেণীতে পড়ে। অনেক প্রতীক আবার অন্যান্য যৌনাঙ্গের তুলনায় জরায়ুর দিকেই বেশি নির্দেশ করে, যেমন ছোট আলমারি, স্টোভ এবং সর্বোপরি ঘর। ঘরের প্রতীকী ব্যবহার বাড়ির সঙ্গেও জড়িত, যেমন দরজা এবং গেট সাধারণত যৌনাঙ্গের প্রবেশদ্বার বোঝায়। এছাড়াও বিভিন্ন ধরনের বস্তু নারীর প্রতীক হতে পারে, যেমন কাঠ বা বন (wood), কাগজ এবং এদের দ্বারা প্রস্তুত টেবিল ও বই। প্রাণীজগতের কিছু, যেমন শামুক, ঝিনুক নির্ভুলভাবে স্ত্রী-অঙ্গের প্রতীক। দেহের অংশ যেমন মুখগহ্বর হতে পারে যোনিমুখের প্রতীক, বড় গির্জা ও ছোট ভজনালয় হ'তে পারে রমণীর প্রতীক। বুঝতেই পারছেন এই সমস্ত প্রতীকের অর্থ সমানভাবে বোঝা সহজ নয়।

যৌন অঙ্গের মধ্যে স্তনকে ধরা উচিত। স্তনসহ নারীশরীরের আরো বৃহৎ গোলার্ধগুলির প্রতিভূ হিশেবে দেখা যেতে পারে আপেল, পীচফল, এবং সাধারণভাবে আরো অন্যান্য ফল। নারীপুরুষ উভয়েরই যৌনকেশ হিশেবে ধরা যেতে পারে বন এবং ঝোপঝাড়। নারীর যৌনাঙ্গের জটিল নিসর্গের প্রতিভূ হিশেবে প্রায়শই দেখা যেতে পারে পাহাড়, বন ও জল। আবার পুরুষের যৌনযন্ত্রের প্রবল সাজসরঞ্জামের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতীক হিশেবে দেখা যায় অতীব জটিল সব অবর্ণনীয় কলকব্জা।

এছাড়াও নারীর যৌনাঙ্গের প্রতীক হিশেবে উল্লেখযোগ্য হলো রত্নকোষ বা গয়নার বাক্স (Jewel case) আবার অন্যদিকে 'রত্ন' বা 'রত্নভাণ্ডার' স্বপ্নে ব্যবহৃত হয় প্রিয়জনের প্রতিভূ হিশেবে (যেমন sweetheart, sweetest বাংলায়, সোনা, সোনামণি ইত্যাদি)—এবং মিঠাই বা মিষ্টদ্রব্য যৌন আনন্দের নিজের যৌনাঙ্গ থেকে পাওয়া আনন্দ বা আত্মক্রীড়ার প্রতীভূ হিশেবে যেকোনো বাদ্যযন্ত্র

BanglaBook.org

বাজানো যেমন পিয়ানো বাদনও হতে পারে। স্বমেহন বা আত্মক্রীড়ার প্রতীক হচ্ছে গাঁড়িয়ে পড়া, আকাশে ভাসা এবং গাছের ডাল ধরে টানা। একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ স্বপ্নপ্রতীক হচ্ছে পড়ে যাওয়া, বা দাঁত তোলা, যার প্রাথমিক তাৎপর্য নিশ্চিতভাবে হচ্ছে স্বমেহন বা স্বমেহনের শাস্তি হিশেবে লিঙ্গছেদন। যৌনমিলনের বিশেষ কোনো প্রতীক, স্বপ্নে ততটা দেখা যায় না। তবে এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে যে কোনো ছন্দোবদ্ধ কাজ যেমন নাচা, ঘোড়ায় চড়া, পাহাড়ে চড়া অথবা কোনো শারীরিক আঘাতের অভিজ্ঞতা হওয়া, যেমন গাড়িচাপা পড়া। এর সঙ্গে যোগ করা যেতে পারে কিছু দৈহিক কাজ এবং অস্ত্র দ্বারা আঘাতের হুমকি।

আপনারা কিন্তু একেবারেই ভাববেন না যে এইসব প্রতীকের প্রয়োগ কিংবা ভাষান্তর খুব সহজে হয়, কেননা আমরা চারদিকেই কিছু অপ্রত্যাশিতের সাক্ষাৎ পাব, যেমন ধরুন অনেক প্রতীক আছে যা নারীপুরুষ নির্বিশেষে একটি সাধারণ যৌনপ্রতীক : শিশু, বাচ্চাছেলে বা বাচ্চা মেয়ে। আবার অন্যক্ষেত্রে দেখা যাবে এমন একটি প্রতীক যা সাধারণত পুরুষাঙ্গ নির্দেশ করে, দেখা গেল তা স্ত্রী-অঙ্গ নির্দেশ করছে, আবার এর উল্টোটাও হতে পারে। এসব খুবই আমাদের দুর্বোধ্য লাগতে পারে যতক্ষণ না আমরা মানবসমাজে যৌন-চেতনার উন্মেষ ও তার ক্রমবিকাশ সম্পর্কে কোনো জ্ঞানসঞ্চয় করছি। অনেকক্ষেত্রেই দেখা যাবে প্রতীকের এই দ্ব্যর্থকতা অনেকটাই দৃশ্যত, বাস্তবিক নয়। তাছাড়া আরো লক্ষণীয় যে ঐসবের মধ্যে যে-সব প্রতীক খুবই চোখে পড়ার মতো যেমন অস্ত্রশস্ত্র, পকেট এবং দেরাজ, এরা কখনোই নারীপুরুষ উভয়ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয় না।

এবার আমি প্রতীক সম্পর্কে আপনাদের সংক্ষেপে কিছু বলব, প্রতীক যেসব বস্তুকে চিহ্নিত করছে তাদের সম্পর্কে নয়,—এটা দেখানোর জন্য যে যৌন-প্রতীকগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে কোন্ এলাকা থেকে উঠে আসে ; আর সেইসঙ্গে কিছু মন্তব্যও জুড়ে দেব সেইসব প্রতীক সম্পর্কে যাদের সঙ্গে প্রতীক দ্বারা চিহ্নিত জিনিশগুলির কোনো গুণগত পার্থক্য নেই। এই ধরনের একটি দুর্বোধ্য প্রতীক হচ্ছে টুপি (hat) অথবা সাধারণভাবে মাথা ঢাকা দেয়ার জন্য যে-কোনো আচ্ছাদন বা শিরোপা। সাধারণত এরা পুংলিঙ্গ-সূচক, যদিও মাঝে-মধ্যে এরা স্ত্রীলিঙ্গও বোঝাতে পারে। ঠিক একইভাবে ঢিলে জামা (cloak) বোঝায় পুরুষকে, যদিও কোনো কোনো সমস্থ বিশেষভাবে পুরুষ যৌনাঙ্গ নয়। আপনারা এবার সহজেই প্রশ্ন তুলতে পারেন, কেন এমনটা হবে। পুরুষের টাই, যা গলা থেকে ঝুলে থাকে ও মেয়েরা যা সাধারণত ব্যবহার করেন না, তা পুরুষকেই বোঝায়। আবার অন্তর্বাস বা নারীর অন্তর্বাসে ব্যবহৃত কাপড় সাধারণত বোঝাবে স্ত্রীলোককে। জুতো এবং চটি, স্ত্রী-যৌনাঙ্গের প্রতীক।

BanglaBook.org

টেবিল এবং কাঠ, আমরা আগেই বলেছি কিছুটা গোলমেলে, তবু নিশ্চিতভাবেই তা স্ত্রীলিঙ্গের প্রতীক। মইয়ে চড়া বা কোনো খাড়া জায়গা বা সিঁড়ি দিয়ে ওঠা নিঃসন্দেহে মৈথুন বা যৌন-সঙ্গমের প্রতীক। একটু ভাবলে বোঝা যাবে, ওপরে ওঠার ছন্দে বাঁধা গতির সঙ্গে মৈথুনের মিল আছে, এবং সম্ভবত আরো মিল আছে ওপরে ওঠার সঙ্গে বাড়তে থাকা উত্তেজনার, যখন নিঃশ্বাস ঘনঘন টানতে হয়।

আমরা আগেই দেখেছি নিসর্গদৃশ্য, স্ত্রী-যৌনাঙ্গের প্রতীক হিশেবে ব্যবহৃত হয়। পাহাড়-পর্বত হচ্ছে পুরুষাঙ্গের প্রতীক, বাগান প্রায়শই দেখা যাবে স্ত্রী-যৌনাঙ্গের প্রতীক। ফল হচ্ছে স্তনের প্রতীক, শিশুর নয়। বন্য পশু বোঝাবে কামার্ত ব্যক্তিদের, যাদের অশুভ আবেগ অর্থাৎ কামোত্তেজনার উদ্রেক ঘটেছে। ফুল হচ্ছে স্ত্রী-যৌনাঙ্গের প্রতীক, বিশেষভাবে কুমারী মেয়েদের। এক্ষেত্রে অবশ্য আপনাদের নিশ্চয়ই মনে পড়বে ফুল, বস্তুতপক্ষে, হচ্ছে গাছেদের যৌনাঙ্গ।

স্বপ্ন-প্রতীক ব্যবস্থার অনুমোদন

আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি ঘর কীভাবে প্রতীক হিশেবে ব্যবহৃত হয়। এই প্রতীকী ব্যবস্থা আরেকটু বাড়িয়ে দিয়ে বলা যায়, জানালা এবং দরজা (যা ঘরের বহির্দ্বার এবং প্রবেশদ্বার) হচ্ছে দেহের প্রবেশমুখ, এবং ঘর খোলা কিংবা বন্ধ উক্ত প্রতীকের সঙ্গে মিলিয়ে নেয়া যায়। চাবি, যা দিয়ে ঘর খোলা যায়, তা নিশ্চিতভাবেই পুরুষাঙ্গের প্রতীক।

এগুলি স্বপ্ন-প্রতীক ব্যবস্থা বোঝার কিছু উপকরণ। এরা সম্পূর্ণ নয়, এদের ফর্দ আরো বাড়ানো যেতে পারে, আরো গভীরে নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। তবে আমার মনে হয়, আপনারা ভাবছেন, এ-ই ঢের, যথেষ্ট হয়েছে, এমনকি হয়তো আপনারা এতক্ষণে এসব বেশ অপছন্দ করতে শুরু করেছেন, হয়তো ভাবছেন, তাহলে সত্যি-ই কি আমি চারপাশে যা দেখছি সেসবই যৌন প্রতীক? চারপাশের সব জিনিশ, সব জামাকাপড় যা পরছি, যেসব জিনিশপত্তর ব্যবহার করছি, সবই যৌন প্রতীক? আর অন্য কিছু না? এটা সত্যি-ই যে অবাক হওয়ার মতো যথেষ্ট প্রশ্ন মনে আসবে, যার মধ্যে প্রথমেই মনে হতে পারে, কীভাবে আমরা এইসব স্বপ্ন-প্রতীকের অর্থ বুঝতে পারি, যখন স্বপ্নদর্শী ব্যক্তি নিজেই তাদের সম্পর্কে প্রায় কোনো খবরই আমাদের দিতে পারেন না?

আমার উত্তর হচ্ছে, আমাদের এ বিষয়ে জ্ঞান আমরা বিভিন্ন দিক থেকে সংগ্রহ করেছি: রূপকথা এবং পুরাণ থেকে, কৌতুক এবং রঙ্গতামাশার গল্প থেকে, লোকগল্প, আচরণবিধি এবং প্রথাগত ঐতিহ্য থেকে, প্রবাদ ও প্রচলিত লোক গান থেকে, কবিতা এবং কথ্য ভাষার ব্যবহার থেকে। এইসব ক্ষেত্রে, প্রায় সব

BanglaBook.org

জায়গায় এই ধরনের প্রতীক লক্ষ করা যায় আর এদের অনেকটাই কোনো বিশেষ শিক্ষা ছাড়াই আমরা বুঝতে পারি। এইসব উৎসগুলিকে যদি আমরা স্বতন্ত্রভাবে বিবেচনা করি, তাহলে স্বপ্ন-প্রতীকের এমন অনেক সমান্তরাল ব্যবহার লক্ষ করব, যাতে এটা আমরা বিশ্বাস করতে বাধ্য যে আমাদের ব্যাখ্যা সঠিক।

আমরা আগেই শেরনার-এর (Scherner) ব্যাখ্যানুযায়ী দেখেছি, মনুষ্যদেহের প্রতীক, স্বপ্নে বাড়ি হ'য়ে উঠে আসে এবং এই প্রতীকের বিস্তার হিশেবে জানালা-দরজা ও প্রবেশদ্বারকে বিভিন্ন দেহগহ্বরের প্রবেশমুখ হিশেবে দেখা যায়, এবং বাড়ির সম্মুখভাগ মসৃণ কিংবা বারান্দা, কার্নিশসম্পন্ন হতে পারে। ঐ একই প্রতীক সাধারণ কথাবার্তাতেও ব্যবহার করা হয়, যেমন ধরুন কারও সম্পর্কে আমরা যখন বলি, ওর গণ্ডগোল আছে 'ওপরতলায়', দেহের রন্ধ্র বোঝাতে বলি, দেহের 'প্রবেশদ্বার'। (বালংায় মেয়েদের দেহসৌষ্ঠব বোঝাতে তো ইয়ারবন্ধুদের মধ্যে বলাই হয় অমুকের 'দোতলাটা' ভালো ইত্যাদি—অনুবাদক) আমাদের প্রথমে আশ্চর্য লাগতে পারে এটা ভেবে যে স্বপ্নে বাপ-মায়েরা আবির্ভূত হন সম্রাট এবং সম্রাজ্ঞী হিশেবে। কিন্তু রূপকথায় এর সমান্তরাল মিলবে। রূপকথায় আমরা প্রায়ই দেখি, গল্প এভাবে শুরু হয় : এক যে ছিল রাজা আর তার রানি। আসলে এর সোজা মানে হচ্ছে 'এক যে ছিল বাবা আর মা'। পারিবারিক জীবনেও আমরা দেখি বাচ্চাদের আদর করে ডাকা হয় রাজপুত্তুর বা 'প্রিন্স', বাড়ির বড় ছেলের তো অনেক সময় নামই দেয়া হয় 'রাজকুমার' বা 'প্রিন্স'। সম্রাটকেও অনেক সময় বলা হয় প্রজাদের বাপ-মা (বা গরিবের বাপ-মা)। আবার কোথাও কোথাও বাচ্চাদের আদর করে বলা হয় 'ছানা' (তুলনীয় : কুকুরছানা, বেড়ালছানা—অনুবাদক) কর্নওয়ালে ডাকা হয় 'খুদে ব্যাঙ', জর্মনিতে 'খুদে পোকা', জর্মনরা বাচ্চাদের আদর করে অনেক সময় বলেন, 'আহারে খুদে পোকা !'

এবার আবার আমরা 'বাড়ি' প্রতীকটিতে ফিরে যাই। যখন স্বপ্নে আমরা বাড়ির সামনে বেরিয়ে থাকা অংশটিকে ধরতে যাই, তখন পানোন্নত কোনো যুবতী সম্পর্কে বহুল প্রচলিত জনপ্রিয় জর্মন একটি কথা আমাদের মনে পড়ে, 'কেউ ধরতে চাইলে মেয়েটির মধ্যে বেশ কিছু পাবে।' আবার প্রায় একই রকমের জিনিশ শোনা যাবে অন্য আরেকটি চালু কথায়, 'মেয়েটার বাড়ির সামনে ঢের জ্বালানি কাঠ আছে।' আমরা যে এর আগে বলেছিলাম 'কাঠ' হচ্ছে মাতৃত্বের প্রতীক, এ-কথায় তার নজির মিলছে।

কাঠ সম্পর্কে আরো কিছু কথা বলার আছে। এটা অবশ্য প্রথমে বোঝা সহজ নয় কেন কাঠ, নারী বা মায়ের প্রতীক হতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাষার কিছু তুলনামূলক আলোচনা করলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। 'কাঠ'-এর

BanglaBook.org

জর্মন হচ্ছে Holz (ইং—wood) যার সমার্থক একটি গ্রীক শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে জিনিশ বা কাঁচামাল। (তুলনীয়: বাংলা কথ্যভাষায় আকর্ষণীয় মেয়ে বা অনেকক্ষেত্রে শুধুই যুবতী মেয়েদের 'মাল' হিশেবে উল্লেখ করা হয়। —অ) এটি হচ্ছে এমন একটি প্রক্রিয়া যেখানে সাধারণ নাম একটি বিশেষ জিনিশের নাম হিশেবে ব্যবহৃত হয়! আটলান্টিক মহাসাগরে একটি দ্বীপ আছে যার নাম Madeira বা মাদিরা। এই নামটি পোর্তুগীজদের দেয়া, যখন তাঁরা এই দ্বীপটি আবিষ্কার করেন, কেননা সে সময় ঐ দ্বীপটি ছিল ঘন বনে আচ্ছন্ন। আসলে পোর্তুগীজ Madeira শব্দের অর্থ হচ্ছে বন। আবার এই পোর্তুগীজ Madeira পরিবর্তিত অবস্থায় এসেছে ল্যাটিন Materia বা মেতেরিয়া শব্দ থেকে যা সাধারণভাবে Material বা 'মাল' বোঝায়। এই Materia (বা মেতেরিয়া) এসেছে ল্যাটিন Mater (মাতার?) থেকে যার অর্থ 'মা' (সংস্কৃত —মাতা-মাতৃ—অ) এখন মূল কোনো জিনিশ বা 'মাল' থেকে অন্য কোনো জিনিশ তৈরি হলে ধরে নেয়া যেতে পারে আগের জিনিশ (বা 'মাল') থেকে পরের জিনিশটি জন্ম নিল। (বাংলায় মদিরা বলতে মদ বোঝায়। আবার সংস্কৃত মদ্য থেকেও মদিরা সম্ভব। মদিরা শব্দটিও পোর্তুগীজ মাদিরা(?) বা Madeira নামের সমগোত্রীয়, যে নামে একটি পোর্তুগীজ মদ-ও আছে। কথ্য বাংলায় মদকেও 'মাল' বলা হয়; যুবতীকেও—অ) কাজেই বন বা কাঠের (wood) প্রতীকী ব্যবহার যখন মা কিংবা নারীর প্রতিভূ হিশেবে আসে, তখন একটি প্রাচীন ধারণারই আমরা পুনরুজ্জীবন ঘটতে দেখি।

স্বপ্ন-প্রতীকের সমান্তরাল

জন্মের সঙ্গে জলের সম্পর্ক আমরা প্রায়শই লক্ষ করি। জলের ভেতরে আমরা ঝাঁপ দিচ্ছি কিংবা জল থেকে উঠে আসছি, এর অর্থ হতে পারে আমরা জন্মদান করছি বা জন্মাচ্ছি। এবার আমাদের ভুললে চলবে না যে প্রাণীজগতের বিবর্তনের দিকে এর একটি দ্বিমুখী ইঙ্গিত বা নির্দেশ আছে। স্থলভাগের স্তন্যপায়ী প্রাণী হিশেবে আমরা সুদূর অতীতে বিবর্তিত হয়েছিলাম, প্রথমে জলচর প্রাণীদের ভেতর থেকেই, তারপর থেকে প্রতিষ্ঠি স্তন্যপায়ী প্রাণী—যার ভেতর আমরাও আছি—মাতৃগর্ভের ভেতর ভ্রূণ হিশেবে জীবনের প্রথম স্তরটি কাটায় গর্ভস্থ জলবৎ তরল পদার্থের ভিতর ভাসমান থেকে ও তারপর জন্মায় যেন জল থেকে উঠে এসে। আমার মনে হয় না স্বপ্নদ্রষ্টা ব্যক্তিটি একথা জানেন, বরং একথা আমার মনে হয় যে তাঁর এটি জানারও কোনো দরকার নেই। হয়তো তিনি অন্য কিছু জানেন, যা তাঁকে ছেলেবেলায় বলা হয়েছিল, কিন্তু এমনকি তা-ও, আমি বলব, প্রতীক নির্মাণের ক্ষেত্রে কোনো

BanglaBook.org

ভূমিকা নেয় না। ছেলেবেলায় তাঁকে হয়তো বলা হয়েছিল সারসপাখিরা বাচ্চাদের তুলে আনে। কোত্থেকে? আবার ঐ জল থেকেই। আমার এক রোগীকে এ কথা ছেলেবেলায় বলার পর (সে ছিল একজন খুদে কাউণ্ট) সে তার প্রাসাদ থেকে দুপুরবেলায় চুপিচুপি বেরিয়ে এসে সারাদুপুর প্রাসাদ-সংলগ্ন পুকুরের ধারে শুয়ে খুবই আগ্রহ নিয়ে লক্ষ করতে থাকে যদি জলের নিচে কোথাও বাচ্চাদের দেখা যায়।

পৌরাণিক নায়কদের জন্মবৃত্তান্তের কাহিনী বিশ্লেষণ করতে গিয়ে অটো র‍্যাঙ্ক (Rank) লক্ষ করেন, (যেমন আক্কাদের রাজা সারগন-এর (Sargon) জন্ম-বৃত্তান্ত, আনুমানিক ২৮০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে) জলে ভাসা বা জল থেকে তুলে আনা একটি প্রধান ভূমিকা নেয়। র‍্যাঙ্ক লক্ষ করেন যে স্বপ্নে জন্মগ্রহণের প্রতীক-ব্যবস্থার সঙ্গে এর মিল আছে। যখন স্বপ্নে কেউ দেখেন যে কেউ তাঁকে জলে ডোবার হাত থেকে বাঁচাচ্ছে, তখন তিনি সেই ব্যক্তিটিকে 'মা' বলে ভাবেন, অথবা সাধারণভাবে কোনো 'মা' বলে ভাবেন; আর পুরাণে দেখা যাবে যখনই কেউ কোনো শিশুকে জল থেকে তুলে এনে বাঁচান, তখনই তিনি দাবি করেন যে তিনি ঐ শিশুর মা। একটি বহুপরিচিত রসিকতা আছে, যাতে একটি বুদ্ধিমান ইহুদি ছেলেকে প্রশ্ন করা হয়, 'মোজেসের মা কে?' ছেলেটি তৎক্ষণাৎ উত্তর দেয় 'রাজকুমারী'। তাকে বলা হয়, 'না, রাজকুমারী তো কেবল তাকে জল থেকে তুলে আনেন।' ছেলেটি এবার বলে, 'সেটা তো রাজকুমারীই বলেন।' দেখা যাচ্ছে পৌরাণিক উপাখ্যানের যথার্থ ব্যাখ্যা ছেলেটি দিয়েছে। (তুলনীয় মহাভারতে শিশু কর্ণকে নদীর জল থেকে উদ্ধার করা—অ) স্বপ্নে ভ্রমণে বেরুনোর তাৎপর্য হচ্ছে মারা যাওয়া, এইভাবে দেখা যাবে বাচ্চাদের ছেলেবেলায়, বাড়িতে প্রিয়জন কারও মৃত্যু হ'লে বলার রেওয়াজ আছে, যে 'তিনি বাইরে গেছেন'। এক্ষেত্রেও আমি ঠিক মানতে পারছি না যে স্বপ্ন-প্রতীকের উৎস হচ্ছে বাড়ির ছোটদের কাছে দেয়া বড়দের কোনো ভাসা-ভাসা উত্তর। কবি এই একই প্রতীক ব্যবহার করেন যখন তিনি লোকান্তর সম্পর্কে বলেন, 'সেই অনাবিষ্কৃত দেশের সীমানা থেকে কোনো পথিক আর ফেরে না' (the undiscovered country from whose bourne no traveller returns)। আবার দৈনন্দিন কথাবার্তার মধ্যেও আমরা প্রায় সময়ই শুনি 'শেষ যাত্রা' আর যাঁরাই প্রাচীনকালের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সঙ্গে পরিচিত তাঁরাই জানেন তখন মৃত্যুর দেশে যাত্রা করার ব্যাপারটায় লোকে কত গভীরভাবে বিশ্বাস করত, যেমন ধরুন প্রাচীন মিশরীয় বিশ্বাস। বহুক্ষেত্রে মমিকে দেয়া 'মৃতের পুস্তক' উদ্ধার করা গেছে যা অনেকটা বেডেকার (Baedeker) বা ভ্রমণ নির্দেশিকা পুস্তকের মতো, যা মৃতব্যক্তি তাঁর শেষভ্রমণের সময় ব্যবহার করবেন, যেহেতু জীবিত ব্যক্তিদের থেকে সাধারণত সমাধিপ্রান্তর অনেক দূরে থাকে তাই শেষ

BanglaBook.org

যাত্রা ব্যাপারটা বাস্তবিকই ঘটে।

কেবল যে যৌন-প্রতীক স্বপ্নেই ব্যাবহৃত হয় এমন নয়। আপনারা অনেকেই হয়ত শুনেছেন যে কোনো-কোনো মেয়ে সম্পর্কে বেশ ঘৃণার সঙ্গে 'মাল' (baggage) শব্দটি ব্যবহার করা হয়। ব্যবহারকারীরা হয়ত জানেন না যে তাঁরা একটি যৌন প্রতীক ব্যবহার করছেন। বাইবেলের নিউ টেস্টামেণ্টে আমরা পড়ি : 'স্ত্রীলোক হচ্ছে দুর্বল আধার।' ইহুদিদের পবিত্র গ্রন্থগুলির লেখায় (যাদের রচনাশৈলী কবিতার কাছাকাছি গেছে) দেখা যাবে যৌন প্রতীকের ব্যবহার, যাদের সবসময় সঠিক ব্যাখ্যা করা যায়নি, এবং যাদের গ্রন্থ বিশ্লেষণ (যেমন ধরা যাক সলোমনের গান) বা exegesis থেকে বহু ভুল বোঝাবুঝির সূত্রপাত ঘটেছে। পরবর্তী কালের হিব্রু সাহিত্যে রমণীকে প্রায়ই দেখানো হয়েছে বাড়ির প্রতীকে, যার দরজা হচ্ছে যোনিমুখের সূচক। এইভাবে দেখা যাবে, একজন পুরুষ একটি রমণীর কৌমার্য হরণ লক্ষ করে নালিশ করছে, এই বলে যে 'সে দেখল, দরজা খোলা।' এই সাহিত্যে রমণীর প্রতীক হিশেবে টেবিলকে দেখানো হয়েছে। স্ত্রী, তার স্বামী সম্পর্কে বলছে, 'আমি তার জন্য টেবিল পাতলাম, আর ও কিনা তা উল্টে দিল।' খোঁড়া বাচ্চাদের দৈহিক খুঁত এই জন্য যে পুরুষটি 'টেবিল উল্টে দিয়েছে।' আমি এল. লেভি (L. Levy) মহাশয়ের একটি গ্রন্থ থেকে এইসব তথ্য উল্লেখ করলাম, যার নাম : Sexual Symbolism in the Bible and the Talmud. (বাইবেল ও তালমুডে যৌন প্রতীক ব্যবহার)

স্বপ্নে জাহাজ যে নারীর প্রতীক এ বিশ্বাস ভাষাবিজ্ঞানীদের কাছ থেকে সমর্থন পেয়েছে, তাঁরা বলেন জাহাজ বা Ship (জর্মন Schiff) বলতে আদিতে বোঝাত একটি মাটির পাত্র যার নাম ছিল Schiff (একটি গামলা কিংবা কাঠের পাত্র)। উনুন যে স্ত্রীলোক এবং মাতৃগর্ভের প্রতীক, তা গ্রীক গল্পে বর্ণিত কোরিন্থের পেরিয়াণ্ডার (Periander) এবং মেলিসার (Melissa) কাহিনী থেকে বোঝা যায়। হেরোডোটাসের ভাষ্য অনুযায়ী স্বৈরতন্ত্রী পেরিয়ান্ডার, তার স্ত্রীকে তীব্রভাবে ভালোবাসার দরুণ ঈর্ষাবশত খুন করে ও তারপর তার ছায়াশরীরকে স্বীকারোক্তি করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করলে ঐ মৃত রমণী তাকে বলে যে পেরিয়াণ্ডার 'নেভা বা ঠাণ্ডা উনুনে তার রুটি সেঁকতে গেছিল' ও এইভাবে এমন একটি গোপন ঘটনা ইঙ্গিতে ছদ্মবেশী ভাষায় বলে, যা অন্য কারও পক্ষে জানা সম্ভব নয়। এ্যানথ্রোপোফাইটিয়া (Anthropophyteia) নামক আকর গ্রন্থ (F. S. Kraus দ্বারা সম্পাদিত) যাতে বিভিন্ন দেশের যৌনজীবন সম্পর্কে অমূল্য তথ্য আছে, তাতে জর্মানির একটি অঞ্চলের অধিবাসীদের সন্তান প্রসব করার পর প্রসূতি নারী সম্পর্কে বলতে শোনা যায়, স্ত্রীলোকটির 'উনুন ভেঙে টুকরো-টুকরো হয়ে গেছে।'

BanglaBook.org

আগুন জ্বালানো কিংবা অগ্নি-সম্পর্কিত যাবতীয় ব্যাপারই দেখা যাবে যৌন প্রতীকের উল্লেখে ভরা, যেমন অগ্নিশিখা সবসময় বোঝায় পুরুষাঙ্গ, অগ্নিকুণ্ড বা চুল্লী বোঝায় স্ত্রী-লিঙ্গ।

যদি স্বপ্নে বারবার রমণীর যৌন অঙ্গের প্রতীক হিশেবে নিসর্গদৃশ্যের আবির্ভাব দেখে আপনি বিস্মিত হন, তাহলে আমি আপনাদের বলব প্রত্নবিদদের কাছ থেকে জেনে নিতে যে প্রাচীনকালের বিভিন্ন ধ্যানধারণায় ও পূজায় 'জগন্মাতার' (Mother Earth) ধারণাটি কী বিশাল জায়গা জুড়ে আছে, এবং কীভাবে কৃষিব্যবস্থার সমস্ত ধ্যানধারণা এই প্রতীক-ব্যবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। স্বপ্নে যে একটি ঘর একটি রমণীর প্রতীক, তার সূত্র খুঁজে পাওয়া যাবে কথ্য জর্মন ভাষায়, যেখানে Frauenzimmer (ফ্রাউয়েনজিমার) বলতে আক্ষরিক অর্থে বোঝায় 'মেয়েদের ঘর' এবং সেখান থেকেই এসেছে (বিবাহিতা) জর্মন মহিলাদের নামের আগে Frau (ফ্রাউ) জুড়ে দেয়ার রেওয়াজ। অর্থাৎ এখানে দেখা যাবে নারীর প্রতীক বা প্রতিভূ হিশেবে ব্যবহার করা হচ্ছে তার আবাসস্থলকে। ঐ একই ভাবে আমরা Porte শব্দটি ব্যবহার করি সুলতান (Sultan) এবং তাঁর সরকারকে বোঝানোর জন্য, যেমন প্রাচীন মিশরীয় শাসক 'ফ্যারাও' বলতে বোঝায় তাঁর মহা রাজসভা বা পরিষদ (great court)। প্রাচীন প্রাচ্যে, নগরের দুই সিংহদরজা বা প্রবেশদ্বারের মাঝখানের জায়গাটি ছিল জমায়েতের জায়গা বা সভাস্থল, যেমন ধ্রুপদী যুগে তা ছিল বাজার করার জায়গা। কিন্তু তবু আমার মনে হয়, এই ব্যুৎপত্তি নির্ণয়ের ব্যাপারটি একটু ভাসা-ভাসা। বরং এর চেয়ে বেশি সম্ভব হচ্ছে এটা যে ঘর, রমণীকে বোঝানোর প্রতীক এই জন্য যে তার ভেতর মানুষ থাকে বা তা চারদিক থেকে মানুষকে ঘিরে রাখে। আমরা এই অর্থে বাড়ির ব্যবহার আগেই দেখেছি, পুরাণ এবং কাব্য থেকে আমরা শহর, দুর্গ, প্রাসাদ এবং গড় ইত্যাদিকে রমণীর প্রতীক হিশেবে গ্রহণ করতে পারি। এই ব্যাপারটা স্থির করা আরো সহজ হবে যদি আমরা এমন ব্যক্তিদের স্বপ্ন অনুধাবন করি যাঁরা জর্মনভাষী নন, কিংবা জর্মন ভাষা বুঝতেও অপারগ। কিছুদিন ধরে আমি প্রধানত বিদেশী ব্যক্তিদের চিকিৎসা করছি এবং আমার মনে পড়ছে ওঁদের স্বপ্নের ক্ষেত্রেও রমণীদের প্রতীক হিশেবে আসছে ঘর, যদিও ওঁদের ভাষায় Frauenzimmer (ফ্রাউয়েনজিমার)-এর মতো কোনো শব্দ নেই। আরো অন্যান্য লক্ষণ দেখেও বোঝা যায়, এই স্বপ্নপ্রতীক কোনো দেশের সীমান্তরেখা মানে না, বরং তা পেরিয়ে যায়, এই ঘটনা অবশ্য আগেই বিখ্যাত স্বপ্ন-তদন্তকারী শুবার্ট (Schubert) লক্ষ করেছিলেন ১৮৬২ সালে। তবে, তা সত্ত্বেও বলা যায় আমার রোগীরা কেউই ঠিক জর্মনভাষায় সম্পূর্ণ অজ্ঞ নন, যে-কারণে এই প্রশ্নের মীমাংসা করার ভার আমি সেইসব বিশ্লেষণকারীদের হাতে ছেড়ে দেবো যাঁরা অন্যান্য দেশে স্বপ্নের নমুনা সংগ্রহ করছেন, যেখানে সকলেই

BanglaBook.org

কেবল একটি ভাষায় কথা বলেন।

পুরুষাঙ্গের প্রতীকগুলির মধ্যে প্রায় এমন একটিকেও দেখা যাবে না যা রঙ্গ-রসিকতায় কিংবা খিস্তি-খেউড়ে কিংবা কাব্যে, বিশেষত প্রাচীন ধ্রুপদী কাব্যে হাজির হয়নি। এখানে স্বপ্নে শুধু এসব প্রতীকই নয়, তাছাড়াও বেশ কিছু নতুন প্রতীক লক্ষ করা যাবে, যারা বিভিন্ন কাজে ব্যবহৃত হয় এমন সব সাজসরঞ্জাম, যাদের মধ্যে প্রথম এবং প্রধান বলা যায়, লাঙল।

তবে পুরুষাঙ্গের প্রতীক সম্পর্কে এত ব্যাপক আলোচনা ও বিতর্ক হয়েছে যে ও-বিষয়ে আর আলোচনায় গেলে সময় নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা। কাজেই সেসব এড়িয়ে গিয়ে আমি শুধু একটি প্রতীক সম্পর্কে কিছু বলব, যা কীনা নিজের পায়ে নিজেই দাঁড়াতে সক্ষম। এই প্রতীকটি হল: তিন বা ৩ সংখ্যা। এই সংখ্যাটির ধর্মীয় তাৎপর্য তার প্রতীকী বৈশিষ্ট্য থেকে এসেছে কিনা সে বিচার আমরা এখন করছি না কিন্তু এটা একদম নিশ্চিত যে বহু প্রাকৃতিক ত্রিমূর্তি-বিশিষ্ট বস্তু যেমন লবঙ্গের পাতা, যা সামরিক বা বংশমর্যাদা বা শৌর্যের স্মারক-চিহ্ন হিশেবে বর্মের উপর ব্যবহৃত হয়, সেসবই প্রতীক ব্যবস্থা থেকে এসেছে। তথাকথিত 'ফরাসি' লিলি (শালুক?) ফুলের তিনটি ভাগ (বা আরেকটি কৌতূহলোদ্দীপক বর্মোপরি ব্যবহৃত শৌর্যস্মারক চিহ্ন, যা পরস্পর থেকে বহুদূরে অবস্থিত সিসিলির কয়েকটি দ্বীপে ব্যবহৃত হয়—তাতে দেখা যাবে একটি ত্রিপাদবিশিষ্ট মূর্তির তিনটি বাঁকানো পা একটি কেন্দ্রবিন্দু থেকে বেরিয়ে এসেছে) মনে করা যেতে পারে পুরুষাঙ্গের ছদ্মবেশী আকার। এই প্রতীক চিত্রকে প্রাচীন যুগে অশুভ শক্তি তাড়ানোর শক্তিশালী উপায় হিশেবে মনে করা হতো। হারের সঙ্গে ঝোলানো এই ধরনের রুপোর তৈরি ছোট কিছু লকেট বা পদকের আলোচনা করা যেতে পারে, যেমন চারটি পাতাবিশিষ্ট লবঙ্গ, শূকর, ব্যাঙের ছাতা, ঘোড়ার নাল, মই ও চিমনি ঝাড়ুদার। চারপাতা-বিশিষ্ট লবঙ্গ জায়গা নিয়েছে তিনপাতাওয়ালা লবঙ্গের। কিন্তু আগের ত্রিপর্ণ লবঙ্গই এই প্রতীকের পক্ষে ছিল অধিক যুৎসই; শূকর হচ্ছে উর্বরতার প্রাচীন প্রতীক, ব্যাঙের ছাতা অতি অবশ্যই পুরুষাঙ্গের প্রতীক।

একজাতীয় ব্যাঙের ছাতা আছে যাদের ল্যাটিন নাম Phallus impudicus (Phallus অর্থে পুরুষাঙ্গ—অ) যা স্পষ্টতই এসেছে পুরুষাঙ্গের সঙ্গে সাদৃশ্য থেকে। ঘোড়ার নালের সঙ্গে আছে যোনিমুখের আকৃতিগত মিল, অন্যদিকে মই-সহ চিমনি ঝাড়ুদারকে অশ্লীল রসিকতায় সাধারণত তুলনা করা হয় মৈথুনের সঙ্গে (Anthropophyteia দ্রষ্টব্য)। আমরা অবশ্য ইতিমধ্যেই তার মইকে স্বপ্নে যৌনপ্রতীক হিশেবে দেখেছি। জর্মন ভাষায় Steigen বা 'চড়া' (ইং, to mount) শব্দটির মধ্যে কতটা যৌন তাৎপর্য আছে, তা আমরা লক্ষ করব এই বাক্যাংশের মধ্যে: Den Frauen nachsteigen যার

BanglaBook.org

অর্থ হচ্ছে মেয়েমানুষের পেছনে ছোটা। সম্ভবত বৃহৎ পশুদের ক্ষেত্রে যৌনসঙ্গম সাধারণত স্ত্রী-পশুদের ওপর 'চড়ে' বা উঠে সংঘটিত হয় বলে তার একটা অনুষঙ্গ এখানে রয়ে গেছে।

গাছের ডাল ধরে টানাকে স্বমেহনের প্রতীক হিশেবে ব্যবহার করার সঙ্গে অশ্লীল কথোপকথনে উক্ত কর্মকে বর্ণনা করার কেবল যে মিল আছে তাই নয়, পুরাণেও দেখা যাবে এর সুদূরপ্রসারী সমান্তরাল ব্যবহার। কিন্তু বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে স্বমেহন বা আত্মরতির প্রতিভূ কিংবা তার শাস্তি হিশেবে লিঙ্গচ্ছেদন। এরই প্রতিভূ হিশেবে আবার দেখা যাবে দাঁত পড়ে যাওয়া কিংবা দাঁত উপড়ে তোলা। এরই একটি প্রতিরূপ আমরা দেখি লোকগল্পে যা স্বপ্নদর্শী ব্যক্তিদের মধ্যে মুষ্টিমেয় কেউ কেউ জানতে পারেন। আমার মনে হয় লিঙ্গচ্ছেদের সমান কিংবা বিকল্প হিশেবে লিঙ্গত্বক-ছেদন বা সুন্নতের ব্যবহার অনেক সম্প্রদায়ের মধ্যেই দেখা যাবে।

আমরা অবশ্য ইতিমধ্যেই জানতে পেরেছি, অস্ট্রেলিয়ার কিছু আদিবাসী সম্প্রদায় সুন্নত (বা লিঙ্গত্বক-ছেদন)-এর অনুষ্ঠান করে ছেলেদের বয়ঃসন্ধি বা বয়ঃপ্রাপ্তির সময়, আবার তাদেরই প্রতিবেশী অন্য একটি সম্প্রদায় বয়ঃপ্রাপ্তি উপলক্ষে সুন্নতের বিকল্প হিশেবে দাঁত উপড়ে নেয়ার অনুষ্ঠান করে।

এইসব উদাহরণ আমার এই বক্তব্যের শেষে আমি রাখছি। এগুলো অবশ্য নেহাতই উদাহরণ। আমরা এ বিষয়ে যত জানব, ততই এইসব দৃষ্টান্তের সংগ্রহ সমৃদ্ধ হবে, বিশেষত যদি আমাদের মতো আনাড়িরা নয়, বরং পুরাণ, নৃতত্ত্ব, শব্দতত্ত্ব এবং লোককাহিনী বিশেষজ্ঞরা এ বিষয়ে নব নব তথ্য সংগ্রহ করে আনেন। বুঝতেই পারছেন সেই সংগ্রহ হবে কত বিস্ময়করভাবে ঐশ্বর্যশালী!

প্রতীক-ব্যবস্থা থেকে সিদ্ধান্ত

এবার অবশ্য আমাদের কিছু সিদ্ধান্তে আসতে হবে তবে তা যে সম্পূর্ণ নিঃশেষ হবে এমন কথা বলা যাবে না; কিন্তু তবু আমাদের ভাবার বা ভাবানোর মতো যথেষ্ট বিষয় তাতে থাকবে।

প্রথমেই আমাদের এই ঘটনার মুখোমুখি হতে হবে যে স্বপ্নদর্শী ব্যক্তির আয়ত্তে এমন একটি প্রতীকী প্রকাশরীতি থাকে যার সম্পর্কে তিনি যে কিছু জানেন না তা-ই নয়, এমনকি তা তাঁর কাছে সম্পূর্ণ অচেনা, তাঁর জাগ্রত অবস্থাতেও। এটা প্রায় ততটাই বিস্ময়কর যতটা আপনি যদি জানেন আপনার বাড়ির পরিচারিকা বোহেমিয়ার এক গ্রামে জন্মালেও সম্পূর্ণ বিনা শিক্ষাতেই সংস্কৃত ভাষা জানে। এটাকে আমাদের মনোবিজ্ঞান-সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে খাপ খাওয়ানো খুব সহজ ব্যাপার নয়। আমরা অবশ্য বলতে পারি যে স্বপ্নদর্শী

BanglaBook.org

ব্যক্তির প্রতীক-সংক্রান্ত জ্ঞান অচেতন এবং এটির স্থান তাঁর নির্জ্ঞানে, কিন্তু এই অনুমানও আমাদের সেরকম কোনো কাজে লাগবে না।

এখনো পর্যন্ত আমরা কেবল অচেতন বা নির্জ্ঞান ঝোঁকের অস্তিত্ব আছে ব'লে ধরে নিয়ে ভেবেছি, তারা হয় সাময়িকভাবে, নাহয় চিরকালের জন্য আমাদের কাছে অজ্ঞাত থেকে যাবে। কিন্তু এখন প্রশ্নটা দাঁড়াচ্ছে আরো বড়, এখন আমাদের বিশ্বাস করতে হবে নির্জ্ঞান জ্ঞান, নির্জ্ঞান চিন্তা-সম্পর্ক এবং বিভিন্ন বস্তুর নির্জ্ঞান তুলনামূলক সম্পর্কের অস্তিত্ব আছে, যার ভিত্তিতে একটি ধারণার বদলি হিশেবে ব্যবহৃত হতে পারে অন্য ধারণা। এই সব তুলনা যে প্রত্যেকবারই নতুনভাবে নির্মাণ করতে হবে তা নয়, বরং তারা যেন সর্বকালের জন্য নিখুঁত চেহারায় আমাদের হাতের কাছেই মজুত রয়েছে। এটা আমরা এমনকি ভাষাগত পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে তাদের নিহিত ঐক্য লক্ষ করে সিদ্ধান্তে আসতে পারি।

কোথা থেকে এই প্রতীক-ব্যবস্থার জ্ঞান উদ্ভূত হ'লো? ভাষাগত ব্যবহারের মধ্যে এর অল্প অংশই ধরা পড়ে, অন্যদিকে অন্যান্য ক্ষেত্রে তাদের বহু বিচিত্র সমান্তরাল ব্যবহার স্বপ্নদ্রষ্টার কাছে সম্পূর্ণ অপরিচিত, আর আমাদেরও অত্যন্ত পরিশ্রম করে তাদের সংগ্রহ করতে হয়।

দ্বিতীয়ত, এই প্রতীকী সম্পর্কগুলি স্বপ্নদ্রষ্টার কাছে কোনো অদ্ভুত কিছু নয়, অথবা যার দ্বারা ঐ সব প্রতীক প্রকাশিত হয়, সেই স্বপ্ন-ক্রিয়ার কাছেও ঐসব প্রতীক এমন কিছু অদ্ভুত নয়, কেননা আমরা আগেই আবিষ্কার করেছি যে ঐ একই প্রতীক পুরাণে, রূপকথায়, প্রবাদে, লোকসংগীতে, দৈনন্দিন কথোপকথনে কিংবা কবিকল্পনায় ব্যবহৃত হয়। প্রতীক-ব্যবস্থার এলাকাটি অসাধারণভাবে বিশাল; স্বপ্ন-প্রতীক ব্যবস্থা তার একটি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র; এমনকি কেবলমাত্র স্বপ্নের দিক থেকে এই গোটা সমস্যাটির সমাধান পাওয়াও সম্ভব নয়। অন্যান্য ক্ষেত্রের বিভিন্ন প্রতীক, যাদের অন্যত্র সাধারণভাবে দেখা যায়, তারা স্বপ্নে হয় আদৌ হাজির হয় না, হলেও ক্বচিৎ-কদাচিৎ। অন্যদিকে, স্বপ্ন-প্রতীকগুলিও সর্বত্রই যে দেখা যায় এমনও নয়, বরং আপনারা যেমন আগে দেখেছেন, অর্থাৎ এখানে-ওখানে। আমাদের এমন ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে আমরা একটি প্রাচীন ও বর্তমানে বাতিল প্রকাশরীতিকে ব্যবহার করছি, যার বিভিন্ন ভগ্নাংশ বিভিন্ন ক্ষেত্রে এখনও টিকে রয়েছে, কিছু এখানে, কিছু ওখানে, আবার কিছুবা অন্যত্র একটু ভিন্ন চেহারা নিয়ে। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে আমার এক উন্মাদ রোগীর একদা এক অদ্ভুত কল্পবিভ্রম (phantasy) ঘটেছিল যার ফলে তিনি কল্পনা করেন যে একটি আদি প্রাগৈতিহাসিক ভাষার ছিন্নভিন্ন অংশ হচ্ছে ঐ প্রতীকগুলি।

তৃতীয়ত, এটা নিশ্চয়ই আপনাদের মনে হবে যে অন্যক্ষেত্রে ব্যবহৃত প্রতীকগুলি

BanglaBook.org

কেবলমাত্র যৌন-বিষয় বোঝায় না, অথচ স্বপ্নের প্রতীকগুলি প্রায় সবক্ষেত্রেই ব্যতিক্রমহীনভাবে যৌন বস্তু ও সম্পর্ক বোঝায়। এটার ব্যাখ্যা দেয়া আবার বেশ মুশকিল। আমরা কি একথা তাহলে ভাবব যে যৌন তাৎপর্যের আদি প্রতীকগুলি পরে ভিন্নভাবে ব্যবহৃত হয়েছে, এবং হয়তো প্রতীক ব্যবস্থার ক্রমক্ষয়, অন্য প্রতিভূ-ব্যবস্থায় পাল্টে যাওয়ার সঙ্গে এর কোনো যোগ আছে? এ প্রশ্নের উত্তর দেয়া প্রায় অসম্ভব যদি আমরা শুধু স্বপ্ন-প্রতীক ব্যবস্থা নিয়ে কাজ করি। সেক্ষেত্রে আমরা যা বিশ্বাস করতে পারি তা হলো এই যে, যৌনতার সঙ্গে যথার্থ প্রতীকগুলির একটি বিশেষ সম্পর্ক আছে,—শুধু এটুকুই।

ভাষার বিকাশ

এ বিষয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ সূত্র আমরা ভাষাবিজ্ঞানী (Philologist) এইচ. স্পারবার (H. Sperber of Upsala)-এর মত থেকে পাই, যিনি মনঃসমীক্ষণের সাহায্য ব্যতিরেকেই গবেষণা চালিয়ে লক্ষ করেছেন ভাষার আবির্ভাব ও বিকাশের মূলে যৌন প্রয়োজনের বৃহত্তম অংশ রয়েছে। তিনি বলেন যে প্রথম ধ্বনিগুলি উচ্চারিত হয়েছে যৌন সহচর / সহচরীর সঙ্গে যোগাযোগ করার জন্য ও কাছে ডাকার জন্য, এবং পরবর্তীকালে ভাষার উপাদানগুলির বিকাশ ঘটেছে আদিম মানুষের বিভিন্ন কর্মে সাহায্যকারী উপাদান হিশেবে। এইসব কাজে শরীর নিয়োগ করার সময় কিছু ছন্দোবদ্ধ ধ্বনি ব্যবহার করা হয়েছে দৈহিক শ্রমে যৌনশ্রমের আগ্রহ স্থানান্তরিত করার উদ্দেশে। আদিমানব এইভাবে দৈহিক শ্রমের কাজকে সহনীয় করে তুলেছে, তাকে যৌনশ্রমের বা যৌনকর্মের সমতুল্য বা বদলি হিশেবে গণ্য করে। যৌথকর্ম চলাকালীন উচ্চারিত ধ্বনিগুলির এই জন্য দুটি অর্থ আছে, একটি যৌনকর্ম বা মৈথুনকে নির্দেশ করে, অপরটি যৌন সংগমের সমতুল্য কায়িক শ্রমকে নির্দেশ করে। কালক্রমে শব্দগুলি তাদের যৌন তাৎপর্য থেকে সরে আসে এবং কেবল নতুন কাজকর্মের সঙ্গে জড়িত থেকে যায়। বেশ কয়েকটি প্রজন্মের পর দেখা যাবে যৌন তাৎপর্যপূর্ণ নতুন একটি শব্দের ক্ষেত্রেও তা-ই ঘটেছে, এবং তা কোনো নতুন কাজ বোঝাতে নিযুক্ত হয়েছে। এইভাবে দেখা যাবে বেশ কিছু মূল শব্দের আবির্ভাব ঘটেছে যাদের উৎপত্তি গৌণ, কিন্তু পরে যাদের যৌন-তাৎপর্য বিলুপ্ত হয়েছে। এখানে যে-বক্তব্যের একটি রূপরেখা হাজির করা হলো তা যদি ঠিক হয়, তাহলে স্বপ্ন-প্রতীক ব্যবস্থার কার্যকলাপ বোঝার অন্তত কিছুটা সম্ভাবনা উন্মুক্ত হবে। আমরা তাহলে বুঝতে পারব, স্বপ্নে যেহেতু ঐ আদিম অবস্থার কিছু অবশিষ্ট রেশ এখনো আছে, তাই যৌন প্রতীক কেন

BanglaBook.org

এত বিপুল সংখ্যায় সেখানে হাজির হতে পারে, কেনই বা অস্ত্র এবং হাতিয়ার হয় পুরুষাঙ্গের প্রতীক, আর তাদের ব্যবহারের লক্ষ্যবস্তুগুলি হয় স্ত্রীলিঙ্গের। প্রতীকী সম্পর্ক তখন হয়ে দাঁড়ায়, শব্দে, প্রাচীন পরিচয়গুলির পুনরুজ্জীবন ;— যেসব জিনিশের নাম আর যৌনাঙ্গের নাম একদা একই ছিল, তারা এখন স্বপ্নে এসে হাজির হয় যৌনাঙ্গের প্রতীক হিশেবে।

স্বপ্ন-প্রতীক ব্যবস্থার যে সব সমান্তরাল আমরা আপনাদের কাছে উপস্থিত করছি, তার সাহায্যে আপনারা বুঝতে পারবেন যে মনঃসমীক্ষণে ঠিক কোন্ কোন্ জিনিশ আছে যা সাধারণভাবে এই বিদ্যাচর্চার ক্ষেত্রে আগ্রহ জাগাতে পারে, যা সাধারণ মনোবিজ্ঞান বা মনোচিকিৎসাবিদ্যার ক্ষেত্রে সম্ভব নয়। মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতি বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার সঙ্গে এত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, যেমন ধরুন পুরাণ, শব্দবিজ্ঞান, লোককাহিনী, লোকমনোবিজ্ঞান এবং ধর্মের বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ, যে এই অনুসন্ধান পদ্ধতি থেকে অতি মূল্যবান সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব। আপনারা শুনে নিশ্চয়ই অবাক হবেন না যদি বলি এই মনঃসমীক্ষণ বিদ্যার মূল ভূমি থেকে একটি প্রকাশনা উদ্যোগের সৃষ্টি হয়েছে, যার ব্যাপক উদ্দেশ্য হচ্ছে উপরে উল্লিখিত বিজ্ঞানগুলির সঙ্গে মনঃসমীক্ষণের মিথষ্ক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করা। আমি Imago এই সংকলনটির কথা বলছি, যা ১৯১২ সালে প্রকাশিত হয় হান্স সাক্স (Hanns Sachs) এবং অটো র‍্যাঙ্কের (Otto Rank) সম্পাদনায়। একথা বলা যায় যে ঐ সব বিদ্যার সঙ্গে মনঃসমীক্ষণের সম্পর্ক প্রথমত গ্রহীতার নয়, দাতার। প্রকৃত বিশ্লেষণ, অন্যান্য বিদ্যার ক্ষেত্রে, নিজের আপাত অদ্ভুত সিদ্ধান্তগুলির অনুমোদিত হওয়ার সুবিধাভোগ করে, কিন্তু সাধারণভাবে বলা যায় যে মনঃসমীক্ষণের পদ্ধতি, অন্যান্য বিদ্যার ক্ষেত্রে নানান প্রযুক্তি ও ভাবনা প্রয়োগ করার সুবিধা এনে দিয়েছে, যা থেকে এখনো পর্যন্ত সুফলই পাওয়া গেছে।

মানুষের মানসিক জীবন সম্পর্কে মনঃসমীক্ষণের অনুসন্ধানী আলোর সাহায্যে এমন কিছু ব্যাখ্যা পাওয়া গেছে যা মানবজাতির যৌথ জীবনের অনেক ধাঁধার উত্তর দিতে পারে, কিংবা ন্যূনপক্ষে, সমস্যাগুলির প্রকৃত চেহারা নির্ধারণে সাহায্য করতে পারে।

এখনো পর্যন্ত আমি আপনাদের সেই আবহ সম্পর্কে কোনো ধারণাই দিইনি, যেখান থেকে একটি গভীর অন্তর্দৃষ্টি লাভ করে পৌঁছনো যায় ঐ আনুমানিক 'আদিম প্রাগৈতিহাসিক ভাষা'র কাছে অথবা সেই এলাকায় যেখানে ঐ 'আদিম ভাষা'র অধিকাংশই সুরক্ষিত আছে। যতক্ষণ পর্যন্ত না এ বিষয়ে আপনারা কিছু জানতে পারছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আপনাদের পক্ষে বর্তমান বিষয়ের প্রকৃত তাৎপর্য সম্পর্কে কিছু বোঝা সম্ভব নয়। আমি স্নায়ুরোগের কথা বলছি। এর সমস্ত অন্তর্বস্তু রয়েছে স্নায়ুরোগগ্রস্ত রোগীদের উপসর্গে ও বাগ্‌ভঙ্গিতে

BanglaBook.org

যার ব্যাখ্যা এবং চিকিৎসার জন্যই মনঃসমীক্ষণ পদ্ধতির উদ্ভব হয়েছে।

চতুর্থত, আমরা এবার ফিরে যাবো সেইখানে, যেখান থেকে আমরা শুরু করেছিলাম এবং সামনের কিছু পথচিহ্ন লক্ষ করে রেখেছিলাম। আমরা বলেছিলাম, যদি কোনো স্বপ্ন-সেন্সর ব্যবস্থার অস্তিত্ব না-ও থাকত, তাহলেও স্বপ্ন-ব্যাখ্যার কাজ আমাদের পক্ষে কষ্টসাধ্য হতো, কেননা তখন স্বপ্নের প্রতীকী বা সাংকেতিক ভাষাকে জাগ্রত জীবনের ভাষায় রূপান্তরিত করার কাজ আমাদের করতে হতো। প্রতীক-ব্যবস্থা, তাহলে দেখা যাচ্ছে স্বপ্ন-সেন্সর ব্যবস্থার পাশাপাশি দ্বিতীয় একটি স্বাধীন ও স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। এখান থেকে অবশ্য এই সিদ্ধান্তে আসা স্বাভাবিক যে সেন্সর-ব্যবস্থার পক্ষে প্রতীক-ব্যবস্থাকে ব্যবহার করা সুবিধেজনক কেননা উভয়ের একই উদ্দেশ্য : স্বপ্নকে অদ্ভুত এবং দুর্বোধ্য করে তোলা।

স্বপ্ন অনুধাবনের ক্ষেত্রে আরো কিছুদূর এগোলে স্বপ্ন-বিকৃতিকরণের কাজে আরো অন্য কিছুর ভূমিকা আছে কিনা তা আমরা শীঘ্রই লক্ষ করব। কিন্তু তার আগে স্বপ্ন-প্রতীক ব্যবস্থার একটি বিস্ময়কর ব্যাপার সম্পর্কে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এটা খুব বিস্ময়কর নয় কি যে শিক্ষিত ব্যক্তিগণ স্বপ্ন-প্রতীক সম্পর্কে এত তীব্র আপত্তি জানান, অথচ পুরাণ, ধর্ম, শিল্প এবং ভাষায় ঐ একই প্রতীক ব্যবহার বেশ বহাল তবিয়তেই আছে? তাহলে এটা কি সম্ভব নয় যে তাঁদের আপত্তির কারণ এই জন্যই যে তার সঙ্গে যৌনতার সম্পর্ক বেশ গভীর?

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

৭

স্বপ্ন-ক্রিয়া

যখন আপনারা সাফল্যের সঙ্গে স্বপ্ন-সেন্সর ব্যবস্থা এবং প্রতীক-পুনরুদ্ধাপন-ব্যবস্থা বুঝতে পারবেন তখনো অবশ্য বলা যাবে না যে স্বপ্ন-বিকৃতিকরণের প্রক্রিয়া আপনারা পুরোপুরি আয়ত্তে আনতে পেরেছেন, তবে এটুকু নিশ্চয়ই বলা যাবে যে আপনারা অধিকাংশ স্বপ্ন বোঝার মতো অবস্থায় এসেছেন। এটা পুরোপুরি করতে গেলে দুটি পরস্পর পরিপূরক পদ্ধতি আপনাদের কাজে লাগাতে হবে : প্রথমে স্বপ্নদর্শীর অনুষঙ্গগুলিকে পুনরুদ্ধার করতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত না বদলি থেকে বদলির পশ্চাৎবর্তী মূল চিন্তার কাছে পৌঁছনো যায়, আর তারপর প্রতীকের অর্থ আপনি সরবরাহ করবেন এ বিষয়ে আপনার সঞ্চিত জ্ঞান থেকে। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে কী কী সন্দেহজনক বিষয় আছে সে বিষয়ে আমরা পরে আলোচনা করবো।

এবার আমরা সেই কাজে ফিরে যাবো যা আমরা আগে আমাদের পর্যাপ্ত সাজসরঞ্জাম না-থাকা সত্ত্বেও সম্পন্ন করার চেষ্টা করেছিলাম স্বপ্ন-উপাদান এবং তাদের নিচে নিহিত প্রকৃত বা মূল চিন্তার মধ্যবর্তী সম্পর্ক অনুধাবন করার ব্যাপারে। তখন আমরা চারটি প্রধান সম্পর্কের অস্তিত্ব নির্ধারণ করেছিলাম : ১. সমগ্রের বদলি হিশেবে অংশ, ২. ধ্বনিসূত্রের ইঙ্গিত (allusions), ৩. প্রতীকী যোগাযোগ, ৪. শব্দ বা ভাষার চিত্রায়ণ (দৃশ্যচিত্র)। এবার আমরা এ বিষয়ে আরো বিশদভাবে আলোচনা করব, সামগ্রিক ব্যক্ত বিষয়বস্তুর সঙ্গে অব্যক্ত স্বপ্ন যা আমাদের ব্যাখ্যায় উন্মোচিত হয়েছে, তাদের একটা তুলনামূলক আলোচনার সাহায্যে।

আমি আশা করি, আপনারা কখনোই আর এই দুটিকে গুলিয়ে ফেলবেন না। যদি আপনারা এদের প্রভেদ ঠিকঠাক ধরতে পারেন তাহলে আপনারা স্বপ্ন বোঝার ব্যাপারে এমনকি সেইসব পাঠকের অধিকাংশের চেয়েও এগিয়ে যেতে পারবেন, যাঁরা আমার গ্রন্থ Interpretation of Dreams পড়েছেন। আবার আমি আপনাদের মনে করিয়ে দিচ্ছি, যে-প্রক্রিয়ায় অব্যক্ত স্বপ্ন পাল্টে যায় ব্যক্ত স্বপ্নে তাকেই বলা হয় স্বপ্ন-ক্রিয়া (Dream-work) আর ঠিক এর উল্টো

BanglaBook.org

প্রক্রিয়া অর্থাৎ যা ব্যক্ত স্বপ্ন থেকে এগিয়ে যায় অব্যক্ত চিন্তার দিকে, তাকে বলা যায় আমাদের ব্যাখ্যা-কর্ম। তাহলে আমাদের ব্যাখ্যা-কর্মের উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বপ্ন-ক্রিয়াকে ধ্বংস করা। শৈশব-স্বপ্ন ধাঁচের স্বপ্নগুলিতে খোলাখুলি ইচ্ছাপূরণ সহজেই চেনা যায়, কিন্তু সেখানেও দেখা যাবে স্বপ্ন-ক্রিয়া কিছুদূর পর্যন্ত সক্রিয় আছে, কেননা ইচ্ছা সেখানে বাস্তবে পাল্টে গেছে, আবার চিন্তাও পাল্টে গেছে দৃশ্যচিত্রে। এখানে কোনো ব্যাখ্যারই দরকার হচ্ছে না, শুধু আমাদের এই দুটি পরিবর্তন পুনরুদ্ধার করে আনতে হবে। কিন্তু স্বপ্ন-ক্রিয়ার আরো কার্যকলাপ যেখানে চালু আছে—সেই অন্যজাতীয় স্বপ্ন, যাদের মধ্যে স্বপ্ন-বিকৃতিকরণ ঘটেছে—তাদের মূল চিন্তাগুলির পুনরুদ্ধার করতে হবে আমাদের ব্যাখ্যার সাহায্যে।

বহু স্বপ্ন-ব্যাখ্যার তুলনামূলক আলোচনার সঙ্গে আমার পরিচয় থাকার কারণে আমি, আপনাদের, তার বিবরণ দিতে পারি, যাতে দেখা যাবে স্বপ্ন-ক্রিয়া কীভাবে অব্যক্ত চিন্তার রসদগুলিকে কাজে লাগায়। কিন্তু অনুগ্রহ ক'রে অতিরিক্ত বুঝে ফেলবেন না, এটি এমন একটি বিবরণ যা অত্যন্ত মনোযোগ সহকারে শান্তভাবে শুনতে হবে।

স্বপ্ন-ক্রিয়ার প্রথম কাজ হচ্ছে সংক্ষেপণ (condensation)। এর সাহায্যে আমরা এটা বলার চেষ্টা করছি যে ব্যক্ত-স্বপ্নের বিষয়বস্তু অব্যক্ত চিন্তার চেয়ে কম ধনী বা কম জমকালো অর্থাৎ তা যেন অব্যক্ত চিন্তার সংক্ষিপ্ত অনুবাদ। কখনো কখনো 'সংক্ষেপণে'র ঘাটতি থাকতে পারে কিন্তু সাধারণত এটির নিয়ম হলো স্বপ্নে উপস্থিত থাকা, এবং প্রায়শই এটি প্রবলমাত্রায় সক্রিয় থাকে। এ কখনোই বিপরীতভাবে কার্যকর হয় না, অর্থাৎ কখনোই এমন হয় না যে ব্যক্ত স্বপ্ন, অব্যক্তের চেয়ে অধিক পরিমাণে ব্যাপ্ত বা বিষয়বস্তুর দিক থেকে অধিক ঐশ্বর্যশালী। সংক্ষেপণ নিম্নলিখিত উপায়ে কার্যকর হয়: ১. কিছু-কিছু অব্যক্ত উপাদান সম্পূর্ণ বাদ যায়; ২. অব্যক্ত স্বপ্নের বহু গুরুত্বপূর্ণ কেবল একটি ভগ্নাংশমাত্র ব্যক্ত স্বপ্নে প্রবেশাধিকার পায়; ৩. বিভিন্ন অব্যক্ত উপাদান, যারা নিজেদের মধ্যে কোনো সাধারণ বৈশিষ্ট্য ভাগ করে নিতে পারে, তারা ব্যক্ত স্বপ্নে একত্রিত হয়ে মিশ্রিত অবস্থায় একটি একক সমগ্র হিশেবে আবির্ভূত হয়।

যদি আপনারা চান তাহলে অবশ্য 'সংক্ষেপণ' শব্দটি শেষোক্ত প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য সরিয়ে রাখতে পারেন, যার প্রতিশব্দের প্রতিপাদন তুলনামূলকভাবে সোজা। আপনাদের নিজেদের স্বপ্ন লক্ষ করলেই দেখবেন, সহজেই সংক্ষেপণের কিছু দৃষ্টান্ত নজরে পড়ছে যেখানে বিভিন্ন ব্যক্তি সংক্ষিপ্ত আকার নিয়েছেন একটি ব্যক্তির চেহারায়। এইরকম মিশ্র-ব্যক্তির সঙ্গে দেখা যাবে চেহারায় মিল আছে শ্রীযুক্ত 'ক'-এর, পোশাকে মিল আছে শ্রীযুক্ত 'খ'-এর, পেশায় শ্রীযুক্ত 'গ'-এর, অথচ সবসময় আপনি জানেন ব্যক্তিটি হচ্ছেন প্রকৃতপক্ষে শ্রীযুক্ত 'ঘ'। এই

BanglaBook.org

মিশ্র ছবিটি অবশ্য ঐ চারব্যক্তির কোনো সাধারণ গুণকে জোর দিয়ে বোঝানোর জন্যই ব্যবহৃত হয়। অবশ্য এটাও সম্ভব যে ঐ মিশ্র ছবিটি শুধু ব্যক্তি নয়, বস্তু বা স্থানের সমন্বয়েও নির্মিত হ'তে পারে। কেবল এটাই মনে রাখতে হবে যে এর অন্তর্গত বিভিন্ন ব্যক্তি, বস্তু বা স্থানগুলির মধ্যে কোনো সাধারণ ঐক্য আছে, এটি যেন কোনো নতুন পলায়নপর ফেরারী ধারণা যার মর্মস্থলে আছে একটি সাধারণ ঐক্য।

সংক্ষেপণ এবং স্থানচ্যুতি

বিভিন্ন স্বতন্ত্র অংশ, যারা পরস্পর উপর্যুপরি প্রবিষ্ট হয়ে সংক্ষেপণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গেছে, তাদের শেষপর্যন্ত চেহারা দাঁড়ায় ঝাপসা অস্পষ্ট ছবির মতো, যেন একই ফিল্মের ওপর পরপর কয়েকটি ফোটোগ্রাফ নেয়া হয়েছে।

এই ধরনের মিশ্র প্রতিচ্ছবিগুলির নির্মাণ স্বপ্ন-ক্রিয়ার পক্ষে খুবই গুরুত্বপূর্ণ, কেননা আমরা প্রমাণ করতে পারি যে তাদের গঠনের পক্ষে প্রয়োজনীয় সাধারণ গুণগুলি উদ্দেশ্যমূলকভাবে তৈরি করা হয়েছে, যা প্রথমে আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে তা নয়, যেমন ধরুন কোনো চিন্তার জায়গায় বাছাই করা হচ্ছে কোনো বিশেষ মৌখিক কথা। আমরা এর আগেই সংক্ষেপণ এবং এই ধরনের মিশ্র নির্মাণের দৃষ্টান্ত লক্ষ করেছি, লক্ষ করেছি এরা 'মুখ ফসকে' কথা বলার মূলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে সেই যুবকের কথা যে এক ভদ্রমহিলাকে insort করতে চায়। এক্ষেত্রে ইং 'insort' হচ্ছে insult-এর 'in' এবং 'escort'-এর 'sort'—এই দুয়ে মিলে যুগ্মশব্দ insort, জর্মন ভাষায় যুগ্মশব্দটি হচ্ছে begleitidigen—যা আসছে beleidigen = অপমান ও begleiten = পাহারা দিয়ে নিয়ে যাওয়া, এই দুটি শব্দের অংশ থেকে। এছাড়াও নানান রঙ্গতামাশা আছে যাতে সংক্ষেপণের এই জাতীয় কৌশল ব্যবহার করা হয় (যেমন বাঙলায় সুকুমার রায়ের হাঁসজারু—অ)। এটা সত্যি যে অনেক স্বপ্নকল্পনাজাত মূর্তির প্রতিরূপ দেখা যাবে আমাদের স্বপ্নের মিশ্র চরিত্র চিত্রণে, যার বিভিন্ন অংশের মধ্যে কোনো যোগ নেই। বরং তাদের যেন অন্য জায়গা থেকে এনে জুড়ে দেয়া হয়েছে কল্পনায়, যেমন ধরা যাক এরকমই কল্পিত জীব হচ্ছে গ্রীক পুরাণের অশ্বদেবতা (Centaur) বা অন্যান্য পুরাণের অত্যদ্ভুত মূর্তিসমূহ (যেমন ধরা যাক ভারতীয় পুরাণের মহিষাসুর, গণেশ মূর্তি, নৃসিংহ মূর্তি ইত্যাদি।—অ)। সৃষ্টিশীল স্বপ্নকল্পনা অবশ্য নতুন কিছু উদ্ভাবন করে না কেবল বিভিন্ন উৎস থেকে আসা উপাদানগুলিকে পুনঃসংগঠিত করে। কিন্তু স্বপ্ন-ক্রিয়া যেভাবে কাজ করে তার একটি অদ্ভুত

BanglaBook.org

বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে এর মালমশলাগুলি তৈরি হয় চিন্তা থেকে, যে সব চিন্তার কিছুটা হ'তে পারে আপত্তিজনক এবং অপ্রীতিকর, কিন্তু তা সত্ত্বেও যারা নিখুঁতভাবে রূপ পায় ও প্রকাশিত হয়। স্বপ্ন-ক্রিয়া এইসব চিন্তাকে রূপান্তরিত করে। এটা বেশ আশ্চর্যের এবং বোঝা কঠিন যে এই ভাষান্তরের প্রক্রিয়ায়, অর্থাৎ তাদের অন্য হরফে কিংবা ভাষায় রূপান্তরিত করার প্রক্রিয়ায়, মিশ্রণ এবং সমন্বয়সাধনের উপায় কীভাবে নিয়োগ করা হয়। অন্য ক্ষেত্রে দেখা যায় অনুবাদকের চেষ্টা হচ্ছে মূল গ্রন্থের বৈশিষ্ট্যকে শ্রদ্ধা করা এবং সাদৃশ্য সত্ত্বেও যেসব জিনিশ এক নয় তাদের পার্থক্য খেয়াল করা, কিন্তু দেখা যাবে ঠিক এর উল্টোটা করছে স্বপ্ন-ক্রিয়া : দুটি বি-সদৃশ চিন্তাকে সংক্ষেপ ক'রে, যেন একটি বুদ্ধিদীপ্ত কৌতুক, এমন একটি মিশ্র দ্ব্যর্থক শব্দ তৈরি করছে যা একই সঙ্গে ঐ দুটি চিন্তার দিকেই ইংগিত করে। আমরা সরাসরি এটা বুঝতে পারব এমন আশা না-ও করতে পারি, কিন্তু স্বপ্ন-ক্রিয়া বোঝার ক্ষেত্রে এর তাৎপর্য খুবই বড় হ'য়ে উঠতে পারে।

যদিও সংক্ষেপণ প্রক্রিয়া স্বপ্নকে দুর্বোধ্য করে তোলে, তবুও এ এমন কোনো ধারণা তৈরি করে না যাতে মনে হতে পারে এই দুর্বোধ্যতা স্বপ্ন-সেন্সর ব্যবস্থার ফল। বরং এর সূত্রপাত খুঁজতে হবে স্বপ্নের কর্মপ্রণালী ও মিতব্যয়ী উৎপাদন-ব্যবস্থার ভিতর যদিও তা শেষপর্যন্ত স্বপ্ন-সেন্সর ব্যবস্থার স্বার্থ রক্ষা করে। সংক্ষেপণ ব্যবস্থা কোনো কোনো সময় অসাধারণ সাফল্য লাভ করতে পারে : এই উদ্ভাবনাটির সাহায্যে দুটি সম্পূর্ণ আলাদা অব্যক্ত চিন্তার সার-কে কোনো কোনো সময় একটি ব্যক্ত স্বপ্নে একত্রিত করা সম্ভব যাতে আমরা আপাতদৃষ্টিতে যথেষ্ট সন্তোষজনক একটি ব্যাখ্যায় পেঁছতে পারলেও দেখা যাবে দ্বিতীয় আরেকটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা আমাদের চোখ সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেছে।

এছাড়াও ব্যক্ত স্বপ্ন এবং অব্যক্ত চিন্তার সম্পর্কের উপর সংক্ষেপণ প্রক্রিয়ার একাধিক প্রতিক্রিয়ার মধ্যে একটি হচ্ছে, উভয়ের সম্পর্ক কোথাও খুব সরল নয়, কেননা দেখা যাবে পরস্পর-প্রবিষ্ট কতকগুলি অন্তর্গ্রন্থির সাহায্যে ব্যক্ত উপাদান একসঙ্গে বেশ কয়েকটি অব্যক্ত উপাদানের প্রতিভূ হয়েছে এবং একটি অব্যক্ত চিন্তা প্রবেশ করেছে বেশ কয়েকটি ব্যক্ত উপাদানে। আবার আমরা যখন স্বপ্ন-ব্যাখ্যা করতে আসব, তখন দেখব যে একটি ব্যক্ত উপাদানের অনুষঙ্গগুলি পরপর সুশৃঙ্খলভাবে ক্রমান্বয়ে আসে না ; আমাদের প্রায়ই গোটা স্বপ্নের ব্যাখ্যা না-করা পর্যন্ত অপেক্ষা ক'রে থাকতে হয়।

তাহলে দেখা যাচ্ছে স্বপ্ন-ক্রিয়া, অব্যক্ত চিন্তার খুবই একটি অদ্ভুত গোছের প্রতিলিপি, যা ঠিক প্রতিটি শব্দ বা চিহ্নের অনুবাদ নয়, অথবা কোনো বিশেষ নিয়মের বাছাই প্রক্রিয়াও নয়, যাতে দেখা যাবে শব্দের কেবল ব্যঞ্জনবর্ণগুলিই পুনরুৎপাদিত হয়েছে, স্বরবর্ণগুলি নয়, অথবা কোনো প্রতিভূ-ব্যবস্থা বা

BanglaBook.org

পুনরুপস্থাপনার ব্যবস্থাও নয়, যাতে একটি উপাদানকে নির্বাচিত করা হচ্ছে অন্য বেশ কয়েকটি উপাদানের প্রতিভূ হিশেবে। এ, তার চেয়েও ভিন্ন এবং ঢের জটিল একটি পদ্ধতিতে কাজ করে।

স্বপ্ন-ক্রিয়ার দ্বিতীয় কীর্তিটি হচ্ছে: স্থানচ্যুতি বা অভিক্রান্তি (displacement)। সৌভাগ্যবশত 'স্থানচ্যুতি'র ক্ষেত্রে আমরা কোনো নতুন রাস্তায় হাঁটছি না, আমরা জানি এটি সম্পূর্ণ স্বপ্ন-সেন্সর ব্যবস্থার কাজ। 'স্থানচ্যুতি' দুটি চেহারা নেয়: ১. একটি অব্যক্ত উপাদানের জায়গায় সেই উপাদানেরই কোনো অংশ আসে না, আসে অতি দূরের কোনো কিছু যা কোনো পূর্বসূত্রের ইঙ্গিত দেয় (allusion)। ২. কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয় থেকে ঝোঁক স'রে গিয়ে জোর পড়ে কোনো গুরুত্বহীন বিষয়ের উপর যাতে স্বপ্নের কেন্দ্র পাল্টে যায় এবং স্বপ্নের চেহারা হ'য়ে যায় অচেনা।

আমাদের জাগ্রত জীবনের ভাবনাতেও কোনো কিছুর পরিবর্ত বা বদলি হিশেবে আমরা পূর্বসূত্রের ইঙ্গিত ব্যবহার করি, কিন্তু তার সঙ্গে এর পার্থক্য আছে। জাগ্রত ভাবনার ক্ষেত্রে দেখব ইঙ্গিত এমনভাবে দেয়া হয় যাতে তা সহজেই বোঝা যায়, এবং বদলি ইঙ্গিতটির সঙ্গে মূল চিন্তার একটি অনুষঙ্গ থাকে। পূর্বসূত্রের ইঙ্গিত সাধারণত আমরা সরস কৌতুকে ব্যবহার ক'রে থাকি যেখানে বিষয়বস্তুর আনুষঙ্গিক শর্ত মানা হয় না, তার জায়গায় আসে অপরিচিত বহির্দেশীয় কোনো অনুষঙ্গ যেমন ধ্বনিগত মিল, দ্ব্যর্থকতা। অবশ্য বোধগম্যতার শর্ত মানা হয়, কৌতুকের উদ্দেশ্যটাই ব্যর্থ হ'য়ে যাবে যদি না আমরা বিনা চেষ্টায় ইঙ্গিতের লক্ষ্য কী তা বুঝতে পারি। কিন্তু স্বপ্নে স্থানচ্যুতির সাহায্যে ইঙ্গিতদানের ক্ষেত্রে এরকম কিছু বাঁধাধরা ব্যাপার থাকে না। এটা যে-উপাদানের বদলি হিশেবে আসে, তার সঙ্গে খুবই দূরবর্তী ও ভাসা-ভাসাভাবে সম্পর্কযুক্ত থাকে, আর সে কারণেই সহজে বোধগম্য হয় না। ফলে যখন এই যোগাযোগ উদ্ধার করা যায় বা আবিষ্কার করা যায়, তখন ব্যাখ্যার চেহারাটা দাঁড়ায় অনেকটা ব্যর্থ রসিকতা কিংবা জোর ক'রে টেনে লম্বা করা কোনো কৈফিয়তের মতো। স্বপ্ন-সেন্সর ব্যবস্থার উদ্দেশ্য অবশ্য তখনই সার্থক হয়, যখন ইঙ্গিতের ভেতর থেকে মূল চিন্তাকে খুঁজে বের করা অসম্ভব হ'য়ে দাঁড়ায়। ঝোঁকের স্থানচ্যুতি বা জোরের স্থানপরিবর্তন খুব বৈধ উদ্ভাবন বা কৌশল হবে না যদি আমাদের লক্ষ হয় ভাবনার প্রকাশ, যদিও এই কৌশল আমরা জাগ্রত জীবনেও ব্যবহার করে থাকি রসিকতা করার জন্য। এর থেকে কী ধরনের গোলমাল হ'তে পারে তা বোঝানোর জন্য আমি আপনাদের একটি গল্প বলছি। এক গ্রামে একজনই মাত্র কামার ছিল। সে ভয়ানক একটি অপরাধ করে। বিচারে তাকেই দোষী সাব্যস্ত করা হয়। কিন্তু গ্রামে যেহেতু একজনই কামার ছিল আর দরজি ছিল তিনজন সেই হেতু তাকে ফাঁসি না-দিয়ে ফাঁসিতে ঝোলানো হয় তিন দরজির একজনকে।

BanglaBook.org

শব্দের চিত্রায়ণ ব্যবস্থা

স্বপ্ন-ক্রিয়ার তৃতীয় কৃতিত্বটি হলো মনোবিজ্ঞানের দিক থেকে সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক। এটিতে রয়েছে চিন্তার রূপান্তর দৃশ্যচিত্রে। এখানে একটি কথা পরিষ্কার করে দেয়ার দরকার আছে : স্বপ্ন-চিন্তার সবকিছুকেই এভাবে পাল্টে দেয়া যায় না। এর অনেক কিছুরই আদি চেহারাটি বজায় থাকে এবং ব্যক্ত স্বপ্নে তা স্বপ্নদর্শীর ভাবনা বা জ্ঞান হিশেবে হাজির হয়। এছাড়া দৃশ্যচিত্রে রূপান্তরই যে চিন্তার একমাত্র সম্ভাব্য রূপান্তর, তাও নয়। তবু স্বপ্ন-নির্মাণের ব্যাপারে এটিই হচ্ছে অবশ্য প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য, এবং আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি স্বপ্ন-ক্রিয়ার এই অংশটিতে সবচেয়ে কম বৈচিত্র্য ঘটে, আর এছাড়া একক স্বপ্ন-উপাদানগুলির শব্দ-পুনরুপস্থাপন দৃশ্যচিত্রে ঘটে, এটাও আমরা জেনেছি।

স্বভাবতই এই কাজটি সহজ নয়। এ কাজের দুরূহ দিকটি বুঝতে গেলে প্রথমে ভাবুন আপনি সংবাদপত্রের কোনো বিশেষ রাজনৈতিক প্রবন্ধকে ছবি দিয়ে এঁকে বোঝাতে চান। সেক্ষেত্রে আপনাকে বর্ণমালার পরিবর্তে ব্যবহার করতে হবে মিশরীয় হায়ারোগ্লিফ বা ছবি-লেখা। কোনো চরিত্র বা বস্তুকে ছবি এঁকে বোঝানো সোজা, কিন্তু মুশকিলে পড়বেন যখন বিমূর্ত শব্দকে আঁকতে হবে, যখন বাক্যের সেইসব অংশ বোঝাতে হবে যেখানে বিভিন্ন চিন্তার অন্তর্বর্তী সম্পর্কের উল্লেখ আছে, যেমন উপসর্গ, অব্যয় ইত্যাদি। ফলে বিমূর্ত শব্দগুলি বোঝানোর জন্য আপনাকে নানান কৌশল ব্যবহার করতে হবে, যেমন ধরুন প্রবন্ধের পাঠ্যটিকে পাল্টাতে পারেন এমন কিছু পরিবর্ত বা বদলি শব্দ দিয়ে যেগুলো কিছুটা অচেনা হলেও যাদের অংশগুলি কম বিমূর্ত বা অন্তত বিমূর্ত নয় এবং যাদের সহজেই ছবিতে পাল্টে ফেলা যায়। এতে অবশ্য আপনাদের মনে পড়তে পারে, সবচেয়ে বিমূর্ত শব্দগুলিও আদিতে ছিল স্পষ্ট ও বাস্তব, কিন্তু তাদের আদি তাৎপর্যগুলি এখন ফিকে হয়ে গেছে। অতএব যেখানে সম্ভব, আপনি তাদের আদি তাৎপর্যের কাছে ফিরে যেতে পারেন। কাজেই আপনি নিশ্চয়ই খুশি হবেন যদি 'possessing' এই শব্দটির অর্থ বোঝাতে এর আক্ষরিক অর্থের একটি ছবি আঁকেন, যেমন এই শব্দটির ব্যুৎপত্তি হচ্ছে ল্যাটিন potis (able বা সক্ষম/সমর্থ) এবং sedeo (বা sedere বা sit বা বসা) থেকে যার একত্রে (potis sedeo) অর্থ হচ্ছে কোনকিছুর ওপর বসা। স্বপ্ন-ক্রিয়াও ঠিক একইভাবে কাজ করে। এরকম অবস্থায় অবশ্য খুব নিখুঁত চিত্রায়ণের দাবি পেশ করা যাবে না, এবং স্বপ্ন-ক্রিয়ার সঙ্গে ঝগড়াও করা যাবে না এই বলে যে

BanglaBook.org

কেন তা চিত্রায়ণের পক্ষে দুরূহ কোনো উপাদান যেমন বিবাহ-শপথ ভঙ্গের বদলি হিশেবে ব্যবহার করেছে অন্য কিছু ভাঙা, যেমন হাত বা পা।

এই অংশটি সংশোধন করার সময় হঠাৎ একটি সংবাদপত্রের খবর আমার চোখে পড়ে, যার সঙ্গে আমার ওপরের বক্তব্যের অদ্ভুত মিল আছে। (সংবাদপত্রের খবর :

ভগবানের মার

বিবাহ শপথ-ভঙ্গের জন্য হাত ভাঙা

জনৈক সৈন্যের স্ত্রী ফ্রাউ আনা এম. অভিযোগ করেন যে ফ্রাউ ক্লেমেণ্টাইন, তাঁর স্বামীর সঙ্গে অবৈধ প্রেমে লিপ্ত আছেন। ফ্রাউ আনা, তাঁর অভিযোগে জানান, সীমান্তে স্বামীর অনুপস্থিতির সুযোগে ফ্রাউ ক্লেমেণ্টাইন, কার্ল এম.-এর সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত হন এবং তাঁকে কার্ল এম. মাসে-মাসে ৭০ ক্রাউন উপহার দেন। এছাড়াও এর আগেই ফ্রাউ ক্লেমেণ্টাইন কার্ল এম.-এর কাছ থেকে মোটা অঙ্কের টাকা পেয়েছেন, যখন কীনা ফ্রাউ আনা তাঁর শিশুসন্তানদের সঙ্গে ক্ষুধা ও দারিদ্র্যে দিন কাটাচ্ছেন। কার্ল এম.-এর বন্ধুরাও ফ্রাউ আনাকে জানিয়েছেন, কার্ল এম. ফ্রাউ ক্লেমেণ্টাইনের সঙ্গে হোটেলে গিয়ে গভীর রাত পর্যন্ত খানা-পিনা করেছেন। এমনকি ঐ মহিলা অন্যান্য সৈন্যদের সামনেই একদিন কার্ল এমকে বলেন, 'ঐ বুড়িটা'কে ছেড়ে দিয়ে সে তার কাছে আসবে কিনা ; এছাড়া ফ্রাউ ক্লেমেণ্টাইনের বাড়িওয়ালাও অনেকবার দেখেছেন ফ্রাউ কে.-এর ঘরে ফরিয়াদীর স্বামী কার্ল এম. সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় রয়েছেন। গতকাল লিওপোল্ড স্টাড-এর এক ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে ফ্রাউ কে. সম্পূর্ণ অস্বীকার করেন যে তিনি কার্ল এম.-কে চেনেন। কাজেই, তিনি বলেন, কার্ল এম.-এর সঙ্গে তাঁর অবৈধ সম্পর্কের কথা ওঠেই না।

একজন সাক্ষী আলবারটাইন এম. অবশ্য তাঁর সাক্ষ্যে বলেন যে একদিন তিনি হঠাৎ-ই দেখে ফেলেন, ফরিয়াদীর স্বামীকে চুম্বন করছেন ফ্রাউ ক্লেমেণ্টাইন।

কার্ল এম তাঁর সাক্ষ্যে অবশ্য আগেই বলেছিলেন যে তাঁর সঙ্গে অভিযুক্তা ক্লেমেণ্টাইনের কোনো ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নেই। এদিকে ম্যাজিস্ট্রেটকে কাল একটি চিঠি লিখে কার্ল এম. তাঁর আগের বক্তব্য প্রত্যাহার করে নিয়ে কবুল করেন যে গত জুন মাস পর্যন্ত তিনি ফ্রাউ কে.-র সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত ছিলেন। তিনি আগে এই সম্পর্ক অস্বীকার করেছিলেন কেননা আদালতে মোকদ্দমা ওঠার আগে তাঁর কাছে এসে ক্লেমেণ্টাইন নতজানু হয়ে মিনতি করেন যে তিনি যেন মুখ না-খোলেন এবং তাঁকে বাঁচান।

'কিন্তু আজ', সাক্ষী কার্ল এম. তাঁর দরখাস্তে লেখেন, 'আমি বাধ্য হচ্ছি আদালতের কাছে সব কথা কবুল করতে কেননা আমার বাঁ হাত ভেঙে গেছে।

BanglaBook.org

আমার মনে হচ্ছে ভগবান আমাকে আমার অপরাধের জন্য শাস্তি দিয়েছেন।' বিচারক সাব্যস্ত করেন যে অপরাধ দীর্ঘদিন আগে করার জন্য এখন নালিশ তামাদি হয়ে গেছে, যার ফলে ফরিয়াদী তাঁর নালিশ প্রত্যাহার ক'রে নেন ও আসামীকে মুক্তি দেয়া হয়।)

চিন্তা-সম্পর্কের চিত্রায়ণ

এইভাবে অক্ষর-সমন্বিত শব্দের সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ওঠা যায়, যদি তাদের জায়গায় ব্যবহার করা হয় হায়ারোগ্লিফ বা ছবি-লেখা।

যখন বাক্যের মধ্যে সেইসব শব্দ ব্যবহার করা দরকার, যা কোনো চিন্তা-সম্পর্ককে বোঝাবে যেমন 'কারণ', 'অতএব', 'কিন্তু', তখন অবশ্য এইসব প্রক্রিয়ায় কাজ হবে না। ফলে এইদিক থেকে বলা যায় ভাষাকে ছবিতে পাল্টে দেয়ার প্রয়োজন দেখা দিলে পাঠ্যের এইসব অংশ হারিয়ে যাওয়ার বা অসম্পূর্ণ থাকার সম্ভাবনা। একইভাবে দেখা যাবে স্বপ্ন-চিন্তার বিষয়বস্তুকে, স্বপ্ন-ক্রিয়া, তার কাঁচামাল অর্থাৎ বিভিন্ন জিনিশ ও ক্রিয়াকলাপে পাল্টে ফেলেছে। যে সমস্ত সম্পর্কের কোনো অবিকল চিত্রায়ণ বা পুনরুপস্থাপনা হয় না বা বলা যাক, যে সমস্ত সম্পর্ক তাদের নিজেদের পুনরুপস্থাপন বা প্রতিভূ-চিত্র উপস্থিত করতে সমর্থ নয়, তাদের ইঙ্গিত কোনো চিত্রকল্পের সূক্ষ্ম বিন্যাসের দ্বারা যতটা দেয়া সম্ভব তার কিছুটা দিতে পারলেও আপনি সন্তুষ্ট হ'তে পারেন। স্বপ্নের ক্ষেত্রে দেখা যাবে ঐ একই ব্যাপার, ঐ একইভাবে স্বপ্ন-ক্রিয়া অব্যক্ত চিন্তার অনেকখানি, ব্যক্ত স্বপ্নের অদ্ভুত কিছু বৈশিষ্ট্য দিয়ে প্রকাশ করে তার বিশেষ স্পষ্টতা বা দুর্বোধ্যতা দিয়ে বিভিন্ন অংশে বিভক্ত ক'রে। স্বপ্ন যে-কটি অংশে বিভক্ত থাকে, অনুরূপ সেই ক'টি অংশেই সাধারণত বিভক্ত থাকে তার অন্তর্বস্তু বা মূল ভাব, সেই ক'টি অংশের পরম্পরাতেই সাজানো থাকে অব্যক্ত স্বপ্নের চিন্তা-পরম্পরা। একটি ছোট প্রাথমিক স্বপ্ন সাধারণত পরের মূল বিস্তারিত স্বপ্নের ভূমিকা হিশেবে অথবা কার্যকারণ সূত্রে কাজ করে। অন্যদিকে কোনো গৌণ স্বপ্ন-চিন্তার প্রতিভূ-চিত্র হিশেবে ব্যক্ত-স্বপ্নে ঢুকে পড়তে পারে কোনো দৃশ্য-পরিবর্তন। তাহলে দেখা যাচ্ছে স্বপ্নের আকারও বেশ গুরুত্ব-পূর্ণ, এমনকি আকারেরও একটা আলাদা ব্যাখ্যা থাকতে পারে। একই রাত্রের কয়েকটি স্বপ্নের প্রায়শ একই অর্থ হয় এবং তা নির্দেশ করে এমন কোনো উদ্যোগকে যা ক্রমান্বয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে থাকা কোনো উদ্দীপনাকে নিয়ন্ত্রণ করতে চাইছে! একটি একক স্বপ্নে হয়ত কোনো বিশেষ দুরূহ উপাদান, প্রতিভূ-চিত্র হিশেবে হাজির করছে কোনো যমজ বা একজোড়া বা একাধিক প্রতীক।

BanglaBook.org

আমরা যদি স্বপ্ন-চিন্তার সঙ্গে তাদের প্রতিভূ-চিত্র হিশেবে ব্যক্ত-স্বপ্নের তুলনা চালিয়ে যেতে থাকি, তাহলে আমরা চারদিকে এমন সব জিনিশ আবিষ্কার করব, যা একদম অপ্রত্যাশিত, অর্থাৎ স্বপ্নে এমনকি অর্থহীন এবং উদ্ভট জিনিশেরও অর্থ আছে। বস্তুতপক্ষে ঠিক এখানেই, স্বপ্নের চিকিৎসাবিদ্যা-প্রদত্ত ব্যাখ্যা এবং মনঃসমীক্ষণিক ব্যাখ্যার প্রভেদ এতটা স্পষ্ট হয়ে উঠছে যা আগে কখনোই হয়নি। চিকিৎসা বিজ্ঞান অনুসারে স্বপ্ন আজগুবি, কেননা স্বপ্ন দেখার সময় আমাদের মন কাজ করে না; অন্যদিকে আমাদের মত হচ্ছে, স্বপ্ন তখনই আজগুবি হয় যখন তার পেছনে অব্যক্ত চিন্তার কোনো সমালোচনা প্রচ্ছন্ন থাকে যা কোনো কিছুকে বলতে চাইছে—'আজগুবি'। এর আগে আমি সেই থিয়েটারে যাওয়ার একটি স্বপ্নের কথা বলেছিলাম (যেখানে দেড় ফ্লোরিন বা ১·৫০ ফ্লোরিনের বিনিময়ে তিনটি টিকিট কেনার কথা আছে) যাকে এর একটি ভালো দৃষ্টান্ত হিশেবে ধরা যেতে পারে। এতে যে মতটি প্রকাশ করা হয়েছিল তা হলো: অত তাড়াতাড়ি বিয়ে করাটা অবাস্তব (উদ্ভট বা আজগুবি) হয়েছে।

একইভাবে আমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে জানতে পারব সন্দেহ বা অনিশ্চয়তা, যার কথা স্বপ্নদর্শী ব্যক্তিরা প্রায়ই বলে থাকেন তাদের প্রকৃত অর্থ কী। যেমন ধরুন কোনো উপাদান কি সত্যিই স্বপ্নে হাজির হয়েছিল, সে কি সত্যি-ই তা-ই? না কি সে অন্য কিছু? নিয়মমাফিক বলা যায়, স্বপ্নের প্রচ্ছন্ন বা অব্যক্ত চিন্তায় ঐ অনিশ্চয়তা বা সন্দেহের অনুরূপ সমান্তরাল কিছু নেই, এদের সূত্রপাত পুরোপুরি সেন্সর ব্যবস্থার ক্রিয়াকলাপ থেকেই, অনেকটা ঐ ব্যবস্থার পুরোপুরি সফল হতে না-পারার বা অবাঞ্ছিত অংশকে পুরোপুরি মুছে দিতে না-পারার অসফল চেষ্টা থেকে।

আমাদের সবচেয়ে বিস্ময়কর আবিষ্কারগুলির মধ্যে একটি হচ্ছে অব্যক্ত চিন্তায় 'বিপরীত'কে কীভাবে স্বপ্নক্রিয়া হাজির করে। আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি অব্যক্ত বিষয়বস্তুর অন্তর্গত বিভিন্ন 'মিল'গুলি ব্যক্ত স্বপ্নে কীভাবে 'সংক্ষেপণ' প্রক্রিয়ায় বদলির সাহায্যে প্রকাশ করা হয়। এবার এর উল্টো অর্থাৎ 'বৈপরীত্য' বা প্রভেদগুলিকেও দেখব, 'মিল'-এর মতোই একইভাবে হাজির করা হয়, একই ব্যক্ত উপাদানকে ব্যবহার করার দিকে এর একটি বেশ স্পষ্ট ঝোঁক থাকে। ব্যক্ত স্বপ্নে যদি দেখা যায় একটি উপাদান তার বিপরীত কোনো একটি উপাদানকে হাজির করেছে, তাহলে তা বোঝাতে পারে আগের উপাদানটিকে, অথবা তার বিপরীতকে অথবা দুটিকে একই সঙ্গে। কেবল তার তাৎপর্য বুঝিয়ে দেবে কোন ভাষান্তরটি গ্রহণ করা হবে। এখান থেকে আমরা এটাই বুঝতে পারছি যে স্বপ্নে 'না'-এর কোনো প্রতিভূ-চিত্র হয় না, অথবা বলা যাক এমন কোনো প্রতিভূ-চিত্র হয় না যা দ্ব্যর্থক নয়।

BanglaBook.org

আদি শব্দের বিপরীত ব্যবহার

স্বপ্ন-ক্রিয়ার এই অদ্ভুত আচরণের সাদৃশ্য লক্ষ করা যাবে ভাষার বিকাশে। অনেক ভাষাতত্ত্ববিদ মনে করেন যে প্রাচীনতম ভাষাগুলিতে বিপরীত শব্দগুলির যেমন : দুর্বল—সবল, আলো—অন্ধকার ; বৃহৎ—ক্ষুদ্র ইত্যাদির মূল এক। এইভাবে দেখা যাবে প্রাচীন মিশরীয় শব্দ 'কেন্' (Ken) আদিতে সবল এবং দুর্বল দুই-ই বোঝাত। কথা বলার সময় যাতে কেউ ভুল না বোঝে তাই স্বর এবং ভঙ্গীর তারতম্যের সাহায্যে এই দ্ব্যর্থক শব্দগুলি উচ্চারণ করা হতো, লেখার সময় বোঝানো হতো একটি তথাকথিত বিশেষ নির্ধারক চিহ্ন দিয়ে, অর্থাৎ একটি বিশেষ ছবি এঁকে যার কোনো মৌখিক প্রতিরূপ নেই। এইভাবেই দেখা যাবে 'Ken' বা 'কেন্'—সবল বোঝাতে ব্যবহার করার সময় এমনভাবে লেখা হবে যাতে ঐ শব্দটির পরে ঋজুভাবে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ক্ষুদ্রকায় মানুষের ছবি থাকে। যখন 'কেন্' বা 'Ken' শব্দটি বোঝাবে দুর্বল, তখন শব্দের পরে ঝুঁকে পড়া ন্যুব্জদেহ একটি মানুষকে দেখানো হবে। কেবল পরবর্তী যুগেই একই মূল শব্দের দুটি ভিন্ন অর্থকে ভিন্নভাবে বোঝানো হবে মূল শব্দে সামান্য কিছু পরিবর্তন ঘটিয়ে, যেমন কেন্ বা 'Ken' যা আগে একই সঙ্গে সবল ও দুর্বলকে বোঝাত, তা ব্যবহৃত হবে কেবল 'সবল' বোঝাতে, এবং দুর্বল বোঝাতে 'Ken'-এ সামান্য পরিবর্তন ঘটিয়ে ব্যবহার করা হবে 'Kan' = দুর্বল। এটা কেবলমাত্র যে প্রাচীনতম ভাষাগুলিতেই হবে (যারা বিকাশের শেষ পর্যায়ে ব্যবহার করত কিছু প্রাচীন দ্ব্যর্থক শব্দের অবশেষ) তা-ই নয়, আরো বহু নবীন এবং এখনও প্রচলিত ভাষায় এই ধরনের ব্যবহার দেখা যাবে। সি. এ্যাবেল (C. Abel, ১৮৮৪)-এর গবেষণা থেকে আমি কিছু দৃষ্টান্ত হাজির করছি :

ল্যাটিনে কিছু দ্ব্যর্থক শব্দ, যেমন :

altus = উঁচু অথবা গভীর, Sacer = পবিত্র অথবা অভিশপ্ত।

মূল শব্দে পরিবর্তন ঘটানোর দৃষ্টান্ত। যেমন :

Clamare = চেঁচানো, Clam = শান্তভাবে, নীরবে, গুপ্তভাবে, siccus = শুকনো, Succus = রস।

এবং জর্মনে : Stimme = কণ্ঠস্বর, stumm = বোবা। সমধর্মী কিছু ভাষায় এই ধরনের নজির মিলবে : ইংরেজি : Lock = বন্ধ করা। জর্মন : Loch = গর্ত, Lucke = ফাঁক। ইংরেজি : Cleave = দু-ভাগ। জর্মন : Kleben = লেগে থাকা (ইংরেজিতে Cleave-এর দুটি অর্থ এখনো বজায় আছে : to cleave = আলাদা করা, to cleave to = লেগে থাকা—ইং অনুবাদক)

BanglaBook.org

ইংরেজি without শব্দটির আদিতে নেতিবাচক ও ইতিবাচক দুটি অর্থই একত্রে ছিল, কিন্তু কালক্রমে এখন তার নেতিবাচক দিকটি-ই একমাত্র প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু এটাও পরিষ্কার যে 'with'-এর তাৎপর্য কেবল 'সহযোগে'-ই নয়, প্রত্যাহারেও আছে। যেমন withdraw, withhold (তুলনীয় জর্মন—wilder)।

স্বপ্নক্রিয়ার আরেকটি বৈশিষ্ট্যের অনুরূপ প্রক্রিয়াও লক্ষ করা যাবে ভাষা বিকাশের ক্ষেত্রে। প্রাচীন মিশরীয় এবং পরবর্তী কালের আরো অন্যান্য ভাষাতেও লক্ষ করা যাবে ধ্বনিক্রম উল্টে দিয়ে একই মূল ধারণার একাধিক প্রতিশব্দ তৈরি করা হয়েছে। ইংরেজি এবং জর্মন ভাষা থেকে এই ধরনের কিছু সমান্তরাল শব্দের নমুনা হাজির করছি। যেমন

Topf (Pot)—Pot, Boat—Tub, Hurry—Ruhe (Rest—বিশ্রাম)
Balken (beam, কড়িকাঠ বা কাষ্ঠদণ্ড)—Kloben club, মুগুর) Wait (tauwen) =to wait। ল্যাটিন এবং জর্মনের সমান্তরাল :
Capare—packen (to seige) ren—Niere (মূত্রাশয়, kidney)।
(বাংলায় 'বি' উপসর্গ দিয়ে 'বিপরীত' এবং 'বিশেষ' দুটি-ই বোঝায় যেমন যোগের বিপরীত অর্থে 'বিয়োগ', আবার বিশেষভাবে তর্ক বোঝাতে বিতর্ক। 'রত' হওয়ার বিপরীত বোঝাতে 'বিরত' বিশেষ ভাবে 'গত' বোঝাতে বিগত। বিখ্যাত দৃষ্টান্তও আছে, একই শব্দ উল্টে দিয়ে : রাম এবং মরা। এছাড়াও আছে লেখা, খেলা , রব, বর ; শব, বশ ; বল, লব ইত্যাদি —অ)
শব্দের বিপরীতায়নের প্রক্রিয়া স্বপ্নে বহু বিচিত্রভাবে ঘটতে পারে। অর্থের বিপরীতায়ন অর্থাৎ 'বদলি' হিশেবে 'বিপরীত'-এর ব্যবহারের সঙ্গে আমরা পরিচিত, কিন্তু এছাড়াও স্বপ্নে অবস্থার বিপরীতায়ন অথবা দুই ব্যক্তির সম্পর্কের বিপরীতায়ন ঘটতে পারে, যেন এক উদোর পিণ্ডি বুধোর ঘাড়ে চাপানোর দেশে আমরা হাজির হয়েছি।
স্বপ্নে প্রায়ই দেখা যাবে খরগোস তাড়া করছে শিকারী কুকুরকে। আবার দেখা যাবে ঘটনার ক্রমও উল্টে গেছে ; যেমন স্বপ্নে দেখা যাবে, আগে প্রতিক্রিয়া, পরে ক্রিয়া ; আগে কার্য, তারপর কারণ। যেমন তৃতীয় শ্রেণীর নাটকে দেখা যায়, মঞ্চে আগে নায়ক লুটিয়ে পড়ল, তারপর গুলির শব্দ হলো। অথবা এমন কিছু স্বপ্ন দেখা যাবে, যেখানে সমস্ত উপাদানগুলিরই ক্রম উল্টে গেছে, ফলে তাদের ব্যাখ্যা করার জন্য শেষেরটিকে আনতে হবে আগে ও আগেরটিকে পরে, যদি আমরা আদৌ এদের মর্মোদ্ধার করতে চাই। এই একই ধরনের ব্যাপার আমরা স্বপ্ন-প্রতীক ব্যবস্থার আলোচনায় লক্ষ করেছি যখন দেখা গেছে জলে ঝাঁপ দেয়া বা পড়ে যাওয়ার অর্থ আর জল থেকে উঠে আসার অর্থ একই, অর্থাৎ জন্ম দেয়া কিংবা জন্মানো। এরকমই ফের দেখা যাবে সিঁড়ি দিয়ে

BanglaBook.org

কিংবা মই বেয়ে ওঠার স্বপ্নে, যার অর্থ সিঁড়ি দিয়ে কিংবা মই বেয়ে নামার মতোই এক। অব্যক্ত চিন্তার চিত্রায়ণে স্বপ্ন-বিকৃতিকরণের স্বাধীনতার এই সুবিধাজনক দিকগুলি আমাদের নজর এড়িয়ে যেতে পারে না।

স্বপ্ন-ক্রিয়ার এই বৈশিষ্ট্যগুলিকে বলা যায় পৌরাণিক। এরা অক্ষর বা ভাষার আদিম প্রকাশরীতির দিকেই ঝুঁকে আছে এবং সেই কারণেই এদের পাঠোদ্ধার বা মর্মোদ্ধারের ক্ষেত্রে একই ধরনের অসুবিধে দেখা দেয় যা আমরা পরে, এ বিষয়ে বিশ্লেষণমূলক আলোচনার সময় উল্লেখ করব।

এবার এ বিষয়ের অন্য কিছু দিক নিয়ে আলোচনা করা যাক।

পশ্চাৎভ্রমণ

এখন এটা পরিষ্কার যে স্বপ্ন-ক্রিয়ার পক্ষে যা করণীয় তা হচ্ছে অব্যক্ত স্বপ্নচিন্তা যা ভাষায় বা শব্দে প্রকাশযোগ্য, তাকেই রূপান্তরিত করা দৃশ্যে, অর্থাৎ দৃশ্যচিত্রে। এবার বলা যাক, আমাদের ভাবনার সূত্রপাত কিন্তু ঐ ধরনের দৃশ্যচিত্র থেকেই, অর্থাৎ চিন্তার আদিমতম বস্তু-উপাদানে এবং চিন্তার প্রাথমিক বিকাশের স্তরে রয়েছে ঐ ইন্দ্রিয়জ স্মৃতিমুদ্রণ অথবা আরো সঠিকভাবে বলতে গেলে, এদের স্মৃতিচ্ছবি বা স্মৃতিচিত্র। এর পরবর্তী পর্যায়ে এই ছবিগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শব্দ, যারা পরস্পর সংযুক্ত হয়ে তৈরি করেছে চিন্তা। কাজেই স্বপ্ন-ক্রিয়া আমাদের চিন্তাকে একটি পশ্চাৎমুখী প্রক্রিয়ার অধীনে নিয়ে আসছে ও তাদের বিকাশের পদচিহ্নগুলিকে অনুসরণ করে উল্টোদিকে পেছিয়ে যাচ্ছে। এই পশ্চাৎভ্রমণের সময়, স্মৃতিচ্ছবি বা স্মৃতিচিত্র, চিন্তায় বিকশিত হওয়ার কালে যেসব নতুন জিনিশ অর্জন করেছিল সেসবই পরিত্যাগ করবে।

তাহলে স্বপ্ন-ক্রিয়া বলতে আমরা যা বোঝাতে চাইছি, এটা তা-ই। এই প্রক্রিয়া সম্পর্কে যা আমরা শিখলাম, তারই পাশাপাশি ব্যক্ত স্বপ্ন সম্পর্কে আমাদের আগ্রহ পশ্চাৎভূমিতে ক্রমশই মিলিয়ে যাবে, তবে এরপরও ব্যক্ত স্বপ্ন সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করব, কেননা শেষপর্যন্ত স্বপ্নের এই ব্যক্ত অংশটির সঙ্গেই আমাদের যা কিছু প্রত্যক্ষ পরিচয় আছে।

এটা খুবই স্বাভাবিক যে ব্যক্ত স্বপ্নের গুরুত্ব এখন আমাদের কাছে কিছুটা কমবে। এর রচনা সতর্কভাবে করা হয়েছে নানা ভেঙে পরপর-বিচ্ছিন্ন কিছু চিত্র দিয়ে নির্মাণ করা হয়েছে, এ প্রশ্ন এখন অবান্তর ব'লে মনে হতে পারে। এমনকি যখন স্বপ্নের বাইরের চেহারাকে খুবই আপাত অর্থপূর্ণ বলে মনে হচ্ছে, তখনও আমরা জানি যে বাইরের এই চেহারা হাজির হয়েছে স্বপ্ন-বিকৃতিকরণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে, এবং তার সঙ্গে স্বপ্নের অন্তর্বস্তু বা অব্যক্ত চিন্তার যোগ ততটুকুই, যতটা আছে কোনো ইতালীয় গীর্জার সম্মুখভাগের সঙ্গে তার সাধারণ

BanglaBook.org

কাঠামো ও ভিত্তি-পরিকল্পনার। কোনো-কোনো সময় অবশ্য স্বপ্নের এই 'সম্মুখভাগ'-এর একটা অর্থও থাকে, কেননা কখনো কখনো দেখা যাবে অব্যক্ত চিন্তার খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ সামান্য বিকৃত অবস্থায় অথবা পুরোপুরি অবিকৃত অবস্থায় প্রতিভূ-চিত্রে রূপান্তরিত হয়েছে। তবে আমরা এটা জানতে পারব না, যতক্ষণ পর্যন্ত না আমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা করছি, এবং কতটা বিকৃতি ঘটেছে সে সম্পর্কে একটা ধারণা তৈরি করতে পারছি। ঐ একইভাবে আমাদের মনে সন্দেহ আসতে পারে যখন দেখে মনে হবে দুটি স্বপ্ন-উপাদান খুবই ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এই ধরনের যোগাযোগে একটি মূল্যবান ইঙ্গিত থাকতে পারে যে অব্যক্ত স্বপ্নের অনুরূপ উপাদানগুলিও একইভাবে সম্পর্কযুক্ত, কিন্তু অন্য সময় আবার আমাদের বিশ্বাস করতে হবে যে চিন্তায় যারা সংযুক্ত, স্বপ্নে তারা বিপুলভাবে বিচ্ছিন্ন।

সাধারণভাবে ব্যক্ত স্বপ্নের একটি অংশ দিয়ে অপর অংশকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা থেকে বিরত থাকতে হবে, কেননা স্বপ্ন কোনো সুসংহত ধারণা নয় কিংবা কোনো বাস্তববোধে বাঁধা বৃত্তান্ত নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এর বহির্দৃশ্য অনেকটাই ব্রেচিয়া প্রস্তরখণ্ডের (Breccia stone) মতো যা বিভিন্ন ধরনের পাথরের টুকরো দিয়ে তৈরি হলেও ঐ পাথরের টুকরোগুলি এমনভাবে সেখানে জোড়া থাকে যাতে তাদের জোড়া দেয়ার দাগগুলিকে বলা যাবে না মূল প্রস্তরখণ্ডের আদি টুকরোগুলির দাগ।

অনুযোজনা

স্বপ্নের একটি বিশেষ প্রক্রিয়া আছে যাকে বলা হয় অনুযোজনা বা sccondary elaboration, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে স্বপ্নক্রিয়ার তাৎক্ষণিক ফলগুলিকে জুড়ে দিয়ে একটি সুসংহত 'সমগ্র' বানানো, যার নির্মাণকালে স্বপ্নবস্তুগুলিকে এমন-ভাবে জোড়া হবে যাতে তাদের সম্পূর্ণ ভুল অর্থ করা সম্ভব এবং বলা যায় সেই উদ্দেশ্যেই যেন প্রয়োজনীয় যে-কোনো প্রক্ষিপ্ত জিনিস সেখানে ঢুকিয়ে দেয়া হয়। অন্যদিকে বলা যায় স্বপ্নক্রিয়াকে, তার যা প্রাপ্য তার চেয়ে অতিরিক্ত গুরুত্ব আমরা দিতে পারি না। এর কার্যকলাপ মোটামুটি এই ক'টির মধ্যেই সীমাবদ্ধ : ১. সংক্ষেপণ (Condensation) ২. স্থানচ্যুতি বা অভিক্রান্তি (Displacement)। ৩. পুনরুপস্থাপন বা প্রতিভূ-চিত্রায়ণ (plastic representation)। ৪. গোটা স্বপ্নের অনুযোজনা (Secondary Elaboration)।

কেবল এই ক'টিই স্বপ্ন-ক্রিয়ার প্রতিক্রিয়া হতে পারে। বিচার, সমালোচনা,

BanglaBook.org

বিস্ময় কিংবা অবরোহ পদ্ধতির যুক্তিচর্চার যেসব অভিব্যক্তি স্বপ্নে দেখা যায়, সেগুলি স্বপ্ন-ক্রিয়ার কোনো অবদান নয় এবং খুব কমক্ষেত্রেই তা স্বপ্ন সম্পর্কে স্মৃতিচারণ হলেও হতে পারে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা অব্যক্ত চিন্তার ভগ্নাংশ, যা ব্যক্ত স্বপ্নে কিছু সংশোধিত আকারে প্রসঙ্গের মানানসই চেহারা নিয়ে উঠে আসে। আবার স্বপ্ন-ক্রিয়া, স্বপ্নে কোনো সংলাপ নির্মাণ করতে সক্ষম নয়। অবশ্য কয়েকটি ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম থাকলেও দেখা যাবে সাধারণত স্বপ্নদর্শীর আগের দিনের কোনো শোনা কথা অথবা নিজেরই বলা কোনো কথাকে স্বপ্নের সংলাপ অনুকরণ করেছে, অব্যক্ত স্বপ্ন-চিন্তায় ঢুকে পড়া স্বপ্ন-উদ্রেককারী স্বপ্ন-বিষয়বস্তু হিশেবে। স্বপ্ন-ক্রিয়ার রাজ্যে কোনো গাণিতিক হিশেবের অনুপ্রবেশ সম্ভব নয়; এই ধরনের কোনো গাণিতিক অঙ্ক ব্যক্ত স্বপ্নে হাজির হলে বুঝতে হবে এরা নেহাতই কিছু সংখ্যার সমাহার, নকল গণিত, অব্যক্ত চিন্তায় ঢুকে থাকা কোনো গাণিতিক হিশেবের প্রতিলিপি মাত্র।

এরকম একটা অবস্থায় এটা আবার খুব বিস্ময়কর হবে না যদি আমাদের স্বপ্ন-ক্রিয়া সম্পর্কে যে আগ্রহ ছিল, তা ঘুরে যায় অব্যক্ত চিন্তার দিকে, যা কিনা কমবেশি পরিবর্তিত বা বিকৃত অবস্থায় ব্যক্ত স্বপ্নে আত্মপ্রকাশ করেছে। আবার এটাও খুব যুক্তিযুক্ত হবে না যদি আমাদের আগ্রহ এতটাই ঘুরে যায় যাতে আমরা গোটা স্বপ্নের পরিবর্ত বা বদলি হিশেবে সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করি অব্যক্ত চিন্তাকে এবং স্বপ্ন সম্পর্কে এমন কিছু বলি যা আসলে অব্যক্ত চিন্তার ক্ষেত্রে খাটে। এটা খুবই আশ্চর্য হবে যদি মনঃসমীক্ষণের পর্যবেক্ষণ-গুলিকে কেউ এভাবে অপব্যবহার ক'রে দুটিকে গুলিয়ে ফেলেন। 'স্বপ্ন' বলতে শুধুমাত্র বোঝায় স্বপ্ন-ক্রিয়ার ফলাফলকে অর্থাৎ যে-আকারে বা চেহারায় অব্যক্ত চিন্তাকে স্বপ্ন-ক্রিয়া হাজির করেছে।

এই কাজ একটি অদ্ভুত ধরনের প্রক্রিয়া। মানসিক জীবনে এরকম অন্য কোনো কিছুর খবর আজও আমরা জানি না। এই ধরনের সংক্ষেপণ, স্থানচ্যুতি, এবং চিন্তার দৃশ্যচিত্রে পৌঁছনোর পশ্চাৎমুখী ভাষান্তর একটি অভিনব ব্যাপার, যার স্বীকৃতি মনঃসমীক্ষণ বিদ্যায় গবেষণার ক্ষেত্রকে আরো ঐশ্বর্যশালী ক'রে তুলেছে। আপনারা আবার লক্ষ করবেন স্বপ্ন-ক্রিয়ায় মধ্যবর্তীকালভাবে এমন কিছু ঘটনা রয়েছে যার দ্বারা মনঃসমীক্ষণ বিদ্যা এবং অপরাপর বিদ্যার গবেষণার মধ্যে একটি যোগসূত্র আবিষ্কার করা সম্ভব, বিশেষত কথ্যভাষা ও চিন্তার বিকাশের ক্ষেত্রে। আপনারা এইভাবে লক্ষ অন্তর্দৃষ্টির গুরুত্ব কতখানি তা আরো বুঝবেন, যখন জানতে পারবেন স্বপ্ন-ক্রিয়ার কর্মপ্রণালীকে স্নায়ুরোগের উপসর্গ নির্মাণের ক্ষেত্রে একটি মডেল হিশেবেও গ্রহণ করা যায়।

আমি অবশ্য এটাও জানি যে আমাদের এই পরিশ্রম থেকে মনোবিজ্ঞান কত নতুনভাবে লাভবান হ'তে পারে তা এখনও আমরা সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে

BanglaBook.org

পারিনি। আমরা কেবল নির্জ্ঞান মানসিক প্রক্রিয়ার অস্তিত্ব সম্পর্কে ঐ পরিশ্রম-লব্ধ কিছু নতুন প্রমাণের ইঙ্গিত দিচ্ছি মাত্র, কেননা বস্তুতপক্ষে অব্যক্ত স্বপ্ন-চিন্তার প্রকৃতিই তা-ই (অর্থাৎ নির্জ্ঞান)। আর এছাড়া, আমাদের স্বপ্ন-ব্যাখ্যা, মনের নির্জ্ঞান জীবন সম্পর্কে জ্ঞান সংগ্রহ করার একটি উপায়ের প্রতিশ্রুতি এনে দিচ্ছে, যে-উপায়ের ব্যাপ্তি ও বিশালতা, এর আগে এমনকি আমরা অনুমানও করতে পারিনি।

এবার আমি আপনাদের সামনে দৃষ্টান্ত হিশেবে কিছু ছোট স্বপ্ন একে-একে হাজির করছি যার থেকে আমি এতক্ষণ ধ'রে যা বলতে চেয়েছি, তা বোঝা সহজ হবে।

BanglaBook.org

৮

স্বপ্নের নমুনা এবং তাদের বিশ্লেষণ

আপনারা হতাশ হবেন না, যদি আমি আবারও স্বপ্ন-ব্যাখ্যার কিছু অংশ আপনাদের সামনে উপস্থিত করি এবং একটি চমৎকার দীর্ঘ স্বপ্নের ব্যাখ্যা-প্রক্রিয়ায় যদি এখনই আপনাদের অংশ গ্রহণ করতে অনুরোধ না-জানাই। আপনারা অবশ্য বলবেন, এতক্ষণ ধরে এত প্রস্তুতি নেওয়ার পর আপনাদের নিশ্চয়ই অংশগ্রহণের অধিকার জন্মেছে, এবং এরকম বিশ্বাস আপনারা এবার ব্যক্ত করতেই পারেন যে কয়েকসহস্র স্বপ্নের সফল ব্যাখ্যাদানের পর নিশ্চয়ই এতদিনে আমাদের হাতে এমন কিছু চমৎকার স্বপ্নের নমুনা এসেছে যার দ্বারা স্বপ্ন-ক্রিয়া এবং স্বপ্নচিন্তা সংক্রান্ত আমাদের যাবতীয় বক্তব্যের সত্যতা প্রদর্শন করা সম্ভব। হ্যাঁ, তা করা যায়, কিন্তু আপনাদের প্রত্যাশা মেটানোর রাস্তায় বেশ কিছু অসুবিধে আছে। প্রথমত আমি অবশ্যই স্বীকার করব, এমন লোক পাওয়া শক্ত যিনি কেবল স্বপ্ন-ব্যাখ্যাই তাঁর একমাত্র কাজ বলে ভাবেন। তাহলে কী অবস্থায় পেঁছে আমরা স্বপ্ন-ব্যাখ্যা করছি? একেক সময় কোনো উদ্দেশ্য ছাড়াই আমরা আমাদের বন্ধুদের স্বপ্ন নিয়ে ব্যস্ত থাকতে পারি, কিংবা নিজেদের স্বপ্ন নিয়েও কিছু সময়ের জন্য কাজ করতে পারি, নিজেদের মনঃসমীক্ষণিক বিদ্যায় শিক্ষিত ক'রে তোলার জন্য। কিন্তু প্রধানত আমরা কাজ করি, মনঃসমীক্ষণিক চিকিৎসাধীন স্নায়ুরোগীদের স্বপ্ন নিয়ে। এইসব রোগীদের স্বপ্ন, আমাদের চমৎকার তথ্য সরবরাহ করে, এবং কোনোদিক থেকেই এই সব স্বপ্ন, সুস্থ ব্যক্তিদের স্বপ্নের চেয়ে নিকৃষ্ট নয়, কিন্তু চিকিৎসার কৌশলগত কারণে এক্ষেত্রে স্বপ্ন-ব্যাখ্যার কাজটি হয় আরোগ্যমূলক, ফলে বিপুলসংখ্যক স্বপ্নের ব্যাখ্যা করার পরিবর্তে যে-মুহূর্তে আরোগ্যের পক্ষে অনুকূল কোনো সূত্র আমরা পাই, সেই মুহূর্তে আমাদের থামতে হয়। আবার চিকিৎসার সময় রোগীরা এমন অনেক স্বপ্ন দেখেন যার কোনো সঠিক ব্যাখ্যা দেয়া যায় না। ঐসব স্বপ্নের সূত্রপাত যেহেতু মনের বিপুল বিষয়সম্ভার থেকে, যা আমাদের কাছে এখনো অজ্ঞাত, তাই রোগীর সম্পূর্ণ আরোগ্যলাভ না-হওয়া পর্যন্ত তাদের পুরোপুরি বোঝা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। এই সব স্বপ্ন বুঝতে গেলে স্নায়ুরোগের সমস্ত

BanglaBook.org

রহস্যকে উন্মোচিত করতে হবে, যা আমরা পারব না, যেহেতু আমরা স্বপ্ন অনুধাবন করছি স্নায়ুরোগ অনুধাবনের প্রস্তুতি হিশেবে।

এখন আমি আশা করছি, আপনারা স্বেচ্ছায় এই প্রসঙ্গ থেকে সরে এসে আমায় অনুমতি দেবেন, সুস্থ ব্যক্তিদের, এমনকি আপনাদের নিজেদের স্বপ্ন-ব্যাখ্যা সম্পর্কে আমার বক্তব্য উপস্থিত করতে। কিন্তু স্বপ্নের বিষয়বস্তুই এ কাজ প্রায় অসম্ভব করে তোলে। কেউই নিজের স্বপ্ন কিংবা কোনো বিশ্বস্ত বন্ধুর স্বপ্ন, নির্দয় বিশ্লেষণের কবলে পড়তে দেবেন না, কেননা একটি স্বপ্নের পুরোপুরি বিশ্লেষণ করতে গেলে নির্দয় হওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই, আর এটাও আপনারা এতদিনে নিশ্চয়ই বুঝে গেছেন যে স্বপ্ন-বিশ্লেষণ ব্যক্তিগত জীবনের অত্যন্ত গোপন ও অন্তরঙ্গ বিষয়গুলিকেই ছোঁয়। বিষয়বস্তুর এই স্বাভাবিক অসুবিধে ছাড়াও স্বপ্ন-ব্যাখ্যার আরেকটি অসুবিধে আছে। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, স্বপ্নদ্রষ্টা ব্যক্তির কাছে এমনকি তাঁর নিজের স্বপ্নকেই অচেনা লাগে, ফলে বাইরের লোকের কাছে তা যে আরো কত অচেনা ও অদ্ভুত ব'লে মনে হবে সে-কথা সহজেই অনুমেয়। মনঃসমীক্ষণের সাহিত্যে অবশ্য ভালো, বিস্তারিত স্বপ্ন-বিশ্লেষণের কোনো অভাব নেই। আমি নিজেই এরকম কিছু কাজ প্রকাশ করেছি, যা আমার চিকিৎসাধীন রোগীদের রোগের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত।

স্বপ্নের নমুনা

বোধহয় এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হচ্ছে অটো র‍্যাঙ্ক দ্বারা প্রকাশিত স্বপ্ন-ব্যাখ্যা, যাতে একটি কমবয়সী মেয়ের দুটি পরস্পর-সম্পৃক্ত স্বপ্নের বিশ্লেষণ আছে। এই স্বপ্নের বিবরণ সম্পূর্ণ হয়েছে ছাপার অক্ষরে মাত্র দুটি পৃষ্ঠায়, কিন্তু তার বিশ্লেষণ রয়েছে পাক্কা ৭৬ পৃষ্ঠা জুড়ে। এই কাজের সম্পূর্ণ বিবরণ দিতে গেলে এবারের গোটা বক্তৃতামালাই লেগে যাবে। আবার যদি আমরা মোটামুটি লম্বা এবং অনেকটা বিকৃতিসম্পন্ন কোনো স্বপ্ন বাছি তাহলে আমাদের এত সব ব্যাখ্যা করতে হবে, অনুষঙ্গ আর স্মৃতিচারণার এত নথিপত্তর ঘাঁটতে হবে, এত ঘুরপথে কিংবা আশপাশের রাস্তায় হাঁটতে হবে যে একটি বক্তৃতায় তা কুলোবে না, কিংবা ঐ স্বপ্ন সম্পর্কে কোনো সম্যক ধারণাও তাতে হবে না। কাজেই আমি আপনাদের অনুরোধ করব, তার চেয়ে কম কষ্টসাধ্য রাস্তায় হাঁটতে যাতে স্নায়ুরোগীদের স্বপ্নের কিছু ভগ্নাংশ নিয়ে আলোচনা করা যায়, যেখানে আপনারা বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন উপাদানগুলিকে মোটামুটি চিনতে পারবেন। এখানে প্রতীকগুলিকে সহজেই দেখানো যায় এবং এদের পরে, দেখানো যায় স্বপ্ন-প্রতিভূ-চিত্রায়ণের পশ্চাৎমুখী চরিত্র। এরপর আমি আপনাদের বলব, কেন আমি নিম্নলিখিত স্বপ্নগুলিকে উল্লেখযোগ্য মনে করি :

BanglaBook.org

১. একটি স্বপ্ন, যার মধ্যে দুটি সংক্ষিপ্ত ছবি আছে : স্বপ্নদ্রষ্টা ব্যক্তির কাকা সিগারেট খাচ্ছেন, যদিও সেদিন শনিবার।—একজন মহিলা উক্ত ব্যক্তিকে চুম্বন ও আলিঙ্গন করছেন, যেন তিনি ঐ মহিলার শিশুসন্তান।

প্রথম ছবিটি সম্পর্কে বলা যায় যে স্বপ্নদ্রষ্টা ব্যক্তিটি (যিনি ইহুদি) মন্তব্য করেন যে তাঁর কাকা একজন অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ (ইহুদি) ব্যক্তি হিশেবে কখনোই পবিত্র স্যাবাথের দিন (শনিবার) ধূমপানের মতো কোনো পাপকাজ করবেন না। দ্বিতীয় ছবিটির মহিলা প্রসঙ্গে একমাত্র যে-অনুষঙ্গটি পাওয়া যাচ্ছে তা স্বপ্নদ্রষ্টার মা'র। এই দুটি ছবি বা দুটি চিন্তা স্বভাবতই পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ; কিন্তু, কীভাবে ? যেহেতু স্বপ্নদ্রষ্টা ব্যক্তিটি বলছেন যে তাঁর কাকা স্বপ্নে যা করেছেন বাস্তব জীবনে তা কখনোই করতে পারেন না অতএব শর্তাধীন একটি 'যদি'-র অনুপ্রবেশ এখানে ঘটার ইঙ্গিত আছে। যেমন : 'যদি আমার কাকা গভীরভাবে ধর্মভীরু (ইহুদি) হওয়া সত্ত্বেও স্যাবাথের দিন (শনিবার) ধূমপান করতে পারেন, তবে আমার মা-ও আমাকে ওভাবে আদর করতে পারেন। অর্থাৎ এখানে এটাই বলা হচ্ছে যে মা-র পক্ষে যেমন ওভাবে (বয়স্ক ছেলেকে) আদর করা নিষিদ্ধ তেমনই শনিবারে কোনো ধর্মপ্রাণ ইহুদির পক্ষে ধূমপানও নিষিদ্ধ। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, আমি আগেই বলেছিলাম স্বপ্ন-ক্রিয়ায় স্বপ্ন-চিন্তার সম্পর্কগুলি বিলুপ্ত হয়, চিন্তাগুলি তাদের বিষয়বিস্তুতে বিভক্ত হ'য়ে যায় এবং আমাদের ব্যাখ্যার কাজ হয়ে দাঁড়ায় এই বিলুপ্ত সম্পর্কগুলিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠ করা বা পুনঃপ্রবিষ্ট করানো।

২. আমার স্বপ্ন-সংক্রান্ত লেখাগুলির জন্য অনেকে আমাকে গণ-স্বপ্ন-উপদেষ্টা ব'লে ভাবেন, এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তিবর্গ আমার কাছে লিখিত স্বপ্ন প্রেরণ করে আমার মতামত জানতে চান। স্বভাবতই আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ, যাঁরা তাদের স্বপ্নের সঙ্গে যথেষ্ট উপকরণ পাঠিয়েছেন যা স্বপ্ন-ব্যাখ্যায় কাজে লাগে অথবা যাঁরা নিজেরাই কোনো ব্যাখ্যা স্বেচ্ছায় উপহার দিয়েছেন।

নিচের স্বপ্নটি পাঠিয়েছেন মুনিখের একজন ছাত্র যিনি চিকিৎসাবিজ্ঞান অধ্যয়ন করেছেন। স্বপ্নটির তারিখ শুরু হয়েছে ১৯১০ সালে। এই স্বপ্নটিও ওপরে উল্লিখিত শ্রেণীর। আমি এটির উল্লেখ করছি এই কারণে যে স্বপ্ন বোঝা অনেক সুবিধেজনক হয় যদি স্বপ্নদর্শী এ সম্পর্কে যতটা সম্ভব তথ্যদান করেন, কিংবা অন্যভাবেও বলা যায়, স্বপ্ন বোঝা খুবই কঠিন যতক্ষণ পর্যন্ত না এ সম্পর্কে স্বপ্নদর্শী কোনো তথ্য সরবরাহ করেন। আমার সন্দেহ আছে যে আপনারা মনে-মনে ভাবছেন, প্রতীকের ভাষান্তরই হচ্ছে আদর্শ পদ্ধতি, এবং পারলে অনুষঙ্গের ব্যাপারটা বাতিল করাই ভালো। অতএব এরকম ক্ষতিকর একটি ভুল, আমি আপনাদের মন থেকে দূর করতে চাই।

জুলাই ১৩, ১৯১০। সকালের দিকে আমি এই স্বপ্ন দেখলাম আমি টুবিংগেন

BanglaBook.org

(Tübingen)-এর একটি রাস্তায় সাইকেল চালাচ্ছিলাম যখন একটি বাদামি রঙের কুকুর (dachshund) আমার দিকে দৌড়ে এসে আমার এক পায়ের গোড়ালি চেপে ধরে। আমি কিছুদূর এগিয়ে সাইকেল থেকে নেমে পাঁড় ও একটা সিঁড়ির ওপর বসে কুকুরটাকে মেরে সরিয়ে দিই, কেননা ততক্ষণে ওর দাঁত আমার গোড়ালির ওপর চেপে বসেছিল। (কুকুরটা আমাকে কামড়াচ্ছিল, কিন্তু তার জন্য গোটা দৃশ্যটা আমার মনে কোনো অপ্রীতিকর অনুভূতি আনেনি)। আমার উল্টোদিকে দুজন প্রৌঢ়া মহিলা বসে আমাকে লক্ষ করে নিঃশব্দে হাসছিলেন। এরপরই আমি জেগে উঠলাম, এবং এর আগেও যেমন বারবার হয়েছে, জেগে ওঠার পরই আমার কাছে গোটা স্বপ্নের অর্থ পরিষ্কার হয়ে গেল।

এই স্বপ্নের ক্ষেত্রে 'প্রতীক' আমাদের খুব কিছু সাহায্য করবে না। কিন্তু স্বপ্নদর্শী আরো বলেন : 'আমি কিছুদিন আগে রাস্তায় একটি মেয়েকে দেখে প্রেমে পড়ি। কিন্তু তার সঙ্গে আলাপ করার কোনো উপায় জানা ছিল না। অবশ্য, খুব ভালো হতো যদি তার সঙ্গে আলাপ করার ছুতো হিশেবে ব্যবহার করা যেত তার কুকুরটাকে, কেননা আমি নিজেই একজন পশুপ্রেমিক। আর মেয়েটির প্রতি আমার আকর্ষণের এটিও একটি কারণ যে আমার কুকুরের মতো, তারও একটা (dachshund) কুকুর আছে।'

এরপর সে আরো যোগ করে যে বেশ কয়েকবার রাস্তার পথচারীদের অবাক করে দিয়ে সে কুকুরদের মারামারি থামিয়ে দিয়েছে, দু-দল কুকুরকে খুবই দক্ষতার সঙ্গে আলাদা ক'রে দিয়ে। এবার আমরা জানতে পারি, তার হৃদয়হরণকারিণী মেয়েটিকে সব সময় ঐ বিশেষ কুকুরটির সঙ্গেই রাস্তায় হাঁটতে দেখা যেত। ব্যক্ত স্বপ্নে অবশ্য মেয়েটিকে দেখা যায়নি, কেবল তার আবিষ্কারক কুকুরটি সেখানে রয়ে গেছে। বোধহয় হাস্যরতা প্রৌঢ়া মহিলারা ছিলেন মেয়েটির প্রতিভূ, কিন্তু এ ব্যাপারটা তার বক্তব্য থেকে পরিষ্কার হয় না। স্বপ্নে যে তাকে সাইকেলে চড়ন্ত অবস্থায় দেখা গেছে এটা সরাসরি বাস্তব জীবনে যা ঘটেছিল তার স্মৃতিরই পুনরাবৃত্তি। কেননা তার, সাইকেলে চড়া অবস্থায় ছাড়া আর কখনো কুকুরসহ মেয়েটির সঙ্গে দেখা হয়নি।

মৃত পিতার স্বপ্ন

৩ যখন কারও প্রিয়জন-বিয়োগ হয়, দেখা যায় যে তার বহুদিন পর সে একটি বিশেষ ধরনের স্বপ্ন দেখে যাতে প্রিয়জন-বিয়োগের চেতনা আর মৃত প্রিয়জনকে ফের জীবনে ফিরিয়ে আনার ইচ্ছের ভেতর একটি খুবই উল্লেখযোগ্য আপোস ঘটানোর প্রতিক্রিয়া থাকে। কোনো সময় মৃত ব্যক্তিকে দেখা যায় যে সে মারা

BanglaBook.org

যাচ্ছে তবুও তখনো সে জীবিত, যেন সে জানে না যে সে মৃত, যেন সে প্রকৃতই মারা যাবে যদি সে জানে যে সে মৃত। আবার কোনো সময় দেখা যাবে সে অর্ধমৃত এবং অর্ধজীবিত এবং এই প্রতিটি অবস্থারই একটি বিশেষ পরিচয়জ্ঞাপক চিহ্ন আছে। আমরা এইসব স্বপ্নকে অবশ্যই অর্থহীন বলতে পারি না কেননা স্বপ্নে এ দৃশ্য ততটাই অবাঞ্ছিত যতটা রূপকথায়, যেখানে হামেশাই এমনটা ঘটতে দেখা যায়। এইসব স্বপ্নের আমি যতদূর বিশ্লেষণ করেছি, তাতে আমার মনে হয়েছে যে এদের যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা দেয়া যায় কিন্তু মৃত ব্যক্তিকে জীবনে ফিরিয়ে আনার পবিত্র ইচ্ছা নানা অদ্ভুত উপায়ে ব্যক্ত হয়। আমি এরকমই একটি স্বপ্ন এবার আপনাদের সামনে হাজির করব, যা খুবই অদ্ভুত এবং উদ্ভট লাগবে, এবং যার বিশ্লেষণ, আগে আমি যেসব বিষয়ে আলোচনা করেছি, তাদের সত্যতা প্রদর্শন করতেও সাহায্য করবে। স্বপ্নদর্শীটি হচ্ছেন এমন এক ব্যক্তি যিনি কয়েক বছর আগে তাঁর বাবাকে হারিয়েছেন :

'আমার বাবা মারা গেছেন, কিন্তু তাঁকে কবর থেকে তোলা হয়েছিল ও তাঁকে বেশ অসুস্থ দেখাচ্ছিল। তিনি এরপর থেকে বেঁচে উঠলেন, কিন্তু আমি সবরকম চেষ্টা করলাম যাতে তাঁর নজরে না-পড়ে।' এরপর স্বপ্ন, অন্য বিষয়ের দিকে চলে যায়, যা এই স্বপ্ন থেকে অনেক দূরের।

বাবা যে মারা গেছেন এটা আমরা জানি, একটা ঘটনা। কিন্তু কবর খুঁড়ে লাশ তোলা বাস্তবিক ঘটেনি। সত্যি কথা বলতে কী বাস্তব ঘটনার সঙ্গে তারপর যা যা ঘটল, তার কোনো সম্পর্ক নেই। কিন্তু স্বপ্নদর্শী বলে চললেন, বাবার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া থেকে ফিরে আসার পরই তাঁর দাঁত ব্যথা শুরু হলো। এ ব্যাপারে ইহুদী ধর্মোপদেশ মেনে চলারই তিনি পক্ষপাতী, যা কীনা বলে : যদি কোনো দাঁত কষ্ট দেয়, তাহলে তা উপড়ে ফেলো।

অতএব তিনি এবার চললেন দাঁতের ডাক্তারের কাছে। ডাক্তারবাবু কিন্তু বললেন, দাঁত সম্পর্কে এরকম আচরণ ঠিক নয়, বরং এক্ষেত্রে অবশ্যই ধৈর্য ধরতে হবে। 'আমি ওতে কিছু লাগিয়ে দিচ্ছি', তিনি বললেন, 'যাতে ওখানকার স্নায়ু মারা যায়, তারপর তিনদিনের মাথায় আপনি অবশ্যই আবার আসবেন, তখন আমি দাঁতটাই তুলে ফেলব।' 'এই দাঁত তোলাটাই হচ্ছে কবর থেকে তোলা', এবার হঠাৎ স্বপ্নদর্শী ভদ্রলোক বললেন।

এবার বলুন, ভদ্রলোকটি কি ঠিক বলেছিলেন ? অবশ্য এটা ঠিক যে দুটি ব্যাপার হুবহু সমান্তরাল নয়। কেননা দাঁতটা ঠিক তোলা হয়নি, তোলা হয়েছে দাঁতের মৃত অংশটিকে।

অবশ্য অভিজ্ঞতার ফল থেকে আমরা বলতে পারি এই ধরনের অল্পবিস্তর ত্রুটি স্বপ্ন-ক্রিয়ার সৌজন্যে ঘটেই থাকে। আমরা নিশ্চিতই ভাবতে পারি, স্বপ্নদ্রষ্টা ভদ্রলোক, সংক্ষেপণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে মৃত পিতার সঙ্গে 'মৃত' দাঁতকে মিশিয়ে

BanglaBook.org

দিয়েছেন, দাঁতকে 'মৃত' হলেও আবার সংরক্ষণ করেছেন তিনি। কাজেই অবাক হওয়ার কিছু নেই যে ব্যক্ত স্বপ্নে একটা আজগুবি ব্যাপার হাজির হয়েছে, কেননা দাঁত সম্পর্কে যা বলা যাবে তার সবটা বাবা সম্পর্কে নয়। তাহলে বাবা আর দাঁতের মধ্যে তুলনা করার এলাকাটা কোথায়, কোথায় তাদের মধ্যেকার সেই সাধারণ মিল, যা দিয়ে তুলনা করা আদৌ সম্ভব?

এইরকম একটি সাধারণ উপকরণ নিশ্চিতই আছে কেননা স্বপ্নদ্রষ্টা ভদ্রলোক আবার বলেন, এই প্রবাদটি তার জানা যে যদি কেউ দাঁত পড়ে যাওয়ার স্বপ্ন দেখে তাহলে তার মানে হলো যে পরিবারে কারও মৃত্যু হবে।

আমরা জানি এই জনপ্রিয় প্রবাদটি সত্য নয়, কিংবা ন্যূনতম সত্য, কিন্তু খুবই বিকৃত অর্থে। কাজেই আমরা আরও আশ্চর্য হব যখন বাস্তবিকই আবিষ্কার করব, স্বপ্নের বিষয়বস্তুর অন্যান্য উপাদানের অন্তরালে এই বিষয়টিকে ছোঁয়া হয়েছে।

এরপর তেমন কিছু প্রশ্ন না-করতেই স্বপ্নদ্রষ্টা ভদ্রলোক বাবার অসুখ, মৃত্যু এবং পিতাপুত্রের সম্পর্ক নিয়ে বলতে শুরু করেন। অসুখে অনেকদিন ধরেই ভুগছিলেন বাবা, এবং অথর্ব হয়ে যাওয়ার ফলে সেবা ও চিকিৎসার জন্য ছেলেকে অনেক টাকা খরচ করতে হয়েছে। তবে তা কখনোই ছেলের কাছে অসহ্য বলে মনে হয়নি, একবারের জন্যও তার মনে হয়নি বাবার এখন শেষ হওয়াই ভালো। ছেলের মনে খাঁটি ইহুদি পিতৃভক্তি এবং ইহুদি শাস্ত্র-বিধির প্রতি সুকঠিন আনুগত্য রয়েছে এবং এর জন্য সে গর্বিতও বটে। ঠিক এখানেই স্বপ্নচিন্তার সঙ্গে একটি বিরোধ কি আমরা লক্ষ করি না? ছেলে, বাপকে দাঁতের সঙ্গে একাত্ম করেছে। দাঁত সম্পর্কে সে ইহুদি ধর্মোপদেশ মেনে চলার পক্ষপাতী, যা কিনা বলছে, যে-দাঁত কষ্ট দিচ্ছে তাকে উপড়ে তোলাই ভালো। তার বাপের ক্ষেত্রেও সে ইহুদি শাস্ত্রবিধান মেনে চলার পক্ষপাতী কিন্তু এখানে শাস্ত্র বলছে, যত খর্চা আর কষ্টই হোক সে যেন সব বোঝা নিজের কাঁধে তুলে নেয় ও যাঁর জন্য তার কষ্ট তাঁর বিরুদ্ধে যেন কোনো শত্রুমূলক ধারণা পোষণ না করে। কিন্তু এটাই কি খুব যুক্তিসঙ্গত মিল হবে না দুটি অবস্থার মধ্যে, যদি ক্রমশ তার মনোভাব অসুস্থ বাবা সম্পর্কে তা-ই হয়, যা হয়েছিল অসুস্থ দাঁত সম্পর্কে অর্থাৎ যদি বাবার কষ্টদায়ক, অতিরিক্ত ব্যয়বহুল বাড়তি বেঁচে থাকার অবসান ঘটানোর জন্য সে চায় বাবার মৃত্যু দ্রুত হওয়াই ভালো।

আমার অবশ্য কোনো সন্দেহ নেই যে বাবার দীর্ঘ রোগভোগের সময় ছেলে তাঁর মৃত্যুই কামনা করেছিল, যদিও মুখে পারিবারিক স্নেহ-ভালবাসার একটা লম্বাচওড়া যুক্তি ফেঁদে নিজের মনকে এরকম কোনো কামনার স্মৃতি থেকে সরিয়ে রেখেছিল। এরকম অবস্থায় পিতার মৃত্যুকামনা কোনো বিরল ব্যাপার নয়, এটাও কোনো অসাধারণ ব্যাপার নয় যে এই কামনাকে একটি বাহ্যিক

BanglaBook.org

করুণাপূর্ণ ভাষার মুখোশে যদি ঢেকে রাখা হয়। যেমন: 'এটা হবে তাঁর পুণ্য পরিত্রাণ।'

কিন্তু এখানে বিশেষভাবে লক্ষ করবেন যে অব্যক্ত চিন্তার ক্ষেত্রে যেন একটি বাধা ভেঙে পড়েছে। এই চিন্তার প্রথম অংশটি সাময়িকভাবে নির্জ্ঞান অর্থাৎ স্বপ্ন-ক্রিয়ার বাস্তবিক সক্রিয় হওয়ার পর্ব। অন্যদিকে বাবার বিরুদ্ধে শত্রুতামূলক মনোভাব সম্ভবত স্থায়ীভাবেই আছে, সম্ভবত শৈশব থেকেই এবং বাবার অসুখের সময় মাঝে মাঝেই সন্তর্পণে ছদ্মবেশে চেতনায় গুঁড়ি মেরে ঢুকে পড়েছে। অন্যান্য অব্যক্ত চিন্তার ক্ষেত্রে অবশ্য এটা আরও জোর দিয়ে বলা যায় যেহেতু তারা নির্ভুলভাবে স্বপ্ন-বিষয়বস্তুর অনেকটাই নির্মাণ করে। সত্য, এখানে পিতার প্রতি কোনো শত্রুতামূলক ইঙ্গিত নেই কিন্তু যখন আমরা শিশুর জীবনে এই ধরনের শত্রুতামূলক মনোভাবের খোঁজ করি তখন আমাদের মনে থাকে যে জীবনের প্রথম পর্বে, পিতাই তাঁর বালকসন্তানের প্রথম যৌনকর্মের বিরোধিতা করেন, আবার বয়ঃসন্ধির পর, সন্তানের যৌনকর্মে একইভাবে তিনি ফের বাধা দেন, সামাজিক কারণে। এইরকম একটি সম্পর্কের মধ্যেই আমাদের স্বপ্নদর্শী ভদ্রলোক রয়েছেন তাঁর পিতার সঙ্গে। তাঁর পিতার প্রতি ভালোবাসার মধ্যে রয়েছে যেমন শ্রদ্ধা, তেমনই আতঙ্ক, যার উৎস হচ্ছে বাল্যবয়সের যৌনকর্মের প্রতি পিতার ভীতি প্রদর্শন।

এবার আমরা স্বপ্নে উল্লিখিত কিছু বাক্যাংশের ব্যাখ্যা, স্বমেহন গুঢ়ৈষার দিক থেকে দেব। "তাঁকে অসুস্থ দেখাচ্ছিল" কথাটা দাঁতের ডাক্তারের একটি মন্তব্যের দিকে ইঙ্গিত করছে, যে বলে, দাঁত পড়ে গেলে (দাঁতে ফাঁক থাকলে) মুখটা ভালো দেখাবে না—কিন্তু এটা আবার একই সঙ্গে সেই ঘটনার দিকেও ইঙ্গিত করছে যখন বয়ঃসন্ধির সময় কোনো কিশোরকে অত্যধিক যৌনকর্মে (স্বমেহনে বা আত্মরতিতে) রত থাকার জন্য 'অসুস্থ দেখায়' অথবা সে ভয় পায় যে তাকে তা-ই দেখাচ্ছে। ফলে নিজের আত্মগ্লানি লাঘব করার জন্য স্বপ্নদর্শী ব্যক্তি নিজের অসুস্থ চেহারা' স্থানান্তরিত করেছেন বাবার 'অসুস্থ চেহারায়' অর্থাৎ এ এক ধরনের উল্টে দেয়া, যাকে স্বপ্ন-ক্রিয়ার একটি কৌশল হিশেবে আগেই আপনারা দেখেছেন। "তিনি এরপর থেকে বেঁচে উঠলেন" এটা একই সঙ্গে ছেলের ইচ্ছা বাবা ফের বেঁচে উঠুন; এবং দাঁতের ডাক্তারের দাঁত বাঁচিয়ে দেয়ার বা দাঁতের সুরক্ষার প্রতিশ্রুতি। "আমি সবরকম চেষ্টা করলাম যেন তাঁর নজরে না পড়ে" বাক্যাংশটি খুবই সূক্ষ্মভাবে নির্মাণ করা হয়েছে যাতে আমরা অনিবার্যভাবে বাক্যটি শেষ করি এইভাবে: "যে তিনি মৃত।" কিন্তু আরেকভাবেও বাক্যটি শেষ করা যায়—স্বমেহন গুঢ়ৈষার দিক থেকে, যেখানে তরুণটি চাইবে তার যৌনজীবন যেন বাবার "নজরে না পড়ে।" শেষকালে আমি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দেব যে তথাকথিত 'দাঁত ব্যথার

BanglaBook.org

স্বপ্ন' সবসময়েই স্বমেহন কিংবা স্বমেহনের শাস্তি-সংক্রান্ত ভয়কে নির্দেশ করে। এবার দেখুন এই দুর্বোধ্য স্বপ্নটি কীভাবে চমৎকার একটি বিভ্রান্তিকর সংক্ষেপণ প্রক্রিয়ায় তৈরি হয়েছে, যা অব্যক্ত চিন্তার গূঢ় অন্তর্দেশ থেকে প্রাপ্ত সমস্ত চিন্তাকে বাদ দিয়ে সুদূর অতীতের চিন্তাগুলির প্রতিভূ-চিত্র হিশেবে কিছু দ্ব্যর্থব্যঞ্জক 'বদলি'-নির্মাণ সম্পন্ন করেছে।

স্বপ্ন-প্রতীকের উদাহরণ

৪. আমরা এর আগেই কিছু শাদামাটা গদ্য-ঘেঁষা স্বপ্নের গূঢ়ার্থ বোঝার চেষ্টা করেছি যাদের ভেতরে কোনো অদ্ভুত বা আজগুবি ব্যাপার নেই অথচ যাদের ভেতর এই প্রশ্নের আভাস পাওয়া যাবে: 'আমরা এই ধরনের তুচ্ছ বিষয়ের স্বপ্ন আদৌ দেখি কেন?' অতএব আমি এই ধরনের একটি নতুন দৃষ্টান্ত হাজির করছি যাতে পরস্পর-সংযুক্ত তিনটি স্বপ্ন আছে, যা একই রাত্রে একটি তরুণী দেখে:

(ক) মেয়েটি তার বাড়ির হলঘর দিয়ে যাচ্ছিল, এমন সময় তার মাথায় নিচু হয়ে ঝুলতে থাকা ঝাড়লণ্ঠনের ধাক্কা লাগে ও তার রক্তপাত হয়। এই প্রসঙ্গে মেয়েটির কোনো বাস্তবিক ঘটনা মনে পড়ে না; তার মন্তব্য বরং অন্যদিকে নিয়ে যায়: "বুঝলেন, আমার চুল ভয়ানক উঠে যাচ্ছে। এই তো কাল আমার মা আমাকে বললেন, 'বাছা এভাবে চুল উঠলে তো তোমার মাথায় টাক পড়ে গিয়ে দেখাবে একদম পাছার মতো।"

এবার লক্ষ করুন, এখানে মাথা, শরীরের শেষপ্রান্তের (অর্থাৎ 'পাছা'র) প্রতিনিধিত্ব করছে। ঝাড়লণ্ঠন যে কীসের প্রতীক তা নিশ্চয়ই আর বলে দেয়ার দরকার নেই। যে-কোনো ছুঁচলো লম্বা জিনিশ হচ্ছে পুরুষাঙ্গের প্রতীক। তাহলে স্বপ্নের যথার্থ বিষয় হচ্ছে পুরুষাঙ্গের সংস্পর্শে আসার পর নারী-নিম্নাঙ্গের রক্তক্ষরণ। এছাড়াও এর আরো অর্থ থাকতে পারে, মেয়েটির আরো অনুষঙ্গ থেকে বোঝা যায় যে তার স্বপ্নের সঙ্গে আছে অপরিণত-মনস্ক তরুণীর এই ভুল বিশ্বাসের মিল আছে যে পুরুষের সঙ্গে যৌনমিলন ঘটলে মেয়েদের ঋতুস্রাব শুরু হয়।

(খ) মেয়েটি স্বপ্ন দেখল যে আঙুরক্ষেতে একটি গভীর গর্ত রয়েছে, যা সে জানত, গাছ উপড়ে তোলার জন্য হয়েছে।

এ সম্পর্কে তার মন্তব্য হচ্ছে 'গাছটি নেই' অর্থাৎ তার স্বপ্নে গাছটিকে সে দেখেনি। কিন্তু এই একই কথা অন্য আরেকটি ভাবনাকেও বোঝাতে পারে, যা আমাদের প্রতীকী ব্যাখ্যার যাথার্থ্য সম্পর্কে নিঃসন্দেহ করে তোলে। মেয়েটির স্বপ্ন, যৌন ব্যাপারে আরেকটি শিশুসুলভ বিশ্বাসের দিকে ইঙ্গিত

BanglaBook.org

করছে, যে-বিশ্বাস এই যে, বাচ্চা মেয়েদের, ছেলেদের মতোই আগে লিঙ্গ ছিল, কিন্তু পরে তা কেটে ফেলা হয়েছে (গাছ উপড়ে ফেলা)।

(গ) মেয়েটি তার লেখার টেবিলের দেরাজের সামনে দাঁড়িয়েছিল। এই দেরাজটা সে এত ভালোভাবে চেনে যে কেউ সেখানে হাত দিলে সে তৎক্ষণাৎ টের পায়। লেখার টেবিলের দেরাজ, অন্য সব দেরাজ, সিন্দুক এবং বাক্সের মতোই নারীর যৌনাঙ্গের প্রতীক। সে জানত যে যৌনসঙ্গম ঘটার পর (অথবা তার মতে যে-কোনো পুরুষ-সংসর্গ ঘটলেই) নারী-যৌনাঙ্গে ঐ মিলনের কিছু একটা চিহ্ন থাকেই, আর এই জন্য তার বহুদিন ধরেই শাস্তি পাওয়ার ভয় ছিল।

আমার মনে হয় এই তিনটি স্বপ্নের প্রত্যেকটিতেই জোর দেয়া হয়েছে 'জানা'র উপর। তার মনে. তখন বাচ্চাদের যৌনবিষয়-সংক্রান্ত অনুসন্ধানের সময় সম্পর্কে কিছু ধারণা ছিল, ও এ বিষয়ে অনুসন্ধান-প্রাপ্ত কিছু ফলাফল সম্পর্কে তার নিজেরও বেশ কিছুটা অহঙ্কার ছিল।

৫. এবার প্রতীক-ব্যবস্থার আরেকটি উদাহরণ : এখানে যে মানসিক অবস্থার মধ্যে স্বপ্ন দেখা হয়েছে তার একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা আগে দেব। একজন পুরুষ ও জনৈক মহিলা প্রেমে পড়ার পর একরাত্রি একসঙ্গে কাটান। পুরুষটি, তাঁর প্রেমিকার প্রকৃতিতে মাতৃত্বের ভাব বর্ণনা করেন ; আদর করার সময় এই মহিলার প্রতিক্রিয়া তাঁদেরই মতো যাঁরা অপ্রতিরোধ্য কামনায় সন্তান চান। তাঁদের মিলনের পরিবেশটা অবশ্য এমনই ছিল যে মহিলার গর্ভে যাতে বীর্য প্রবেশ না করে সেজন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিতে হয়। পরের দিন ঘুম থেকে উঠে মহিলা এই স্বপ্ন বর্ণনা করেন :

একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী (আধিকারিক) লাল টুপি মাথায় দিয়ে তাঁকে রাস্তায় অনুসরণ করছে। তিনি তখন তার কাছ থেকে পালিয়ে গিয়ে সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে ওপরে ওঠেন, পেছনে তখন লোকটি তাড়া ক'রে আসছে। প্রায় দমবন্ধ ক'রে দৌড়ে তিনি তাঁর ঘরে এসে সশব্দে দরজা বন্ধ ক'রে ভেতর থেকে তালা দিয়ে দেন। লোকটি ঘরের বাইরে থাকে ; চাবির গর্ত দিয়ে উঁকি মেরে মহিলা দেখেন, লোকটি বাইরে একটি বেঞ্চিতে বসে কাঁদছে।

লালটুপি-পরা আধিকারিকের দৌড়ে মহিলার পেছনে আসা এবং মহিলার হাঁপাতে হাঁপাতে সিঁড়ি দিয়ে ওঠা, আপনারা নিশ্চয়ই চিনতে পারছেন, এসব যৌন-সঙ্গমই বোঝাচ্ছে। মহিলাটি যে পশ্চাদ্ধাবনকারী ব্যক্তিকে ভেতরে ঢুকতে না-দিয়ে বাইরে ফেলে রাখলেন তা হচ্ছে স্থানান্তরণের একটি কৌশল যা স্বপ্নে প্রায়শই প্রয়োগ করা হয়, যেহেতু এক্ষেত্রে পুরুষটি হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যে মৈথুন সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই নিজেকে বাইরে সরিয়ে আনেন। এই একইভাবে মহিলা তাঁর দুঃখের প্রক্ষেপ চালান করেন পুরুষ-সঙ্গীটির ওপর, কেননা স্বপ্নে তাঁর

BanglaBook.org

প্রেমিককেই কাঁদতে দেখা যায়, যে কান্নার ফোঁটা আবার একইসঙ্গে বীর্যের তরলকেই নির্দেশ করে।

আপনারা নিশ্চয়ই এর আগে অন্য কোথাও শুনেছেন যে মনঃসমীক্ষণ নাকি মনে করে সব স্বপ্নেরই একটি যৌন অর্থ আছে। এখন নিশ্চয়ই এরকম কুৎসার পেছনে সত্যতা কতখানি তা আপনারা নিজেরাই যাচাই করে নিতে পারবেন। আপনারা ইতিমধ্যেই পরিচিত হয়েছেন ইচ্ছাপূরণ স্বপ্নের সঙ্গে, যেখানে স্বাভাবিক চাহিদা-গুলির পরিতৃপ্তি ঘটানো হয়েছে—যেমন, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, স্বাধীনতা, স্বাচ্ছন্দ্য, এবং অধৈর্য সংক্রান্ত স্বপ্ন এবং আরো কিছু স্বপ্নের সঙ্গে যারা খোলাখুলিভাবে লালসা এবং আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপরতার। তবে একটা কথা অবশ্যই মনে রাখবেন যে মনঃসমীক্ষণের গবেষণালব্ধ ফল অনুসারে বলা যায়, যেসব স্বপ্নে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে যথেষ্ট 'বিকৃতি' ঘটেছে সেগুলি প্রধানত (তবে একমাত্র নয়) যৌন কামনার বহিঃপ্রকাশ।

স্বপ্নে যৌন প্রতীক

৬. স্বপ্নে প্রতীকের বহু দৃষ্টান্ত হাজির করার পেছনে আমার একটি বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। আমার প্রথম বক্তৃতায় আমি অভিযোগ করেছিলাম, আমার বক্তব্যের উপস্থাপনায় এমন কিছু অসুবিধে আছে যার জন্য মনঃসমীক্ষণের পর্যবেক্ষণগুলিকে পুরোপুরি বিশ্বাসযোগ্য করে তোলা শক্ত। এবার নিশ্চয়ই আমার এই বক্তব্যকে আপনারা সমর্থন করবেন। তা সত্ত্বেও এটা বলা যায় যে মনঃসমীক্ষণের স্বতন্ত্র প্রস্তাবগুলি এতই পরস্পর-সম্পৃক্ত যে এর একটিকে সমর্থন করলে গোটা তত্ত্বের বাদবাকিগুলিকেও বা অধিকাংশকেই সমর্থন করতে হয়। মনঃসমীক্ষণ সম্পর্কে এটা বলাই হয়, যদি একে কড়ে আঙুলটিও দেন, তাহলে অচিরেই গোটা হাতটিকেও দিতে হবে। যদি আপনি 'ভুল' সম্পর্কে আমাদের তত্ত্ব স্বীকার করেন, তাহলে অবশিষ্ট অংশগুলিকেও যুক্তিসঙ্গত কারণে মেনে নিতে হবে। এখন স্বপ্ন-প্রতীক ব্যবস্থাও এই মেনে নেয়ার দিকে অগ্রসর হওয়ারই একটি রাস্তা। এবার আমি আপনাদের একটি আপাতপ্রকাশিত স্বপ্নের কথা বলব, যা দরিদ্র শ্রেণীর এক মহিলা দেখেছিলেন। এঁর স্বামী ছিলেন পাহারাদার, আর আমার মনে হয় না এই মহিলা কখনও স্বপ্ন-প্রতীক ব্যবস্থা কিংবা মনঃসমীক্ষণের কথা শুনেছেন। স্বপ্নটি জানার পর আপনারাই বিচার করে দেখবেন, যৌন প্রতীকের সাহায্যে এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা স্বেচ্ছাচারী হয়েছে, না গায়ের জোরে করা হয়েছে :

তখন বাড়ির মধ্যে কেউ দরজা-জানালা ভেঙে ঢুকে পড়েছে, আর মহিলা আতঙ্কে পাহারাদারকে চেঁচিয়ে ডাকলেন। কিন্তু পাহারাদার, দুজন ভবঘুরের সঙ্গে

BanglaBook.org

গীর্জায় গেছিল, যার সামনের দিকে ছিল কয়েকটা সিঁড়ি। গীর্জার পেছন দিকে ছিল একটা পাহাড়ের মাথায় ঘন বন। পাহারাদারের মাথায় ছিল হেলমেট, গলায় ছিল বর্মাচ্ছাদন, মুখে ছিল পুরোদস্তুর বাদামী দাড়ি ও গায় ঢোলা আলখাল্লা। যে দুজন ভবঘুরে তার সঙ্গে শান্তভাবেই গেছিল, তাদের পশ্চাদ্দেশের ওপর ঝোলার মতো পাক দিয়ে বাঁধা ছিল ওদের আলখাল্লা। গীর্জার থেকে একটি রাস্তা চ'লে গেছে পাহাড়ের দিকে, রাস্তার দুপাশে বড় বড় ঘাস আর ঝোপঝাড় যা ক্রমশই ঘন হ'য়ে উঠে গেছে। আর পাহাড়ের একদম ওপরে আছে একটা বেশ বড়সড় বন।

আপনারা নিশ্চয়ই বিনাকষ্টে প্রতীকগুলিকে চিনতে পারছেন : পুরুষ যৌনাঙ্গের প্রতীক হচ্ছে তিনব্যক্তির ত্রিমূর্তি, অন্যদিকে নারীর যৌনঅঙ্গের প্রতীক হচ্ছে নিসর্গদৃশ্য, যাতে আছে গীর্জাঘর, পাহাড় এবং বন, আর মৈথুনের প্রতীক হিশেবে সিঁড়ি দিয়ে ওঠাও আছে। স্বপ্নে নারী-শরীরের যে-অংশকে 'পাহাড়' হিশেবে দেখানো হয়েছে, শারীরস্থান-বিদ্যায় (anatomy) তাকেই বলা হয় mons veneris বা ভেনাস-পাহাড় (নারীর তলপেটের মাংসল উঁচু অংশ—অ)।

৭. আমি এবার আপনাদের আরেকটি স্বপ্নের কথা বলব, যাকে ঐ প্রতীকের আলোতেই ব্যাখ্যা করতে হবে। এই স্বপ্নের একটি বৈশিষ্ট্য এবং বিশ্বাস-যোগ্যতা হচ্ছে যে স্বপ্নদর্শী নিজেই সমস্ত প্রতীকের ব্যাখ্যা করেছেন, যদিও তাঁর এ-বিষয়ে কোনো তাত্ত্বিক জ্ঞান নেই। এটা খুবই অস্বাভাবিক ব্যাপার আর আমাদেরও কোনো সঠিক ধারণা নেই যে ঠিক কী অবস্থা থেকে এটি সম্ভব হয়েছে :

ভদ্রলোক তাঁর বাবার সঙ্গে এক জায়গায় বেড়াচ্ছিলেন, যেটা নিশ্চিতই ছিল (ভিয়েনার প্রধান পার্ক) প্রেটার, কারণ তাঁরা তার সামনের গোল হলঘর ও তৎসংলগ্ন ছোট বাড়িটিকে দেখতে পেলেন, যার সঙ্গে লাগানো ছিল কিছুটা চুপসে-যাওয়া একটা বেলুন। তাঁর বাবা তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কীসের জন্য, ছেলে কিছুটা অবাক হ'লেও তার জবাব দিলো। এরপর তাঁরা একটা উঠোনে গিয়ে পেঁছিলেন, যার উপর পাতা রয়েছে ধাতুর পাত। এবার বাবা ঐ পাত থেকে বড় একটা টুকরো ভেঙে নিতে গিয়ে চারদিকে তাকিয়ে দেখে নিলেন, কেউ তাঁকে লক্ষ করছে কিনা। এবার তিনি ছেলেকে বলেন, কেউ দেখলে অবশ্য কিছু এসে যায় না, ওভারশীয়ারকে ব'লে সোজাসুজি একটুকরো তুলে নিয়ে আসতে পারেন বাড়িতে। এই জায়গা থেকে কয়েকটা সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলে একটা সুড়ঙ্গ বা গহ্বরের প্রবেশ মুখ, যার ধারগুলো মখমলের মতো কোনো নরম জিনিস দিয়ে মোড়া, অনেকটা চামড়ায় ঢাকা হাতওয়ালা কেদারার মতো। সুড়ঙ্গের নিচে একটা লম্বা পাটাতন, আর তারপর আরেকটা সুড়ঙ্গের মুখ।

BanglaBook.org

স্বপ্ন-দর্শী ব্যক্তিটির ব্যাখ্যা এইরকম : 'গোল হলঘর হচ্ছে আমার যৌনাঙ্গ, আর বেলুনটা হচ্ছে আমার পুরুষাঙ্গ, যা একটু শিথিল হ'য়ে যাওয়ায় আমার ক্ষোভ ছিল।'

এর পর একটু বিস্তৃত ব্যাখ্যা করলে দেখা যাবে, গোল হলঘর বস্তুতপক্ষে নিতম্বের প্রতীক (যা বাচ্চারা যৌনাঙ্গ বা লিঙ্গের অন্তর্গত হিশেবেই গণ্য করে) এবং ছোট বাড়িটি হচ্ছে অণ্ডকোষের। স্বপ্নে বাবা জিজ্ঞেস করছেন, 'এর মানে কী?' অর্থাৎ যৌনাঙ্গের উদ্দেশ্য এবং কার্যকারিতা কী। এই ব্যাপারটাকে অবশ্যই উল্টে দিতে হবে, অর্থাৎ এক্ষেত্রে ছেলেই বাবাকে প্রশ্নটা করছে। কিন্তু যেহেতু বাস্তবে প্রশ্নটা কখনোই করা হয়নি তাই একে ব্যাখ্যা করতে হবে একটি শর্তাধীন ইচ্ছা হিশেবে, অর্থাৎ 'যদি আমি বাবাকে জিজ্ঞেস করতাম···' এর পরের অংশ আমরা একটু পরেই দেখছি :

যে উঠোনটিকে আমরা দেখলাম স্বপ্নে, তাকে প্রতীক হিশেবে ভাবার দরকার নেই। বরং বাবার ব্যবসা-কর্মের স্থূল ভাবাই ঠিক। ছেলে, বাবার ব্যবসা-স্থলে গিয়ে লক্ষ করে, ব্যবসার মালপত্তরের ব্যাপারে বাবার অসাধু ক্রিয়াকলাপ। এবার ওপরে অসমাপ্ত অব্যক্ত স্বপ্নচিন্তাটিকে সম্পূর্ণ করলে দাঁড়াবে : (যদি আমি বাবাকে প্রশ্ন করতাম) তাহলে বাবা যেমন খরিদ্দারদের ঠকাচ্ছেন, তেমি আমাকেও ঠকাতেন।' স্বপ্নদর্শী ভদ্রলোক এবার নিজেই, ধাতুর পাত ভেঙে অন্যায় ও বেআইনীভাবে মাল পাচার করার আরেকটি ব্যাখ্যা দিচ্ছেন : স্বমেহন।

আমরা অবশ্য এরকম ব্যাখ্যার সঙ্গে দীর্ঘদিন ধ'রেই পরিচিত আছি, আমরা এও জানি যে এই ব্যাখ্যা আমাদের ব্যাখ্যার সঙ্গে খাপ খায়, যাতে স্বমেহনের গোপন অভ্যাসকে তার বিপরীত কোনো ধারণা দিয়েও প্রকাশ করা যায় (যেমন 'আমাদের এটা প্রকাশ্যেই করা উচিত')। কাজেই দেখা যাচ্ছে এই অভ্যাসকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে বাবার ওপর, যেমন স্বপ্নের প্রথম দৃশ্যের প্রশ্নটিকেও তা করা হয়েছে আমাদের প্রত্যাশা মতোই। স্বপ্নদ্রষ্টা ভদ্রলোক গহ্বরের প্রবেশ মুখের কোমল আচ্ছাদনের জন্য তাকে গণ্য করেছেন যোনি হিশেবে আর আমি আমার দিক থেকে বলব, ওপরে এবং নিচে যাতায়াতের অর্থ হচ্ছে মৈথুন বা যৌন সঙ্গম। প্রথম সুড়ঙ্গের নিচে লম্বা পাটাতন এবং তার ওপারের দ্বিতীয় সুড়ঙ্গের ব্যাখ্যা ভদ্রলোক নিজেই দিয়েছেন তাঁর ব্যক্তিগত ইতিহাস থেকে : তিনি কিছুদিনের জন্য যৌন সঙ্গমে লিপ্ত ছিলেন, তারপর নিজেরই মানসিক অবরোধের জন্য তা থেকে বিরত হন এবং পরে চিকিৎসার সাহায্যে ফের শুরু করার আশা রাখেন।

BanglaBook.org

স্বপ্নে নিজের উপস্থিতি

৮. আমি নিচে দুটি স্বপ্নের উল্লেখ করছি। স্বপ্ন দুটি দেখেছেন বিদেশী এক ভদ্রলোক যাঁর প্রবল বহুগামী (Polygamous) ঝোঁক ছিল। এ-দুটির উল্লেখ করছি এই কারণে যে এরা সেই বক্তব্যের দৃষ্টান্ত স্বরূপ যাতে বলা হয়, স্বপ্নদ্রষ্টার নিজস্ব সত্তা বা অহং প্রতিটি স্বপ্নেই উপস্থিত থাকে, এমনকি যখন তা ব্যক্ত স্বপ্নে ছদ্মবেশ ধারণ করে তখনও। স্বপ্নের তোরঙ্গগুলি হচ্ছে রমণীর প্রতীক।

(ক) স্বপ্নদ্রষ্টা ভ্রমণে বেড়িয়েছেন। তাঁর মালপত্তর একটা গাড়িতে তুলে স্টেশনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। একাধিক তোরঙ্গ একটার ওপর আরেকটা সাজিয়ে ডাঁই করে রাখা হয়েছে। এদের মধ্যে আছে, দুটি বড় গোছের কালো বাক্স, যা বাণিজ্যিক পর্যটকদের কাছে থাকে। এইবার দেখা যাচ্ছে ভদ্রলোক কাউকে সান্ত্বনা দেয়ার ছলে বলছেন, 'ওরা শুধু স্টেশন পর্যন্ত যাবে।'

এই ভদ্রলোক বাস্তবিকই প্রচুর মালপত্র নিয়ে চলাফেরা করেন এবং চিকিৎসার সময় বহু মহিলা সংক্রান্ত কাহিনী বলেন। দুটি কালো বাক্স আসলে ছিল দুটি শ্যামবর্ণা রমণীর প্রতীক, যাঁরা সেসময় ভদ্রলোকের জীবনে প্রধান ভূমিকা নেন। এঁদের মধ্যে একজন তাঁকে ভিয়েনা পর্যন্ত অনুসরণ করতে চান, কিন্তু আমার উপদেশে শেষ পর্যন্ত ভদ্রলোক, তাঁকে টেলিগ্রাম পাঠিয়ে নিরস্ত করেন।

(খ) কাস্টমস অফিসের একটি দৃশ্য : একজন সহযাত্রী তাঁর তোরঙ্গ খুলে সিগারেট ধরিয়ে নির্বিকার মুখে বলেন : 'ওখানে বলার মতো কিছুই নেই।' অফিসার তাঁর কথা শুনে বিশ্বাস করছেন বলে মনে হলো, তবু আরেকবার ট্রাঙ্কে হাত দিয়ে দেখেন কিছু আছে কিনা, কিন্তু এবার একটি নিষিদ্ধ জিনিস খুঁজে পান। সহযাত্রী ভদ্রলোক এবার হাল ছেড়ে দিয়ে বলেন, 'না, আর কিছুই করার নেই।'

এবার বলা যাক স্বপ্নদর্শী ভদ্রলোক নিজেই হচ্ছেন সহযাত্রী এবং আমি হচ্ছি আবগারী বিভাগের আধিকারিক। ভদ্রলোক সাধারণত আমার কাছে খোলাখুলি সবকথা বলেন, কিন্তু এবার তিনি একটি মহিলার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক আমার কাছে গোপন করেন, কেননা তিনি সঠিক ভাবেই আন্দাজ করেছিলেন যে আমি ঐ মহিলাকে চিনি।

কাজেই আমার কাছে ধরা পড়ে যাওয়ার লজ্জাকে তিনি 'স্থানচ্যুত' করেন অন্য একজন সম্পূর্ণ অপরিচিত ব্যক্তির ঘাড়ে চাপিয়ে, যাতে স্বপ্নে তিনি নিজে

BanglaBook.org

কোনোভাবেই হাজির না-হন।

৯. এবার আমরা দেখব এমন একটি প্রতীকের দৃষ্টান্ত যার উল্লেখ আমি এর আগে করিনি

স্বপ্নদর্শী ব্যক্তিটি স্বপ্নে দেখেন তাঁর বোন এবং বোনের দুই বান্ধবীকে, যারা আবার দুই বোন। ভদ্রলোক, তাঁর বোনের দুই বান্ধবীর সঙ্গে করমর্দন করেন কিন্তু বোনের সঙ্গে নয়।

এই ঘটনার সঙ্গে এমন কোনো বাস্তব ঘটনা জড়িত নেই, যা ঐ ভদ্রলোকের মনে ছিল। বরং তাঁর মনে পড়েছিল বহুদিন আগে তিনি লক্ষ ক'রে অবাক হয়েছিলেন যে, কোনো একটি মেয়ের স্তন বড় হ'তে কেন এত সময় নেয়। অতএব বোনের ঐ দুই বান্ধবী হচ্ছে দু-ই স্তনের প্রতীক, এদের হাত দিয়ে ধ'রে দেখতে তাঁর খুবই ভালো লাগত, যদি না তারা (ঐ স্তনদ্বয়) হ'তো তাঁর বোনের।

১০. এখানে এবার স্বপ্নে একটি মৃত্যু-প্রতীকের দৃষ্টান্ত হাজির করা হচ্ছে :

স্বপ্নদর্শী ব্যক্তি একটি খুব উঁচু খাড়া লোহার ব্রিজ পার হচ্ছেন। তাঁর সঙ্গে দুজন লোক, যাদের নাম তিনি জানতেন, কিন্তু ঘুম ভাঙার পর ভুলে যান। হঠাৎ দুজনই অদৃশ্য হয়ে যায়, আর তিনি এবার দেখেন একটি ভীষণ-দর্শন লোক, মাথায় টুপি এবং গায় আলখাল্লা। তিনি লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, সে টেলিগ্রাফ পিওন কিনা। 'না' বলল লোকটি। 'গাড়ির কোচোয়ান?' 'না' বলল লোকটি। ভদ্রলোক তখন হেঁটে চললেন ও স্বপ্নের মধ্যেই ভীষণ আতঙ্ক বোধ করলেন। ঘুম ভাঙার পর তাঁর মনে হলো যেন হঠাৎ ঐ ব্রিজ ভেঙে কোনো গহ্বরে তিনি পড়ে গেছিলেন। যখন কোনো স্বপ্নে-এই ঘটনার উপর জোর পড়ে যে যে-সব লোককে দেখা যাচ্ছে তারা অচেনা, অথবা তাদের নাম মনে নেই, তখন নিয়ম হচ্ছে, এটা বুঝে নেয়া যে, তারা ঘনিষ্ঠ-পরিচিত। স্বপ্নদর্শী ভদ্রলোক একই পরিবারের তিনটি সন্তানের একজন। যদি অন্য দুজনের মৃত্যু-কামনা তিনি ক'রে থাকেন, তবে এটা খুবই স্বাভাবিক যে তাঁর নিজেরও মৃত্যুভয় দেখা দেবে। টেলিগ্রাফ পিওন প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে ওরা সবসময়ই দুঃসংবাদ আনে। স্বপ্নে লোকটির উর্দি দেখে মনে হয়, সে রাস্তায় বাতি জ্বালানোর কাজ করে, আবার বাতি নেভানোর কাজও করে, যেমন মৃত্যুদূত জীবনের মশাল নিভিয়ে দেয়। কোচোয়ান (বা গাড়োয়ান)-এর অনুষঙ্গে তাঁর মনে ছিল Uhland-এর রাজা কার্লের ভ্রমণসংক্রান্ত কবিতাটি, যে প্রসঙ্গে তাঁর মনে পড়ে, দুই বন্ধুর সঙ্গে হ্রদে এক বিপজ্জনক নৌকাভ্রমণের বৃত্তান্ত, যেখানে তিনি ঐ কবিতায় বর্ণিত রাজা কার্লের ভূমিকা নেন। লোহার ব্রিজের অনুষঙ্গ হিশেবে ছিল কিছুদিন আগেই ঘটা এক দুর্ঘটনা, আর একটি নির্বোধ প্রবাদ : জীবন যেন এক ঝুলন্ত সেতু।

১১. আরেকটি মৃত্যু-প্রতীকের দৃষ্টান্ত :

BanglaBook.org

একজন অচেনা ভদ্রলোক কালো বর্ডার দেয়া একটি ভিজিটিং কার্ড, স্বপ্নদর্শীর কাছে ফেলে গেলেন।

এক মোহাবিষ্ট স্নায়ুরোগীর (Obsessional neurotic) স্বপ্ন

১২. আমি আপনাদের আরেকটি স্বপ্ন উপহার দিচ্ছি। এটি নানাদিক থেকে আপনাদের আগ্রহ জাগাতে পারে। অবশ্য এটি অংশত একজন স্নায়ুরোগীর বিশেষ অবস্থা থেকে উঠে এসেছে :

ভদ্রলোক একটি ট্রেনে চেপে যাচ্ছিলেন। ট্রেন একটা খোলা মাঠের মাঝখানে দাঁড়ায়। ভদ্রলোক ভাবলেন, এখনই একটা দুর্ঘটনা হবে, কাজেই তাঁকে অবিলম্বে পালাতে হবে। অতএব ট্রেনের সমস্ত কামরায় গিয়ে যাদের সঙ্গেই দেখা হ'ল, তাদের সকলকেই খুন করলেন,—ড্রাইভার, গার্ড সব।

এই স্বপ্নটি, ভদ্রলোক দেখেন, তাঁর এক বন্ধুর কাছ থেকে একটি গল্প শোনার পর : ইতালির কোনো একটি রেলপথে ট্রেনের একটি কামরায় এক পাগলকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। সেখানে একজন যাত্রী ভুল ক'রে ঢুকে পড়ে। পাগল, তাকে খুন করে। এইভাবে স্বপ্নদর্শী ভদ্রলোক নিজের সঙ্গে পাগলকে মিলিয়ে ফেলেন। এর কারণ হিশেবে তিনি বলেন, একেক সময় তার মাথায় ঝোঁক চাপে যে 'তিনি যা জানেন সেসব আর কেউ যদি জানে' তাহলে তিনি তাদের প্রত্যেককেই সরিয়ে দেবেন। এরপর অবশ্য স্বপ্নের পেছনে এর চেয়েও ভালো একটি উদ্দেশ্য তিনি খুঁজে পান। স্বপ্নের আগের দিন থিয়েটারে তাঁর সঙ্গে একটি মেয়ের দেখা হয়, যাকে তিনি বিবাহ করতে চেয়েছিলেন কিন্তু পরে সরে এসেছিলেন, যেহেতু তাঁর মনে ঈর্ষা জাগার মতো কারণ মেয়েটি ঘটায়। তাঁর মনে ঈর্ষার তীব্রতা কতো মারাত্মক হ'তে পারে, এটা জানার পর মেয়েটিকে বিবাহ করতে চাওয়া তাঁর পক্ষে হ'তো পাগলামির সামিল। অর্থাৎ তিনি মেয়েটিকে এতটাই অনির্ভরযোগ্য ভেবেছিলেন যে শেষপর্যন্ত তাঁর ঈর্ষা, মেয়েটিকে পাওয়ার রাস্তায় যে-কেউ বাধা হয়ে দাঁড়ালে তাকেই হত্যা করার দিকে নিয়ে যেত। বিভিন্ন ঘরের অথবা এক্ষেত্রে ট্রেনের কামরার মধ্য দিয়ে যাওয়া আমরা আগেই দেখেছি বিবাহের প্রতীক, (বিপরীতায়ণের নিয়ম অনুযায়ী এটা হচ্ছে একগামিতা বা Monogamy-র প্রকাশ)।

খোলামাঠের মধ্যে ট্রেনের দাঁড়ানো এবং দুর্ঘটনার ভয় প্রসঙ্গে তিনি বলেন :

'একবার এক স্টেশনের বাইরে ট্রেন এসে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে ; তখন আমাদের কামরার এক মহিলা বলেন, বোধহয় এবার একটা দুর্ঘটনা হবে, এখন সবচেয়ে ভালো হচ্ছে পা উঁচুতে তুলে রাখা।' এই 'পা-তোলা' বাক্যাংশটির সঙ্গে

BanglaBook.org

ভদ্রলোকের অনেক সুখস্মৃতি জড়িয়ে আছে। ঐ মেয়েটির সঙ্গে তাঁর প্রেমের প্রথম পর্বে তিনি অনেকবার দেশ-পাড়াগাঁর নানান জায়গায় হেঁটে ঘুরে বেড়িয়েছেন। আবার এখন ঐ মেয়েটিকে বিবাহ করাটা তাঁর পক্ষে পাগলামি হবে, এই বিশ্বাসের সপক্ষে নতুন একটি যুক্তিও এখানেই খুঁজে পাওয়া যাবে। তবে সে যাইহোক, এই অবস্থায় আমার জ্ঞানানুসারে আমি যা বুঝি তা হ'লো এই যে ভদ্রলোকের মধ্যে এই ধরনের পাগলামির কবলে পড়ার একটি নিশ্চিত ইচ্ছা ছিল।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG

৯

স্বপ্নের পৌরাণিক এবং শৈশব-উপাদান

আসুন আমরা নতুনভাবে আমাদের সিদ্ধান্ত থেকে শুরু করি এই ভাবনা নিয়ে যে, স্বপ্ন-ক্রিয়া, অব্যক্ত স্বপ্নচিন্তাকে অন্য চেহারায় ভাষান্তরিত করে। এই চিন্তাগুলির প্রকৃতি আমাদের জাগ্রত-জীবনের চেনা সচেতন-চিন্তার মতোই, কেবল তারা যে-নতুন চেহারায় আত্মপ্রকাশ করে, তার অদ্ভুত কিছু বৈশিষ্ট্যের জন্যই আমাদের কাছে দুর্বোধ্য ব'লে মনে হয়। আমরা আগেই বলেছি, এদের সঙ্গে আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের আদি পর্বের যোগ আছে, যে পর্ব আমরা অনেক আগেই পেরিয়ে এসেছি—যেমন, হায়ারোগ্লিফ বা ছবি-লেখা, প্রতীক সংযোগ ব্যবস্থা,—সম্ভবত সেই আদিম সময়ে যখন চিন্তার ভাষাও বিবর্তিত হয়নি। এই কারণেই স্বপ্ন-ক্রিয়া যে-প্রকাশরূপ-কে প্রয়োগ করে, তাকে আমরা বলেছিলাম 'পৌরাণিক' বা 'পশ্চাৎমুখী'।

এর থেকে আপনারা এমন সিদ্ধান্তে আসতেই পারেন যে স্বপ্ন-ক্রিয়ার আরো গভীর অনুধাবন, আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের আদি পর্ব (যে সম্পর্কে আমরা এখনো অল্পই জানি) বিষয়ে মূল্যবান সিদ্ধান্ত-নির্ণয়ের দিকে নিয়ে যেতে পারে। আমি আশা করি তা-ই হবে, কিন্তু এখনো ঐ কাজের কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়নি। যে-যুগে, স্বপ্ন-ক্রিয়া আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যায় তা 'আদিম' দুই অর্থে : প্রথমত, এর অর্থ ব্যক্তির নিজের শৈশবকাল, দ্বিতীয়ত, গোটা মানব জাতির শৈশবকাল, যেহেতু শৈশবে, ব্যক্তি খুব সংক্ষিপ্তরূপে গোটা মানবজাতির সম্পূর্ণ বিকাশ-পর্বের পুনরাবৃত্তি ঘটায় তার চিন্তায়। এই অর্থে এ হলো (মানব) প্রজাতিজনিত (phylogenetic) স্মৃতি। আমার মনে হয়, এটা খুব অসম্ভব ব্যাপার হবেনা যদি আমরা ব্যক্তির শৈশবকালে অব্যক্ত চিন্তার যে অংশটুকুর শিকড় আছে এবং অন্য যে অংশটুকুর শিকড় আছে গোটা মানবজাতির শৈশবকালে, তাদের প্রভেদ নির্দেশ করতে চাই। আমার মনে হয়, দৃষ্টান্ত হিশেবে আমরা বলতে পারি, প্রতীক ব্যবস্থা এমনই এক প্রকাশরীতি যা কখনো ব্যক্তিগতভাবে অর্জন করা সম্ভব নয়, বরং এ মানব-জাতির জাতিগত ঐতিহ্য হিশেবে গণ্য হ'তে পারে।

BanglaBook.org

অবশ্য কেবল এটি-ই স্বপ্নের একমাত্র পৌরাণিক উপাদান নয়। আপনারা সকলেই শৈশব-স্মৃতির ভুলে যাওয়ার অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচিত আছেন। আমি বলতে চাইছি, ৫/৬ কিংবা ৮ বছর বয়সের অভিজ্ঞতা ঠিক সেই ধরনের ছাপ ফেলেনা স্মৃতিতে, যেরকম পরবর্তী বয়সের অভিজ্ঞতা ফেলে। তবে এমন অনেকেই আছেন যাঁরা গর্ব করেন যে অতি শৈশবকাল থেকে আজ পর্যন্ত সব-কিছুই তাঁদের মনে আছে, যদিও এর উল্টোটাই সাধারণত দেখা যায় অর্থাৎ স্মৃতির মধ্যে অনেকটা জায়গা ফাঁকা থাকে। আমার মতে এ-বিষয়ে কেউই তেমন যথেষ্ট বিস্ময় প্রকাশ করেননি। দু-বছর বয়সের শিশু বেশ ভালোই কথা বলতে পারে, এবং দেখা যায় বেশ তাড়াতাড়ি জটিল মানসিক পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়ার ক্ষমতা রাখে। এছাড়াও সে তখন এমন সব কথা বলে যা পরবর্তীকালে তাকে মনে করিয়ে দিলেও দেখা যাবে, সে ভুলে গেছে। অথচ শৈশবেই স্মৃতি প্রখর থাকে যেহেতু তখন তার উপর পরবর্তীকালের চেয়ে স্মৃতির বোঝা অনেক কম। আবার এটাও ভাবার কোনো কারণ নেই যে স্মৃতিশক্তি হচ্ছে, কষ্টার্জিত খুব উঁচু ধরনের এক মানসিক ক্ষমতা। বরং উল্টোটাই দেখা যাবে, স্মৃতিশক্তি খুব প্রখর কিন্তু বুদ্ধিবৃত্তি অনেকের খুবই নিচুমানের।

বাছাই-স্মৃতি

শৈশবস্মৃতির আরেকটি বৈশিষ্ট্যের দিকে আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব যার ভিত্তি হচ্ছে প্রথম বৈশিষ্ট্যটি। অর্থাৎ শৈশবের প্রথম কয়েকটি বছর যে-বিস্মৃতিতে ঢাকা থাকে, দেখা যাবে তার ভিতর থেকে কিছু স্পষ্ট স্মৃতিও উঠে আসছে,—অধিকাংশ, দৃশ্যচিত্রের চেহারায়, যা বজায় থাকার যথেষ্ট কোনো কারণ নেই। স্মৃতি, পরবর্তীকালের বিপুলসংখ্যক স্মৃতিমুদ্রণ কিংবা স্মৃতি-চিত্রগুলিকে একটি বাছাই প্রক্রিয়ার সাহায্যে, সংরক্ষিত করে : যা গুরুত্বপূর্ণ, তাকে রেখে বাদবাকি খারিজ ক'রে দেয়। কিন্তু শৈশবস্মৃতির ক্ষেত্রে একথা খাটে না। শৈশবস্মৃতিতে সব সময় গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতাগুলি প্রতিফলিত হয় না। এমনকি শিশুর দিক থেকে নিশ্চিতই গুরুত্বপূর্ণ এরকম অভিজ্ঞতাও নয়, বরং বেশিরভাগ সময়ই সেইসব যা এতই বৈচিত্র্যহীন এবং অর্থহীন যে আমরা শুধু অবাক হ'য়ে নিজেদের প্রশ্ন করতে পারি, ঐসব বিশেষ খুঁটিনাটি আদৌ মনে থাকল কেন? আমি বিশ্লেষণের সাহায্যে শৈশব-বিস্মৃতি এবং বিস্মৃতি ভেদ করে উঠে আসা স্মৃতির ভগ্নাংশের সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা ক'রে সিদ্ধান্তে এসেছি, আপাতদৃষ্টিতে উল্টো বলে মনে হলেও শিশু, বয়স্কদের মতোই স্মৃতিতে তা-ই ধরে রাখে যা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু যা গুরুত্বপূর্ণ তার

BanglaBook.org

পুনরুপস্থাপনা ঘটে, স্মৃতিতে যা আপাত গুরুত্বহীন তারই উপস্থাপনায় (সংক্ষেপণ বা condensation এবং স্থানচ্যুতি বা displacement প্রক্রিয়ার সাহায্যে)। এই কারণে আমি এই শৈশব-স্মৃতিগুলিকে বলি 'বাছাই-স্মৃতি' (screen-memories)। এদের খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এদের ভিতর থেকে সেসবই উঠে আসছে যা বিস্মৃত হয়েছিল।

মনঃসমীক্ষণিক চিকিৎসায় নিয়মিতভাবেই শৈশবস্মৃতির ফাঁকগুলিকে ভরাট করার চেষ্টা করতে হয়, এবং এই চিকিৎসা ততদূর সফল হ'তে পারে যতটা শৈশব অভিজ্ঞতার দীর্ঘ বিস্মৃত অংশগুলিকে (অতএব বেশ ঘনঘন) পুনরুদ্ধার ক'রে আনতে হয়। এই স্মৃতিমুদ্রণ বা স্মৃতিচিত্রগুলি কিন্তু কখনোই প্রকৃতপক্ষে বিস্মৃত নয়, কেবল দুরধিগম্য এবং অব্যক্ত—নির্জ্ঞানের অংশে পরিণত হওয়ার জন্য। কিন্তু কোনো কোনো সময় এমনও হয় যে এরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে নির্জ্ঞান থেকে উঠে আসে, আর এটা সাধারণত হয় স্বপ্নপ্রসঙ্গে। এটা খুব পরিষ্কার যে স্বপ্ন-ক্রিয়া জানে, অব্যক্ত শৈশব অভিজ্ঞতায় ফিরে যাওয়ার রাস্তা কোথায়। এর বহু মূল্যবান দৃষ্টান্ত মনঃসমীক্ষণের সাহিত্যে পাওয়া যাবে, এবং আমি নিজেও এবিষয়ে কিছু দৃষ্টান্ত উপস্থিত করতে সমর্থ হয়েছি। আমি একদা কোনো একটি প্রসঙ্গে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে একটি স্বপ্ন দেখি, যিনি আমার কিছুটা উপকারই করেছিলেন। স্বপ্নে আমি তাঁকে সাধারণভাবেই শাদামাটা অবস্থায় দেখি। তাঁর একচোখ কানা, চেহারায় বেঁটে, মোটাসোটা, উঁচু কাঁধ যে প্রসঙ্গে আমি তাকে দেখি, তাতে তাঁকে ডাক্তার ব'লে মনে হয়েছিল। আমার সৌভাগ্য, আমার মা তখনো জীবিত ছিলেন। কাজেই আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করি, ছোটবেলায় আমি যেখানে জন্মেছিলাম ও তিনবছর বয়স পর্যন্ত ছিলাম, সেখানে যে-ডাক্তারবাবু আমার চিকিৎসা করতেন, তাঁর চেহারা কেমন ছিল। মা বলেন, ডাক্তারবাবুর একচোখ ছিল কানা, চেহারায় ছিলেন বেঁটে, মোটাসোটা ও উঁচু কাঁধওয়ালা। মা আমাকে আরো বলেন, কোন্ দুর্ঘটনার ফলে ডাক্তারবাবুকে ডাকা হয় আমাকে চিকিৎসা করার জন্য। আশ্চর্য ব্যাপার এই যে দুর্ঘটনার কথা আমি একদম ভুলে গেছিলাম। শৈশবের একেবারে আদি পর্বে ঘটা এইসব বিস্মৃত ঘটনাগুলিকে নিজের এক্তিয়ার বা অধীনে রাখাও স্বপ্নের আরেকটি 'পৌরাণিক' বৈশিষ্ট্য।

এই জ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্ক আছে এমন আরেকটি সমস্যার সমাধান অবশ্য এখনো পাওয়া যায়নি। আপনাদের মনে আছে, এটা জেনে আমরা বেশ স্তম্ভিত হয়ে গেছিলাম যে স্বপ্নের উৎস হচ্ছে সক্রিয় অশুভ ইচ্ছা অথবা অতিরিক্ত যৌন কামনা যার জন্য স্বপ্ন-সেন্সর (প্রহরা) ব্যবস্থা বা স্বপ্ন-বিকৃতিকরণ ব্যবস্থা জরুরী। এবার ধরুন আমরা এই ধরনের এমন একটি

BanglaBook.org

স্বপ্ন ব্যাখ্যা করছি যার পরিবেশ আমাদের পক্ষে অনুকূল অর্থাৎ স্বপ্নদ্রষ্টা আমাদের ব্যাখ্যার বিরোধিতা করছেন না, কেবল অনিবার্যভাবে প্রশ্ন করছেন এমন কু-চিন্তা তাঁর মনে এলো কী ক'রে যখন এটি তাঁর সম্পূর্ণ চরিত্রবিরোধী, বরং সচেতনভাবে তিনি বরাবর এর উল্টোটাই ভেবে এসেছেন। সেক্ষেত্রে অবশ্য বিনাদ্বিধায় আমরা তাঁকে বলতে পারি এই অশুভ ইচ্ছা, যা তিনি এখন অস্বীকার করছেন, তার মূল রয়েছে অতীতে, প্রায়শই বেশ নিকট অতীতে। এটা তাঁকে দেখিয়ে দেয়া যায় যে একসময় তিনি নিজেই এটা জানতেন, অর্থাৎ এ-সম্পর্কে বেশ সচেতনই ছিলেন, কিন্তু এখন আর তা নন। একদা এক মহিলা এমন একটি স্বপ্ন দেখেন যার অর্থ হলো, তিনি চান যেন তাঁর কন্যার (যে তখন সপ্তদশী) মৃত্যু হয়। আমাদের সাহায্যে শেষপর্যন্ত তিনি স্বীকার করেন যে একসময় তিনি সত্যই সন্তানের মৃত্যু কামনা করেন। মেয়েটি ছিল তাঁর অসুখী বিবাহের সন্তান, যে বিবাহ অবশ্য দ্রুত বিচ্ছেদে পরিণত হয়। একবার মেয়েটি যখন মহিলার গর্ভে, তখন সেই অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় মহিলা স্বামীর ব্যবহারে এতই ক্রুদ্ধ হন যে ঝোঁকের মাথায় নিজেই নিজের পেটে সজোরে ঘুষি মেরে ভ্রূণ হত্যার চেষ্টা করেন। খোঁজ নিলেই দেখা যাবে এমন বহু মহিলা আছেন, যাঁরা বর্তমানে তাঁদের সন্তানকে খুবই ভালোবাসেন, হয়ত অতিরিক্তই ভালোবাসেন, অথচ একসময় ইচ্ছার বিরুদ্ধে সেইসব সন্তানকে গর্ভে ধারণ করার ফলে ভ্রূণাবস্থায় তাদের হত্যা করতে চান এবং পরে এই অশুভ ইচ্ছাকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেন, যা অবশ্য সৌভাগ্যবশত সন্তানের পক্ষে ক্ষতিকর হয়নি। কাজেই পরবর্তীকালে প্রিয়জনের মৃত্যুকামনা যা এখন অবিশ্বাস্য বা দুর্বোধ্য বলে মনে হচ্ছে তারই সূত্রপাত ঘটে সন্তানের সঙ্গে সম্পর্কের আদিপর্বে।

অতীতের কামনা স্বপ্নে উঠে আসে

জনৈক পিতার স্বপ্ন বিশ্লেষণ ক'রে দেখা যায় যে একদা তিনি তাঁর জ্যেষ্ঠ এবং প্রিয় সন্তানের মৃত্যু কামনা করেন। শেষপর্যন্ত তিনি এটা মনে করতে পারেন যে এই মৃত্যু কামনা সম্পর্কে তিনি একসময় বেশ সচেতনই ছিলেন। এই ভদ্রলোকের অসুখী বিবাহের ফলে, তিনি একসময় তাঁর শিশুসন্তানকে দেখে ভাবতেন যে যদি এর মৃত্যু হয়, তাহলে তিনি আড়া-হাত-পা হ'য়ে আবার স্বাধীনভাবে বাঁচার চেষ্টা করবেন। এই ধরনের ঘৃণা ও বিদ্বেষপূর্ণ মনোভাবের বহু দৃষ্টান্তের মূলে আছে ঐ একই কারণ। অতীতের স্মৃতি হিশেবে এরা থেকে যায়। এরা একসময় সচেতন মনে ছিল, ও মানসিক জীবনের

BanglaBook.org

সংগঠনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল। এখান থেকে আপনারা অবশ্য এমন সিদ্ধান্তে আসতেই পারেন যে এই ধরনের স্বপ্ন কিংবা 'ইচ্ছা' সেসব ক্ষেত্রে দেখা যাবে না যেখানে দুজন ব্যক্তির সম্পর্ক অপরিবর্তিত আছে অর্থাৎ দুজনের সম্পর্ক গোড়া থেকে একই চরিত্রের। এই সিদ্ধান্তে আমার সমর্থন দেয়ার ব্যাপারে আমি প্রস্তুত থাকলেও একটি হুঁশিয়ারি আমি সেইসঙ্গেই দেব: স্বপ্নের আক্ষরিক অর্থ নয়, আপনাদের বিবেচনা করতে হবে ব্যাখ্যা দেয়ার পর স্বপ্নের তাৎপর্যকে। এমন হতে পারে যে কোনো প্রিয়জনের মৃত্যু সংক্রান্ত ব্যক্ত-স্বপ্ন এই বিষয়টিকে একটি ভীষণ দর্শন মুখোশ হিশেবে ব্যবহার করছে, হয়ত এ বোঝাতে চাইছে সম্পূর্ণ আলাদা কিছু, অথবা হয়ত এটাও সম্ভব যে 'প্রিয়জন' হচ্ছে অন্য কোনো ব্যক্তির অলীক 'বদলি'।

এই অবস্থা অবশ্য আপনাদের মনে আরো সাংঘাতিক একটি প্রশ্ন তুলতে পারে। আপনারা বলতে পারেন: 'এমনকি যদি এই মৃত্যু কামনার অস্তিত্ব একসময় বাস্তবিক থেকেও থাকে, যার অনুমোদন স্মৃতিতে পাওয়া যাচ্ছে, তাহলেও এটা কোনো যথার্থ ব্যাখ্যা নয়, কেননা ঐ মৃত্যুকামনা বহুদিন আগেই জয় করা গেছে, আর বর্তমানে তা নির্ঘাত নির্জ্ঞানে টিকে আছে কেবলমাত্র স্মৃতি হিশেবে, যার কোনো আবেগজাত মূল্য নেই, যার কোনো তীব্র উত্তেজক শক্তিও নেই। তাছাড়া শেষের অনুমানটির সপক্ষে কোনো প্রমাণও দেখা যাচ্ছে না। আর তার চেয়েও বড় কথা, কেনইবা 'ইচ্ছা' স্মৃতি হয়ে পুনর্গঠিত হবে স্বপ্নে?' আমার মনে হয় আপনাদের এই প্রশ্ন সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত। এর উত্তর দেয়ার চেষ্টা অবশ্য আমাদের অনেকদূর পর্যন্ত নিয়ে যাবে, যেখানে স্বপ্নতত্ত্বের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সম্পর্কে আমাদের অবস্থান পরিষ্কার ক'রে বলা প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের আলোচনার পরিসরের মধ্যে থাকতে গেলে আপাতত এই প্রশ্নের উত্তর দেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে। বরং দীর্ঘসময় ব্যাপী যে-অবদমিত 'ইচ্ছা' থেকে স্বপ্ন উঠে এসেছে, তার বাস্তবিক অস্তিত্বের প্রমাণ সংগ্রহ করা সম্ভব, কেবল এটাতেই বর্তমানে খুশি থাকতে হবে, ও দেখতে হবে এই ধরনের আরো কিছু 'অশুভ ইচ্ছা'র অস্তিত্ব অতীতে একইভাবে চিহ্নিত করা যায় কিনা যেমন ধরুন 'মৃত্যু-কামনা', যাকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যাবে স্বপ্নদ্রষ্টার প্রায় সীমাহীন অহং-ভাব বা আত্মসর্বস্বতা থেকে উৎপন্ন হতে। এই ধরনের ইচ্ছা বা কামনাকে প্রায়শই স্বপ্নের প্রচ্ছন্ন উদ্ভাবক হিশেবে লক্ষ করা যেতে পারে। যখনই কেউ আমাদের রাস্তায় বাধা হয়ে দাঁড়ান, তা তিনি বাপ-মা, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী যেই হোন না কেন, (যা প্রায়শই ঘটে যেহেতু আমাদের সম্পর্কগুলি অত্যন্ত জটিল) তখনই তাঁদের পথের কাঁটা হিশেবে সরিয়ে ফেলার জন্য একটি স্বপ্ন দেখা স্বাভাবিক। আমরা সত্যিই এটা দেখে স্তম্ভিত হয়ে যাই যে মানুষের মধ্যে এত জঘন্য শয়তানি লুকিয়ে

BanglaBook.org

থাকা সম্ভব ! ফলে স্বাভাবিক ভাবেই আরো একাধিক প্রমাণ ছাড়া আমরা মানতে চাইব না যে আমাদের স্বপ্নসংক্রান্ত ব্যাখ্যা থেকে পাওয়া ফলাফলগুলি সঠিক। কিন্তু যখনই আমরা দেখি যে এইসব অশুভ-ইচ্ছার শিকড় রয়েছে আমাদেরই অতীতে, তখন যে-কোনো ব্যক্তির অতীতে সেই সময়টিকে খুঁজে বের করতে খুব একটা কষ্ট পেতে হয় না, আর সেই সময়েই তার প্রিয়জন বিরোধী আত্মসর্বস্ব ঝোঁকগুলি যে সক্রিয় ছিল এটাও কিছুই আশ্চর্য ব্যাপার নয়। একটি শিশু, তার জীবনের আদিপর্বে (যে সময়টা বিস্মৃতির পর্দায় ঢাকা পড়ে যায়) হচ্ছে, ঠিক সেই ব্যক্তি যে ঘনঘন এরকমই স্বার্থপর আত্ম-সর্বস্বতার উৎকট লক্ষণগুলিকে প্রকটভাবে দেখায়। খুবই নির্ভুলভাবে এই ধরনের ঝোঁককে কিংবা আরো সঠিকভাবে বলতে গেলে, এই ঝোঁকের অবশিষ্ট ছাপ-কে তার ভিতর সাধারণভাবেই লক্ষ করা যায়। কেননা শিশু সবচেয়ে আগে ভালোবাসে নিজেকে, তারপর বেশ কিছুদিন কেটে গেলে সে ভালো-বাসতে শেখে অন্যকে, শেখে অন্যের কাছে নিজের অহং ত্যাগ করতে। এমনকি যাদের সে প্রথমেই ভালোবাসে, তাদেরও ভালোবাসে নিজের স্বার্থে, নিজের প্রয়োজনে, কেননা তাদের ছাড়া তার চলে না,—সেও তার নিজের আত্মসর্বস্বতার কারণে। কেবল পরবর্তী কালে তার ভালোবাসার আবেগ, তার অহং-সর্বস্বতার কাছ থেকে সরে যায়। এটা আক্ষরিক অর্থেই সত্য যে শিশু নিজেকে ভালোবেসে অন্যকে ভালোবাসতে শেখে।

এটাও বেশ শিক্ষাপ্রদ হবে যদি আমরা শিশুর ভাই-বোনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর তুলনা করি তার বাপ-মায়ের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে। দেখা যাবে শিশু স্বভাবতই তার ভাইবোনকে ভালোবাসেনা, আর এটা সে লুকোয়না, সরলভাবেই প্রকাশ করে। এটা একেবারে প্রশ্নাতীত যে সে নিজের ভাই-বোনেদের প্রতিদ্বন্দ্বী হিশেবে ঘৃণা করে, আর এটাও সকলেই জানেন যে তার এই বিদ্বেষ বহুবছর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে, যতদিন পর্যন্ত না সে পরিণত-বয়স্ক হয়, এমনকি তার পরেও থাকতে পারে। অবশ্য তার মনে আস্তে আস্তে বিদ্বেষের জায়গায় কোমল অনুভূতি আসে, কিংবা বলা যাক বিদ্বেষের ওপরে এসে লাগে কোমল অনুভূতি, ফলে এটা অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই যে বিদ্বেষই হচ্ছে এই দুয়ের মধ্যে তার প্রাথমিক অনুভূতি। এ-ব্যাপারটা সহজেই আমরা লক্ষ করি, বিশেষত আড়াই বছর থেকে চার বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে, যখন পরিবারে আরেকটি নতুন শিশুর আবির্ভাব ঘটে। তখন দেখা যায় ভীষণ অসন্তুষ্টভাবে আগের শিশুটি বলছে, 'আমি একদম পছন্দ করি না। সারসপাখিটা এসে ওকে (ভাই / বোনকে) নিয়ে যাক।' পরে দেখা যায় নবাগত অতিথিকে নানান ভাবে পর্যুদস্ত করার চেষ্টা চলছে। তাকে আহত করা এমনকি দৈহিকভাবে আক্রমণ করার ঘটনাও অজ্ঞাত নয়।

BanglaBook.org

যদি উভয়ের বয়সের মধ্যে পার্থক্য কম থাকে, তাহলে শিশুর মানসিক ক্ষমতা পুরোপুরি বিকশিত হওয়ার আগেই তার প্রতিদ্বন্দ্বী মঞ্চে এসে হাজির হওয়ায় সে তখন নিজেকে নতুন অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়; অন্যদিকে বয়সের পার্থক্য যদি অনেক বেশি থাকে তাহলে বড়জনের ছোটজনের প্রতি দয়ার ভাব মনে আসে, আগ্রহ তৈরি হয়, অনেকটা খেলার জ্যান্ত পুতুল হিশেবে ছোটকে সে দেখে, আর যদি বয়সের পার্থক্য আরো বেশি, যেমন ৮ বছর বা তারও বেশি হয় আর বড়জন যদি হয় মেয়ে, তাহলে তৎক্ষণাৎ তার মনে মাতৃভাব আসে, স্নেহ দয়া মায়া এসব স্বাভাবিকভাবেই কাজ করে। তবু সত্যিকথা বলতে কী যখনই কোনো স্বপ্নের অব্যক্ত চিন্তায় আমরা ভাই বা বোনের মৃত্যুকামনা খুঁজে পাই, তখন খুব একটা আশ্চর্য হইনা, কেননা এর উৎস যে একেবারে ছেলেবেলায় কিংবা এমনকি বড় হওয়ার পর, যখন একই পরিবারে ভাইবোন একসঙ্গে থাকে তখনও, তাতে আর সন্দেহ করার কোনো কারণ নেই।

বাড়িতে এমন কোনো বাচ্চাদের ঘর দেখানো যাবেনা যেখানে ভয়ানক ঝগড়া কিংবা মারামারি নেই, যার মূলে আছে মা-বাবার ভালোবাসা নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কিংবা বাড়ির জিনিসপত্তরের ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে কিংবা এমনকি ঘরের জায়গার দখল নিয়ে। এই ধরনের শত্রুতা বা বিদ্বেষ, দিদি দাদাদের বিরুদ্ধে তো বটেই এমনকি ছোট ভাই বোনেদের বিরুদ্ধেও দেখা যায়। আমার যতদূর মনে পড়ছে বোধহয় বার্নার্ড শ-ই একবার বলেছিলেন, কোনো ইংরেজ মহিলা যদি মা'র চেয়েও বেশি কাউকে ঘৃণা করেন, তাহলে তিনি হচ্ছেন তাঁর নিজেরই দিদি।'

এই মন্তব্যে আমাদের বেশ ধাক্কা লাগে; এমনিতেই ভাই-ভাইয়ে বা ভাই বোনের মধ্যে ঘৃণা এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণ বোঝা আমাদের পক্ষে শক্ত ব্যাপার, তার ওপর এটা বোঝাতো আরো কঠিন যে কী-ক'রে মা-মেয়ে এবং বাপ মা ও সন্তানদের মধ্যে ঘৃণা ঢুকে পড়ে।

BanglaBook.org

মা-বাবার সঙ্গে সম্পর্ক

সাধারণত বাবা মা ও সন্তানদের সম্পর্ক অনেকটাই প্রীতিপদ, অন্তত সন্তানদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এবং আমাদের প্রত্যাশার দিক থেকেও। আমাদের কাছেও ভাই-বোনের অপ্রেমের চেয়েও অনেক বেশি খারাপ এবং অন্যায় বলে মনে হয় যদি দেখা যায় বাপ-মা ও সন্তানদের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক নেই, ভালোবাসা নেই। বলা যাক বাপ-মা ও সন্তানদের সম্পর্ক আমরা ঐশ্বরিক বা পবিত্র বলে

ভাবি কিন্তু ভাই-বোনেদের ক্ষেত্রে তা নয়। অথচ দৈনন্দিন জীবনের দিকে তাকালে চোখে পড়বে বাপ-মা এবং প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের পারস্পরিক মনোভাব সামাজিকভাবে প্রত্যাশিত মানদণ্ডের চেয়ে বেশ কয়েকধাপ নিচু, উভয়পক্ষেরই ভেতরে-ভেতরে ছাইচাপা আগুন ধিক ধিক ক'রে জ্বলে এবং একটু জোরে হাওয়া দিলেই মুহূর্তের মধ্যে দপ্ ক'রে আগুন জ্বলে উঠতে পারে, যদি না বাপ-মায়ের প্রতি কর্তব্যবোধ, সাংসারিক বা পারিবারিক কর্তব্যবোধ এবং কিছুটা কোমল অনুভূতি, এতে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এই শত্রুতামূলক মনোভাবের কারণ বেশ ভালোভাবেই সকলের জানা আছে এবং আমরাও এখন এই ঝোঁকটিকে চিহ্নিত করতে পারি যে পরিবারের পুরুষে-পুরুষে ও নারীতে-নারীতে বিদ্বেষ-প্রবণতা আছে, যেমন মায়ের বিরুদ্ধে মেয়ে এবং পিতার বিরুদ্ধে পুত্র। মেয়ে, মায়ের মধ্যে দেখে এমন এক কর্তৃত্বক্ষমতা বা প্রভুত্বক্ষমতা, যা তাকে দাবিয়ে রাখতে চায়, যা সামাজিক দাবী অনুসারে তার যৌন স্বাধীনতাকে খর্ব করতে চায়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে মা'র ভূমিকা হয় প্রতিদ্বন্দ্বীর যিনি পথ থেকে সরে দাঁড়াতে রাজী নন। এই একই জিনিশ আরো খোলাখুলি ও স্থূলভাবে ঘটতে পারে বাপ ও ছেলের মধ্যে। ছেলের কাছে বাপ হচ্ছে সামাজিক বিধি-নিষেধের জলজ্যান্ত প্রতীক, যার বশ্যতা সে অনিচ্ছা বত্তেও মেনে নিতে বাধ্য হয়, যে তার স্বাধীন ইচ্ছাপূরণে বাধা দেয়, বাধা দেয় তার প্রথম যৌন আনন্দ উপভোগে, বাধা দেয়, পারিবারিক সম্পত্তি থাকলে, তারও উপভোগে। যদি এর মধ্যে পিতৃ সিংহাসনের দখল জড়িত থাকে তাহলে তো কথাই নেই, তাহলে পিতৃবিয়োগের বিলম্বে ছেলের ধৈর্যচ্যুতি ঘটলে তার ফল সাংঘাতিক শোকাবহ পর্যন্ত হতে পারে। বাবা ও মেয়ে এবং মা ও ছেলের সম্পর্ক অবশ্য এর চেয়ে কম বিধ্বংসী কেননা এই সম্পর্ক আত্মকেন্দ্রিক প্রবণতা দ্বারা বিপর্যস্ত হয়না ব'লে এখানে একটি অবিচলিত কোমল অনুভূতি থাকে।

এবার আপনারা আমাকে প্রশ্ন করতে পারেন যে কেন আমি এরকম সকলেরই জানা সাধারণ ঘটনা নিয়ে কথা বলছি? বলছি, কেননা লোকের মনে, বাস্তব জীবনে ঘটতে-থাকা এইসব ঘটনার তাৎপর্য অস্বীকার করার এবং এরকম একটা ভান করার নির্ভুল ঝোঁক আছে যে সামাজিক উচ্চাদর্শগুলি সবই যেন ঠিকঠাক বাস্তবে রূপায়িত হচ্ছে, যদিও বস্তুতপক্ষে মোটেই তা নয়। কাজেই এ-বিষয়ে সত্য কথা বলার দায়িত্ব কট্টর নিন্দুকদের হাতে ছেড়ে না-দিয়ে বরং মনোবিজ্ঞানকে দেয়াই ভালো। অবশ্য এও ঠিক যে এই সত্যের অস্বীকার কেবল সাধারণ বাস্তব জীবনেই ঘটে। সাহিত্য এবং নাটকে, ঐসব উচ্চাদর্শগুলি রূঢ়ভাবে বিধ্বস্ত হলে তাদের পশ্চাৎবর্তী অভিসন্ধিগুলিকে খোলাখুলি স্বাধীনভাবে উন্মুক্ত ক'রে দেয়া হয়।

অতএব অবাক হওয়ার কিছু নেই, যদি বহুলোকের স্বপ্নে এমন ইচ্ছা ধরা পড়ে

BanglaBook.org

যে তাঁরা তাঁদের পিতামাতাকে সরিয়ে দিতে চান, বিশেষত ছেলে, বাবাকে ; ও মেয়ে, মাকে। আমরা অবশ্য ধরে নিতে পারি যে এই জিঘাংসা বা হত্যার ইচ্ছা জাগ্রৎ জীবনেও থাকে, কোনো কোনো সময় এই ইচ্ছা চেতনায় গা-ঢাকা দিয়ে লুকিয়ে থাকে অন্য অভিসন্ধির আড়ালে, যেমন আমাদের ৩নং দৃষ্টান্তের স্বপ্নদর্শী, তাঁর বাবার অর্থহীন রোগভোগের কষ্ট দেখে করুণাবোধ করার ছলে তা লুকিয়ে রাখেন। কেবল শত্রুতামূলক মনোভাবের আধিপত্য সবসময় বজায় থাকে তা নয়, বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ কোমল মনোভাবের অধীনে চলে যায় যেখানে শেষপর্যন্ত তা অবদমিত হয়, ও এইভাবে স্থগিত হয়ে থাকে, যতক্ষণ পর্যন্ত না কোনো স্বপ্নে বিচ্ছিন্ন চেহারায় উঠে আসে। আর এই বিচ্ছিন্ন থাকার জন্যই স্বপ্ন, একে অতিকায় চেহারায় হাজির করে, এবং শেষকালে আমাদের স্বপ্ন-ব্যাখ্যা, যখন স্বপ্নদর্শীর গোটা জীবনের সঙ্গে এর সম্পর্ক নির্ধারণ করে দেয়, তখনই এ সঠিক চেহারা ফিরে পায় (H. Sachs)। কিন্তু আবার আমরা এই মৃত্যুকামনাকে এমন কোনো-কোনো জায়গায় দেখি যেখানে বাস্তব জীবনে এর কোনো অস্তিত্বের ভিত্তি নেই, এবং যেখানে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিকে স্বীকারও করতে হয় না যে তিনি জাগ্রৎ-জীবনে কখনো এরকম ইচ্ছাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। এর কারণ হলো বিরোধের সবচেয়ে গভীর এবং সাধারণ প্রবৃত্তিগুলি, বিশেষত বাপ-ছেলে ও মা-মেয়ের মধ্যে, সক্রিয় হয়ে ওঠে শৈশবের একেবারে প্রথম বছরগুলিতে।

ইডিপাস কমপ্লেক্স (বা অয়দিপাউস গূঢ়ৈষা)

আমি এবার আবেগের সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা বলব যেখানে যৌন-উপাদানগুলি প্রকটভাবেই হাজির আছে। ছেলে যখন নেহাতই শিশু, তখনই তার মধ্যে তার মা সম্পর্কে একটি অদ্ভুত কোমল অনুভূতি গড়ে উঠতে দেখা যায়, যেন সে মাকে দেখে তার একটা সম্পত্তি হিশেবে, বাবাকে দেখে, যেন একজন প্রতিদ্বন্দ্বী হিশেবে, যে তার ঐ একমাত্র সম্পত্তির অধিকারে ভাগ বসাতে চায় ; ঐ একইভাবে ছোট্ট মেয়ে ভাবে, বাবার সঙ্গে তার ভালোবাসার সম্পর্কের মধ্যে বাধা হ'য়ে দাঁড়িয়ে আছে তার মা, যার জায়গা সে নিজেই নিতে পারে। পর্যবেক্ষণ থেকে জানা যায়, এই মনোভাব সুদূর অতীত থেকেই আছে : এই মনোভাবের আমরা নাম দিয়েছি ইডিপাস গূঢ়ৈষা (Oedipus Complex) যেহেতু ইডিপাস কিংবদন্তীতে সন্তানের দুটি ইচ্ছার চরম দুটি রূপ সামান্য রূপান্তরিত চেহারায় দেখা যাবে, যার একটি হচ্ছে পিতাকে হত্যা করার ইচ্ছা, অপরটি মাতাকে বিবাহ করার। আমি এটা বলছিনা যে পিতামাতার সঙ্গে

BanglaBook.org

সন্তানের সমস্ত সম্ভাব্য সম্পর্কই এই ইডিপাস গুটেষায় নিঃশেষিত হয়েছে, এই সম্পর্কগুলি আরো ঢের জটিল হ'তে পারে। আবার এই গুটেষা কমবেশি জোরালোভাবে বিকশিত হতে পারে, আবার কোথাও উল্টে যেতে পারে, কিন্তু যাই হোকনা কেন শিশুর মানসিক জীবনে এটি নিয়মিত এবং গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। আমরা এর প্রভাব এবং প্রভাবের প্রতিক্রিয়া বাড়িয়ে দেখার চেয়ে বরং কমিয়ে দেখার ব্যাপারেই ভুল করি। এছাড়াও দেখা যাবে বাপ-মা নিজেরাই এমনভাবে সন্তানদের উদ্দীপিত করেন যাতে তারা ইডিপাস গুটেষার সহযোগে সাড়া দেয়, যেমন, তাঁরা প্রায়শই সন্তান স্নেহের ক্ষেত্রে লিঙ্গভেদ দ্বারা পরিচালিত হন, অর্থাৎ বাবা পছন্দ করেন মেয়েকে আর মা, ছেলেকে ; অথবা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক যেখানে ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে সেখানে প্রেমাস্পদ বা প্রেমাস্পদার বিকল্প বা 'বদলি' হিশেবে ব্যবহার করা হয় সন্তানকে।

একথা অবশ্য বলা যাবেনা যে পৃথিবীর সকলেই মনঃসমীক্ষণ বিদ্যাকে ইডিপাস-গুটেষা আবিষ্কারের জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে, বরং এই ধারণাটি বয়স্ক ব্যক্তিদের ভয়ংকর হিংস্র বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েছে। আর যাঁরা আবার এই বহুনিন্দিত নিষিদ্ধ মনোবৃত্তির অস্তিত্ব অস্বীকার করেননি, তাঁরা অনেকেই যেন ক্ষতিপূরণ হিশেবে এই গুটেষার এমন উদার ব্যাখ্যা দিয়েছেন, যা লক্ষ্যবস্তু থেকে বহুদূরে সরে যাওয়ায় এর সমস্ত মূল্যই মাঠে মারা গেছে। আমার অপরিবর্তনীয় বিশ্বাস এই যে, এ-ব্যাপারে কিছুই অস্বীকার বা বাড়িয়ে বলার নেই। আমাদের এই ঘটনাকে শুধু মেনে নিতে হবে, যা গ্রীক কিংবদন্তী, নিয়তির অমোঘ 'হাত' ব'লে মেনে নিয়েছিল।

আবার এটাও বেশ কৌতূহলোদ্দীপক যে ইডিপাস গুটেষা বাস্তবজীবনে বহুনিন্দিত হ'য়ে কাব্যকাহিনীতে আশ্রয় নিলেও সে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর ক্ষমতা রাখে। অটো র‍্যাঙ্ক, এই থীম সংক্রান্ত একটি গবেষণায় অতি সতর্কভাবে দেখিয়েছেন যে এই গুটেষা কাব্যনাটকের ক্ষেত্রে অসংখ্য প্রণোদনা হাজির করেছে বহু বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে বহু রূপান্তর ও ছদ্মবেশের সাহায্যে, যাকে সংক্ষেপে স্বপ্ন-সেন্সর ব্যবস্থার ক্ষেত্রে 'বিকৃতিকরণে'র কাজ ব'লে আমরা আগেই চিহ্নিত করেছি। কাজেই এমনকি সেইসব স্বপ্নদ্রষ্টার ক্ষেত্রেও আমরা ইডিপাস গুটেষার অস্তিত্ব লক্ষ করব, যাঁরা সৌভাগ্যবশত পরবর্তী জীবনে পিতামাতার সঙ্গে কোনো বিরোধে জড়িয়ে পড়েননি এবং এরসঙ্গেই ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে আছে, আমরা যাকে বলি পুরুষাঙ্গ কর্তন গুটেষা (Castration Complex) যা বলা যায় যৌনক্ষেত্রে বাবার হুমকির কিংবা শৈশবের প্রারম্ভিক যৌন কার্যকলাপে রত হওয়ার ব্যাপারে বাবার নিষেধাজ্ঞার প্রতিক্রিয়া বিশেষ।

আমরা ইতিমধ্যেই যেসব ব্যাপারে সুনিশ্চয়তা নিরূপণ করতে পেরেছি সেগুলি শিশুদের মানসিক জীবন অনুধাবন করার দিকে আমাদের নিয়ে যেতে

BanglaBook.org

পেরেছে। এখন আমরা আশা করতে পারি যে অনেকটা এই ভাবেই স্বপ্নে অন্যান্য নিষিদ্ধ ইচ্ছার উৎস আমরা খুঁজে নিতে পারব, যেমন ধরা যাক, অত্যধিক যৌনকামনার উৎস। অতএব, আমরা এবার শিশুর যৌনজীবনের বিকাশ অনুধাবনের চেষ্টা করব, যে বিষয়ে বিভিন্ন উৎস থেকে আমরা নিম্নলিখিত তথ্য সংগ্রহ করতে পেরেছি :

বিকৃত স্বপ্ন-ইচ্ছার শৈশব উৎস

প্রথমত এটা ভাবাই একটা অনিবার্য ভুল যে বাচ্চাদের কোনো যৌনজীবন নেই, যেন যৌনতার প্রথম আবির্ভাব ঘটে বয়ঃসন্ধির সময় যখন যৌনাঙ্গগুলি পরিণত হয়। বরং ঠিক এর উল্টোটাই সত্য, শিশুর একেবারে গোড়া থেকেই একটি সমৃদ্ধ যৌনজীবন থাকে, যদিও পরবর্তী কালে যাকে 'স্বাভাবিক' বলা হবে তার চেয়ে বেশ কয়েকটি ব্যাপারে তা আলাদা। যা প্রাপ্তবয়স্করা মনে করেন 'বিকারগ্রস্ত' তা স্বাভাবিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন নিম্নলিখিত কারণে : ১. প্রজাতিগত ব্যবধান অস্বীকারে (যেমন মানুষ ও পশুর ব্যবধান) ২. (মলমূত্র ইত্যাদি সম্পর্কে) ঘৃণা বা বিতৃষ্ণাজাত ব্যবধান অস্বীকারে, ৩. অজাচারী ব্যবধান অস্বীকারে (নিকট রক্ত-সম্পর্কে যৌন পরিতৃপ্তি বিধানের ওপর নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করায়) ৪. সমকামুকতায় ৫. যৌনাঙ্গের ভূমিকা শরীরের অন্যান্য প্রত্যঙ্গের ভূমিকায় স্থানান্তরিত করার ব্যাপারে। (অর্থাৎ যৌনাঙ্গের বদলে দেহের অন্যান্য প্রত্যঙ্গের ব্যবহার—অ)

এই সমস্ত বাধাগুলি যে গোড়া থেকেই থাকে তা নয়, বিকাশ এবং শিক্ষার সঙ্গে ধাপে-ধাপে গড়ে ওঠে। শিশু কিন্তু এসব থেকে মুক্ত : সে মানুষ ও পশুর মধ্যে কোনো বিশাল ব্যবধান দেখেনা, সেই ব্যবধান যে মানুষ তার অহমিকার জোরে গ'ড়ে তোলে অন্যান্য পশু এবং নিজের মধ্যে আর এইভাবে নিজেকে সরিয়ে ফেলে পশুজগতের কাছ থেকে। এসবই শিশুর চেতনায় আসে অনেক পরে। জীবনের শুরুতে, শিশু মলমূত্র সম্পর্কে কোনো ঘৃণা-বোধ করেনা ; এই ঘৃণা সে পরে বোধ করতে শেখে শিক্ষার প্রভাবে। লিঙ্গ-বৈষম্য বা ভেদাভেদ নিয়েও সে মাথা ঘামায় না, সত্যিকথা বলতে কী সে নারীপুরুষ উভয়েরই লিঙ্গ একই আকারের ব'লে ভাবে। তার প্রারম্ভিক বা একদম আদি পর্বের যৌনকামনা বা কৌতূহল, সে চালিত করে তার নিকটতম আত্মীয়দের দিকে—তার বাপ-মা, ভাইবোন ও ধাত্রীর দিকে ; শেষকালে তার চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য আমরা বিকশিত হ'তে লক্ষ করি যখন কোনো প্রেমজ সম্পর্কের চূড়ান্ত বিকাশ-পর্বে সে কেবল যৌনাঙ্গ থেকেই পরিতৃপ্তি পায় না, ঐ একই

BanglaBook.org

পরিতৃপ্তি সে আবিষ্কার করে দেহের অন্যান্য অংশ থেকে, যারা তাকে অনুরূপ ইন্দ্রিয় সুখানুভূতি দেয়, যেন তারা যৌনাঙ্গের ভূমিকাই তখন পালন করে। শিশুকে তখন বহুসুখকামী বিকারী বা Polymorphously perverse এই আখ্যা দেয়া যেতে পারে এমনকি যদিও তার মধ্যে ঐসব আবেগের শুধু কিছু ছাপ-ই হয়ত তখন লক্ষ্য করা যায়। ছাপ, কেননা প্রাপ্ত-বয়স্ক অবস্থার তুলনায় তখন ঐসব আবেগের তীব্রতা অনেক কম, আবার অন্যদিকে শিশুর মধ্যে ব্যক্ত যৌনতাকে শিক্ষাব্যবস্থা অতি দ্রুত যথেষ্ট উৎসাহের সঙ্গে দমন করে। এই দমনকে একটি তত্ত্বের চেহারাও দেয়া হয়, কেননা প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তিরা এইসব যৌন অভিব্যক্তিকে সাধারণত উপেক্ষা করতে চান, এবং অপব্যাখ্যার সাহায্যে আরো কিছু আচরণের যৌন-চরিত্রকেও নস্যাৎ করেন আর শেষকালে এই সমস্ত ব্যাপারগুলির অস্তিত্বকেই অস্বীকার করেন। এঁরা সেই একই ব্যক্তি যাঁরা বাচ্চাদের 'যৌন' নষ্টামির (বা দুষ্টুমির) বিরুদ্ধে সরব হন, এবং তারপর লেখার টেবিলে ব'সে শিশুদের যৌন বিশুদ্ধতা বা অপাপবিদ্ধতার সপক্ষে প্রবন্ধ লেখেন। অথচ বাচ্চারা যখন নিজেদের মনে ছাড়া থাকে, কিংবা যখন তারা বিলুব্ধ (seduced) হয় তখন তারা অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য বিকৃত যৌন ক্রিয়াকলাপ প্রদর্শন করতে পারে। অবশ্য প্রাপ্তবয়স্করা এসবকে সঠিকভাবেই গুরুত্ব না-দিয়ে ভাবেন এসব হচ্ছে 'বাচ্চাদের চালাকি' বা 'খেলা' কেননা বাচ্চাদের দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন পরিণত বয়স্কদের মতো কোনো নৈতিক বা আইনগত মানদণ্ডের অধীনে বিচার করা যায় না। অথচ এইসব জিনিশের অস্তিত্ব আছে, এবং এদের গুরুত্ব আছে একদিকে অন্তর্নিহিত (মানসিক) বিন্যাসের ঝোঁক হিশেবে, অন্যদিকে এরাই পরবর্তী বিকাশের উন্মেষ এবং প্রতিপালন ঘটায়; এরা শিশুর যৌনজীবন সম্পর্কে আমাদের যেমন অন্তর্দৃষ্টি দান করে, তেমনই গোটা মানবজাতি সম্পর্কেও। অতএব যদি আমাদের স্বপ্ন-বিকৃতির পেছনে এইসব বিকৃত ইচ্ছাকে আমরা লক্ষ করি, তাহলে তার অর্থ কেবল এটাই হবে যে এইসব বিষয়ের স্বপ্ন, শৈশব অবস্থার দিকেই সম্পূর্ণ পেছিয়ে গেছে।

এইসব নিষিদ্ধ ইচ্ছার মধ্যে অবশ্যই বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে অজাচারী কামনাগুলিকে অর্থাৎ সেইসব কামনা যা পিতামাতা, ভাইবোন ইত্যাদির সঙ্গে যৌনমিলনের দিকে চালিত হয়। আপনারা খুব ভালোভাবেই জানেন, মানব সমাজ কতটা ঘৃণার চোখে দেখে অথবা দেখার কথা ভাবে এই ধরনের যৌন-মিলনকে এবং কতটা জোর দেয়া হয় এইসব মিলনকে নিষিদ্ধ করার উপর। অজাচারের এই বিভীষিকার চূড়ান্ত উদ্ভট ব্যাখ্যাও অনেকে দিয়েছেন : কেউ কেউ বলেছেন, প্রজাতির অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই প্রকৃতির বিধান, নিষেধাজ্ঞা হিশেবে মানব-মনে ব্যক্ত হয়েছে, নতুবা অন্তর্জনন থেকে প্রজাতির অবনয়ন বা

BanglaBook.org

জাতিগত ক্ষয় ঘটতে পারে, আবার কেউ কেউ বলেছেন শৈশবের আদি পর্ব থেকে নৈকট্যের জন্যই যৌনকামনা, উদ্দিষ্ট ব্যক্তি থেকে সরে যায়। উভয়ক্ষেত্রেই তাহলে স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতেই বা স্বতঃস্ফূর্তভাবেই অজাচার এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব, কিন্তু কেন সেক্ষেত্রে অজাচারের বিরুদ্ধে এমন কঠোর নিষেধাজ্ঞার প্রয়োজন সেটা বোঝাও কঠিন। বরং তাতে এটাই বোঝায় যে ঐ অবৈধ ইচ্ছা যথেষ্ঠ শক্তিশালী। মনঃসমীক্ষণিক অনুসন্ধান নিঃসন্দেহে দেখিয়ে দিয়েছে, একটি অজাচারী প্রেম-নির্বাচন সর্বাগ্রে নিয়মিতভাবেই ঘটে, এবং কেবলমাত্র পরবর্তীকালে এর বিরোধিতা ব্যক্ত হয়, যার কারণ ব্যক্তির মনোবিজ্ঞানে বা মনোজগতে নেই।

এবার শিশু মনোবিদ্যায় আমাদের অভিযান থেকে আমরা স্বপ্ন অনুধাবন বা বোঝার ক্ষেত্রে যা পেলাম তার একটি সারাংশ তৈরি করা যাক : আমরা শিখলাম যে কেবল বিস্মৃত শৈশবের অভিজ্ঞতাগুলিই স্বপ্নে প্রবেশাধিকার পায় না, শিশুর মানসিক জীবনের সমস্ত অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য, তার আত্মসর্বস্বতা, তার অজাচারী বিষয়-নির্বাচনও স্বপ্নে ঢোকে এবং সেইকারণে তা নির্জ্ঞানেও প্রবেশ করে আর প্রতিরাত্রেই এইভাবে আমাদের স্বপ্ন আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যায় শৈশব-পর্বে, যার ফলে এই বিশ্বাসই সমর্থিত হয় যে নির্জ্ঞান হচ্ছে শৈশব-মানসিক জীবন। এইজন্যই বলা যায়, মানবচরিত্রে জঘন্য শয়তানি উঁকি মারে (বা মানব চরিত্রের মধ্যেই শয়তানি আছে—অ) এমন ভুল ধারণা কিছুটা কমে আসা সম্ভব। সম্ভব, কেননা এই শয়তানি বা খারাপ দিকটি হচ্ছে নেহাতই মানসিক জীবনে যা প্রাথমিক, আদিম বা শিশুসুলভ যা আমরা শিশুর ভিতর সক্রিয় থাকতে দেখি কিন্তু দেখেও উপেক্ষা করি যেহেতু তা সামান্য মাত্রায় থাকে। তাছাড়া শিশুর কাছে আমরা তেমন উঁচু মানের নৈতিকতাও দাবি করি না। এইভাবে শৈশব-স্তরে পেছিয়ে গিয়ে স্বপ্ন আমাদের ভেতরের খারাপ দিকটিকে যেন প্রকাশ্য দিবালোকে নিয়ে আসে, কিন্তু এর বাইরের চেহারাটি দেখে ভুল বোঝা সম্ভব, যদিও তাতে অস্বস্তি বোধ করা স্বাভাবিক। আসলে স্বপ্ন-ব্যাখ্যা যতটা শয়তান হিশেবে আমাদের দেখায়, ততটা খারাপ আমরা নই।

যদি আমাদের স্বপ্নের খারাপ বা অশুভ আবেগগুলি হয় নেহাতই শিশুসুলভ অর্থাৎ এগুলি যদি হয় আমাদের নৈতিক বিকাশের আদিপর্বে প্রত্যাবর্তন বা পশ্চাৎভ্রমণ, যদি স্বপ্ন আমাদের চিন্তায় ও অনুভূতিতে কেবল পুনরায় আমাদের শিশুতে পরিণত করে (অর্থাৎ শৈশবে ফিরিয়ে নিয়ে যায়) তাহলে ঐসব অশুভ স্বপ্নের জন্য লজ্জিত বোধ করার কোনো যুক্তিসংগত কারণ দেখি না। কিন্তু যুক্তিক্ষমতা আমাদের মানসিক জীবনের শুধু একটি অংশবিশেষ, এছাড়াও সেখানে আরো অনেক জিনিশ আছে যা অযৌক্তিক, কাজেই এটা

BanglaBook.org

ঘটতেই পারে যে অযৌক্তিক হ'লেও আমরা আমাদের ঐসব স্বপ্নের জন্য লজ্জিত হই। আমরা, তাদের স্বপ্ন-সেন্সর ব্যবস্থার অধীনে বাছাই হ'তে দিলেও লজ্জিত এবং অসন্তুষ্ট বোধ করি যখন ঐসব নিষিদ্ধ ইচ্ছার কোনো একটি, ব্যতিক্রম হিশেবে ছদ্মবেশ ছাড়াই খোলাখুলি চেতনা ভেদ ক'রে উঠে আসে। আমরা তখন তাকে অব্যর্থভাবে চিনতে পারি। বলা যাক, কখনো-কখনো ঐ বিকৃত চেহারার স্বপ্ন দেখে আমরা যতটা লজ্জা পাই, ঠিক ততটাই যেন তার অর্থ ঠিকঠাক বুঝতে পারি ; একবার সেই শ্রদ্ধেয়া প্রৌঢ়া ভদ্রমহিলার মর্মাহত মন্তব্যের কথা ভাবুন, যা তিনি সেই 'প্রেম-সেবা'র স্বপ্ন দেখে করেন, যদিও স্বপ্নের ব্যাখ্যা তখনো তাঁকে দেয়া হয়নি। কাজেই সমস্যার সমাধান এখনো পাওয়া যায়নি, এবং এটাও সম্ভব যে যদি আমরা স্বপ্নের শয়তানি সংক্রান্ত প্রশ্ন সম্পর্কে আরো অনুসন্ধান চালাই, তাহলে মানবচরিত্র সম্পর্কে হয়ত আরো ভিন্ন সিদ্ধান্ত ও মূল্যায়নে পেঁছিতে পারব।

স্বপ্নে পশ্চাৎ ভ্রমণ : নির্জ্ঞান

আমাদের সমস্ত অনুসন্ধান দুটি ফলাফলের দিকে নিয়ে গেছে যারা অবশ্য নেহাতই সূত্রপাত ঘটাচ্ছে আরো নতুন সমস্যা ও আরো নতুন সংশয়ের। প্রথমত, স্বপ্নে পশ্চাৎভ্রমণ কেবল মাত্র রূপ বা বাইরের চেহারার দিক থেকে নয়, অন্তর্বস্তুর দিক থেকেও। এ আমাদের চিন্তার ভাষান্তর কেবল আদিম প্রকাশ-রীতি বা আঙ্গিকেই ঘটাচ্ছে না, এ আমাদের আদিম মানসিক জীবনের অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যগুলিকেও পুনর্জাগরিত করছে—সেই অহং-এর প্রাচীন প্রভুত্ব, আমাদের যৌনজীবনের আদিম আবেগ এমনকি আমাদের প্রাচীন ধী-সম্পদের পুনর্বাসন, যদি প্রতীক-ব্যবস্থাকে এই সম্পদের অন্তর্গত হিশেবে আমরা দেখি। দ্বিতীয়ত : এই সমস্ত প্রাচীন শিশুসুলভ বৈশিষ্ট্যে যাদের একসময় আধিপত্য ছিল, বরং বলা যাক যাদের একাধিপত্য ছিল, তাদের নির্জ্ঞানের অন্তর্গত হিশেবে দেখতে হবে, ও এর ফলে নির্জ্ঞান সম্পর্কে আমাদের ধারণা অবশ্যই পরিবর্তিত আর প্রসারিত হবে। 'নির্জ্ঞান' বলতে আর এখন তাকে বোঝাবে না, যা সাময়িক-ভাবে প্রচ্ছন্ন বা অব্যক্ত ; বরং নির্জ্ঞান এক বিশেষ রাজ্য, যার নিজস্ব কামনা, প্রকাশ রীতি এবং অদ্ভুত মানসিক কলকব্জা আছে, যা অন্য কোথাও সক্রিয় নয়। তবুও আমাদের ব্যাখ্যানুসারে উদ্ঘাটিত অব্যক্ত স্বপ্ন-ইচ্ছাগুলি ঠিক এই রাজ্যের অন্তর্গত নয়, বরং তারা এমন কিছু চিন্তারই প্রতিরূপ যারা আমাদের জাগ্রৎ-জীবনেও আছে। তা সত্ত্বেও তারা নির্জ্ঞান, এই ধাঁধাঁর সমাধান হবে কীভাবে ? আমরা এইবার উপলব্ধি করি যে এখানে প্রভেদ নির্ণয় করা প্রয়োজন। এরা এমন কিছু, যাদের শিকড় আছে আমাদের সচেতন জীবনে,

BanglaBook.org

যার সঙ্গে এরা কিছু বৈশিষ্ট্য ভাগও ক'রে নেয়। একেই আমরা বলি, আগের দিনের অবশেষ' আর এদেরই সঙ্গে মিলন ঘটে নির্জ্ঞানের রাজ্য থেকে উঠে আসা আরেকটি 'কোনো কিছুর'—স্বপ্ন নির্মাণ হওয়ার প্রক্রিয়ায়,—আর এই দুই রাজ্যের মধ্যবর্তী অঞ্চলেই স্বপ্নক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এই 'অবশেষ'-এর উপর 'নির্জ্ঞান'-এর প্রভাব যে-ধাক্কা দেয় তা-ই সম্ভবত পশ্চাৎভ্রমণের শর্ত নির্মাণ করে। আমাদের কাছে এইটিই স্বপ্ন-প্রকৃতি সম্পর্কে সবচেয়ে গভীর সম্ভাব্য অন্তর্দৃষ্টি ব'লে মনে হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না মনোলোকে অনুসন্ধান চালিয়ে আমরা আরো কিছু উদ্ধার করতে পারি। তবে অব্যক্ত স্বপ্নচিন্তা-গুলির 'নির্জ্ঞান'-চরিত্রকে শীঘ্রই আমাদের অন্য নামে ডাকতে হবে, শৈশবের রাজ্য থেকে পাওয়া অন্য 'নির্জ্ঞান' মালমশলার সঙ্গে তাদের পার্থক্যবোঝানোর জন্য।

আমরা অবশ্য এও প্রশ্ন করতে পারি যে, সেটা কী যা আমাদের মানসিক কার্যকলাপকে ঘুমের সময় এরকম পশ্চাৎভ্রমণের দিকে ঠেলে দেয়? মানসিক উদ্দীপনা যা ঘুমে বিঘ্ন ঘটায়, তাকে ঐ ব্যাপারটি ছাড়া সামলানো যায় না কেন? আর যদি স্বপ্ন-সেন্সর ব্যবস্থার দৌলতে মানসিক কার্যকলাপকে প্রাচীন এবং অধুনা দুর্বোধ্য প্রকাশ-রূপের ছদ্মবেশ ধারণ করতে হয় তাহলে অধুনা অতিক্রান্ত পুরনো আবেগ, কামনা এবং বৈশিষ্ট্যগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করারই বা উদ্দেশ্য কী? অর্থাৎ সংক্ষেপে বলা যাক পশ্চাৎভ্রমণের উপযোগিতা কী? —অন্তর্বস্তুতে এবং রূপাবয়বে? এর কেবল একটিই সন্তোষজনক উত্তর দেয়া যায় যে, এটা হচ্ছে একটি সম্ভাব্য উপায় মাত্র, যাতে স্বপ্ন, রূপ পরিগ্রহ করতে পারে; —গতিবিদ্যার দিক থেকে বিবেচনা করলে বলা যায়, উদ্দীপনার চাপ থেকে মুক্ত হওয়া ব্যতীত আর কোনোভাবেই স্বপ্ন সম্পন্ন হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু এই উত্তরের সপক্ষে আপাতত কোনো যুক্তি হাজির করা সম্ভব হচ্ছে না।

BanglaBook.org

১০

ইচ্ছাপূরণ

এখন, আমরা যেসব ধাপ পেরিয়ে এসেছি, আবার তাদের কথা আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি। আমাদের কৌশল প্রয়োগ করার সময় আমরা স্বপ্নে 'বিকৃতকরণে'র প্রক্রিয়া লক্ষ করেছিলাম। তাদের অবশ্য আমরা সাময়িকভাবে পাশ কাটিয়ে এসে পেঁাছেছিলাম শৈশব স্বপ্নে, সাধারণভাবে স্বপ্নের প্রকৃতি সম্পর্কে কিছু তথ্য সংগ্রহ করার জন্য। এই তথ্য সংগ্রহ করার পর স্বপ্ন-বিকৃতিকরণের প্রশ্নটিকে আমরা অনুধাবন করি। আমার আশা এখানেও আমরা ধীরে ধীরে বেশ কিছু জিনিশ শিখেছি। তবুও আমাদের স্বীকার করতে হচ্ছে যে, ঐ দুদিকের অনুসন্ধান থেকে প্রাপ্ত ফলগুলি ঠিক একসঙ্গে মিলছে না। অতএব এখন এদের মেলানোর চেষ্টা করা যাক।

দুটি অনুসন্ধান থেকেই একটি জিনিশ পরিষ্কার হয়েছে যে স্বপ্ন-ক্রিয়ার অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে চিন্তাকে একটি কল্পবিভ্রমকারী (hallucinatory) অভিজ্ঞতায় পাল্টে দেওয়া। এটা বোঝা বেশ মুশকিল যে কীভাবে এই প্রক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়, কিন্তু এই সমস্যা হচ্ছে সাধারণ মনোবিজ্ঞানের, আমাদের নয়; অন্তত এখানে নয়। শৈশব-স্বপ্ন থেকে আমরা শিখেছি যে স্বপ্ন-ক্রিয়ার লক্ষ হ'লো কোনো ইচ্ছার পরিতৃপ্তি ঘটিয়ে ঘুমে বিঘ্ন-সৃষ্টিকারী উদ্দীপনাকে অপসারিত করা। আমরা বিকৃত স্বপ্নগুলির ব্যাখ্যা কীভাবে দেব তা ঠিকঠাক না-বোঝা পর্যন্ত এই ধরনের কোনো সাধারণ সিদ্ধান্তে আসতে পারছিনা, যদিও গোড়া থেকেই আমরা আশা করেছিলাম যে বিকৃত স্বপ্ন সম্পর্কে আমাদের মতামতের সঙ্গে শৈশব-স্বপ্ন সম্পর্কে আমাদের মতামত মেলাতে পারব। এই আশা অবশ্য আমাদের মিটেছে যখন আমরা বুঝতে পারলাম যে সমস্ত স্বপ্নই বস্তুতপক্ষে শৈশব-স্বপ্ন, কেননা সমস্ত স্বপ্নই শৈশবের বিষয়বস্তু (বা অভিজ্ঞতা) ব্যবহার করে, যার বৈশিষ্ট্য বা চিহ্ন হচ্ছে সেইসব আবেগ বা মানসিক কলকব্জা যা শিশু মনের নিজস্ব জিনিশ। যখন স্বপ্ন-বিকৃতিকরণের ব্যাপারটা আমরা আয়ত্তে আনতে পেরেছি বলে বুঝতে পারব, তখন অবশ্যই আমাদের খুঁজে দেখতে হবে, স্বপ্ন যে ইচ্ছা-পূরণ, এই ধারণা, বিকৃত স্বপ্নের ক্ষেত্রেও পুরোপুরি খাটে কিনা।

BanglaBook.org

কোথায় ইচ্ছাপূরণ ?

আমরা একটু আগেই কিছু স্বপ্ন ব্যাখ্যা করেছি কিন্তু ইচ্ছাপূরণের প্রশ্নটি নিয়ে কোনো আলোচনা করিনি। সেসময় নিশ্চয়ই আপনাদের বারবার মনে হয়েছে, 'ইচ্ছাপূরণের তাহলে কী হ'লো, কেননা সেটাই নাকি স্বপ্ন-ক্রিয়ার লক্ষবস্তু ?' ইচ্ছাপূরণ সত্যিই খুব গুরুত্বপূর্ণ, কেননা এটা নিয়ে বারবারই আমাদের সাধারণ সমালোচকবৃন্দ প্রশ্ন তোলেন। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন, মানবজাতির একটি প্রবৃত্তিগত অপছন্দ রয়েছে বুদ্ধিবৃত্তির অভিনবত্ব সম্পর্কে, এই অপছন্দ প্রকাশ করার একটি রাস্তা হলো ঐ ধরনের যেকোনো অভিনবত্বকে যতটা পারা যায় ছোট ক'রে আনা ও সম্ভব হলে কোনো শস্তা ধরতাই বুলিতে ঢুকিয়ে দেয়া। 'ইচ্ছাপূরণ' হচ্ছে স্বপ্ন-ব্যাখ্যার নতুন তত্ত্বের সেইরকমই একটি ধরতাই বুলি। আমাদের জনগণ শুধু সরাসরি এটাই শোনেন যে স্বপ্নকে নাকি বলা হয় ইচ্ছাপূরণ, অতএব এবার তাঁদের প্রশ্ন : 'কোথায় ইচ্ছাপূরণ ?' অর্থাৎ তাঁদের এই প্রশ্ন ঐ ধারণাকে বাতিল করারই সামিল। তাঁদের তক্ষুণি মনে পড়বে, তাঁদের নিজেদেরই এমন অসংখ্য সব স্বপ্ন আছে যেগুলো দেখে এত মনখারাপ হ'য়ে যায় যে মাঝে মাঝে ভয়ানক আতঙ্কই লাগে। কাজেই মনঃসমীক্ষণের স্বপ্নসংক্রান্ত এই বক্তব্য তাঁদের কাছে ভীষণ অসম্ভব বলে মনে হয়। এর উত্তর অবশ্য সহজেই দেয়া যায় যে বিকৃত স্বপ্নে 'ইচ্ছাপূরণ' খোলাখুলি দেখানো হয় না বরং খুঁজে দেখতে হয়, যেহেতু স্বপ্নের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা না-দেয়া পর্যন্ত তার দেখা পাওয়া সম্ভব নয়। আমরা এও জানি যে বিকৃত স্বপ্নের নিচে প্রচ্ছন্ন ইচ্ছাগুলি হচ্ছে সেইসব কামনা, যারা স্বপ্ন-সেন্সর (বা প্রহরা) ব্যবস্থা দ্বারা প্রত্যাখ্যাত বা নিষিদ্ধ হয়েছে এবং ঐসব (নিষিদ্ধ) কামনার অস্তিত্ব আছে বলেই স্বপ্নে বিকৃতি এবং সেন্সর-ব্যবস্থার হস্তক্ষেপ ঘটে। কিন্তু বিশেষজ্ঞ নয় এমন সাধারণ সমালোচককে এটা বোঝানো শক্ত যে, স্বপ্নের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ হওয়ার আগে 'ইচ্ছাপূরণের' প্রশ্ন অবশ্যই তোলা উচিত নয়, অথচ এটা তিনি সবসময়ই ভুলে যান। ইচ্ছাপূরণের তত্ত্বকে তাঁর গ্রহণ করার অনিচ্ছাই হচ্ছে বস্তুতপক্ষে স্বপ্ন-সেন্সর ব্যবস্থার প্রতিক্রিয়া, যা প্রকৃত বস্তুকে সরিয়ে তার জায়গায় নিয়ে আসে আরেকটি 'বদলি' বিষয়, যা আবার তাঁর নিষিদ্ধ স্বপ্ন-কামনাকে অস্বীকার করার ভিতর থেকেই উঠে আসে।

অবশ্য আমাদের এটাও বোঝা দরকার যে কেন এত বেশিসংখ্যক স্বপ্নের বিষয়বস্তু এত কষ্টদায়ক, বিশেষত আমাদের বুঝতে হবে কেন আমরা 'উদ্বেগ-স্বপ্ন' দেখি।

BanglaBook.org

কীভাবে উদ্বেগ-স্বপ্ন উঠে আসে

এখানেই অর্থাৎ উদ্বেগ-স্বপ্নে আমরা এই প্রথমবার, স্বপ্নে আবেগের সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়াই ; এই সমস্যাটিকেও বিশেষভাবে অনুধাবন করা দরকার, যদিও দুর্ভাগ্যবশত আমরা এই মুহূর্তে তা করতে পারছি না। বরং ভাবা যাক, যদি স্বপ্ন সত্যিই হয় ইচ্ছাপূরণ তাহলে এর ভেতর কোনো কষ্টদায়ক আবেগের অনুপ্রবেশ সম্ভব নয়। অন্তত এ-ব্যাপারে সাধারণ সমালোচকেরা ঠিকই বলেন। কিন্তু বিষয়টি তিনটি কারণে জটিল, যা তাঁরা ভেবে দেখেন না।

প্রথমত, স্বপ্ন-ক্রিয়া, ইচ্ছাপূরণের ব্যাপারে সম্পূর্ণ সফল নাও হ'তে পারে আর সেক্ষেত্রে অব্যক্ত-চিন্তার অন্তর্গত কিছু কষ্টকর অনুভূতি ব্যক্ত-স্বপ্নে এসে ঢুকে যেতে পারে। বিশ্লেষণের কাজ হবে সেক্ষেত্রে দেখানো যে এইসব চিন্তা, তাদেরই ভিতর থেকে নির্মিত স্বপ্নের চেয়ে ঢের বেশি যন্ত্রণাদায়ক। এটা অবশ্য সমস্ত ক্ষেত্রেই প্রমাণ করা যায়। এক্ষেত্রে তাহলে আমরা স্বীকার করছি স্বপ্ন-ক্রিয়ার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়েছে, ঠিক যেমন তৃষ্ণার উদ্দীপনা দ্বারা উদ্দীপ্ত জলপানের স্বপ্ন জলতৃষ্ণা নিবারণ করতে ব্যর্থ হয়। স্বপ্নদর্শী স্বপ্ন দেখার পরও তৃষ্ণার্ত বোধ করেন ও তাঁকে ঘুম থেকে উঠে জলপান করতে হয়। কিন্তু তাসত্ত্বেও এটি একটি যথার্থ স্বপ্ন : এর কোনো অত্যাবশ্যক প্রকৃতি কোথাও অস্বীকৃত হয়নি।

এতে স্বপ্নের উদ্দেশ্য তবু পরিষ্কারভাবে ধরা পড়েছে। বলা যাক এই ধরনের 'ব্যর্থতা' অবশ্য স্বপ্ন-ক্রিয়ায় তেমন বিরল নয়, আর তার একটি কারণ হচ্ছে, স্বপ্ন-ক্রিয়ার পক্ষে আবেগের বিষয়বস্তুতে পরিবর্তন ঘটানোর চেয়ে তার প্রকৃতিতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন ঘটানো আরো বেশি কঠিন, কেননা এইসব আবেগ খুবই দুর্দমনীয়। কাজেই স্বপ্ন-ক্রিয়ার প্রক্রিয়ায় দেখা যাবে স্বপ্নচিন্তার কষ্টদায়ক বিষয়বস্তু পাল্টে গেছে ইচ্ছাপূরণে, কিন্তু কষ্টদায়ক আবেগ একই রয়ে গেছে। যখন এই ঘটনা ঘটে তখন ঐ আবেগের সঙ্গে তার বিষয়বস্তুর কোনো মিল বা ঐক্য থাকে না যার ফলে আমাদের সমালোচকেরা একথা বলার সুযোগ পান যে স্বপ্ন, ইচ্ছাপূরণের দিক থেকে এতই দূরে যে এমনকি কোনো নির্দোষ বিষয়বস্তু থেকেও কষ্টদায়ক অনুভূতি উঠে আসতে পারে। এরকম নির্বোধ মন্তব্যের উত্তরে অবশ্য আমরা বলব যে ঠিক এই ধরনের স্বপ্নেই স্বপ্ন-ক্রিয়ার ইচ্ছাপূরণ সংক্রান্ত ঝোঁক সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে কারণ সেখানে এই ঝোঁক নিঃসঙ্গ বা আলাদাভাবে হাজির থাকে। এই ধরনের সমালোচনা অথবা ভুল এই জন্যই হয় যে যাঁরা স্নায়ুরোগের সঙ্গে ততটা পরিচিত নন, তাঁরাই আবেগ

BanglaBook.org

এবং তার বিষয়বস্তুর মধ্যে যতটা ঘনিষ্ঠ সংযোগ নেই তার চেয়ে ঢের বেশি কল্পনা করেন এবং সেইজন্যই বুঝতে পারেন না যে বিষয়বস্তুর ভিতর পরিবর্তন ঘটলেও তার সহযোগী আবেগ বা বৃত্তিটি অপরিবর্তিত থাকে।

এবার দ্বিতীয় কারণটি যা আগের চেয়ে আরো গুরুত্বপূর্ণ এবং সুদূরপ্রসারী হ'লেও সাধারণের কাছেই সমানভাবেই অবহেলিত তা হচ্ছে এই: ইচ্ছাপূরণ নিশ্চয়ই মনোরঞ্জন করবে।' কিন্তু, এক্ষেত্রে আমাদের প্রশ্ন হচ্ছে, 'কার?' উত্তর স্বভাবতই: 'নিশ্চয়ই তারই যার 'ইচ্ছাপূরণ' হচ্ছে।' কিন্তু আমরা জানি, স্বপ্নদর্শীর নিজের ইচ্ছা সম্পর্কে মনোভাব বেশ অদ্ভুত। তিনি এই 'ইচ্ছা' বা কামনাকে প্রত্যাখ্যান করেন, নিষেধ বা বাছাই (সেন্সর) করেন। সোজাকথায় বলা যাক, তিনি চাননা যে তাঁর ওরকম ইচ্ছা থাকুক। কাজেই ঐ ইচ্ছার তৃপ্তি বা ইচ্ছাপূরণে তিনি কোনো আনন্দ পাননা, বরং উল্টোটা। আর ঠিক এখানেই অভিজ্ঞতা দেখায় যে এই 'উল্টোটাই' (যার ব্যাখ্যা প্রয়োজন) উদ্বেগের চেহারা নেয়। স্বপ্নদ্রষ্টার 'ইচ্ছা' যেখানে জড়িত সেখানে সে যেন দুজন আলাদা লোকের মতো, যারা পরস্পরের সঙ্গে কোনো একটি সাধারণ মিলের জন্য সংযুক্ত হয়ে আছে। এ বিষয়ে বিস্তৃতভাবে কিছু বলার চেয়ে আমি বরং আপনাদের একটি রূপকথার গল্প বলি, যেখানে এই সম্পর্কটির একটি পুনরাবৃত্তি লক্ষ করা যাবে।

একবার খুব ভালো একটি পরী, একজন গরীব লোক ও তার বউকে তিনটি বর দেয়। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই খুব খুশি, এবার দুজনেই ঠিক করে, খুব সাবধানে নিজেদের ইচ্ছা বাছাই করতে হবে। কিন্তু পাশের বাড়িতে সসেজ রান্নার গন্ধে লোকটির বউয়ের খুব লোভ হলো আর সে মনে মনে ভাবল 'আঃ ওরকম দুটো সসেজ যদি পেতাম!' ব্যাস, সঙ্গে সঙ্গে তার সামনে দুটি সসেজ এসে হাজির। তাই দেখে তার স্বামী তো গেল বেজায় চটে, সে ভাবল বৌয়ের নাকের ডগায় দুটো সসেজের আটকে ঝুলে থাকা উচিত। যা ভাবা ঠিক তাই হলো। কিন্তু অনেক টানাটানি করেও বৌয়ের নাকের ডগা থেকে সসেজগুলো খোলা গেল না। তাদের দ্বিতীয় ইচ্ছা এইভাবেই পূর্ণ হলো। কিন্তু দ্বিতীয় ইচ্ছাটি ছিল লোকটির, আর সে ইচ্ছা মেটার পর বৌয়ের হাল হলো অত্যন্ত করুণ। এর পরের গল্প সকলেরই জানা। হাজার হোক ওরা যখন স্বামী-স্ত্রী তখন তিন নম্বর ইচ্ছাটি স্বাভাবিকতাবেই যা হওয়ার তা-ই হবে, অর্থাৎ বৌয়ের নাক থেকে সসেজ যেন খুলে যায়। গেলও তাই। এই গল্পটি অবশ্য অন্য প্রসঙ্গে আমাদের আরো অনেক কাজে লাগবে, তবে এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে এক ব্যক্তির ইচ্ছাপূরণ, অন্য ব্যক্তির পক্ষে অপ্রীতিকর হতে পারে যদিনা দুজনই হয় সম্পূর্ণ এক।

এবার উদ্বেগ-স্বপ্ন আমরা আরো ভালোভাবে বুঝতে পারব। কেবল আরেকটি জিনিশ লক্ষ্য করতে হবে, যা আমাদের কাজে লাগবে। আর তারপরই আমরা

BanglaBook.org

একটি 'প্রকল্প' (hypothesis) গ্রহণ করবো যার সমর্থনে বেশ কিছু যুক্তি আছে। আমরা লক্ষ করি যে উদ্বেগ-স্বপ্নগুলির বিষয়বস্তু প্রায়শই এমন থাকে যাতে বিকৃতি ঘটে না, এরা যেন সেন্সরের চোখে ফাঁকি দিতে পেরেছে। এই ধরনের স্বপ্ন প্রায়ই হয় খোলাখুলি ইচ্ছাপূরণের, অবশ্য 'ইচ্ছাটি' এমন নয় যা স্বপ্নদ্রষ্টা মেনে নিতে পারেন, বরং তা-ই যা তিনি বর্জন করেছেন। এক্ষেত্রে 'উদ্বেগ' হচ্ছে তা-ই যা সেন্সরের জায়গা নিয়েছে। যেক্ষেত্রে ছেলেমানুষী শৈশব স্বপ্ন হচ্ছে স্বপ্নদ্রষ্টার স্বীকৃত ইচ্ছার খোলাখুলি পরিতৃপ্তি এবং সাধারণ বিকৃত স্বপ্ন হচ্ছে অবদমিত ইচ্ছার ছদ্মবেশে পরিতৃপ্তি, সেক্ষেত্রে উদ্বেগ-স্বপ্ন হচ্ছে অবদমিত ইচ্ছার খোলাখুলি পরিতৃপ্তি। 'উদ্বেগ' হচ্ছে তারই চিহ্ন যখন সেন্সর-ব্যবস্থার পক্ষে অবদমিত ইচ্ছা খুবই শক্তিশালী হয়, এবং সেন্সর-ব্যবস্থা বহাল থাকা সত্ত্বেও তা যখন মেটে অথবা মিটতে যাওয়ার দিকে এগোয়। আমরা যারা সেন্সর-ব্যবস্থা প্রয়োগ করতে চাইছি, তাদের দিক থেকে দেখলে অবশ্য বোঝা যায় যে অবদমিত ইচ্ছার পরিতৃপ্তি ঘটা মানেই তা কষ্টকর এবং মানসিক অবরোধ সৃষ্টিকারী হওয়া। অতএব স্বপ্নে উদ্বেগের আবির্ভাব হওয়া মানেই সেই তীব্র নিষিদ্ধ ইচ্ছার অভিজ্ঞতা, যাকে আমরা অন্য কখনো অবদমন করতে পেরেছি (কিন্তু এখন নয়—অ)। শুধুমাত্র স্বপ্ন অনুধাবন ক'রে আমরা বুঝতে পারব না, কেন এই ধরনের প্রতিরক্ষা বা অবরোধ, 'উদ্বেগ'-এর চেহারা নেয়, অন্য কোনো প্রসঙ্গে পরবর্তীকালে এ-বিষয়ে আমাদের ফের বিবেচনা করে দেখতে হবে।

বিকৃতি ছাড়া 'উদ্বেগ-স্বপ্ন' সম্পর্কে আমাদের প্রকল্প বা অনুমান, আমরা অল্পবিস্তর বিকৃতি-সম্পন্ন স্বপ্ন অথবা অন্যধরনের অপ্রীতিকর স্বপ্ন, যাতে উদ্বেগের কাছাকাছি অপ্রীতিকর অনুভূতি আছে,—তাদের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করতে পারি।

উদ্বেগ-স্বপ্ন সাধারণত আমাদের ঘুম থেকে তুলে দেয়, সাধারণত তার আগেই আমাদের ঘুম ভাঙে যখন স্বপ্নের পশ্চাৎবর্তী অবদমিত ইচ্ছা, সেন্সর-ব্যবস্থাকে পরাজিত ক'রে সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ততে পৌঁছয়। এইসব ক্ষেত্রে স্বপ্নের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় সত্যি, কিন্তু তার অত্যাবশ্যক চরিত্র পাল্টায় না। আমরা স্বপ্নের সঙ্গে নৈশ পাহারাদারের আগেই তুলনা করেছি, যে নিদ্রাকে পাহারা দেয়, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে ঘুমকে বিঘ্নের হাত থেকে রক্ষা করা। দেখা যাবে নৈশ চৌকিদারও স্বপ্নের মতোই ঘুমন্ত ব্যক্তিদের ঘুম থেকে ডেকে তুলে দেয়, যখন সে দেখে বিপদ খুব বেশি, চোরডাকাত তাড়ানো তার একার পক্ষে সম্ভব নয়। তা সত্ত্বেও আমরা কোনো কোনো সময় ঘুম চালিয়ে যেতে সক্ষম হই, এমনকি যখন আমরা স্বপ্নের জন্য অস্বস্তি বোধ করি, যা উদ্বেগে পাল্টে যায়, তখনো, যেন তখন আমরা নিজেকে বলি : 'আরে এটা নেহাতই স্বপ্ন', ব'লে ফের ঘুমোতে থাকি।

BanglaBook.org

আপনারা প্রশ্ন করতে পারেন, স্বপ্ন-ইচ্ছা কখন সেন্সর-ব্যবস্থার চোখকে ফাঁকি দিতে পারে ? এটা অবশ্য নির্ভর করে, হয় 'ইচ্ছা' না হয় সেন্সর-ব্যবস্থার উপর। এমন হ'তে পারে যে, কোনো অজ্ঞাতকারণে ইচ্ছার তীব্রতা কোনো-কোনো সময় অতিরিক্ত জোরালো হলো, কিন্তু আমাদের ধারণা, প্রায়ক্ষেত্রেই সেন্সর-ব্যবস্থার দৃষ্টিভঙ্গীই এই ক্ষমতার ভারসাম্য পাল্টে যাওয়ার জন্য দায়ী। আমরা আগেই শুনেছি যে সেন্সর-ব্যবস্থার ক্রিয়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম তীব্রতায় কাজ করে, বিভিন্ন উপাদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মাত্রার কঠোরতা ব্যবহার করে, এর সঙ্গে এবার আমরা আরো যোগ করে বলছি যে সেন্সর-ব্যবস্থার সাধারণ আচরণের মধ্যেই যথেষ্ট তারতম্য আছে, এমনকি একই উপাদানকেও তা সবসময় একই কঠোরতা প্রদর্শন করে না। ফলে হঠাৎ যদি এমন হয় যে সেন্সর-ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অসহায় বোধ করছে কোনো দুর্ধর্ষ স্বপ্ন-ইচ্ছার সামনে, যা তাকে সম্পূর্ণ ক্ষমতাচ্যুত করার হুমকি দিচ্ছে, তখন বিকৃতির পরিবর্তে সেন্সর-ব্যবস্থা তার শেষঅস্ত্র প্রয়োগ করে, অর্থাৎ ঘুম ভাঙিয়ে অতিরিক্ত উদ্বেগ বা উৎকণ্ঠা আমদানি করে।

এখানে অবশ্য আমাদের খটকা লাগতে পারে যে কেন এই সমস্ত বদ এবং বর্জিত ইচ্ছা কেবল রাতের বেলাতেই জেগে ওঠে, যাতে আমাদের ঘুমে বিঘ্ন ঘটে। এর উত্তরে আরেকটি অনুমান (বা প্রকল্প) আমাদের গ্রহণ করতে হবে, যার সঙ্গে ঘুমের চরিত্রেরও যোগ আছে। দিনের বেলায় সাধারণত ঐসব 'অবৈধ ইচ্ছা'গুলির উপর সেন্সর ব্যবস্থার চাপ প্রবল থাকে ব'লে আমরা তাদের উপস্থিতি টের পাই না। কিন্তু রাতের বেলায় এটা সম্ভব যে মানসিক জীবনের অন্যান্য আগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে সেন্সর ব্যবস্থাও কিছুটা স্থগিত থাকে অথবা বলা যাক সেন্সর ব্যবস্থা, ঘুমের ইচ্ছার সপক্ষে নিজেকে কিছুটা প্রত্যাহার করে নেয়, কিছুটা নিজেকে দুর্বল ক'রে ফ্যালে। কাজেই রাত্রে সেন্সর ব্যবস্থার এই আংশিক প্রত্যাহারের সুযোগে নিষিদ্ধ ইচ্ছাগুলি আবার সক্রিয় হ'য়ে ওঠে। অনিদ্রারোগে আক্রান্ত কিছু স্নায়বিক রোগী আমাদের কাছে স্বীকার করেছেন যে তাঁদের অনিদ্রা অনেকটাই ইচ্ছাকৃত। কেননা তাঁরা ঘুমোতে ভয় পান যেহেতু ঘুমোলেই তাঁরা ভীতিপ্রদ স্বপ্ন দেখেন, অর্থাৎ বলা যাক, তাঁরা সেন্সরব্যবস্থার কড়া পাহারা ঢিলে হ'য়ে যাওয়ার কারণে ভয় পান। কাজেই এটা আপনাদের বুঝতে কোনো অসুবিধে নেই যে সেন্সর ব্যবস্থার এই সংকোচন বা শৈথিল্য কোনো সাংঘাতিক অসতর্কতা নয়। ঘুম আমাদের মস্তিষ্কের গতিসঞ্চালক (motor function) ব্যবস্থায় কিছুটা নিষ্ক্রিয়তা আনে ; এমনকি যদি কোনো বদ-ইচ্ছা আমাদের মধ্যে তখন মাথাচাড়াও দেয়, তা বড় জোর একটি স্বপ্ন উৎপাদন করতে পারে, যার বস্তুতপক্ষে ক্ষতি করার কোনো ক্ষমতাই নেই। আর এরকম নিরাপদ অবস্থার জন্যই সাধারণত

BanglaBook.org

স্বপ্নদ্রষ্টা মন্তব্য করেন রাত্রে, যদিও স্বপ্নের মধ্যে নয় : 'ওহ, এটা শুধুই স্বপ্ন !'

স্বেচ্ছা শাস্তি ভোগের ঝোঁক

তৃতীয়ত, আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে স্বপ্নদ্রষ্টা নিজেই নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচারণ করছেন অনেকটা (যমজ) দুই ব্যক্তির মতো যারা দুজন আলাদা হলেও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এটা মনে থাকলে আপনারা বুঝতে পারবেন আরেকটি সম্ভাব্য উপায় আছে যাতে অত্যন্ত অপ্রিয় একটি জিনিশ ইচ্ছাপূরণ মারফৎ প্রকাশিত হতে পারে এটি হচ্ছে : শাস্তি।

এখানে আবার আমাদের রূপকথার গল্পের সেই স্বামী স্ত্রীর তিনটি ইচ্ছার কাহিনী, এই ব্যাপারটাকে পরিষ্কার করতে সাহায্য করবে। সামনে প্লেটের উপর সসেজের আবির্ভাব হয়েছিল স্ত্রীর প্রত্যক্ষ ইচ্ছাপূরণ হিশেবে। স্ত্রীর নাকের ডগায় সসেজের ঝুলে থাকা ছিল স্বামীর ইচ্ছাপূরণ কিন্তু আবার একই সঙ্গে তা ছিল স্ত্রীর নির্বোধ ইচ্ছাপূরণের শাস্তি বিশেষ। স্নায়ুরোগে আমরা দেখব এমন কিছু ইচ্ছা যা ঐ স্বামী-স্ত্রীর তৃতীয় ইচ্ছার পেছনে ক্রিয়াশীল অভিসন্ধির প্রতিরূপের মতো। মানুষের মানসিক জীবনে এই ধরনের বেশ কিছু শাস্তিকামী ঝোঁক রয়ে গেছে, যারা খুবই শক্তিশালী এবং কষ্টদায়ক স্বপ্নের জন্য ভালোভাবেই দায়ী হ'তে পারে। এবার আপনারা ভাবতে পারেন যে এতসব ঘটার পর ইচ্ছাপূরণের ভাগ্যে যা রইল তা নেহাতই সামান্য। কিন্তু একটু কাছ থেকে লক্ষ করলে বুঝতে পারবেন, আপনারা যা ভাবছেন, তা ভুল। অনেকে ভাবেন স্বপ্ন কী হ'তে পারে তার অনেক সম্ভাবনা আছে (যা নিয়ে আমরা পরে আলোচনা করব)—কিন্তু দেখা যাবে স্বপ্ন, প্রকৃতপক্ষে হচ্ছে একটি সমাধান : ইচ্ছাপূরণ, উদ্বেগপূরণ, শাস্তিপূরণ, অর্থাৎ এর পরিসর বেশ ছোটো। এর সঙ্গে যোগ করুন, উৎকণ্ঠা হচ্ছে 'ইচ্ছা'র ঠিক বিপরীত, এবং বিপরীতগুলি অনুষঙ্গের মধ্যে পরস্পরের খুব কাছাকাছি থাকে, যা আমরা আগেই দেখেছি ; তারা নির্জ্ঞানেও একই সঙ্গে থাকে সমাপতনে (coincidence), তাছাড়া 'শাস্তি' নিজেই হচ্ছে একটি ইচ্ছাপূরণ, অর্থাৎ তা অপরের বা অন্যের ইচ্ছা, যে 'অপর' প্রহরা (censor) দিচ্ছে অর্থাৎ যে 'অপর', হচ্ছে সেন্সর-ব্যবস্থা প্রয়োগকারী।

BanglaBook.org

স্বপ্ন কি কেবল ইচ্ছাপূরণ ?

তাহলে দেখা যাচ্ছে সাধারণভাবে আমি আপনাদের ইচ্ছাপূরণ বিরোধিতাকে কোনো প্রশ্রয় দিইনি। তবে প্রতিটি বিকৃত স্বপ্নে ইচ্ছাপূরণের উপস্থিতি আছে,

এটাও আমাদের অবশ্যই দেখাতে হবে, আর সেকাজ এড়িয়ে যাওয়ার ইচ্ছা আমাদের নেই। চলুন আমরা পেছিয়ে গিয়ে দেখি সেইসব স্বপ্ন যাদের ব্যাখ্যা আমরা ইতিমধ্যেই দিয়েছি। থিয়েটারের সেই দেড় ফ্লোরিনের বিনিময়ে তিনটি খারাপ আসনের টিকিটের কথা মনে আছে তো যার থেকে আমরা অনেককিছু শিখেছি? আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে সেই মহিলার কথা, যাঁকে তাঁর স্বামী একদিন বললেন যে মহিলাটির এক বান্ধবী এলিসে (যে তাঁর চেয়ে বয়সে মাত্র তিনমাসের ছোটো) এতদিনে বিবাহ অঙ্গীকার-বদ্ধ হয়েছে। এর পরের দিনই রাত্রে মহিলা স্বপ্ন দেখেন যে তিনি আর তাঁর স্বামী একটি থিয়েটারে গেছেন, যেখানে তাঁদের পাশের স্টলের আসনগুলি ফাঁকা। তাঁর স্বামী তাঁকে বললেন, এলিসে ও তার ভাবী স্বামীও আসতে চেয়েছিল কিন্তু পারেনি, কেননা তাদের খুব খারাপ আসন জোটে, দেড় (১·৫০) ফ্লোরিনের বিনিময়ে তিনটে টিকিট! তখন মহিলা বললেন, তাতে তাদের খুব লোকসান হয়নি।

আমরা ঐ স্বপ্ন ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আবিষ্কার করেছিলাম যে মহিলার অব্যক্ত স্বপ্ন-চিন্তার সঙ্গে তাঁর তাড়াহুড়ো ক'রে বিয়ে করা এবং স্বামী সম্পর্কে অতৃপ্তির যোগ আছে। এবার আমরা জানতে চাইতে পারি এমন মনখারাপ করা চিন্তা কীভাবে ইচ্ছাপূরণে পাল্টে যেতে পারে, আর তার ছাপই বা কীভাবে স্বপ্নের ব্যক্ত বিষয়বস্তুতে খুঁজে পাওয়া যাবে? একটা জিনিশ অবশ্য আমরা আগেই জেনেছি যে 'খুব তাড়াতাড়ি, ভীষণ তাড়াহুড়ো করে' এই ব্যাপারটিকে সেন্সর কেটে বাদ দিয়েছিলো—পাশের ফাঁকা স্টল (থিয়েটার হলে) তারই পূর্বসূত্র বা ইঙ্গিত। একটু দুর্বোধ্য 'দেড় ফ্লোরিনের (১·৫০) বিনিময়ে তিনটি টিকিট' এখন আগের চেয়ে আমাদের কাছে বেশি সুবোধ্য হয়েছে প্রতীকব্যবস্থা সম্পর্কে কিছুটা জানার পর। তিন সংখ্যাটি এক্ষেত্রে পুরুষকে বোঝাচ্ছে এবং আমরা সহজেই ব্যক্ত উপাদানের ভাষান্তর করতে পারি এইভাবে: 'পণ দিয়ে পুরুষ (স্বামী) কেনা' ('আমার পণ দিয়ে দশগুণ ভালো একজনকে খরিদ করতে পারতাম')। থিয়েটার হলেযাওয়া অবশ্যই বিবাহ বোঝাচ্ছে। 'খুব আগে টিকিট কেনা হয়ে গেছে' আসলে 'খুব আগে বিয়ে করা হয়ে গেছে'র সরাসরি 'বদলী' আর এই 'বদলী'ই হচ্ছে ইচ্ছাপূরণের কাজ। স্বপ্নদ্রষ্টা মহিলা তাঁর অকাল বিবাহ সম্পর্কে আগে সবসময় ততটা অতৃপ্ত ছিলেন না, যতটা হন সেদিন বান্ধবীর বিবাহ অঙ্গীকার-বদ্ধ হওয়ার সংবাদে। নিজের বিবাহের সময় তিনি বেশ গর্বিতই বোধ করেন। এবং বন্ধুর তুলনায় নিজেকে তখন বেশ সৌভাগ্যবতী ব'লেই তাঁর মনে হয়েছিল। অল্পবয়সী বোকা-সোকা কিছু মেয়েদের প্রায়ই দেখা যায়, বিয়ের সম্বন্ধ বা আশীর্বাদ হ'য়ে যাওয়ার পর বেজায় খুশি হ'তে, কেননা তখন

BanglaBook.org

তাদের ধারণা হয় যে তারা সবরকমের 'থিয়েটারে' যেতে পারবে, সবকিছু 'দেখতে' পারবে, যা এতদিন তাদের কাছে নিষিদ্ধ ছিল।

কৌতুহল এবং 'দেখা'র ইচ্ছার যে ইঙ্গিত এখানে পাওয়া যাচ্ছে, তা আদিতে যৌন 'দেখা'র তাড়না, বিশেষত মা-বাবা সম্পর্কে, যা মেয়েটিকে অল্প বয়সে বিবাহ করতে প্রবৃত্ত করেছে। এইভাবেই থিয়েটারে যাওয়া পরিণত হয়েছে বিবাহ করার ইঙ্গিতবহ 'বদলী'তে। অকাল বিবাহের জন্য মেয়েটির বর্তমান বিবাহিত জীবন সম্পর্কে বিরক্তি পশ্চাৎভ্রমণ করেছে সেই সময়ে, যখন ঐ একই বিবাহ তার দর্শন-সাধ (Skoptophilia) মেটায়। কাজেই তার ঐ পুরনো 'সাধ' দ্বারা পরিচালিত হ'য়ে সে এবার বিবাহের ধারণাকে স্থানচ্যুত ক'রে (displace) বদলে দেয় থিয়েটারে যাওয়ায়।

আমরা অবশ্য বলতে পারি, গোপন ইচ্ছাপূরণের যে দৃষ্টান্তটি আমরা হাজির করেছি, তা সবচেয়ে সুবিধাজনক নয়। কিন্তু অন্যান্য সব বিকৃত স্বপ্নের ক্ষেত্রেও ঐ একই প্রক্রিয়াতে এগোনোই আমাদের পক্ষে উচিত হবে। এখনই এইমুহূর্তে তা করা হয়ত সম্ভব হবে না। তবু আমি আমার এই বিশ্বাসটুকু শুধু এইমুহূর্তে প্রকাশ করতে পারি যে উক্ত প্রক্রিয়া প্রয়োগ করলে সাফল্য অবশ্যই পাওয়া যাবে। তবে আমাদের তত্ত্ব, এই বিষয় সম্পর্কে আরো কিছু বলা প্রয়োজন : অভিজ্ঞতা আমাকে শিখিয়েছে যে, আমাদের সমস্ত স্বপ্নতত্ত্বের মধ্যে এই অংশটি সবচেয়ে বিপজ্জনক, এটিকে নিয়েই সবচেয়ে বেশি বিরোধিতা ও ভুল বোঝাবুঝি ঘটেছে। তাছাড়া আপনারা এখনও হয়ত ভাবছেন যে আমি আমার বক্তব্য অংশত প্রত্যাহার ক'রে নিয়েছি এই বলে যে স্বপ্নে, হয় ইচ্ছাপূরণ, নাহয় তার বিপরীত, হয় উদ্বেগ নাহয় শাস্তি কার্যকর হয়েছে। অতএব এবার ভাবতে পারেন, ঠিক এইসময় আমাকে আরো সংশয়ের দিকে ঠেলে দেয়ার আরো ভালো সুযোগ আছে। এছাড়া আমাকে এটা বলেও তিরস্কার করা হয়েছে যে আমার পক্ষে আপাত সহজ বেশ কিছু ঘটনা আমি হাজির করেছি এতই সংক্ষেপে যা ততটা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

যখন কোনো ব্যক্তি আমাদের স্বপ্ন-ব্যাখ্যা অনেকদূর পর্যন্ত গ্রহণ করেন, বা বলা যাক এইপর্যন্ত গ্রহণ করেন, তখনও দেখা যায় ইচ্ছাপূরণের প্রশ্নে এসে তিনি দাঁড়িয়ে পড়েন এবং প্রশ্ন করেন : বেশ, নাহয় মানা গেল যে প্রতিটি স্বপ্নের অর্থ আছে এবং এই অর্থ উদ্ধার করা যায় মনঃসমীক্ষণের কৌশল প্রয়োগ করে। কিন্তু তাহলেও সবরকমের উল্টো প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও কেন ইচ্ছাপূরণের ফর্মুলা জোর ক'রে চাপিয়ে দেয়া হবে ? দিনের বেলায় আমাদের চিন্তা যেমন বহুমুখী, রাতের বেলাতেও তা হবেনা কেন ? আমাদের একটা স্বপ্ন হতে পারে ইচ্ছাপূরণের, অন্যটা হ'তে পারে তার উল্টো, যেমন ধরুন আতঙ্কের বাস্তব রূপায়ণ অথবা কোনো সিদ্ধান্ত বা হুঁশিয়ারির প্রকাশ,

BanglaBook.org

অথবা কোনো সমস্যার পক্ষে বা বিপক্ষে যুক্তি বিচার অথবা নেহাতই তিরস্কার, বিবেক দংশন, অথবা কোনো আগামী কর্তব্যের জন্য নিজের প্রস্তুতি ইত্যাদি ইত্যাদি। কেন একটা 'ইচ্ছা' থাকতেই হবে অথবা তার বিপরীত?'

এটা অবশ্য ভাবা যেতে পারে যে শুধু এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করা এমন কিছু সাংঘাতিক ব্যাপার নয়, যদি বাদবাকি সব ব্যাপারে আমরা একমত হই। শুধু স্বপ্নের অর্থ আবিষ্কার করা, আর কীভাবে তা করা যায়—এই দুটি ব্যাপার নিয়েই তো খুশি থাকা যেতে পারে। যদি স্বপ্নের অর্থকে আমরা এতটা সঙ্কুচিত ক'রে আনি, তাহলে যতটা এগিয়ে এসেছি প্রায় ততটাই পেছিয়ে পড়তে হবে। কিন্তু ঠিক তা নয়। এই ব্যাপারে ভুল বোঝাবুঝি হ'লে তা স্বপ্ন সম্পর্কে আমাদের অত্যাবশ্যক জ্ঞানকেও ছুঁয়ে যাবে এবং স্নায়ুরোগকে বোঝার ব্যাপারে এর মূল্যও কমিয়ে আনবে। তাছাড়া 'অন্যপক্ষকে একটু খুশি রাখি' এটা ব্যবসার ক্ষেত্রে চলতে পারে কিন্তু বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে শুধু যে অচল তাই নয়, সম্পূর্ণ ক্ষতিকরও বটে।

কেন স্বপ্নের অর্থ বহুমুখী হওয়া উচিত নয় তার স্বভাবতই প্রথম উত্তর হচ্ছে: আমি জানিনা কেন হওয়া উচিত নয়, তবে হ'লে আমার কোনো আপত্তি নেই। এ ব্যাপারে আমি যতটা জড়িত তাতে বলা যায়, তা হতেই পারে। কিন্তু স্বপ্ন সম্পর্কে এই ব্যাপক এবং সুবিধেজনক ধারণা করার রাস্তায় তুচ্ছ একটি বাধা আছে—সেটি হচ্ছে বাস্তবে স্বপ্ন তা নয়। আমার দ্বিতীয় উত্তর হচ্ছে, এটা জোর দিয়ে বলা যে স্বপ্ন, বহুস্তর বিশিষ্ট চিন্তা এবং বুদ্ধিবৃত্তির ক্রিয়াকলাপ পুনরুপস্থাপন করতে পারে তা অন্তত আমার কাছে এমন কিছু অভিনব ধারণা নয়। একজন রোগীর রোগের ইতিহাসে আমি একটি স্বপ্ন লিপিবদ্ধ করি যা পর পর তিনরাত দেখা যায়। কিন্তু তারপর আর কখনও দেখা যায়নি। এর ব্যাখ্যা আমি দিয়েছিলাম যে, স্বপ্নটি ছিল একটি সিদ্ধান্তের প্রতিরূপ, এবং যে-মুহূর্তে ঐ সিদ্ধান্তটি কার্যকর হয়েছিল, সেই মুহূর্তে আর তার পুনরাবৃত্তির কোনো প্রয়োজন হয়নি। এরপরে আমি একটি স্বীকারোক্তি-মূলক স্বপ্নও ছাপাই। তাহলে এবার কীভাবে আমি নিজেরই বিরোধিতা ক'রে বলছি স্বপ্ন সবসময়ই হচ্ছে ইচ্ছাপূরণ?

হ্যাঁ, স্বপ্ন হচ্ছে ইচ্ছাপূরণ

আমি এটা বলছি একটি নির্বোধ ভুল বোঝার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য, কেননা তা না-হলে স্বপ্ন সম্পর্কে আমাদের সমস্ত পরিশ্রমই মাঠে মারা যাবে, যেহেতু এই ভুল বোঝার অর্থ হচ্ছে স্বপ্নের সঙ্গে তার অব্যক্ত চিন্তাকে

BanglaBook.org

গুলিয়ে ফেলা অর্থাৎ স্বপ্ন সম্পর্কে তা-ই বলা, যা অব্যক্ত চিন্তা, হ্যাঁ কেবল অব্যক্ত চিন্তার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

এটা সম্পূর্ণ ঠিক যে স্বপ্ন এইসব অনেককিছু পুনরুপস্থাপন করতে পারে যেমন : সিদ্ধান্ত, হুঁশিয়ারী, প্রতিফলন বা পুর্নভাবনা, কোনো আচরণের সমস্যা সমাধানের চেষ্টা কিংবা প্রস্তুতি, অথবা এইসব কিছুর দ্বারা সে নিজেই স্থানচ্যুত হতে পারে। কিন্তু যদি একটু খুঁটিয়ে লক্ষ করেন, তাহলে বুঝতে পারবেন, এসব কথা কেবল অব্যক্ত চিন্তা সম্পর্কেই সত্য, সেই অব্যক্ত-চিন্তা যা স্বপ্নে পরিবর্তিত হয়েছে। স্বপ্নের ব্যাখ্যা থেকে আপনারা জানতে পেরেছেন যে মানবজাতির নির্জ্ঞান চিন্তা-প্রক্রিয়া, এইসব সিদ্ধান্ত, প্রস্তুতি বা ভাবনার দ্বারাই অধিকৃত, যাদের ভিতর থেকে স্বপ্ন-ক্রিয়ার সাহায্যে স্বপ্ন নির্মিত হচ্ছে। যদি আপনার আগ্রহ কোনোসময় স্বপ্ন-ক্রিয়ায় যতটা তার চেয়ে বেশি কেন্দ্রীভূত হ'য়ে থাকে নির্জ্ঞান ভাবনা-প্রক্রিয়ার চারদিকে, তাহলে স্বভাবতই স্বপ্ন-নির্মাণ বাদ দিয়ে আপনি কথা বলবেন শুধু স্বপ্ন সম্পর্কে, যখন বাস্তব দিক থেকে বলা সঠিক হ'তে পারে যে স্বপ্ন হচ্ছে কোনো সিদ্ধান্ত বা হুঁশিয়ারি ইত্যাদির পুনরুপস্থাপনা বা প্রতিভূ-চিত্র। এটাই মনঃসমীক্ষণে করা হয় : সাধারণত আমরা চেষ্টা করি স্বপ্নের ব্যক্ত চেহারাকে বাতিল ক'রে তার পরিবর্তে তার প্রতিরূপ হিশেবে অব্যক্ত চিন্তাকে নিয়ে আসতে, যেখান থেকে স্বপ্নের সূত্রপাত ঘটেছিলো।

কাজেই বুঝতে পারছেন, অব্যক্ত স্বপ্নচিন্তার পরিমাপ করতে গিয়েই আমরা ঘটনাচক্রে বুঝতে পেরেছি, সমস্ত জটিল মানসিক কর্মকাণ্ড, যাদের তালিকাভুক্ত করা গেছে, তারা সবই নির্জ্ঞানে নিষ্পন্ন হয়, আর এই সিদ্ধান্ত যেমন ভয়ানক, তেমনই দিশেহারা ক'রে দেয়ার মতো।

কিন্তু আরেকটু পেছিয়ে যাওয়া যাক আপনারা এটা ঠিকই বলেছেন যে স্বপ্ন, বহু বিচিত্র রীতির ভাবনাকে পুনরুপস্থাপিত করে, তবে সঙ্গে সঙ্গে এটাও আপনাদের কাছে পরিষ্কার রাখতে হবে যে আপনারা একটি সংক্ষিপ্ত প্রকাশরূপ ব্যবহার করছেন আর ভুলেও এটা কল্পনা করছেন না যে আপনারা যে-সব বৈচিত্র্যের কথা বলছেন তারা নিজেরাই স্বপ্নের কোনো অত্যাবশ্যক অংশ। যখনই 'স্বপ্ন' সম্পর্কে কিছু বলবেন তখন 'স্বপ্ন' বলতে অবশ্যই বোঝাবেন, হয় ব্যক্ত স্বপ্ন যা স্বপ্ন-ক্রিয়া থেকে উৎপন্ন, নাহয় খুব বেশি হ'লে স্বপ্ন-ক্রিয়া স্বয়ং, অর্থাৎ সেই মানসিক প্রক্রিয়া যা অব্যক্ত স্বপ্নচিন্তাকে রূপায়িত করে ব্যক্ত স্বপ্নে। অন্য কোনো অর্থে এই শব্দ ব্যবহার করলেই সমস্ত ধারণা গুলিয়ে যাবে, যার ফল খারাপ হতে বাধ্য। যদি আপনি যা বলতে চাইছেন, তা স্বপ্নের পশ্চাৎবর্তী অব্যক্ত চিন্তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ব'লে ভাবেন, তাহলে সেটা পরিষ্কারভাবে বলুন, কেননা তা না-বললে সমস্যার জটিলতা বা দুর্বোধ্যতা আরো বেড়ে যাবে

BanglaBook.org

আপনার ঢিলেঢালা ভাষা ব্যবহার করার জন্য। অব্যক্ত চিন্তার মাল-মশলাকে স্বপ্ন-ক্রিয়া পাল্টে দেয় ব্যক্ত স্বপ্নে। কেন আপনারা অবিরাম ভুল ক'রে মাল-মশলাকে প্রক্রিয়ার সঙ্গে মিশিয়ে দিতে চান? তাই যদি করেন, তাহলে আপনারা তাদের তুলনায় উন্নত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় কীভাবে দেবেন, যারা কেবল তৈরি-মাল নিয়েই মাথা ঘামায় কিন্তু কোথা থেকে কীভাবে তা উৎপন্ন হ'লো সে বিষয়ে কিছুই ব্যাখ্যা দিতে পারে না?

স্বপ্নের নিজের পক্ষে যেটি অবশ্য প্রয়োজনীয় সেটি হচ্ছে স্বপ্ন-ক্রিয়া যা স্বপ্ন-রশদের উপর কাজ করে। ফলে যখন আমরা স্বপ্নের তত্ত্বের কাছে যাবো, তখন একে কোনোমতেই উপেক্ষা করা যাবে না, এমনকি যদি আমরা বাস্তব অবস্থায় একে অবহেলা করি, তাহলেও না। আরো বিশ্লেষণমূলক পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে স্বপ্ন-ক্রিয়ার অন্তর্গত বলতে কেবল অব্যক্ত চিন্তাকে পৌরাণিক কিংবা পশ্চাৎমুখী প্রকাশ-রূপ-এ ভাষান্তরিত করা-ই বোঝায় না, যে-ভাষান্তরের বর্ণনা ইতিমধ্যেই দেয়া হয়েছে। বরং উল্টোদিকে দেখা যাবে, এতে নিশ্চিতভাবে অতিরিক্ত কিছু যোগ করা হয়েছে যা দিনের অব্যক্ত চিন্তায় ছিল না, কিন্তু যা স্বপ্ন নির্মাণের পশ্চাৎবর্তী প্রকৃত অভীপ্সা-শক্তি বা চালিকা শক্তি হিশেবে কাজ কাজ করেছে। এই অবিচ্ছেদ্য অংশটিও সমানই নির্জ্ঞান-'ইচ্ছা' যার তৃপ্তির জন্য স্বপ্নের বিষয়বস্তু পরিবর্তিত হয়েছে। কাজেই শুধু পুনরুপস্থাপিত চিন্তা নিয়ে যদি আলোচনা করতে চান, তাহলে স্বপ্ন বলতে যেকোনো জিনিশ বোঝাবে যেমন, হুঁশিয়ারি, সিদ্ধান্ত, প্রস্তুতি ইত্যাদি। কিন্তু এছাড়া স্বপ্ন স্বয়ং হচ্ছে সবসময়ই কোনো নির্জ্ঞান-ইচ্ছার পরিতৃপ্তি এবং যখন একে স্বপ্ন-ক্রিয়ার ফল হিশেবে ভাববেন, তখন এ কেবলই ইচ্ছাপূরণ। অতএব স্বপ্ন কখনোই কেবলমাত্র কোনো সতর্কবাণী বা সিদ্ধান্তের বহিঃপ্রকাশ নয়, এতে সিদ্ধান্ত বা অন্য আর যা-ই থাকুক না কেন, সে সবই ভাষান্তরিত হয় পৌরাণিক চেহারায় নির্জ্ঞান-ইচ্ছার সাহায্যে, এবং এমনভাবে রূপান্তরিত হয় যে তাতেই ইচ্ছাপূরণ ঘটে।

এখন আমার কাছে এসব খুবই পরিষ্কার, কিন্তু আমি জানিনা আপনাদের আমি পরিষ্কারভাবে বোঝাতে পেরেছি কিনা। আর তাছাড়া এসব আপনাদের কাছে প্রমাণ করাও কঠিন, কেননা একদিকে প্রমাণের জন্য দরকার বহু সতর্ক স্বপ্ন-বিশ্লেষণের সাহায্যে সংগৃহীত সাক্ষ্য, অন্যদিকে স্বপ্ন সম্পর্কে আমাদের ধারণার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরী বিষয়টিকে বিশ্বাসযোগ্যভাবে হাজির করা যাবে না যদিনা আমরা আরেকটি বিষয় আলোচনা করি, যার উল্লেখ আমরা এখনও করিনি। সমস্ত ঘটনাগুলি যেভাবে পরস্পরের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে তা লক্ষ করার পর নিশ্চয়ই এটা কল্পনা করা ততো কঠিন নয় যে এদের কোনো একটির প্রকৃতি সম্পর্কে খুব গভীরভাবে কিছু জানা সম্ভব নয়, যদিনা আমরা একই প্রকৃতির অন্যান্য ঘটনাগুলি সম্পর্কে কিছুটা জানি। কিন্তু যেহেতু স্বপ্নের

BanglaBook.org

কাছাকাছি যায় এরকমই কিছু ঘটনা যাদের আমরা স্নায়ুরোগের উপসর্গ বলি, তাদের সম্পর্কে এখনও কিছু জানিনা, তাই এপর্যন্ত যা আমরা শিখেছি তা-ই নিয়েই আপাতত সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে। আমি শুধু আরেকটি দৃষ্টান্তের ব্যাখ্যা হাজির করব, তারপর আরেকটি বিষয়ের অবতারণা করব।

একটি শিশুসুলভ স্বপ্নের সাক্ষ্য

আবার আমরা সেই দেড় ফ্লোরিনে (বা ১'৫০ ফ্লোরিন) কেনা তিনটি থিয়েটারের টিকিটের স্বপ্নে ফিরে যাচ্ছি। এই দৃষ্টান্তটি বাছার পেছনে আমার কোনো মতলব নেই, এটা আপনাদের বলতে পারি। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে স্বপ্নের অব্যক্ত চিন্তা কী ছিল : অস্বস্তি। বান্ধবীর বিবাহ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়ার খবরে সেই মহিলা বেজায় অস্বস্তি বোধ ক'রে ভেবেছিলেন যে তাঁর নিজের অল্পবয়সে অত তাড়াতাড়ি বিয়ে করাটা উচিত হয়নি। স্বামী সম্পর্কে বিতৃষ্ণা হাজির হয়েছিল, (অর্থাৎ স্বামীর দাম কমে গেছিলো)। মনে হয়েছিল, আরো ভালো স্বামী তাঁর জুটত যদি আরেকটু অপেক্ষা করতেন। আমরা এটাও জানি যে এইসব চিন্তা থেকে যে-'ইচ্ছা' উঠে এসে তাঁর স্বপ্ন তৈরি করেছিল সেই ইচ্ছা ছিল 'দেখার' ইচ্ছা বা 'দর্শন কামনা' : থিয়েটারে গিয়ে দেখা, যা সম্ভবত পুরনো একটি কৌতূহলের সূত্র ধ'রে উঠে এসেছিল, যে-কৌতূহল ছিল বিয়ের পর কী হয় তা 'দেখা'। এটা সকলেই জানেন, বাচ্চাদের ভীষণ কৌতূহল থাকে বাপ-মার যৌনজীবন সম্পর্কে, একে বলা যাক, একটি শিশুসুলভ কৌতূহল, ছেলেমানুষী আবেগ, এবং যখনই পরবর্তী জীবনে এর উপস্থিতি লক্ষ করা যাবে, তখনই বুঝতে হবে এর শিকড় রয়েছে শৈশবে। কিন্তু স্বপ্নের আগের দিন পাওয়া বান্ধবীর বিবাহ সংবাদে মহিলার 'দর্শনকাম' (skoptophilia) উজ্জীবিত হয়নি, এতে মনে কেবলমাত্র বিরক্তিকর অস্বস্তি আর মনস্তাপের উদয় হয়। এই ইচ্ছার আবেগ (দর্শনকামের জন্য) প্রথমেই অব্যক্তচিন্তার সঙ্গে যুক্ত হয়নি, এবং স্বপ্ন-বিশ্লেষক তাঁর ব্যাখ্যার ফলাফল, থেকে বিবেচনায় না-এনেই, হাজির করতে পারতেন। কিন্তু শুধুমাত্র 'বিরক্তিকর অস্বস্তি' কোনো স্বপ্ন উৎপাদন করতে পারেনা। কোনো স্বপ্নই শুধু এরকম চিন্তা থেকে তৈরি হ'তে পারে না : 'এত তাড়াতাড়ি বিয়ে করা বোকামি হয়েছে' যতক্ষণ পর্যন্ত না ঐ চিন্তা, পুরনো সেই ইচ্ছাকে জাগিয়ে তোলে, যা বিয়ের পর কী হয় তা 'দেখতে' চেয়েছিল। আর তখনই ঐ ইচ্ছা স্বপ্ন-বিষয়বস্তুকে নির্মাণ করে, বিয়ের পরিবর্ত বা বদলি হিশেবে নিয়ে আসে থিয়েটারে যাওয়া, আর এইভাবেই তার পুরনো ইচ্ছাপূরণ একটি রূপ বা আকার পায় যা হলো (মনে মনে তাঁর বান্ধবীকে বলা)

BanglaBook.org

'এইবার আমি থিয়েটারে গিয়ে দেখব যা আমাকে আগে কখনো দেখতে দেয়া হয়নি, যা তুমিও দেখনি। আমার এখন বিয়ে হয়েছে, আর তোমাকে অনেক অপেক্ষা করতে হবে।' কিন্তু বাস্তব অবস্থা পাল্টে গেছে তার বিপরীতে এবং পুরনো 'জয়' বদলে গেছে বর্তমানের অস্বস্তিতে। ঘটনাক্রমে দর্শন-কাম' এবং অহংবাদী প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিতৃপ্তি ঘটেছে। এই দ্বিতীয় তৃপ্তিবিধানটি ব্যক্ত-স্বপ্নের বিষয়বস্তুকে নিয়ন্ত্রণ করছে, কেননা এখানেই দেখা যাবে সেই মহিলা বাস্তবিকই ব'সে আছেন থিয়েটার হলে, যেক্ষেত্রে তাঁর বান্ধবী ঢুকতেই পারেনি। স্বপ্ন-বিষয়বস্তুর সেইসব অংশ, যার পেছনে অব্যক্ত চিন্তা তখনো লুকিয়ে আছে, তাদের দেখা যাবে তৃপ্তিদায়ক অবস্থার কিছুটা অনুপযুক্ত এবং দুর্বোধ্য সংশোধিত চেহারায়। ব্যাখ্যার কাজ হচ্ছে গোটা স্বপ্নের সেইসব বৈশিষ্ট্যকে পাশে সরিয়ে রাখা, যারা ইচ্ছাপূরণের প্রতিভূ-চিত্র, এবং এইসব নির্দেশ-সূত্র থেকে কষ্টকর অব্যক্ত স্বপ্ন-চিন্তাকে পুনর্নির্মাণ করা।

স্বপ্ন : ইচ্ছাপূরণ

যে বিষয়টির দিকে এবার আমি আপনাদের বিবেচনা করার জন্য দৃষ্টি আকর্ষণ করছি, সেটি হলো এই গুরুত্বপূর্ণ অব্যক্ত স্বপ্ন-চিন্তা। আমি আপনাদের অনুরোধ করব, সবচেয়ে আগে খেয়াল রাখতে হবে যে স্বপ্নদর্শীর ঐ অব্যক্ত স্বপ্ন-চিন্তাগুলি হচ্ছে সম্পূর্ণ নির্জ্ঞান অর্থাৎ ঐ স্বপ্নচিন্তা সম্পর্কে সে সম্পূর্ণ অচেতন। দ্বিতীয়ত এইসব স্বপ্নচিন্তা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত এবং পারম্পর্যময় যাতে আমরা বুঝতে পারি, যে-উদ্দীপনা থেকেই স্বপ্ন উঠে আসুক না কেন, ঐ সব স্বপ্নচিন্তা উক্ত উদ্দীপনার সম্পূর্ণ সুবোধ্য প্রতিক্রিয়া। তৃতীয়ত, ঐ সব চিন্তার যেকোনো মানসিক আবেগ এবং বুদ্ধিজাত ক্রিয়াকর্মের মূল্য বহন করার ক্ষমতা আছে। এবার আমি এইসব চিন্তাকে আগের চেয়ে একটু কঠোরভাবেই চিহ্নিত ক'রে বলব : 'আগের দিনের অবশেষ।' স্বপ্নদর্শী এদের চিনতে পারেন, আবার নাও চিনতে পারেন। এরপর আমি 'অবশেষ' এবং 'অব্যক্ত স্বপ্ন-চিন্তার' মধ্যে প্রভেদ লক্ষ করতে বলব যাতে স্বপ্ন ব্যাখ্যা থেকে এতক্ষণ যাদের আমরা শিখেছি অব্যক্ত স্বপ্ন-চিন্তা হিশেবে, তাদের তা-ই বলা যায় আর 'আগের দিনের অবশেষ' বলা যায় ঐ অব্যক্ত স্বপ্ন-চিন্তার নিছকই একটি অংশকে। তাহলে আমাদের ধারণা দাঁড়াচ্ছে এইরকম : আগের দিনের 'অবশেষের' সঙ্গে কিছু একটা যুক্ত হচ্ছে, আবার 'কিছু একটা' নির্জ্ঞানেরও অন্তর্গত হচ্ছে, যা বেশ শক্তিশালী অথচ অবদমিত ইচ্ছার বা কামনার আবেগ, আর কেবলমাত্র এটিই স্বপ্নের রূপায়ণ সম্ভব ক'রে তোলে। ইচ্ছা বা কামনার আবেগ, "অবশেষ'-এর উপর

BanglaBook.org

কাজ করে এবং স্বপ্ন-চিন্তার অপর অংশটিকে গড়ে তোলে, সেই অংশ যাকে জাগ্রত জীবনের দিক থেকে যুক্তিসঙ্গত বা সুবোধ্য মনে হওয়ার কোনো প্রয়োজনই নেই। 'অবশেষ' এবং নির্জ্ঞান ইচ্ছার একটি তুলনা আমি আগেই দিয়েছি, এখন সেটাই আবার বলছি। সমস্ত ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের জন্য দরকার একজন লগ্নীকারক পুঁজিপতি যে সমস্ত খরচ বহন করবে, আর দরকার একজন শিল্পোদ্যোগী (entrepreneur) যার মাথায় পরিকল্পনা আছে এবং যে ঐ পরিকল্পনা কার্যকর করার রাস্তা জানে ও তার ঝুঁকি নিতে পারে। স্বপ্ন রূপায়ণের ব্যাপারে দেখা যাবে সবসময়ই লগ্নীকারী পুঁজিপতির ভূমিকা নিচ্ছে নির্জ্ঞান-ইচ্ছা ; এটি-ই প্রয়োজনীয় মানসিক শক্তির পুঁজি সরবরাহ করছে, আর শিল্পোদ্যোগী ব্যক্তি হচ্ছে আগের দিনের 'অবশেষ' যে ঐ পুঁজি-শক্তির খরচ কীভাবে হবে তার রীতি ঠিক করে দিচ্ছে। এটা অবশ্য খুবই সম্ভব যে লগ্নীকারী পুঁজিপতির মাথাতেও প্রচুর ধারণা আছে এবং ঐ ব্যাপারে বিশেষ জ্ঞানও আছে, যেমন অন্যদিকে দেখা যাবে শিল্পোদ্যোগী ব্যক্তির কাছেও প্রয়োজনীয় পুঁজি আছে। এতে অবশ্য বাস্তব-ঘটনা বেশ সরল হয়ে গেল, কিন্তু এর থেকে তত্ত্ব বানাতে গেলে মুশকিলে পড়তে হবে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে আমরা অর্থবিনিয়োগকারী পুঁজিপতি এবং শিল্পোদ্যোগী ব্যক্তির কার্যকলাপের মধ্যে পার্থক্য বিবেচনা করি। এই পার্থক্যের মধ্যেই দেখা যাবে আমাদের তুলনার মৌলিক অবস্থাটি নিহিত রয়েছে। স্বপ্ন রূপায়ণের ক্ষেত্রেও এর একটি প্রকরণ লক্ষ করা যাবে, যা আপনারা নিজেদের প্রয়োজনানুসারে অনুসরণ করতে পারেন।

এবিষয়ে আর আমরা বেশিদূর যাবো না যেহেতু আমার মনে হয়, অনেকক্ষণ ধ'রে একটি অস্বস্তিকর প্রশ্ন আপনাদের মনে জাগছে, যা শোনা দরকার। আপনারা ভাবছেন : ঐ তথাকথিত 'অবশেষ'টি কি প্রকৃতই 'নির্জ্ঞান' যে-অর্থে স্বপ্ন-রূপায়ণের জন্য প্রয়োজনীয় ইচ্ছাটিও 'নির্জ্ঞান' ? আপনাদের সন্দেহ যুক্তিসঙ্গত। গোটা ব্যাপারটার ক্ষেত্রে এটাই প্রধান প্রশ্ন। না, ঐ দুটি, একই অর্থে 'নির্জ্ঞান' নয়। স্বপ্ন-ইচ্ছা (বা কামনা) ভিন্নগোত্রের 'নির্জ্ঞান'-এর অন্তর্গত, যার শিকড় আমরা আগেই দেখেছি, রয়েছে শৈশবকালে এবং যা হাজির করা হচ্ছে কিছু বিশেষ মানসিক কলকব্জার সাহায্যে। এই দু-ধরনের 'নির্জ্ঞান' সম্পর্কে পৃথকভাবে কথা বলাই আমাদের পক্ষে সুবিধেজনক হবে। কিন্তু সে যাই হোক, স্নায়ুরোগ সম্পর্কে পরিচিত না-হওয়া পর্যন্ত এবিষয়ে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে। একেই তো লোকজন একটি 'নির্জ্ঞান'কেই ভাবছেন অত্যদ্ভুত ধারণা, তার ওপর আবার দু-দুটি 'নির্জ্ঞান' ছাড়া আমাদের ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ হবে না শুনলে তাঁদের কী অবস্থা হবে তা বলাই বাহুল্য।

এখানেই আমরা আপাতত থামছি। আমাদের বক্তব্য অবশ্য অসমাপ্ত থাকছে।

BanglaBook.org

কিন্তু এটাও একটা আশার কথা যে এই বক্তব্য বা জ্ঞান সম্পূর্ণ করা হবে ;— হয় আমরা করব, নাহয় আমাদের পরবর্তীরা করবেন। আর ইতিমধ্যেই কি আমরা অনেক নতুন এবং বিস্ময়কর তথ্য লাভ করিনি ?

BanglaBook.org

১১

কিছু সন্দেহজনক বিষয় এবং সমালোচনামূলক পর্যবেক্ষণ

স্বপ্ন সম্পর্কে আমাদের আলোচনা অবশ্য সম্পূর্ণ হবে না, যদিনা আমরা এর ব্যাখ্যা সংক্রান্ত অভিনব ধারণাগুলি সম্পর্কে নানান সন্দেহ, অবিশ্বাস ও অনিশ্চয়তা সম্পর্কে কিছু বলি।

১. আপনাদের হয়ত মনে হয়েছে যে এমনকি আমাদের স্বপ্ন-ব্যাখ্যা সংক্রান্ত কৌশলগুলি খুব কঠোরভাবে প্রয়োগ করলেও এমন কিছু অনিশ্চয়তা থেকেই যাবে, যাতে ব্যক্ত-স্বপ্নের অব্যক্ত স্বপ্ন-চিন্তায় ভাষান্তরের ক্ষেত্রে বেশ কিছু গোলমাল দেখা দেয়া সম্ভব। প্রথমেই আপনারা তর্ক তুলবেন যে স্বপ্নের কোনো একটি উপাদানকে আক্ষরিক অর্থে না কি প্রতীকী অর্থে বুঝতে হবে তা অনিশ্চিত, যেহেতু প্রতীক হিশেবে যেসব জিনিশ ব্যবহার করা হচ্ছে তা প্রতীক বলেই সেই-সেই জিনিস আর থাকছে না, ব্যাপারটা এমন নয়। যেখানে এই প্রশ্নের উত্তর নির্ণয় করার ক্ষেত্রে কোনো বিষয়গত সাক্ষ্য নেই, সেখানে ঐ বিশেষ বিষয়টির ব্যাখ্যার ব্যাপারে ব্যাখ্যাকারের খামখেয়ালের উপরই নির্ভর করতে হবে। আবার স্বপ্ন-ক্রিয়ায় যেহেতু বিপরীতের সমাপতন ঘটে, সেইহেতু প্রতিটি ক্ষেত্রেই এটা অনিশ্চিত যে কোনো একটি স্বপ্ন-উপাদানকে ইতিবাচক না নেতিবাচক কোন্ দিক থেকে ব্যাখ্যা করা হবে, —তার স্বস্থান থেকে নাকি তার বিপরীত অবস্থান থেকে,—ফলে এতে ব্যাখ্যাকারের নিজের খামখেয়াল প্রয়োগ করার আরেকটি সুবিধে। তৃতীয়ত স্বপ্নে যেরকম ঘনঘন বিপরীতায়ণ ঘটে, তাতে যখনই পছন্দ হবে তখনই ব্যাখ্যাকার ভাবতে পারেন, বিপরীতায়ণ (inversion) ঘটেছে। পরিশেষে আপনারা বলতে পারেন, অনেকসময় শোনা গেছে যে এটা খুব কদাচিৎ-ই নিশ্চিত ব্যাপার যে, যে-ব্যাখ্যা দেয়া হচ্ছে তা একমাত্র সম্ভাব্য ব্যাখ্যা এবং ঐ একই স্বপ্নের সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য আরেকটি ভিন্ন ব্যাখ্যা, নজর এড়িয়ে যাওয়ার বিপদও আছে। এরকম অবস্থায় আপনারা সিদ্ধান্তে আসতেই পারেন যে, ব্যাখ্যাকারের এতটা স্বাধীনতা, ব্যাখ্যার ফলাফলের বিষয়গত নিশ্চিতিকে বেশ ক্ষুণ্ন করে। অথবা এমন ধারণাও আপনারা করতে পারেন যে স্বপ্নকে এরজন্য দোষী করা

BanglaBook.org

যাবে না, স্বপ্নের মধ্যে কোনো ভুল নেই, ভুল আছে স্বপ্ন-ব্যাখ্যার ধারণায় ও প্রকল্পের মূল প্রস্তাবগুলিতে, যার জন্য ব্যাখ্যার চরিত্র সন্তোষজনক নয়।

আপনারা যা বলছেন সে সবই অস্বীকার করা যায় না। তবুও আমি মনে করিনা আপনাদের দুটি ধারণাই যুক্তিসঙ্গত, যার একটি হচ্ছে আমাদের স্বপ্ন-ব্যাখ্যা, ব্যাখ্যাকারের খামখেয়ালের উপর নির্ভর করছে অথবা ব্যাখ্যার অসম্পূর্ণ ফলাফল আমাদের পদ্ধতির ত্রুটির দিকেই নির্দেশ করছে। যদি ব্যাখ্যাদাতার 'খামখেয়ালে'র পরিবর্তে আপনারা বলেন তার দক্ষতা, অভিজ্ঞতা কিংবা বোঝার ক্ষমতা এর জন্য দায়ী, তাহলে আমি আপনাদের সঙ্গে আছি। এই ধরনের ব্যক্তিগত ভুলত্রুটি বা দক্ষতা / ক্ষমতা জটিল ব্যাখার ক্ষেত্রে গুরুত্ব-পূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে, যেকোনো বৈজ্ঞানিক কর্মের ক্ষেত্রেই একথা খাটে। কিন্তু যদি কেউ কোনো কৌশল অন্যের চেয়ে খারাপ ভাবে কিংবা আরো ভালো ভাবে ব্যবহার করেন যদি তার আরো সন্তোষজনক (কিংবা নিকৃষ্ট) প্রয়োগ ঘটান, সেক্ষেত্রে কারও কিছু বলার নেই। ব্যাখ্যাকারের খামখেয়াল সম্পর্কে বলা যায় যে একটু ভাবলেই বোঝা যাবে প্রতীক সংক্রান্ত ব্যাখ্যায় খামখেয়াল খাটে না, যেহেতু স্বপ্ন-চিন্তাগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক, স্বপ্নের সঙ্গে স্বপ্নদ্রষ্টার জীবনের সম্পর্ক, স্বপ্ন দেখার সময় তাঁর গোটা মানসিক অবস্থা, এসব একটি নিয়ম মেনেই একাধিক সম্ভাব্য ব্যাখ্যার মধ্যে কেবল একটি ব্যাখ্যার দিকেই নির্দেশ করে এবং বাদবাকি সমস্ত ব্যাখ্যাগুলিকে খারিজ করে। ব্যাখ্যার ভুল চরিত্র এসেছে ভুল অনুমান বা প্রকল্প থেকে এরকম ধারণার জোর কমে যায়, যখন ঠিক এর উল্টো জিনিসটিকেই লক্ষ করা যাবে : স্বপ্নের দ্ব্যর্থকতা বা অনিশ্চয়তা হচ্ছে স্বপ্নেরই একটি প্রয়োজনীয় প্রত্যাশিত গুণ।

এবার মনে করা যাক, এর আগেই আমরা বলেছি, স্বপ্ন-ক্রিয়া, স্বপ্ন-চিন্তার ভাষান্তর ঘটায় একটি আদিম প্রকাশরীতি ব্যবহার ক'রে যার সঙ্গে হায়ারো-গ্লিফের (বা প্রাচীন চিত্রলিপির) মিল আছে। ঐ সমস্ত প্রাচীন প্রকাশরীতির বেলায় দেখা যাবে যে তারা স্বভাবতই দ্ব্যর্থক এবং অনির্দেশ্য। কিন্তু কেবল সেইজন্যই বলা যাবেনা যে তারা কোনো কাজে লাগেনি বা তাদের কোনো বাস্তব প্রয়োগের দিক ছিল না। আপনারা জানেন যে স্বপ্ন ক্রিয়ায় দুই বিপরীতের সমাপতন (coincidence) পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষাগুলির প্রাথমিক শব্দগুলির মতোই বিপরীত বা বিরোধী ভাবাত্মক। শব্দবিজ্ঞানী (philologist) আর. আবেল (R. Abel), যাঁর কাছে আমরা এই তথ্যের জন্য ঋণী, ১৮৮৪ সালে লেখেন যে আমরা যেন শব্দের ঐ দ্ব্যর্থকতার জন্য ভুলেও না-ভাবি যে ঐসব শব্দ ব্যবহার করার ফলে কথোপথনের সময় দুই ব্যক্তির মধ্যে কোনো দ্ব্যর্থকতা জনিত ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ থাকে।

BanglaBook.org

বরং ঠিক তার উল্টো ; —গলার আওয়াজ, হাবভাব, বাচনভঙ্গী এবং গোটা প্রসঙ্গ নিঃসন্দেহে বুঝিয়ে দেয়, দুই বিপরীত অর্থের মধ্যে কোনটি বক্তা বোঝাতে চাইছেন। লেখার ক্ষেত্রে, যেখানে বাচনভঙ্গী বা হাবভাব অনুপস্থিত, সেখানে ছোট ছোট চিত্র-চিহ্ন যোগ ক'রে (যা কিনা পৃথক বাচন অভিব্যক্তির সূচক নয়) পার্থক্য বোঝানো হ'তো যেমন একটি ক্ষুদ্রকায় ব্যক্তির ছবি, হয় গুঁড়ি মেরে নাহয় দাঁড়িয়ে আছে, 'Ken' এই হায়ারোগ্লিফীয় শব্দটির 'দুর্বল' বা 'সবল' অর্থ নির্দেশ করতে, যাতে ধ্বনি বা চিহ্নের দ্ব্যর্থকতা এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব।

স্বপ্নের অনিবার্য অনিশ্চয়তা

প্রাচীন প্রকাশরীতির ব্যবস্থায়, যেমন ধরুন, পৃথিবীর প্রাচীনতম ভাষার লিপিগুলিতে ঘনঘন নানান ধরনের অনিশ্চিতি দেখা যায়, যা আমাদের লেখায় এখন আমরা বরদাস্ত করতে অবশ্যই রাজী হবনা। এইভাবেই দেখা যাবে সেমীয় লিপিগুলিতে কেবলই ব্যাঞ্জনবর্ণ ব্যবহৃত হয়, স্বরবর্ণগুলি অনুপস্থিত থাকে, পাঠক নিজের জ্ঞান থেকে প্রসঙ্গ অনুযায়ী তাদের বেছে নেন, (নিজের পাঠের প্রয়োজন অনুযায়ী নিজেকে সরবরাহ করেন)। হায়ারোগ্লিফীয় লিপিতে একই নীতি অনুসরণ করা হয়, যদিও পুরোপুরি এক নয়। আর এইজন্যই প্রাচীন মিশরীয় উচ্চারণ পদ্ধতি সম্পর্কে কিছুই জানা যায় না। এছাড়াও মিশরীয় পবিত্রলিপিতে আরো অন্য ধরনের অনিশ্চয়তা আছে যেমন ধরুন লেখক তাঁর পছন্দ অনুসারে ছবিগুলিকে ডান থেকে বাঁয়ে কিংবা বাম থেকে ডাইনে লিখবেন। এদের পড়ার সময় খেয়াল করতে হবে ছবির মূর্তিগুলির (মানুষ, পশু, পাখি ইত্যাদির) মুখ কোনদিকে ফেরানো। আবার লেখক ইচ্ছে করলে ওপর থেকে নিচেও লিখতে পারেন, আবার ক্ষুদ্রাকার কোনো জিনিশের উপর লিখতে গেলে তাঁকে বিবেচনা করতে হবে চোখে দেখার পক্ষে কোনটি প্রীতিপ্রদ, তাঁর হাতে জায়গাই বা কতখানি আছে, ফলে চিহ্ন-ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে আরো পরিবর্তন ঘটা স্বাভাবিক! হায়ারোগ্লিফীয় অক্ষরের ক্ষেত্রে সবচেয়ে অসুবিধে হ'লো, দুটি বাক্যের মধ্যে কোনো ফাঁকই থাকে না। সমস্ত ছবিগুলিই একটি পৃষ্ঠায় পরপর সমান দূরত্বে রাখা, ফলে এটা বোঝা সাধারণত অসম্ভব, কোন্ চিহ্নটি আগের চিহ্নের সঙ্গে যাবে, আবার কোনটি দিয়ে নতুন শব্দ শুরু হচ্ছে। পারসিক ক্যুনিফর্ম লিপিতে আবার দেখা যাবে দুটি পৃথক শব্দ বোঝাতে তাদের মাঝখানে একটি হেলানো চিহ্ন ব্যবহার করা হয়েছে।

চীনা ভাষা, লিখিত এবং কথ্য উভয়েই যথেষ্ট প্রাচীন। তবু আজো ৪০ কোটি

BanglaBook.org

লোক (বর্তমানে একশো কোটিরও বেশি—অ) তা ব্যবহার করেন। ভাববেন না যে আমি চীনাভাষার সবকিছু জানি, আমি এসম্পর্কে কিছু খোঁজ খবরমাত্র সংগ্রহ করেছিলাম এই আশায় যে এই ভাষার সঙ্গে স্বপ্নের অনিশ্চয়তার কিছু মিল লক্ষ করা যাবে। আমার আশা ব্যর্থ হয়নি, কেননা চীনাভাষায় এত বেশি অনিশ্চয়তা আছে যে তা একজনকে ভয় পাইয়ে দেয়ার পক্ষে যথেষ্ট। এটা সকলেই বেশ ভালো ভাবেই জানেন, এ ভাষায় এক বা একাধিক দল বা ধ্বনি (syllable) সংযুক্ত শব্দ, এককভাবে বা একসঙ্গে উচ্চারিত হয়। এর মুখ্য আঞ্চলিক বা স্থানীয় ভাষাগুলির (dialect) একটিতেই আছে প্রায় চারশোর মতো ঐরূপ শব্দ এবং যেহেতু ঐ বিশেষ আঞ্চলিক ভাষার শব্দভাণ্ডারে আছে প্রায় চারহাজার শব্দ, তাই এটা স্পষ্ট যে উক্ত ভাষার প্রতিটি শব্দের প্রায় গড়পড়তা দশটি বিভিন্ন অর্থ আছে—কোনো শব্দের কিছু কম, কারও কিছু বেশি থাকতে পারে। এই কারণে অনিশ্চয়তা বা দ্ব্যর্থকতার বিপদ এড়িয়ে যাওয়ার জন্য গুচ্ছের কলাকৌশল উদ্ভাবন করা হয়েছে, যেহেতু শুধুমাত্র প্রসঙ্গের সাহায্যে শ্রোতাকে বোঝানো যাবে না, বক্তা শব্দের বা দলের (syllables) দশটি অর্থের মধ্যে কোন্ অর্থটি বোঝাতে চাইছেন। এই কলা কৌশলের মধ্যে আছে দুটি ধ্বনিকে মিশিয়ে দিয়ে একটি শব্দ তৈরি করা এবং প্রতিটি দল (বা syllable)-এর জন্য চারটি ভিন্ন স্বর (tone) ব্যবহার করা। আমাদের তুলনার পক্ষে আরো সুবিধেজনক হবে যদি আমরা খেয়াল রাখি, যে চীনাভাষায় বস্তুতপক্ষে কোনো ব্যাকরণ নেই, এর যেকোনো একদল-বিশিষ্ট (one-syllabled) শব্দ শুনে বলা যাবেনা এটি বিশেষ্য, ক্রিয়া বা বিশেষণ কিনা, আবার এর কোনো শব্দরূপ, ধাতুরূপ, লিঙ্গ, বচন, অব্যয় ইত্যাদি নেই। এই ভাষার যেন শুধু কাঁচামালই আছে, ঠিক যেমন আমাদের চিন্তা-ভাষাকে স্বপ্ন-ক্রিয়া পরিণত করে একটি কাঁচামালে, যার ভিতর সম্পর্ক-সূচক বা যোগ-সূচক কোনো কিছু থাকে না, যাতে মনে হয় যেন স্বপ্ন-ক্রিয়া সমস্ত সম্পর্কগুলিকে বাদ দিয়ে গেছে। চীনাভাষায় যখনই কিছু অনিশ্চয়তা দেখা দেয় তখন শ্রোতার বুদ্ধিমত্তার উপর তার মর্মোদ্ধার নির্ভর করে। যিনি কিনা প্রসঙ্গ অনুযায়ী পরিচালিত হন। আমি একবার একটি চীনা প্রবাদ লক্ষ করি, যার আক্ষরিক অনুবাদ হ'লো : কম যা দেখা, বেশি যা আশ্চর্য (Little what see much what wonderful)। বোঝার পক্ষে এটি যথেষ্ট সরল। এর অর্থ হ'তে পারে : মানুষ আগে যত কম দেখে, পরে সে অবাক হওয়ার মতো ততো ঢের জিনিশ দেখে (The less a man has seen, the more he finds to wonder at) অথবা : অবাক হওয়ার মতো সে অনেক কিছু দেখে, যে আগে খুব কমই দেখেছে (There is much to wonder at for the man who has seen little.)। স্বভাবতই

BanglaBook.org

এই দুটি অনুবাদের মধ্যে কোনোটিই বেশি পছন্দ করার নয়, কেননা এদের মধ্যে শুধু ব্যাকরণগত পার্থক্যই আছে। বিশেষজ্ঞরা অবশ্য বলেন এইসব অনিশ্চয়তা থাকা সত্ত্বেও চীনাভাষা ভাবপ্রকাশের পক্ষে একটি অত্যুৎকৃষ্ট মাধ্যম। কাজেই এটা এখন নিশ্চয়ই পরিষ্কার যে অনিশ্চয়তা থাকলেই দ্ব্যর্থকতা (বা দুটি অর্থ) আসবে, তার কোনো মানে নেই।

তবে এইবার আমাদের অবশ্যই স্বীকার করতে হবে, প্রাচীনভাষা ও লিপিগুলির প্রকাশরীতির তুলনায় স্বপ্নের প্রকাশরীতি মোটেই সুবিধেজনক নয়। কেননা, প্রাচীনভাষা ও লিপিগুলিতে তা ব্যবহার করা হয় পরস্পরের মধ্যে ভাবের আদান প্রদান করার জন্য যাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে, যে-পদ্ধতিই ব্যবহার করা হোক না কেন, মনের ভাব যেন বোঝানো যায়। আর ঠিক এই বৈশিষ্ট্যই স্বপ্নে অনুপস্থিত, সেখানে কাউকেই কিছু বলা বা বোঝানোর উদ্দেশ্য নেই, তারা ভাবপ্রকাশের কোনো মাধ্যমও নয়, বরং উল্টোটাই ; —সেখানে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে, কেউ যেন কিছু না-বোঝে। কাজেই আমাদের অবাক হওয়ার বা ভুল বোঝার কিছু নেই যদি দেখা যায় স্বপ্নের বেশ কিছু অনিশ্চয়তা এবং দ্ব্যর্থকতাকে নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। কেবল এই তুলনামূলক আলোচনা থেকে নিশ্চিত যে-জ্ঞানটি পাওয়া যাচ্ছে তা হচ্ছে এই যে, এই অনিশ্চয়তা (যা নাকি অনেকেই আমাদের স্বপ্ন ব্যাখ্যার যাথার্থ্যের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে চান) হচ্ছে সমস্ত আদিম প্রকাশরীতির নিয়মিত বৈশিষ্ট্য।

অনুশীলন এবং অভিজ্ঞতাই কেবলমাত্র নির্ধারণ করবে স্বপ্ন বাস্তবিকপক্ষে কতদূর বোধগম্য। আমার ব্যক্তিগত মত হচ্ছে, অনেকদূর পর্যন্ত এবং যথার্থ শিক্ষিত বিশ্লেষকদের ফলাফল তুলনা করার পরই আমার মতের সত্যতা অনুমোদিত হয়েছে। এটা সকলেই জানেন যে সাধারণ লোক, এমনকি বিজ্ঞানী মহলেও কিছু উচ্চশিক্ষিত সাধারণ লোক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের অসুবিধা এবং অনিশ্চয়তার সামনে দাঁড়িয়ে একধরনের উঁচকপালে সন্দেহ সুলভে প্রকাশ করতে থাকেন। আমার মনে হয় তাঁরা এটা ভুল করেন। আপনারা সম্ভবত জানেন, ব্যাবিলনীয় এবং আসিরীয় লিপির মর্মোদ্ধার করার সময় এই একই জিনিশ ঘটেছিল। তখনও এমন একটা সময় আসে যখন জনমত সরব হয়ে উঠে ঘোষণা করে যে ক্যুনিফর্ম লিপির পাঠোদ্ধার যাঁরা করছেন, তাঁরা মরীচিকার পেছনে ছুটছেন এবং এই গোটা ব্যাপারটাই ধাপ্পা ছাড়া কিছু নয়। কিন্তু ১৮৫৭ সালে রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটি একটি চূড়ান্ত পরীক্ষাকার্য সম্পন্ন করেন। তাঁরা এবিষয়ে গবেষণায় লিপ্ত চারজন পণ্ডিত, যথাক্রমে রলিনসন, হিংকস, ফক্স ট্যালবট এবং ওপার্ট (Rawlinson, Hincks, Fox Talbot এবং Oppert)-এর কাছে চিঠি দিয়ে বলেন যে তাঁরা যেন প্রত্যেকেই আলাদাভাবে একটি মুখবন্ধ খামে নবাবিষ্কৃত একটি লিপির অনুবাদ পাঠান

BanglaBook.org

সোসাইটির কাছে। ঐ চারজন পণ্ডিত তা-ই পাঠালে তাঁদের চারজনের অনুবাদ তুলনা ক'রে এইবার সোসাইটির পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয় যে ঐ চারজনের স্বতন্ত্র অনুবাদের মধ্যে যথেষ্ট মিল থাকায় বোঝা যাচ্ছে আগের গবেষণালব্ধ ফলগুলিতে বিশ্বাস করা যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত এবং ভবিষ্যতের গবেষণার প্রগতিতেও সেইকারণে আস্থা রাখা সম্ভব। এইবার উচ্চশিক্ষিত সাধারণ ব্যক্তিদের ঠাট্টা তামাশা কিছুটা ক'মে আসে এবং ক্যুনিফর্ম লিপির পাঠোদ্ধার তারপর থেকে বিপুলভাবে এগিয়ে যায়।

ব্যাখ্যা গায়ের জোরে কিংবা 'গাল-গল্প'

২. দ্বিতীয় আরেক শ্রেণীর আপত্তি হলো সেইসব ধারণা বা প্রতিক্রিয়া থেকে, যা হয়ত আপনারাও এড়িয়ে যেতে পারেননি অর্থাৎ আমাদের স্বপ্ন ব্যাখ্যায় প্রাপ্ত অনেক সমাধানই মনে হয়েছে গায়ের জোরে করা, 'টেনে হিঁচড়ে' করা, অন্যভাবে বলতে গেলে: গা জোয়ারি, ভাঁড়ামি বা রঙ্গরসিকতা। এই সমালোচনা এত আকছার শোনা যায় যে আমি এলোপাথাড়িভাবে সর্বশেষ যেটি মনে করতে পারছি তার কথাই বলি।

এবার শুনুন: স্বাধীন দেশ সুইজারল্যাণ্ডের এক হেডমাস্টার মশাইকে ইস্তফা দিতে বলা হ'লো তাঁর পদ থেকে, কেননা তাঁর অপরাধ মনঃসমীক্ষণে উৎসাহ।

তিনি প্রতিবাদ জানালেন। বার্ণ-এর এক সংবাদপত্র, স্কুল কর্তৃপক্ষের অভিযোগ-পত্র ছাপলো। আমি তার কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি: "আমরা যারপরনাই অবাক হচ্ছি, জুরিখের ডাঃ ফিস্টার (Pfister)-এর গ্রন্থে উদ্ধৃত নানান উৎকট ও আজগুবী দৃষ্টান্তের বহর দেখে···এটা সত্যি আশ্চর্য যে একটি ট্রেনিং কলেজের প্রধান শিক্ষক, এইসব উদ্ভট সাক্ষ্য প্রমাণাদিতে বিশ্বাস করেন।" এইসব বাক্য হচ্ছে এমন একজনের 'চূড়ান্ত মত' যিনি নাকি 'ঠাণ্ডামাথায় শান্তভাবে বিচার করেন'। আমার বরং মনে হয় ঐ 'শান্তভাবে বিচার করাটাই' আজগুবী। এইসব মন্তব্যকে, এইবার, একটু খুঁটিয়ে পরীক্ষা করা যাক, এই আশা নিয়ে যে উক্ত বিষয় সম্পর্কে কিছু ভাবনাচিন্তা আর জ্ঞান কারও ক্ষতি করবে না, এমনকি সেই 'ঠাণ্ডামাথার বিচারকেরও' নয়।

এটা দেখে বেশ ভালোই লাগে যে কতদ্রুত এক ব্যক্তি কত নির্ভুলভাবে তাঁর প্রথম প্রতিক্রিয়ার উপর নির্ভর ক'রে মনোবিজ্ঞানের একটি জটিল ও দুর্বোধ্য বিষয়ের একটি কঠিন প্রশ্ন সম্পর্কে মতামত দিতে চান। আমাদের ব্যাখ্যা তাঁর কাছে মনে হয়েছে সুদূরপরাহত। অতএব গ্রহণযোগ্য নয়, অতএব তা ভুল। অতএব

BanglaBook.org

গোটা ব্যাপারটাই বাজে। এইসব সমালোচকেরা একবার ভেবেও দেখেননা যে স্বপ্ন-ব্যাখ্যার এইরকম প্রতিক্রিয়া হওয়ার পেছনে বেশ ভালো কিছু কারণ থাকতে পারে, যা নাকি আবার এই প্রশ্নের দিকেই নিয়ে যেতে পারে যে ঐ কারণগুলি কী।

এইসব সমালোচনা যে অবস্থা থেকে উঠে এসেছে তাকে অবশ্যই বলা যেতে পারে স্থানচ্যুতির (displacement) প্রতিক্রিয়া, যাকে আপনারা ইতিমধ্যেই জেনেছেন স্বপ্ন-সেন্সর ব্যবস্থার সবচেয়ে জোরালো অস্ত্র হিশেবে। এরই সাহায্যে 'পরিবর্ত' বা বদলি রূপায়ণ ঘটে, যাকে আমরা বলি পূর্বসূত্রের ইংগিত (allusions)। কিন্তু এই পূর্বসূত্রের ইঙ্গিতকে সহজে চেনার যো নেই, অথবা এদের কাছ থেকে পশ্চাৎভ্রমণের সাহায্যে পেছিয়ে গিয়ে যথার্থ স্বপ্ন-চিন্তাকেও আবিষ্কার করা সহজ নয়, কেননা এরা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয় অত্যন্ত অসাধারণ এবং অদ্ভুত কিছু বহির্দেশীয় (অনাবশ্যক ?) অনুষঙ্গের সাহায্যে। এছাড়া গোটা ব্যাপারটাই আগাগোড়া সেইসব জিনিশের সঙ্গে জড়িত যাদের লুকিয়ে রাখাই বিধেয়, যাদের গুপ্ত রাখাই কাম্য : ঠিক এইটিই হচ্ছে স্বপ্ন-সেন্সর ব্যবস্থার লক্ষ। আমরা নিশ্চয়ই লুকোনো জিনিশগুলিকে সেখানে খুঁজে পাব না, যেখানে সাধারণত তাদের রাখা হয়। সীমান্ত নজরদারী কর্তৃপক্ষ, বর্তমানে এ-বিষয়ে সুইস বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের চেয়ে ঢের বেশি তৎসর এবং বুদ্ধি ধরেন, কেননা তাঁরা গোপনীয় কাগজপত্র বা চিঠি খোঁজার জন্য পোর্টফোলিও ব্যাগ কিংবা চিঠি রাখার খাপে তল্লাসী চালিয়েই সন্তুষ্ট থাকেন না, তাঁরা এই সম্ভাবনার কথাও মাথায় রাখেন যে গুপ্তচর বা চোরাচালানদাররা নিষিদ্ধ জিনিশ, তাদের দেহের এমন গোপন স্থানে লুকিয়ে রাখতে পারে যেখানে সচরাচর ঐসব জিনিশ থাকে না ব'লেই তাদের খুঁজে বের করা খুবই কঠিন। যদি ঐসব জিনিশ ওখানেই খুঁজে পাওয়া যায়, তাহলে অবশ্যই বলতে হবে ওদের 'আলোয় হিঁচড়ে টেনে বের করা হলো', কিন্তু তার জন্য বলা যাবে না যে এরা তেমন উৎকৃষ্ট দর্শনীয় জিনিশ নয়।

আমরা অবশ্য এটা মেনে নিই যে অব্যক্ত স্বপ্ন-উপাদান এবং তার ব্যক্ত 'বদলির' যোগসূত্রটি খুব দূরের কিংবা খুবই অসাধারণ বা অদ্ভুত দেখাতে পারে, এমনকি কোনো কোনো সময় হাস্যকর, মজাদারও দেখাতে পারে, কিন্তু আমরা আমাদের ব্যাপক অভিজ্ঞতায় দেখেছি স্বপ্নের অর্থ ঠিক আমরা নিজেরাই উদ্ধার করি না ; আমাদের নিজেদের চেষ্টায় তা করা অসম্ভব, কোনো সুস্থ ব্যক্তির পক্ষে এই যোগসূত্রটি অনুমান করা সম্ভবই নয়। স্বপ্ন-দ্রষ্টা হয় নিজেই এই ধাঁধাঁর সমাধান বের করেন সরাসরি কোনো অনুষঙ্গের সাহায্যে (তিনি এটা পারেন, কেননা তাঁর মনে-ই বদলি-রূপায়ণের প্রথম আবির্ভাব ঘটে) অথবা তিনি নিজেই এত মালমশলা হাজির করে দেন যে সমস্যা সমাধানের জন্য বা

BanglaBook.org

রহস্য-ভেদের জন্য কোনো আলাদা চেষ্টার দরকার হয় না, বরং 'সমাধান' যেন নিজেই আমাদের কাছে অনিবার্যভাবে এসে হাজির হয়। যদি স্বপ্ন-দ্রষ্টা এই দুয়ের কোনোটির দ্বারাই আমাদের সাহায্য না-করেন, তাহলে ব্যক্ত উপাদানটি চিরকালের জন্যই দুর্ভেদ্য বা দুর্বোধ্য থেকে যাবে। আমি কিছুদিন আগে ঘটা আরেকটি দৃষ্টান্ত হাজির করছি। আমার এক রোগিণীর চিকিৎসাকালের মধ্যেই পিতৃবিয়োগ হয়, যারপর নিজের স্বপ্নের মধ্যেই তিনি বারবার যে-কোনো সুযোগেই মৃত পিতাকে পুনরুজ্জীবিত করার চেষ্টা করেন। এরকমই একটি স্বপ্নে দেখা যায়, তাঁর বাবা এমন একটি প্রসঙ্গে আবির্ভূত হচ্ছেন যা সাধারণত প্রাসঙ্গিক নয় এবং হওয়ার পর বলছেন : 'সোয়া এগারোটা, সাড়ে এগারোটা, পৌনে বারোটা।' এই অদ্ভুত ব্যাপারটির ব্যাখ্যার জন্য মহিলাটি কেবল যে-অনুষঙ্গটি দিতে পারলেন তা এই যে তাঁর বাবা মধ্যাহ্নভোজনের সময় বাড়ির বড় ছেলেমেয়েরা ঠিক সময়ে খেতে এলে খুশি হতেন। কিন্তু তখন চিকিৎসার যে-পর্যায়ে আমরা পেঁাছেছিলাম তাতে সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক যে মহিলার অতীব প্রিয় এবং শ্রদ্ধেয় বাবার প্রতি তাঁর মনে অতি সতর্কভাবে অবদমিত একটি সমালোচনামূলক বৈরীভাবের ভূমিকা আছে ঐ স্বপ্নে। তাঁর কাছ থেকে আরো কিছু অনুষঙ্গ পাওয়ার পর (যেসব অনুষঙ্গ আপাতদৃষ্টিতে উক্ত স্বপ্ন থেকে বেশ দূরে) তিনি একসময় জানালেন যে স্বপ্নের আগের দিন তাঁর এক আত্মীয়ের সঙ্গে মনোবিজ্ঞান নিয়ে একটি দীর্ঘ আলোচনার পর আত্মীয়টি তাঁকে বলেন, 'আমাদের সকলের মধ্যেই পুরা-মানুষ বা আদিম মানুষ (জর্মন urmensch—উরমেন্‌ষ) রয়ে গেছে।'

এটা শোনার পর আমি কিছুটা আলো দেখতে পেলাম। আমি বুঝতে পারলাম, এখানেও মৃত বাবাকে পুনর্জীবিত করার একটি চমৎকার সুযোগ পেয়েছেন ভদ্রমহিলা। আর সেইজন্যই বাবাকে স্বপ্নে তিনি পাল্টে দিয়েছেন 'ঘড়িবাবু' বা 'ঘড়ি-মানুষে' বা 'প্রহর-মানুষ-এ (জ. uhrmensch—উহ্‌রমেন্‌ষ-এ) যিনি ১৫ মিনিট অন্তর-অন্তর মধ্যাহ্ন ভোজের সময় ঘোষণা করছেন বেলা ১২টা না-বাজা পর্যন্ত।

স্বপ্ন এবং কৌতুক

স্বপ্ন এবং অনুপ্রাসের মধ্যে যে একটি সম্পর্ক রয়েছে তা এখন আর অস্বীকার করা যায়না, বরং বলা যায় অনেক সময়ই স্বপ্নদ্রষ্টার অনুপ্রাসকেই স্বপ্ন-ব্যাখ্যাকারের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। এমন আরো অনেক দৃষ্টান্ত আছে যেখানে বোঝা সহজ নয় আমরা ঠাট্টা তামাশা নিয়ে কথা বলছি, নাকি

BanglaBook.org

স্বপ্ন নিয়ে। কিন্তু আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে, 'ভুল' বা মুখ ফস্কে কথা বলার ক্ষেত্রেও একই সন্দেহ দেখা দিয়েছিল। এক ভদ্রলোক তাঁর এক স্বপ্নের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছিলেন যে তিনি আর তাঁর কাকা, একদা বসেছিলেন কাকার 'অটো'য় (automobile) অর্থাৎ অটোমোবিলে বা মোটরগাড়িতে, আর কাকা তখন তাকে চুমো খেলেন। স্বপ্নদ্রষ্টা এবার সঙ্গে-সঙ্গে নিজেই তাঁর স্বপ্নের ব্যাখ্যা দান করেন : এর অর্থ হ'লো স্বকামুকতা বা auto-eroticism—(আমাদের মনঃসমীক্ষণ বিদ্যায় ব্যবহৃত একটি শব্দ যার অর্থ হ'লো বাইরের কোনো প্রেম-বস্তু বা love-object ছাড়াই তৃপ্তিবিধান।) এবার ভাবা যাক ভদ্রলোক কি আমাদের খর্চায় তামাশা করছিলেন এমন ভান ক'রে যে স্বপ্নের অংশ হচ্ছে অনুপ্রাস? না, আমি তা ভাবিনা, কেননা ভদ্রলোক বাস্তবিকই স্বপ্নটি দেখেন। কিন্তু কোথা থেকে স্বপ্ন আর রঙ্গ-তামাশা বা কৌতুকের মধ্যে এই অদ্ভুত সাদৃশ্য উঠে এল? একসময় এই প্রশ্নের উত্তর নিয়ে মাথাঘামাতে গিয়ে আমি আমার রাস্তার বাইরেই চলে যাই, কেননা তখন সরস কৌতুক (wit) নিয়ে পর্যাপ্ত অনুসন্ধান চালানো দরকার হয়ে পড়ে। তারপর এবিষয়ে আমি সিদ্ধান্তে আসি যে সরস কৌতুকের (wit) উৎপত্তি হয় এইভাবে : প্রাক-চেতনার একসার চিন্তা, মুহূর্তের জন্য নির্জ্ঞান পদ্ধতিতে সংযোজিত হতে থাকে, যেখান থেকে তারা সরসকৌতুক হিশেবে উঠে আসে। যতক্ষণ তারা নির্জ্ঞানের প্রভাবাধীন থাকে, ততক্ষণ তারা 'সংক্ষেপণ' এবং 'স্থানচ্যুতি'-র কর্মপ্রক্রিয়া দ্বারা প্রভাবিত হয়, অর্থাৎ স্বপ্ন-ক্রিয়ায় যে প্রক্রিয়া সচল থাকে এখানেও তা সক্রিয় হয় আর সেইজন্যই স্বপ্ন এবং সরস কৌতুকের (wit) মধ্যে যে-মিল লক্ষ করা যায়, তার কারণ তাদের এই সাধারণ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বা চরিত্রের সাধারণ সাদৃশ্য। কিন্তু অনিচ্ছাকৃত 'স্বপ্ন-কৌতুক' (dream-joke সাধারণ সরস কৌতুকের মতো আমাদের কৌতুক দেয় না। কেন দেয়না তা সরস কৌতুকের (wit) একটু গভীর অনুশীলনের পরই বোঝা যায়। 'স্বপ্ন-কৌতুক' সাধারণত সরস কৌতুক (wit)-এর একটি দুর্বল সংস্করণ হিশেবেই আমাদের কাছে হাজির হয়, এতে আমাদের হাসি পায়না বরং আমরা নিরুত্তাপ বোধ করি।

এ-ব্যাপারে আসুন, আমরা প্রাচীন স্বপ্ন-ব্যাখ্যার পদ্ধতিই বরং অনুসরণ করি যা বহু বাজে জিনিশের সঙ্গে-সঙ্গে বহু মূল্যবান দৃষ্টান্তও উপস্থিত করেছে, যার খুব একটা কিছু উৎকর্ষ সাধন, আমরা এখনো করে উঠতে পারিনি। আমি এবার একটি গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক স্বপ্নের কথা বলব, যার একটি সামান্য ভিন্ন ভাষ্য বর্ণনা করেছেন প্লুটার্ক এবং ডালডিসের আর্টেমিডোরাস (Artemidorus of Daldis)। এখানে স্বপ্নদ্রষ্টা হচ্ছেন স্বয়ং মহান আলেকজাণ্ডার। যখন আলেকজাণ্ডার টায়ার নগরী অবরোধ

BanglaBook.org

করেন, তখন তাঁকে নগরবাসীদের তুমুল প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয় (৩২২ খৃঃ পূর্বাব্দে)। সে সময় তিনি একরাত্রে নৃত্যরত অর্ধ ছাগ-দেবতা স্যাটার বা Satyr-এর স্বপ্ন দেখেন। স্বপ্ন ব্যাখ্যাকার এ্যারিস্টানড্রোস, যিনি আলেকজাণ্ডারের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধাভিযানে উপস্থিত ছিলেন, তিনি ঐ স্বপ্নের ব্যাখ্যা দান করেন, দেবতার নামবাচক শব্দটিকে দু-ভাগে ভাগ ক'রে অর্থাৎ Satyros কে Sa + tyros-এ ভাগ ক'রে যার অর্থ দাঁড়ায় 'Tyre is thine' বা 'টায়ার হচ্ছে তোমার', এবং এই থেকে তিনি ভবিষ্যদ্বানী করেন টায়ার নগরীর বিরুদ্ধে সম্রাটের জয় সুনিশ্চিত। তাঁর এই ব্যাখ্যাই যুদ্ধের ভাগ্য নির্ধারণ করে। আলেকজাণ্ডার প্রচন্ড অবরোধ চালিয়ে যান, শেষপর্যন্ত তাঁরই জয় হয় ও টায়ারের পতন ঘটে। এই ব্যাখ্যা আলপটকা বা গাঁজাখুরী বলে মনে হলেও এটিই ছিল স্বপ্নের নির্ভুল ব্যাখ্যা।

৩. আমি ভালোই কল্পনা করতে পারি, আপনারা বেশ প্রভাবিত হ'তে পারেন একথা শুনে যে এমনকি সেইসব ব্যক্তি যাঁরা দীর্ঘদিন মনঃসমীক্ষক হিশেবে স্বপ্ন-ব্যাখ্যা অনুশীলন করেছেন, তাঁরাও অনেকে আমাদের স্বপ্ন-ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে আপত্তি তোলেন। এটা সত্যিই খুবই অসাধারণ ব্যাপার হতো যদি নতুন ভুল করার এই চমৎকার সুযোগটি তাঁরা হাতছাড়া হতে দিতেন।

কাজেই নানান গুলিয়ে যাওয়া ধারণা আর ঢালাও অযৌক্তিক সামান্যীকরণের ভিত্তিতে নানান কথা জোর দিয়ে বলা হয়েছে যা স্বপ্ন সম্পর্কে চিকিৎসাবিদ্যার ধারণার চেয়ে কিছু কম ভুল নয়। এদের একটি বক্তব্যের সঙ্গে আপনারা ইতিমধ্যেই পরিচিত হয়েছেন : স্বপ্ন, বর্তমান পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়ার এবং ভাবী সমস্যার সমাধান সংগ্রহ করার চেষ্টার সঙ্গে জড়িত বা অন্যভাবে বলা যাক, স্বপ্ন অনুসরণ করে 'ভবিষ্যবাদী ঝোঁক' (prospective tendency) অথবা লক্ষ্য (A. Maeder)। আমরা আগেই দেখিয়েছি এই বক্তব্য, স্বপ্ন এবং অব্যক্ত স্বপ্ন-চিন্তার পার্থক্য গুলিয়ে ফেলে এবং স্বপ্ন-ক্রিয়ার কর্মপ্রণালীকে তাচ্ছিল্য করে। যদি কেউ 'ভবিষ্যবাদী ঝোক' বা 'prospective tendency' বলতে নির্জ্ঞান মানসিক কার্যকলাপ বোঝান যার অন্তর্গত হচ্ছে অব্যক্ত-চিন্তা, তাহলে একদিকে যেমন তাঁরা নতুন কিছু বোঝাচ্ছেন না, অন্যদিকে তাঁদের বর্ণনা যথেষ্ট প্রযাপ্ত বা বিশদ নয়। অবশ্য এর চেয়ে আরো ঢের গুলিয়ে যাওয়া ধারণা আছে যখন কেউ আশ্বাস দিয়ে বলেন, সমস্ত স্বপ্নের নিচেই দেখা যাবে একটি 'মৃত্যু সংক্রান্ত ধারা (clause)'। আমি সত্যি একেবারেই বুঝিনা এই অঙ্কের অর্থ কী, কিন্তু সন্দেহ করি যে এর পেছনে স্বপ্নের সঙ্গে স্বপ্নদ্রষ্টার গোটা ব্যক্তিত্বকে গুলিয়ে ফেলার মনোবৃত্তি লুকিয়ে আছে।

BanglaBook.org

আবার একটি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক সামান্যীকরণ কয়েকটি চাঞ্চল্যকর দৃষ্টান্তের উপর নির্ভর ক'রে আরেকটি এমন বক্তব্যের অন্তর্গত হয়েছে যাতে বলা হয়, প্রতিটি স্বপ্ন-ই দু-ধরনের ব্যাখ্যা সমর্থন করে : ১ আমরা যে ধরনের ব্যাখ্যা দিয়েছি অর্থাৎ তথাকথিত মনঃসমীক্ষণিক ব্যাখ্যা এবং তথাকথিত আধ্যাত্মিক (anagogic) ব্যাখ্যা যা প্রবৃত্তিগত ঝোঁক অস্বীকার করে এবং উচ্চস্তরের মানসিক কর্মকাণ্ডের পুনরুপস্থাপনার লক্ষ্যে এগিয়ে যায় (H. Silberer)। এই ধরনের কিছু স্বপ্ন অবশ্যই আছে, কিন্তু অধিকাংশ স্বপ্নের ক্ষেত্রে খামোখা এই ধারণা প্রয়োগ করতে গেলে ব্যর্থ হওয়া ছাড়া উপায় নেই।

আরেকটি বক্তব্যের সঙ্গেও নিশ্চয়ই আপনারা পরিচিত আছেন যে, স্বপ্নের ব্যাখ্যা উভয়লিঙ্গের দিক থেকেই দিতে হবে, অর্থাৎ দুটি যুগ্ম ঝোঁকের দিক থেকে, যাদের বলা যেতে পারে পুরুষ ও নারী (A. Adler) যা আপনাদের কাছে বেশ দুর্বোধ্য ব'লে মনে হতে পারে। এখানেও, বলতে পারি, এই ধরনের বেশ কিছু একক স্বপ্নের দেখা পাওয়া সম্ভব কিন্তু পরে আপনারা জানতে পারবেন এইসব স্বপ্নের গঠন-কাঠামোর সঙ্গে হিস্টিরিয়া রোগের কিছু উপসর্গের মিল আছে। আমি স্বপ্নের এইসব নব-নব বৈশিষ্ট্যের কথা আপনাদের জানাচ্ছি, ঐসব নতুন ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে আপনাদের সাবধান ক'রে দেয়ার জন্য, অথবা তা যদি নাও হয়, তাহলেও যাতে আপনারা নিঃসন্দেহে জানেন, এ বিষয়ে আমার মত কী।

৪. একটা সময় ছিল যখন স্বপ্ন-গবেষণার বিষয়গত মূল্যকে অনেকে উড়িয়ে দিতেন এই ব'লে যে মনঃসমীক্ষণিক পদ্ধতিতে রোগীর চিকিৎসা হচ্ছে আসলে চিকিৎসকের প্রিয় কোনো তত্ত্বের সঙ্গে রোগীর স্বপ্নকে খাপ খাইয়ে নেয়া, যাতে একদল রোগী স্বপ্ন দেখেন যৌন কামনার, আরেকদল প্রভুত্বের, আবার আরেকদল এমনকি পুনর্জন্মের (W. Stekel)। এই পর্যবেক্ষণের জোর ক'মে আসে, যখন একটু ভাবলেই বোঝা যায় যে মনঃসমীক্ষণিক চিকিৎসার প্রভাব পড়ার বহু আগে থেকেই লোকেরা স্বপ্ন দেখেন, এবং যেসব রোগীরা এখন ঐ পদ্ধতিতে চিকিৎসাধীন আছেন, তাঁরাও তাঁদের চিকিৎসা শুরু করার আগে থেকেই স্বপ্ন দেখতে অভ্যস্ত। এই তথাকথিত নব নিরীক্ষার ঘটনাটি দেখা যাবে স্বতঃসিদ্ধ এবং স্বপ্ন-তত্ত্বের ক্ষেত্রে এর কোনো প্রতিক্রিয়াই নেই। আগের দিনের 'অবশেষ' যা কিনা স্বপ্নকে উস্কিয়ে আনে, তা বস্তুতপক্ষে হচ্ছে জাগ্রত জীবনের বিপুল আগ্রহগুলির 'অবশেষ'। যদি চিকিৎসকের কথাবার্তা এবং উদ্দীপনা রোগীর কাছে গুরুত্ব পায়, তাহলে তা রোগীর (আগের দিনের) 'অবশেষে'র মধ্যে ঢুকে যেতে পারে এবং তার স্বপ্ন রূপায়ণে মানসিক উদ্দীপনা হিশেবে কাজ করতে পারে। ঠিক যেভাবে তার অন্যান্য বিষয় সম্পর্কে আবেগজাত মূল্যসম্পন্ন আগ্রহ অপসৃত না-হ'য়ে আগের দিনের 'অবশেষে'

BanglaBook.org

ঢুকে থাকে। তারা ঠিক সেই ভাবেই ঘুমন্ত ব্যক্তিকে ঘুমের ভিতর প্রভাবিত করে, যেভাবে করে দৈহিক উদ্দীপনা। স্বপ্নোদ্দীপক অন্যান্য উপাদানের মতোই চিকিৎসকদ্বারা অনুপ্রেরিত চিন্তার সার ব্যক্ত স্বপ্নবিষয়বস্তুতে হাজির হতে পারে, অথবা অব্যক্ত চিন্তাতেও উন্মোচিত হ'তে পারে। আমরা অবশ্য এটা বাস্তবিকই জানি যে স্বপ্নকে-ও পরীক্ষামূলকভাবে উৎপন্ন করা যায়, কিংবা আরো সঠিকভাবে বলা যাক, স্বপ্ন-মালমশলার কিছু অংশ স্বপ্নে চালান ক'রে দেয়া সম্ভব। রোগীকে এইভাবে প্রভাবিত ক'রে চিকিৎসক, গবেষকের চেয়ে আলাদা কোনো ভূমিকা গ্রহণ করেন না, বরং অনেকটা মোর্লি ভোল্ড (Mourly Vold)-এর মতোই তাঁর ভূমিকা হয়, যিনি ঘুমন্ত রোগীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নানান ভঙ্গীতে নানান জায়গায় রেখে পরীক্ষা চালান।

সত্যি কথা বলতে কী, কোনো একজন কী সম্পর্কে স্বপ্ন দেখবেন সে বিষয়ে প্রায়শই আমরা প্রভাব বিস্তার করতে পারি, কিন্তু ঠিক কী স্বপ্ন দেখবেন সে বিষয়ে কখনোই পারিনা, কেননা স্বপ্ন-ক্রিয়ার কলকব্জা বা কর্মপ্রণালী এবং নির্জ্ঞান স্বপ্ন-কামনা, বহিরাগত সমস্ত প্রভাবের ধরা ছোঁওয়ার বাইরে। যখন আমরা দৈহিক উদ্দীপনা থেকে উঠে আসা স্বপ্ন সম্পর্কে বিবেচনা করছিলাম তখনই আমরা বুঝতে পেরেছি স্বপ্নদ্রষ্টার উপর দৈহিক ও মানসিক উদ্দীপনার প্রতিক্রিয়া বেশ পরিষ্কার ভাবেই বুঝিয়ে দেয় স্বপ্ন-জীবনের স্বাধীনতা, এবং তার অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য। কিছুক্ষণ আগেই আমাদের স্বপ্ন-ব্যাখ্যার যে সমালোচনার উল্লেখ করলাম তা আমাদের স্বপ্ন-বিশ্লেষণের বিষয়গত চরিত্র সম্পর্কেই সন্দেহ প্রকাশ করে। এ-ও এক ভ্রান্ত ধারণা। এই ভ্রান্তির ভিত্তি হচ্ছে ঐ একই গুলিয়ে ফেলা ; —এবার গুলিয়ে ফেলা হয়েছে স্বপ্নের সঙ্গে তার মালমশলাকে।

স্বপ্নের সমস্যা সম্পর্কে আমি আপনাদের এসবই বলতে চেয়েছিলাম। আপনারা নিশ্চয়ই অনুমান করছেন যে আমি অনেককিছুই পাশ কাটিয়ে গেছি এবং যা আলোচনা করেছি তার অধিকাংশ স্বভাবতই অসম্পূর্ণ। এর কারণ হচ্ছে স্বপ্নের সঙ্গে স্নায়ুরোগের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। আমাদের পরিকল্পনা ছিল স্নায়ুরোগ অনুধাবনের ভূমিকা হিশেবে স্বপ্ন অনুধাবন করা। আর আমার মনে হয় এর উল্টোদিক থেকে এগোনোর চেয়ে এটাই ঠিক। কিন্তু যেহেতু স্নায়ুরোগ বোঝার জন্য স্বপ্ন আমাদের প্রস্তুত করতে পারে, সেইহেতু বলা যায় স্বপ্ন সম্পর্কে সঠিক ধারণা তখনই করা সম্ভব, যখন আমরা স্নায়ুরোগের উপসর্গ সম্পর্কে কিছুটা জ্ঞান লাভ করব।

আমি জানিনা আপনারা কী ভাবছেন, কিন্তু আমি আপনাদের আশ্বস্ত করতে পারি যে স্বপ্নের সমস্যা বোঝার কাজে আপনাদের এত আগ্রহ ও সময় নিয়োগ করার জন্য আমার মনে কোনো অনুতাপ নেই। আমি জানিনা এত দ্রুত আর

BanglaBook.org

কোন্ উপায়ে আমরা মনঃসমীক্ষণের বক্তব্য সত্য কিনা তা যাচাই করার দিকে এগোতে পারতাম, বিশেষত সেইসব বক্তব্য যাদের সত্যতার উপর ভর ক'রে মনঃসমীক্ষণ বিদ্যা দাঁড়িয়ে আছে। বহু মাসের, এমনকি বহু বছরের অত্যন্ত কঠিন পরিশ্রমের প্রয়োজন হয় এটা বোঝাতে যে স্নায়ুরোগীর উপসর্গগুলির একটি অর্থ আছে, উদ্দেশ্য আছে, এবং তারা রোগীর জীবনের অভিজ্ঞতা থেকেই উঠে আসে। অন্যদিকে মাত্র কয়েক ঘণ্টার চেষ্টা লাগতে পারে এটা দেখাতে যে কিছু স্বপ্ন যা প্রথমে সম্পূর্ণ জটপাকানো, দুর্বোধ্য ব'লে মনে হয়, তাতে ঐ সবই আছে। এইভাবে মনঃসমীক্ষণের মূল প্রস্তাবগুলিকেও প্রতিষ্ঠিত করা যায়, যাদের অন্তর্গত হচ্ছে নির্জ্ঞান মানসিক প্রক্রিয়াসমূদয় এবং সেইসব বিশেষ কর্মপ্রণালী বা রীতিনীতি যা মেনে ঐসব নির্জ্ঞান প্রক্রিয়া কাজ করে, আর প্রবৃত্তিগত অভীপ্সা বা চালিকা শক্তি যা তাদের ভিতর দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। যখন আমরা মনে রাখি স্নায়ুরোগের উপসর্গের সঙ্গে স্বপ্ন গঠন-কাঠামোর মিল কতো সুদূরপ্রসারী, এবং তারপর ভেবে দেখি স্বপ্নদ্রষ্টা ব্যক্তি (ঘুম ভাঙার পর) কত দ্রুত পাল্টে যেতে পারেন একজন সম্পূর্ণ জাগ্রত, যুক্তিবোধসম্পন্ন ব্যক্তিতে, তখন আমরা আশ্বস্ত হ'য়ে উপলব্ধি করি যে প্রকৃতপক্ষে স্নায়ুরোগও নির্ভর করে মানসিক জীবনে সক্রিয় কিছু শক্তির ভারসাম্য রক্ষার ওপর।

The Online Library of Bangla Books
BANGLA BOOK .ORG